Shri KESH... Mathura

নবমঃ সর্গঃ।

আয়তঃ সখি ! মাধবো যদুদয়াদ্বল্লীমতল্লী ততিঃ
ফুল্লীভূয় সমন্ততঃ সুরভয়ন্ত্যচ্চৈঃ শ্রিয়ং শিশ্রিয়ে।
তেন ত্বৎকুসুমেষু বাঞ্ছিতধুরা সম্পৎস্যতে সেৎস্যতি
স্বাচ্ছন্দ্যাদিহ পদ্মিনীগণপতেঃ সেবাপি তেঽবাধিতা ॥১॥

আয়াতং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা অন্যাপদেশেন রাধিকাং প্রতি সখী আহ। সখি! রাধে! মাধোবো বসন্তঃ পক্ষে কৃষ্ণঃ আযাতঃ। যস্য বসন্তস্য উদয়াৎ শ্রেষ্ঠ বল্লীততিঃ ফুল্লীভূয় সমন্ততঃ সুরভয়ন্তী সতী শ্রিয়ং শোভাং শিশ্রিয়ে দধারেত্যর্থঃ। কৃষ্ণপক্ষে বল্লী স্বরূপা ত্বং ফুল্লীভূয়েত্যাদি। তস্মাৎ তে তব কুসুমেষু পুষ্পেষু বাঞ্ছিতধুরা সম্পৎস্যতে। পক্ষে কুসুমেষুঃ কন্দর্প স্তত্র। এবং পদ্মিনীগণপতেঃ সূর্য্যস্য। পক্ষে কৃষ্ণস্য অবাধিতা সেবা অপি স্বাচ্ছন্দ্যাৎ সেৎস্যতি ॥১॥

মাধব অর্থাৎ নববসন্ত সমাগমে বৃন্দাবনের বনমাধুরী ষোলকলায় হাস্যময়ী। এদিকে মাধব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া ব্রজসুন্দরীগণও হর্ষ-পুলকে হাস্য-প্রফুল্লা। বিশাখা বসন্ত-সুষমা বর্ণনছলে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সূচনা করিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন—“ঐ দেখ সখি! মাধব আসিয়াছেন, আমরি! তাঁহার উদয়ে নবীনা মল্লীলতাবলি প্রফুল্লিতা হইয়া সৌরভে চারিদিক্ প্রমুদিত করিয়া কেমন অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে দেখ; আর ঐ পুষ্পবল্লরীর ন্যায় তুমিও হর্ষ-ফুল্লা হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছ। ইহাতে তোমার কুসুম-চয়ন বাসনা ত সিদ্ধ হইবেই, পরন্তু কুসুমেষু বাসনা অর্থাৎ তোমার কন্দর্প-বাসনাও স্বচ্ছন্দে সংসিদ্ধ হইবে এবং সেই সঙ্গে পদ্মিনীগণপতির অর্থাৎ সূর্য্যের ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়েরই অর্চ্চনা যে আজ অবাধে সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥১॥

মুগ্ধে ! পশ্য দিধীষু‍রেষ রভসান্মামাজিহীতে হরি
র্নেশে হন্ত পলায়িতুং বলদুরুস্তম্ভাদধে বেপথুং।
ত্বং বাচাপি ন রক্ষণে মম পটুঃ কিম্বা হসস্ত্যুন্মদে
। লোলাক্ষী চপলাসি লাসি কুতুকং হংহো ভিয়াহং ম্রিয়ে ॥২॥
অস্যাগ্রেঽপি বিভেষি হন্ত ললিতাশৌটীর্য্য-সূর্য্যপ্রভা-
প্রধ্বস্তাখিল দম্ভ সৌর্য্যতিমির ব্রাতস্য মুগ্ধেক্ষণে !

রাধিকা আহ। হে সখি মুগ্ধে। পশ্য মাং দিধীষু‍রেষ হরিঃ রভসাৎ বেগাৎ আজিহীতে আগচ্ছতি। ওহাঙ্ গতৌ। পলায়িতুমপি নাহমীশে। অত্র আনন্দাজ্জাতং জাড্যাদিকং ভয়জন্যত্বেন খ্যাপয়তি বলদিতি। বলবামুরুস্তম্ভো যস্যা এবম্ভূতা ত্বং বেপথুং দধে। ত্বং কুতুকং লাসি গৃহ্লাসি অহং ভিয়া ম্রিয়ে ॥২॥

সখী আহ। হে মুগ্ধেক্ষণে ! হন্তাস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রে ত্বং বিভেষি। কৃষ্ণস্য কথম্ভূতস্য ললিতায়াঃ পরাক্রম এব সূর্য্য স্তস্য প্রভয়া ধ্বস্তোঽখিল দম্ভাদিরূপ-

---

শ্রীরাধা আবেগ-কম্পিত স্বরে কহিলেন—"মুগ্ধে। দেখিতেছ না, হরি আমাকে ধরিবার নিমিত্ত সবেগে আসিতেছে। হায়! আমি ইচ্ছা করিয়াও ত পলাইতে পারিতেছি না। ভয়ে বলবান্ উরু যুগলও স্তম্ভিত হইয়াছে—তনু-লতাও ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে।" শ্রীরাধার এই জড়িমা বাস্তবিক ভয় জন্য নহে—কান্তের আগমন জন্য বিপুল আনন্দোদয় হেতু। শ্রীরাধা পূর্ববৎ স্পন্দিত অথচ মধুর কণ্ঠে কহিলেন—"উন্মদে! তুমি আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটী কথাও কহিলে না—পরন্তু হাসিয়াই আকুল হইতেছ। তোমার নয়ন-কুরঙ্গ যেরূপ চঞ্চল, সেইরূপ তোমাকেও চঞ্চল দেখিতেছি। চপলে! তুমি রঙ্গ দেখিতেছ—! আমি কিন্তু ভয়ে মরিতেছি ॥২॥

বিশাখা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"হায়! মুগ্ধ-নয়নে! কেন তুমি উহাঁকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? উহার যে কিরূপ পরাক্রম, আমরা তা' বেশ জানি। ললিতার শৌর্য্য-সূর্য্যপ্রভার নিকট শ্রীকৃষ্ণের

কিঞ্চ ত্বাং ভুবনত্রয়াখিল সতীচূড়ামণিং লম্পটঃ
স্প্রষ্টুং সাহসমেষ ধাস্যতি বলাত্তচ্চাপি ন শ্রদ্দধে ॥৩॥
ক্রুধে সত্যময়ন্তু হন্ত সরুষেবাস্মাসু সাধ্বী ব্রত-
ধ্বান্তধ্বংসনভাস্করঃ প্রকটিতো ধাত্রৈব ভূমণ্ডলে ।
যঃ সর্ব্বামুখমুদ্রণাদ্বিরহিতাঃ কৃত্বা বশাৎ পদ্মিনীঃ
স্বাসক্তা ইতি তাঃ প্রবাদমধিকং লোকে নয়ন্নন্দতি ॥৪॥

তিমির সমূহো যস্য । কিঞ্চ এষ লম্পটঃ এবম্ভূতাং ত্বাং বলাৎ স্প্রষ্টুং সাহসং ধাস্যতি তচ্চাপি অহং ন শ্রদ্দধে ন প্রত্যেমি ॥৩॥

শ্রীরাধা আহ । সত্যং ক্রুধে মম সাধ্বীত্বং এতাদৃশমেব কিন্তু প্রাচীনাপরাধবশাৎ অস্মাসু সরুষা ইব বিধাত্রা অয়ং লম্পটঃ সাধ্বী ব্রতরূপান্ধকারস্য ধ্বংসন সূর্য্যস্বরূপ এব প্রকটিতঃ এতেন সাধ্বীত্বস্য দুঃখদায়কত্বেনান্ধকার সাম্যং ধ্বনিতং । যঃ সূর্য্যরূপ কৃষ্ণঃ সর্ব্বাঃ পদ্মিনীঃ পক্ষে ব্রজসুন্দরীঃ মুখমুদ্রণাদ্বিরহিতাঃ অথাৎ প্রফুল্লাঃ কৃত্বা তাঃ পদ্মিনীঃ স্বস্মিন্ আসক্তা ইতি প্রবাদমাত্রং লোকে নয়ন্ নন্দতি সুখং প্রাপ্নোতি । তেন পদ্মিনীনাং যথা দূরস্থিতেনৈব সূর্য্যেণ প্রবাদ মাত্রং ন তু সঙ্গ ইতি দৃষ্টান্তসূচিতেনানুরাগেণ স্বামিনাভৃষ্ণাতিরেকো-ধ্বনিতঃ ॥৪॥

যাবতীয় দম্ভ-তিমিররাশি অনায়াসে বিনষ্ট হইয়া যায় । বিশেষত ; তুমি যখন ত্রিভুবনস্থিত নিখিল সতীকুলের শিরোমণি তখন এই লম্পট যে সহসা তোমাকে বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিতে সাহস করিবে, তাহাও ত আমার বিশ্বাস হয় না ॥৩॥

শ্রীরাধা হর্ষাপ্লুতচিত্তে অথচ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"সখি ! আমার সাধ্বীত্ব সম্বন্ধে তুমি সত্যই বলিয়াছ ; কিন্তু প্রাক্তন অপরাধ বশতঃই আমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বিধাতা এই লম্পটকে সাধ্বীগণের ব্রতান্ধকারবিনাশী ভাস্কররূপে ভূমণ্ডলে প্রকটিত করিয়াছেন । এইরূপ সাধ্বীত্ব দুঃখদায়ক বলিয়াই অন্ধকার সদৃশ বলিলাম । সখি ! লোকমুখে শুনিয়াছি,—ভাস্কর পদ্মিনীগণকে

এবং চেৎ পুরতঃ প্রবিশ্য গহনে কুঞ্জে-নিলীয় দ্রুতং
দুর্ব্বোধাধ্বনি মাধবেন সহসাদ্বিত্রা বা ঘটীর্যাপয়।
তাবন্নস্তুদিনার্চ্চনে ত্বি মঞ্জুষাং পুষ্পাবচায়ঃ ক্ষণং
গান্ধর্ব্বেহস্তু নিরাকুলো হত্র কিমিতো যুক্তিঃ পরাদৃশ্যতে ॥৫

সখী আহ। এবং চেৎ পুরতোহগ্রে গহনে কুঞ্জে প্রবিশ্য দ্রুতং নিলীয় দ্বিত্রা ঘটীর্যাপয়। কথম্ভূতে কুঞ্জে সহসা মাধবেন দুর্ব্বোধোধ্বা যস্য তস্মিন্। পক্ষে প্রসিদ্ধা ত্বং মাধবেন সহ অন্যে দুর্ব্বোধোহধ্বনি কুঞ্জে দ্বিত্রা ঘটীর্যাপয়। হে গান্ধর্ব্বে? তাবৎ পর্য্যন্তং ত্বদীয়স্য ইনস্য পক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্য অর্চ্চনজুষাং নোহস্মাকং পুষ্পাবচায় তদবচয়নং ক্ষণং নিরাকুলোহস্তু। কিং ইতঃ পরাযুক্তি দৃশ্যতে অপিতু ন কিমপি ॥৫॥

মুখ-মুদ্রণ-বিরহিতা অর্থাৎ প্রফুল্লিতা করিয়া সবলে আপনার প্রতি আসক্তা করিয়া থাকে, সেইরূপ এই কৃষ্ণ-ভাস্করও ব্রজসুন্দরীগণকে উৎফুল্লা করিয়া এক অপূর্ব্ব শক্তিতে আপনার প্রতি আসক্তা করিয়াছে—একথা যথার্থ নহে, প্রবাদ বাক্যমাত্র। লোকে এই প্রবাদবাক্য লইয়াই আনন্দলাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, কোথায় কোন্ সুদূর গগনে সূর্য্য অবস্থিত—মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই—পদ্মিনীকুল কদাচিৎ কেবল দেখিয়াই প্রফুল্ল হইয়া থাকে—জীবনে কখনও প্রিয়-সঙ্গ সুখলাভ ঘটে কি? সেইরূপ আমরাও ঐ শ্রীকৃষ্ণ-ভাস্করকে দূর হইতে দেখিয়াই কেবল উৎফুল্ল হইয়া থাকি—সঙ্গলাভ করিতে পারি কি?"—এই দৃষ্টান্তে অনুরাগস্থায়ী ভাব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার তৃষ্ণাধিক্যই সূচিত হইল।৪।।

কান্ত সন্দর্শনে শ্রীরাধার কৃত্রিম শঙ্কাকুলভাব দেখিয়া ললিতা হাসিতে হাসিতে রঙ্গভরে কহিলেন—"প্রিয়সখি! তুমি যদি যথার্থই ভয় পাইয়া থাক, তবে পুরোবর্ত্তি গহন-কুঞ্জে শীঘ্র প্রবেশপূর্ব্বক

এবং তত্র মিথো বিচারয়তি স স্বপ্রেয়সীনাং গণে
মধ্যে প্রাদুরভূদ্ যথা কুমুদিনী বৃন্দে বিধুঃ পর্ব্বণি।
সংরম্ভৈরবহিত্থয়ৈব জনিতৈস্তাঃ সৈকতৈঃ সেতুভি
র্হর্ষাব্ধেরতনূর্ম্মি-মালিমবলা রোদ্ধুং তদা রেভিরে ॥৬॥

এবং প্রকারেণ প্রেয়সীনাং গণে পরস্পরং বিচারয়তি সতি স শ্রীকৃষ্ণঃ তাসাং মধ্যে প্রাদুরভূৎ। যথা পর্ব্বণি পূর্ণিমায়াং' তাঃ অবলাঃ অবহিত্থয়ৈব জনিতে সংরম্ভৈঃ ক্রোধৈঃ করণৈঃ হর্ষ সমুদ্রস্য বৃহদূর্ম্মিশ্রেণীং তদারোদ্ধুমারেভিরে আরম্ভং চক্রুঃ। পক্ষে অতনূর্ম্মিঃ সেতুভিঃ কন্দর্পোর্ম্মিঃ। তাদৃশসংরম্ভৈঃ কীদৃশৈঃ সৈকতৈঃ। সমুদ্রস্যোর্ম্মিশ্রেণী বালুকানির্ম্মিতসেতুভির্যথা রোদ্ধুমারভ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৬॥

আত্ম গোপন করিয়া দুই তিন ঘটিকা যাপন কর। ঐ নিভৃত কুঞ্জের পথ মাধব সহসা জানিতে পারিবেন না।" পক্ষান্তরে ললিতা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—যে কুঞ্জের পথ অন্যের দুর্ব্বোধ, সেই নিভৃত কুঞ্জ-ভবনে ভুবন প্রসিদ্ধা তুমি মাধবের সহিত রহঃলীলা-বিলাসে দুই তিন ঘণ্টা যাপন কর। হে গান্ধর্ব্বিকে! আমরা ততক্ষণ তোমার মিত্র-পূজার (সূর্য্যার্চ্চনার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনার) নিমিত্ত যত্নপরা হইয়া নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে কুসুম-চয়ন করিতে থাকি। ইহা অপেক্ষা উত্তম যুক্তি আর কি আছে সখি? ॥৫॥

কৃষ্ণ-বল্লভা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর প্রেম-কৌতুকভরে এইরূপ বিচার-বিতর্ক করিতেছেন এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন—আমরি! যেন শারদ-পূর্ণিমায় প্রফুল্লা কুমুদিনী-কুলের মধ্যে কমনীয় রাকা-বিধু সমুদিত হইলেন। তখন ব্রজসুন্দরী-গণের হৃদয়ে আনন্দ-প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেও সেই ভাব গোপন করিয়া অবহিত্থা-জনিত ক্রোধরূপ সৈকত-সেতু দ্বারা সেই আনন্দ-সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গ-মালা রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একৈকাবয়ব-স্ফুরন্মধুরিমাবর্ত্তে পতন্তস্তদা
তাসামক্ষি-তরিব্রজাঃ দ্রুতমধূর্ঘূর্ণাঃ ক্ষণাত্তে পুনঃ।
মগ্নীভূয় রসাপ্লুতান্তরতয়া বিন্দন্ত নীচীনতাং
যে তু প্রাহুরিদং হ্রিয়ো বিলসিতং তত্ত্বং ন তে জানতে ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তাভির্লজ্জয়া কৃতং অধোমুখং প্রকারান্তরেণ বর্ণয়তি। শ্রীকৃষ্ণস্য একৈকাবয়বে স্ফুরন্মধুরিমরূপজলস্যাবর্ত্তে তাসাং অক্ষিতরিব্রজাঃ নৌকাসমূহাঃ পতন্তঃ সন্তঃ দ্রুতং ঘূর্ণাঃ অধুঃ। তে নেত্ররূপতরিব্রজাঃ তদানীমেব পুনঃ ক্ষণমধ্যে রসেন জলেন পক্ষে শৃঙ্গার রসেনাপ্লুতান্তরতয়া নীচীনতাং অবিন্দন্ত প্রাপ্নুবন্ত। যে তু ইদং লজ্জাবিলসিতং প্রাহুস্তে তত্ত্বং ন জানন্তীত্যপহ্নুত্যলঙ্কারো বোধ্যঃ ॥৭॥

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তাঁহাদের প্রেমোদয় হেতু যে আনন্দ-তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহা প্রতিরোধের নিমিত্ত বাহিরে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেও সাগর-তরঙ্গাভিঘাতে সৈকত-সেতুর ন্যায় শীঘ্র বিলপ্ত হইয়া গেল ॥৬॥

তখন ব্রজাঙ্গনাগণ মদনাবেশে বিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই শ্যামাসুন্দর রূপ অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন —মরি! মরি! শ্রীকৃষ্ণের এক একটী অঙ্গ অনন্ত মাধুর্য্যের মহাসমুদ্র—ব্রজরামাগণের নয়ন-তরি-সমূহ সেই এক একটী মাধুর্য্যাবর্ত্তে পতিত হইয়া দ্রুত বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং ক্ষণমধ্যে সেই নয়ন-তরিসমূহ রসের ভারে নিমগ্ন হইয়া ক্রমশঃই নিম্নগামী হইল। ফলতঃ বাঞ্ছিতের অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ-মাধুরী প্রাণ ভরিয়া দেখিতে দেখিতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবাবেশে সজল নয়নে অবনতমুখী হইলেন। যাঁহারা বলেন, ইহা লজ্জা-বিলসিত, তাঁহারা ইহার তত্ত্ব কিছুই জানেন না, বুঝিতে হইবে ॥৭॥

তৎসৌরভ্য মহাভটৈঃ পটিমভির্নাসাধ্বনান্তঃপুরং
প্রাপ্তৈর্ধৈর্য্যকপাট পাটনপরৈস্তাসাং যদাভূয়ত ।
কা যূয়ং বনলুণ্ঠিকা ইতি তদা সাটোপবর্ণ স্ফুরৎ
সৌস্বর্য্যামৃতবীচয়ঃ শ্রুতিগতা স্তৎসর্ব্বমাপ্লাবয়ন্ ॥৮॥
অপ্রাপ্য প্রতিবাচমার্ত্তিরুড়িব প্রাহোদ্ভ্রমল্লোচনঃ
কিং ন ব্রূথ মদাম্মদালয়স মোষ্যানাপহারোদ্যতাঃ ।

তাসাং সখীনাং নাসাধ্বনা অন্তঃপুরং প্রাপ্তৈঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সৌরভ্যরূপমহাভটৈঃ স্বপাটবৈঃ করণৈঃ সখীনাং ধৈর্য্যরূপকপাটস্য ত্রোটনপরৈর্যদা অভূয়ত তদৈব কা যূয়ং বনলুণ্ঠিকা ইতি। কৃষ্ণস্য সাটোপবর্ণস্য স্ফুরৎ সৌস্বর্য্যামৃত তরঙ্গাঃ শ্রুতিগতাঃ মন্তঃপুরস্থং যদ্ ধৈর্য্যাদি তৎসর্ব্বং আপ্লাপয়ন্। তথাচ মোহং প্রাপুরিত্যর্থঃ ॥৮॥

আনন্দজাড্যেন তাসাং প্রতিবাচং অপ্রাপ্য আর্ত্তিরুড়িব প্রাপ্তক্রোধ ইব উদ্ভ্রমল্লোচনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আহ। রে বনচারিণ্যঃ! সান্দ্রা যূয়ং মদালয়সমানস্য

তার পর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভ যখন মহাবীরের ন্যায় নৈপুণ্যের সহিত সখীগণের নাসাপথ দিয়া হৃদয়-অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের ধৈর্য্য-কবাট ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ঠিক সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ গর্ব্ব-পূরিত অথচ মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন—"ওগো বন-লুণ্ঠিকাগণ! তোমরা কে?—পরিচয় দাও।" আহা! কি মধুর কণ্ঠ! এ কি বীণার ঝঙ্কার? না অমরার অমৃত বর্ষণ! শ্রীকৃষ্ণের এই কণ্ঠস্বরামৃত তরঙ্গায়িত হইয়া যেমন তাহাদের শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া সমস্ত হৃদয়-তট আপ্লাবিত করিল, অমনই সেই সুধা-তরঙ্গে হৃদয়-পুরস্থ ধৈর্য্যাদি তাবৎ চিত্তবৃত্তি তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহারা তৎক্ষণাৎ আত্মহারা হইয়া মোহ-প্রাপ্ত হইলেন ॥৮॥

আনন্দ-বাষ্পে তাহাদের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সহসা বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া

অদ্যাসাদ্য মমোপকণ্ঠ মুচিতাং সংসদ্যবস্থাং পরা-
মপ্যাপ্তুং কিমু বাঞ্ছথ স্ফুটমতোঽক্রতাস্তু যূয়ংস্থ কাঃ ॥৯॥
তাসামেব তদাপি যৎ প্রতিবচো নো কা অপীত্যন্তরু-
দ্ভূত স্মারবিকার-বোধি মধুরং হ্রীলৌল্য-শঙ্কার্চ্চিতম্ ।
তদয়ো বর্ণয়িতুং ক্ষিতাবুপমিতিং মৃগ্যোদয়ং নেতিনে
ত্যস্মিন্ বস্তু সমস্ত মত্রে লভতে ব্রহ্মাণ্ড-সাম্যং কবিঃ ॥১০॥

উদ্যানস্য অপহারে উদ্যতাঃ কিং মদাৎ ন ব্রূথ ? তস্মাৎ অদ্য মম উপকণ্ঠং নিকটং আসাদ্য সংসদি সমুচিতাং পরাং উক্ত কটূক্তি ব্যতিরিক্তাং অবস্থাঃ প্রাপ্তুং কিং বাঞ্ছথ ? পক্ষে উপকণ্ঠং কণ্ঠসমীপং আসাদ্য রহস্যক্রীড়ারূপাবস্থাং ॥৯॥

এব শ্রীকৃষ্ণঃ তদা তাসাং নো কাপীতি যৎ প্রতিবচঃ প্রাপ । কথম্ভূতং প্রতিবচঃ তাসাং অন্তরুৎপন্ন স্মরবিকার-বোধন-শীলং অথচ মধুরং । পুনশ্চ হ্রীলৌল্য শঙ্কাভিরর্চ্চিতং লজ্জাদীনাং বোধকমিত্যর্থঃ । তৎ প্রতিবচঃ বর্ণয়িতুং যঃ কবিঃ ক্ষিতৌ উপমিতং মৃগ্যেৎ অসৌ কবিঃ উপমানত্বেন সম্ভাবিতং মত্তকোকি-

---

ক্রুদ্ধের ন্যায় নয়ন-ঘূর্ণন করিতে করিতে কহিলেন—"ওগো গর্ব্বিতে ! বনচারিণীগণ ! তোমরা আমার আলয়সদৃশ উদ্যান-হরণে উদ্যত হইয়াছ কি ?—তাই, উৎকট মদভরে কথা কহিতেছ না ? অতএব তোমরা আজ আমার উপকণ্ঠে (নিকটে শ্লেষে কণ্ঠ-সমীপে) আসিয়া সভ্যজনোচিত পরাবস্থা অর্থাৎ রহঃকেলিরূপ অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কি ? অতএব তোমরা কে, শীঘ্র বল ? ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণের ঔদ্ধত্য-ব্যঞ্জক অথচ সরস বাক্‌চাতুর্য্য শ্রবণ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ রঙ্গভরে কহিলেন—"আমরা কেহ নহি ।" আহা ! এই প্রত্যুত্তর বাক্য তাঁহাদের অন্তরুৎপন্ন স্মর-বিকারের বোধনশীল হইয়াও মধুর, অথচ লজ্জা, চপলতা ও শঙ্কাভাব-ব্যঞ্জক । সুতরাং এই অপূর্ব্ব প্রতিবাক্যের বর্ণনা করিতে কোন কবি যদি ধরাধামে তাহার উপমা অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে তিনি উপমানরূপে সম্ভাবিত

যৎ কৃষ্ণস্য মনোপি কর্ণময়তামাপয্য তচ্চাধিকং
বিদ্ধং হন্ত মনোভুবৈব সহসা চক্রে পুনঃ সায়কৈঃ ।
যত্তস্মাদ্দবথোঃ সবেপথুমপি স্বং নিহ্নুবানোঽব্রবীৎ
সাটোপং তদিমা ব্যজিজ্ঞপদিব স্বাতুর্য্যবিস্ফূর্জ্জিতং ॥১১॥

লাদি বস্তু সমস্তং নেতি নেতীত্যুক্ত্বা অস্যন্ নিরস্যন্ ব্রহ্মজ্ঞসাম্যং লভতে। ব্রহ্মজ্ঞো যথা অধ্যস্তাপবাদার্থং সর্ব্বদা নেতি নেতীতি করোতি তথেত্যর্থঃ ॥১০॥

যৎ নো কাপীতি বর্ণত্রয়রূপবচঃ কৃষ্ণস্য মনঃ কর্ণময়তাং প্রাপয্য পশ্চাত্তচ্চ প্রতিবচনং কর্ত্তৃ মনঃ মনোভুবা দ্বারা অস্য পঞ্চসায়কৈঃ করণৈঃ পুনরধিকং বিদ্ধং চক্রে। পুনঃ পুনস্তাদৃশাক্ষরত্রয়স্য শ্রবণেচ্ছয়া মনসঃ কর্ণে পুনঃ পুনঃ সংযোগাতিশয্যাৎ কর্ণময়ত্বং বোধ্যম্। তস্মাৎ দবথো স্তাপাৎ জাতং স্বকীয়ং বেপথুং কম্পং নিহ্নুবানঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ সাটোপং যথাস্যাত্তথা যৎ অব্রবীৎ তৎবচঃ কর্ত্তৃস্বাতুর্য্যাস্য স্বকীয়াতুরত্বস্য বিস্ফূর্জ্জিতং পরাক্রমং ইমাঃ ব্রজসুন্দরীঃ ব্যজিজ্ঞপয়দিব ॥১১॥

পিক-পাপিয়াদির কল-গানকেও, "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেরূপ অধ্যাসের অপবাদার্থ সর্ব্বদা নেতি নেতি অর্থাৎ আকাশাদি ব্রহ্ম বস্তু নহে বলিয়া নিরস্ত করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই সকল বস্তুকেও নিরস্ত করিয়া স্বয়ংই ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করিবেন ॥১০॥

"আমরা কেহ নহি"—আহা! ব্রজসুন্দরীদের এই কয়টী বর্ণময় বাক্য তখন শ্রীকৃষ্ণের মনকে কর্ণময় করিয়া তুলিল।—পুনঃপুন তাদৃশ অক্ষরময় বাক্যের শ্রবণেচ্ছাবশতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে মনের সংযোগের কারণই যেন মন কর্ণস্বরূপ হইল। অনন্তর ঐ বাক্য মনোভব কন্দর্পের পঞ্চশর দ্বারা সহসা শ্রীকৃষ্ণের মন অধিকতর বিদ্ধ করিল—সে দারুণ যন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কম্পিত হইলেও তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ দম্ভ প্রকাশ করিয়া তখন যাহা

যূয়ং কা অপি নেতিচেদ্বদথ কিং নো কা অপীতি স্ফুটং
প্রত্যক্ষাবগতেঽপি বস্তুনি কথং দৃষ্টোঽপলাপঃ ক্বকৈঃ।
পুষ্পানাং ন হি যথ কেবলমহো তাস্কর্য্যচর্য্যাং যতো
দৃষ্টং চৌর যথেহ চন্দ্রবদনা আত্মানমপ্যগ্রতঃ ॥১২॥
নিত্যং মৎসুমনোপহারনিরতা যাস্তাময়াকুত্র বা
প্রাপ্তাঃ স্যুঃ কথমিত্য নিদ্রিতদৃশা রাত্রিন্দিবং ভাব্যতে।

শ্রীকৃষ্ণ আহ। নো কাপীতি শব্দেন মদগ্রে কা অপি যূয়ং ন ইতি চেদ্বদথ কিং? প্রত্যক্ষাবগতেঽপি বস্তুনি কথং কৈর্জনৈঃ কুত্র বা অপলাপো দৃষ্টঃ। স্বং স্বং আত্মানং। চন্দ্রবদনা ইতি। রাত্রাবপি আত্মানং চোরয়িতুং ন শক্যথ কিমপি দিবসে ইতি ধ্বনিঃ ॥১২॥

সুমনঃ পুষ্পং। পক্ষে শোভনমনং। আত্মভুবং স্বীয় ভূমিং কন্দর্পঞ্চ শ্রিতাঃ

বলিলেন তাহাতে তাঁহার নিজের কাতরতার পরাক্রমই ব্রজসুন্দরীদের নিকট বিজ্ঞাপিত হইয়া পড়িল ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণ আবেগ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—'কেহ নয়' এই বাক্যে তোমরা কি আমার অগ্রে স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিতেছ—"আমরা কেহই নই?" যদি তাই বল, তাহা হইলে ত বড় রহস্যের কথা? প্রত্যক্ষাবগত বস্তুর কোন প্রকার অপলাপ কে কোথায় বা দেখিয়াছে? কিন্তু আমি আজ দেখিলাম। হা! তোমরা বলিতেছ "আমরা কেহ নহি," কিন্তু হে বিধুমুখীগণ! আমি দেখিতেছি, তোমরা যে কেবল পুষ্পচৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ তাহা নহে—স্ব স্ব আত্মাকেও চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ! কিন্তু দিবসের কথা দূরে থাক্ তোমরা চন্দ্রবদনা বলিয়া রাত্রিতেও আমার অগ্রে আত্মাকে চুরি করিতে সমর্থ হইবে না,—মুখচন্দ্রের কৌমুদী প্রভায় তোমরা অন্ধকারেও স্বতঃই প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া পড়িবে ॥১২॥

আমি নিশিদিন বিনিদ্র নয়নে ভাবিতাম—যাহারা নিত্য আমার সুমনঃ অর্থাৎ পুষ্প চুরি করিয়া লইয়া যায়, কোথায় কিরূপে তাহাদের

দিষ্ট্যৈবাত্মভুবং শ্রিতা যুবতয়ো দৃষ্টাশ্চিরাদস্য তা-
স্তন্মন্তোঃ ফলমেব সম্প্রতি তদা ত্বঙ্গীকুরুধ্বং দ্রুতং ॥১৩॥

উদ্যন্ বিশ্বজনেক্ষণক্ষণভরং ধত্তে নিরস্যংস্তমো
যঃ ফুল্লীকুরুতে ভৃশং করপরিষ্বঙ্গৈর্বলাৎ পদ্মিনীঃ ।
তং ভাস্বন্তমভীষ্টদং প্রতিদিনং সেবেমহীমা বয়ং
পুষ্পেষ্বাগ্রহ এষ নঃ সমুচিত স্তৎ কিংভবান্ কুপ্যতি ॥১৪॥

যুবতয়ো দৃষ্টাঃ । তত্তস্মাৎ মন্তোঃ পুষ্পচৌর্য্যমনশ্চৌর্য্যরূপাপরাধস্য ॥ ১৩॥

শ্রীরাধা আহ । যঃ সূর্য্যঃ পক্ষে কৃষ্ণশ্চ উদ্যন্ তমোঽন্ধকারঃ । পক্ষে দুঃখং নিরস্যন্ সন্ বিশ্বস্থজনানাং ঈক্ষণস্য ক্ষণভরং উৎসবাধিক্যং ধত্তে । এবং করস্য কিরণস্য পক্ষে হস্তস্য পরিষ্বঙ্গৈঃ করণৈঃ পদ্মিনীঃ পক্ষে ব্রজসুন্দরীঃ ফুল্লীকুরুতে । ইমা বয়ং তং ভাস্বন্তং সূর্য্যং । পক্ষে কান্তিমন্তং ত্বাং প্রতিদিনং

ধরা পাইব । বহুদিন পরে আজ সৌভাগ্যক্রমে সেই চৌরী-যুবতীগণ 'আত্মভূ' অর্থাৎ আমারই নিজভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে দেখিতেছি ।"

পক্ষান্তরে বিদগ্ধরাজ শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—যাহারা নিত্য আমার শোভন মন্যু হরণ করিয়া লইয়া যায় সেই চৌরী ব্রজযুবতীগণকে আজ আত্মভূ অর্থাৎ কন্দর্প-সংশ্রিতা দেখিতেছি । সুতরাং চৌরীগণ ! আজ তোমরা ভাল ধরা পড়িয়াছ ? তোমরা নিত্য নিত্য আমার চিত্ত-কুসুম হরণ করিয়া লইয়া যাও, এক্ষণে সেই চৌর্য্যাপরাধের প্রতিফল শীঘ্র প্রদান করিতেছি, অঙ্গীকার কর ॥১৩॥

সুচতুরা নাগরীমণি শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যের অর্থবোধ করিয়া প্রাণে প্রাণে অপার প্রীতিলাভ করিলেন, কহিলেন—"যিনি প্রকট হইয়া তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার নিরসন পূর্ব্বক বিশ্বজনের বিপুল নয়নোৎসব বিধান করেন এবং যিনি বলপূর্ব্বক কর-সংস্পর্শে পদ্মিনীকুলকে প্রফুল্ল করিয়া থাকেন, আমরা সেই অভীষ্টপ্রদ ভাস্কর

নো কুপ্যামি যথোদিতং কুরুথচেৎ কিন্ত্বঙ্গনাঃ সর্ব্বথা
ভাষন্তেঽনৃতমেব তেন ভবতীঃ প্রত্যেমি বামাঃ কৃতং।
দেবার্থং কুসুমানি মে চিনুথ চেৎ সত্যং কুরুধ্বং সহে
মন্তুং পশ্যতে সাধুতাং মম পরাং যুষ্মাসু চৌরীষ্বপি ॥১৫॥

সেবেমহি। তস্মাৎ পুষ্পেষু আগ্রহঃ নোঽস্মাকং সমুচিত এব। পক্ষে পুষ্পেষুঃ কন্দর্পঃ তস্মিন্ আগ্রহঃ ॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণোঽপি স্বপক্ষ সূর্য্যোপক্ষয়োর্বোধকং সামান্যশব্দেনোত্তরমাহ। যথোদিতং সূর্য্যপূজার্থং মৎপূজার্থং বা কুরুথ চেৎ নো কুপ্যামি কিন্তু অনৃতং মিথ্যামেব সর্ব্বথা ভাষন্তে তেন হেতুনা ভবতীঃ বামাঃ কৃতোঽহং প্রত্যেমি। দেবার্থং মে কুসুমানি। পক্ষে মে দেবার্থং ক্রীড়ার্থং চিনুথ চেৎ সত্যং শপথং

দেবের প্রতিদিন পূজা করিয়া থাকি; অতএব আমাদের পুষ্পেষু অর্থাৎ পুষ্পান্বেষণে আগ্রহ হওয়াই ত উচিত? সুতরাং তুমি অনর্থক রাগ করিতেছ কেন?"

শ্রীকৃষ্ণ যেমন রসিকশেখর, শ্রীরাধাও তেমনি রসিকামণি। তিনি শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—"যিনি নিখিল তাপতমঃ দুঃখহারী রূপে বিশ্ববাসীর নয়নানন্দ বিধান করেন এবং বলপূর্ব্বক কর-কমল স্পর্শ দ্বারা ব্রজ-কুল-পদ্মিনীগণকে প্রফুল্ল করেন, আমরা যখন সেই অভীষ্টপ্রদ উজ্জ্বলকান্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদিন সেবা করি, আমাদের পুষ্পেষু অর্থাৎ কন্দর্পের প্রতি আগ্রহ হওয়াই সমুচিত। সুতরাং এজন্য আর বৃথা রোষপ্রকাশ কেন? ॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সরস-বাক্-চাতুর্য্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া স্বপক্ষ ও সূর্য্যপক্ষবোধক শব্দ-সাহায্যে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন'—সুন্দরি! তুমি মুখে যাহা বলিলে, কাজে যদি তাহাই কর, অর্থাৎ মিত্র-পূজার নিমিত্তই পুষ্পচয়ন কর, তাহা হইলে আমি রাগ করিব না, কিন্তু জানি, অঙ্গনাগণ সর্ব্বদা মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে। সুতরাং হে

চৌর্য্যঃ সত্যমহো বয়ং ব্রজভুবিখ্যাতাস্ত্বমেব ধ্রুবং
সাধুঃ কেন ন কীর্ত্ত্যসে স্ববদনেনোক্তিশ্রমৈঃ কিং ততঃ।
আবাল্যানৃতভাষিতা সরলতা শুদ্ধিঃ পরস্বাস্পৃহা
যা যাস্তি ত্বয়ি সা কদা ক নু জনে কেনেক্ষিতা বা ক্ষিতৌ॥১৬॥
যুষ্মাভিবিপরীত লক্ষণযুযা বাচাহ মেবাত্র য-
চ্চৌরেহকারিষি সাধুমণ্ডলনুতো বৃন্দাবনাথ গুলঃ।

কৃষ্ণঃ। বাম্য ইত্যনেন ক্রীড়া সময়ে বাম্যং ন কর্ত্তব্য মত্রাপি শপথং কুরুতেতি ভাবঃ তদা অহং মন্তুং অপরাধং সহে॥১৫॥

রাধাহ। আবাল্যাৎ সত্যভাষিতেত্যাদি যা যা ত্বয়ি অস্তি সা কদা কুত্র জনে কেন ক্ষিতৌ ঈক্ষিতা॥১৬॥

রামাগণ! তোমাদিগকে কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি, যদি দেবতার্থ (পক্ষে আমার ক্রীড়ার্থ) পুষ্পচয়ন করিয়া থাক, তাহা হইলে শপথ কর, এবং আরও শপথ কর ক্রীড়া সময়ে বাম্য প্রকাশ করিবে না। আমি তোমাদের সকল অপরাধই মার্জ্জনা করিব। তোমাদের ন্যায় চৌরীগণের প্রতিও আমার কেমন অপূর্ব্ব সাধুতা দেখ॥১৫॥

শ্রীরাধা ঈষৎ অপাঙ্গভঙ্গীর সহিত হাসিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—"ওহে ধূর্ত্তরাজ! আশ্চর্য্যের কথা বটে? এই ব্রজভূমিতে আমরাই বিখ্যাত চৌরী, আর তুমি নিশ্চয় মহা সাধু এ কথা কে না বলে? সুতরাং নিজমুখে বলিয়া আর বৃথা কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? বাল্যাবধি তোমার সত্যভাষিতা, সরলতা, পবিত্রতা ও পরস্বে অস্পৃহা প্রভৃতি যে যে গুণ আছে, তাহা অন্যজনে ধরাতলে কে কোথায় কবে দেখিয়াছে? ১৬।

তদ্গার্ব্বং হৃদি ধত্থ কঞ্চন বিনা যে নেদৃশীনাং গিরা
মাশিধ্বে কিমু ডম্বরং রচয়িতুং গোপাঙ্গনা স্নেহস্রতঃ ॥১৭॥
সোঽয়ং যৌবনহেতুকঃ কিমথবা সৌন্দর্য্যসম্পজ্জনিঃ
পাতিব্রত্যনিবন্ধনঃ কিমু কলা-শাস্ত্রজ্ঞতা সম্ভবঃ।
তং পশ্যাম্যধুনা নিকুঞ্জমভিতঃ স্বস্যাপি বাহ্বোঃ পরাং
বৈদগ্ধ্যামনুভাবয়ানি ভবতাঃ প্রেক্ষধ্ব মেতামপি ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। বিপরীতলক্ষণযুক্তা বাচা যুষ্মাভিঃ সাধুমণ্ডলস্তুতোঽহং যদ্ যস্মাচ্চৌরোঽহংকারিষি তত্তস্মাৎ হৃদিকঞ্চন গর্ব্বং ধত্থ। যেন গর্ব্বেণ বিনা গোপাঙ্গনা অপি যূয়ং মদগ্রে ঈদৃশীনাং গিরাং ডম্বরং আড়ম্বরং রচয়িতুং কিং ঈশিধ্বে ॥১৭॥

তং পাতিব্রত্যাদিকং নিকুঞ্জ মধ্যে অহং পশ্যামি। এবং স্বস্যাপি বাহ্বো-বৈদগ্ধ্যাং ভবতীঃ অনুভাবয়ানি এতামপি যূয়ং প্রেক্ষধ্বং ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কারদৃপ্ত তীব্রস্বরে কহিলেন—"তোমারা ত বেশ কথার কৌশল শিখিয়াছ? আমি বৃন্দাবনেন্দ্র,—সাধু মণ্ডলী আমাকে কত স্তুতি করে, তোমরা বিপরীত লক্ষণাযুক্ত বাক্যদ্বারা প্রকারান্তরে আমাকেই কি না চোর প্রতিপন্ন করিলে? অতএব তোমরা হৃদয় মধ্যে যে কোন গর্ব্বধারণ করিয়াছ, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। গর্ব্বোদয় না হইলে তোমরা সামান্য গোপের ললনা হইয়া আমার অগ্রে এমনভাবে বাক্যাড়ম্বর রচনা করিতে পারিতে কি? ॥১৭॥

বলি, ওগো! গর্ব্বিতে! নবযৌবনমদভরেই কি তোমাদের এত গরব? কিম্বা সৌন্দর্য্য-সম্পদের আধিক্যহেতু? না—পাতিব্রত্য নিবন্ধন? অথবা তোমরা কলাশাস্ত্র-কুশলা বলিয়াই এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ? আমি নিকুঞ্জ মধ্যে সম্প্রতি তোমাদের সেই পাতিব্রত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখি এবং আমার অপূর্ব্ব বাহু-বৈদগ্ধ্যও তোমাদিগকে অনুভব করাইতে পারি কি না, এই দেখ" ॥১৮॥

ইত্যাগত্য দিধীর্ষুণা গিরিভৃতা রাধাং তদানুদ্রুতাং
পৃষ্ঠীকৃত্য জগাদ তৎ প্রিয়সখী সাটোপসন্তর্জনং।
কঃ স্যাত্ত্বং ললিতাগ্রতোঽপি কুলজাং স্পৃষ্টুং বলাদীহসে
দূরীভূয় পরত্র লম্পট! বিশ স্বং চেৎ শমত্রেচ্ছসি ॥১৯॥
সত্যং ত্বং ললিতে প্রকামসমরাকাঙ্ক্ষাং ময়া ধিৎসসি
ক্রমে মাং যদিহৈবমেব বিগতাশঙ্কং বলাদুন্মদা।
ত্বাং দোর্ভ্যামধুনা পিনষ্মি তদিমাঃ পশ্যন্ত সখ্যোঽপি তে
যেন ত্বং মুহুরেব দুর্মুখি! ন মামেবং ব্রুবাণা ভবেঃ ॥২০॥

দিধীর্ষুণা কৃষ্ণেন অনুদ্রুতাং পশ্চাদ্ধাবনেন প্রাপ্তাং রাধাং ললিতা পৃষ্ঠীকৃত্য জগাদ। ত্বং কঃ স্যাঃ কুলজাং স্পৃষ্টুমীহসে। তস্মাৎ হে লম্পট! ইতঃ পরত্র দূরীভূয় প্রবিশ। শং কল্যাণং যদি ইচ্ছসি ॥১৯॥

কৃষ্ণ আহ। যথেষ্ট সমরাকাঙ্ক্ষাং ময়া সহ ধিৎসসি। পক্ষে কন্দর্প সমরাকাঙ্ক্ষাং। যদ্ যস্মাৎ ইহৈব বলাৎ উন্মদা সতী ত্বং বিগতাশঙ্কং যথাস্যাত্তথা মাং ক্রমে। তস্মাৎ অহং ত্বাং দোর্ভ্যাং অধুনা পিনষ্মি ইমা স্তে সখ্যোঽপি পশ্যন্তু। হে দুর্মুখি! যেন ত্বং মাং এবং ব্রুবাণা ন ভবেঃ ॥২০॥

এই বলিয়া গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ বাহুলতা-বেষ্টনে যেমন শ্রীরাধাকে ধরিতে উদ্যত হইলেন, অমনি শ্রীরাধা শঙ্কা-সম্ভ্রমে চকিতে ললিতার কাছে ছুটিয়া গেলেন। প্রিয়সখী ললিতা প্রেমময়ীকে স্বীয় পৃষ্ঠান্তরালে রাখিয়া তর্জ্জন করিতে করিতে সদর্পে কহিলেন— "কে হে তুমি? ললিতার অগ্রে বলপূর্ব্বক কুলাঙ্গনা স্পর্শ করিবার উদ্যম করিতেছ? শুন, লম্পট! যদি এ স্থলে নিজের মঙ্গলকামনা কর, তবে অবিলম্বে এখান হইতে দূরীভূত হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাও" ॥১৯॥

ললিতার এই তেজোব্যঞ্জক দম্ভপূর্ণ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ আদৌ বিচলিত হইলেন না, বরং সরস কৌতুকভরে আরও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া সহাস্যে কহিলেন—"ললিতে! তোমার বিক্রমের মাত্রা

অন্যাস্তা রতহিণ্ড ! ধর্ষয়সি যা মুগ্ধা মুহুর্বিভ্যতী
রেষাহং ললিতা পরাঃ সহচরীঃ স্বং চাস্তশঙ্কোজসা।
রক্ষন্তী পুরতোহপি তে প্রতিবনং পুষ্পাণি নেষ্যে বলাৎ
কর্ত্তুং কিঞ্চিদিহেশিষে যদি তদা কিং ধৃষ্ট ! নঃ ক্ষাম্যসি॥২১

ললিতাহ। হে রতহিণ্ড ! স্ত্রীচোর ! যা মুহুবিভ্যতীভয়যুক্তা স্বং ধর্ষয়সি তা অন্যাঃ এষাহং ললিতা অস্তাশঙ্কা সতা অন্যাঃ সহচরীঃ স্বং চ ওজসা বলেন রক্ষন্তী সতী চ তবাগ্রে বলাৎ প্রতিবনং পুষ্পাণি নেষ্যে। হে ধৃষ্ট ! স্বং যদি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং সমর্থোহসি তদা কিং নোহস্মান্ ক্ষাম্যসি॥২১॥

তরতরবেগে ক্রমশঃই যখন বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন বোধ হইতেছে, তুমি আমার সহিত 'প্রকাম' অর্থাৎ যথেষ্ট সমরাকাঙ্ক্ষা করিতেছ?—না প্রকৃষ্টরূপে কাম-সমরে প্রবৃত্ত হইবে? তাই, বলগর্ব্বে উন্মাদিনী হইয়া নির্ভয়ে আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছ। অতএব এখন ইহার প্রতিফল দিতেছি, এই বিপুল বাহুদণ্ড দ্বারা তোমাকে পেষণ করিয়া ফেলি; তোমার সখীগণ সচক্ষে দেখুক। দুর্ম্মুখি! তাহা হইলে এমন কর্কশ কথা আমাকে বারংবার বলিতে সাহস করিবে না॥২০॥

ললিতা দলিতা ফণিনীর ন্যায় ক্রোধ-দৃপ্ত-কণ্ঠে কহিলেন—"ওহে লম্পট! রমণী-তস্কর! যাহারা মুগ্ধা—মুহুর্মুহু শঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহাদের উপরই তোমার বল-প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে? আমি ত তা'দের মত অবলা নই,—আমি ললিতা। তোমাকে কিছু মাত্র ভয় করি না। আমি আপন প্রভাবে অপরা সহচরীগণকে এবং নিজেকেও রক্ষা করিয়া কেমন নির্ভয়ে তোমারই অগ্রে বলপূর্ব্বক প্রত্যেক বনভূমি হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছি দেখ? ওহে ধৃষ্ট! যদি ইহার কিছু প্রতিবিধান করিতে তোমার সামর্থ্য থাকে, তবে আমাদিগকে ক্ষমা করিতেছ কেন? ॥২১॥

রাধে ! পশ্য সখী যমাস্যকুহরাদায়াতি যদ্বক্তি তৎ
সম্মত্যা তব চেদ্ভ্রমপ্যহহ মে পাণেঃ ক্ব বা মোক্ষ্যসে ।
অস্যাধরং রদৈরপনুদং স্তুণ্ডস্য কণ্ডূয়না
ন্যায়াতোঽস্মি সমক্ষমেব তব য ত্বং মৌনিনী বর্ত্তসে ॥২২॥
রাধা প্রাহ শঠেন্দ্র ! কিং বদসি নো জানাসি মাং যাস্ম্যহং
গোষ্ঠেঽস্তি প্রথিতাত্র যৌবতকুলে সাধ্বীষু ন মত্তোঽধিকা ।

হে রাধে ! তব ইয়ং সখী-মুখগর্ত্তাৎ যৎ আয়াতি তদেব বক্তি, তত্র তব সম্মত্যা চেদ্বক্তি তদা মম পাণেঃ সকাশাৎ ত্বং কুত্র মোক্ষ্যসে। তস্মাৎ অস্যা তব সখ্যা ললিতায়া অধরং রদৈর্দন্তৈর্দ্দশন্ খণ্ডয়ন্ মুখস্যাতিকণ্ডূয়নানি অপনুদন্ দূরীকুর্ব্বন্ তব সমক্ষমেব আয়াতোঽস্মি। যদ্ যস্মাত্ত্বং মৌনিনী বর্ত্তসে। মৌনং সম্মতিলক্ষণমিতি প্রসিদ্ধেঃ ॥২২॥

অহং যা অস্মি এবম্ভূতাং মাং ত্বং নো জানাসি। তস্যা মে মম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-বর্ত্মনি রতাঃ সদা নিকটে স্থিরা ইমাঃ সখ্যঃ। পক্ষে অতনোঃ কন্দর্পস্য ধর্ম্ম-

ললিতার এই কৌতুক-কলাপূর্ণ সগর্ব্ব-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিভ না হইয়া বরং আরও উত্তেজিত-স্বরে শ্রীরাধার প্রতি কহিলেন—"কি আশ্চর্য্য ! দেখ দেখ রাধিকে ! তোমার ঐ দুর্ম্মুখী সখীর কাণ্ড দেখ ! উহার মুখ-বিবর হইতে যাহা বাহির হইতেছে—তাহাই বলিতেছে। ইহাতে তোমারও যদি সম্মতি থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কোথায় পলাইবে ? অতএব প্রথমেই দশনাগ্রে তোমার প্রিয়সখী ললিতার অধর-খণ্ডনপূর্ব্বক মুখের অতি-কণ্ডূতি নিবৃত্তি করিয়া এখনই তোমার নিকট যাইতেছি। তুমি যখন মৌনিনী হইয়া রহিয়াছ, তখন ইহাতে যে তোমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে তাহা বেশ বুঝিতেছি। কারণ, "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" ॥২২॥

রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক কথায় শ্রীরাধার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রেমোল্লাসের উৎস ছুটিল—অথচ বাহিরে প্রণয়-কোপ প্রকাশ করিয়া

তস্যা মেঽতনুধর্ম্ম-বর্ত্মনিরতাঃ সখ্য সদেমাঃ স্থিতা
স্তাস্বেষা ললিতা পরাপ্রখরতা যস্যা জয়েত্বামপি ॥২৩॥
সূর্য্যোপাসনধর্ম্মবত্যতিতরাং সাধ্ব্যস্মি চেতিস্ফুটং
মূর্ত্তং তে হৃদি গর্ব্বপর্ব্বতযুগং বর্ব্বর্ত্তি রাধেঽধিকম্ ।
তচ্ছীঘ্রং নখরৈর্বিখণ্ড্য ভবতীং জেষ্যামি তেনৈব চে-
ন্মদ্বক্ষঃ প্রহরিষ্যসি ত্বমধিকং তচ্চাপি সোঢ়ুং ক্ষমে ॥২৪॥

বর্ত্মনিরতাঃ। তাসু মধ্যে ললিতা পরা শ্রেষ্ঠা যস্যা ললিতায়াঃ প্রখরতা ত্বামপি জয়েৎ ॥২৩॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে রাধে! অহং সূর্য্যারাধনবতী এবং সাধ্বী অস্মি ইতি মূর্ত্তং তে তব হৃদি গর্ব্বরূপ পর্ব্বতযুগং অধিকং বর্ব্বর্ত্তি। তথা চ অন্তঃকরণস্থগর্ব্ব এব বহিঃ পর্ব্বতদ্বয়রূপেণ বিরাজত ইত্যর্থঃ। তৎ পর্ব্বতযুগং। তেন পর্ব্বতদ্বয়েন চেৎ মদ্বক্ষঃ স্থলং ত্বং প্রহরিষ্যসি। তদা তচ্চ প্রহরণমপি অহং সোঢ়ুং ক্ষমে ॥২৪॥

কহিলেন—"ওহে শঠেন্দ্র! তুমি কি অন্যায় কথা বলিতেছ? আমি কে, তুমি কি তাহা জান না? এই গোকুলে যুবতীকুলের মধ্যে আমার অপেক্ষা সাধ্বীশিরোমণি আর কেহ নাই, ইহাই ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ! আমার সেই অতনু-ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-(পক্ষে কন্দর্পধর্ম্ম-) পথ-নিরতা সখীগণই সর্ব্বদা আমার নিকটে থাকে। তাহাদের মধ্যে এই ললিতাই শ্রেষ্ঠা, ইহার প্রখরতা তোমাকেও জয় করিয়া থাকে ॥২৩॥

শ্রীকৃষ্ণ উপহাসব্যঞ্জক উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—"ঠিক বলেছ রাধে! সত্যই ত ঐ যে তোমার হৃদয়ে "আমি সূর্য্যোপাসিকা ও আমি মহাসাধ্বী" এই দুইটী গর্ব্ব-গিরি যেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বক্ষোজদ্বয়রূপে সমধিক শোভা পাইতেছে? আমি এখনই নখরাস্ত্রে তোমার ঐ গর্ব্ব-গিরিদ্বয়কে আশু বিখণ্ডিত করিয়া তোমাকে জয়

ইত্থং জ্যোৎস্নিত-চন্দ্রকান্তি-সুমুখীরালীর্বিলঙ্ঘ্য ব্রজ-
ন্ রাধায়া নিদধাবুরস্যুরুমদাৎপাণিং যদা মাধবঃ।
কন্দর্পঃ স হি কং ন দর্পমতনোদাপাদশীর্ষং শরৈ
শ্চক্রে জর্জ্জরমেব-তত্তনুযুগং রোমোদ্গম-ব্যাজতঃ ॥২৫॥
কিং কর্ত্তুং কিতবা! ত্বয়া রভসাদারব্ধমিত্যুচ্চকৈ
স্তাং প্রাবোধয়দালিভি বিরচিতা স্পর্শোত্থমোহাদ্ যদা।

মাধবঃ ইত্থং জ্যোৎস্নিতচন্দ্রবৎ কান্তিসুমুখীঃ আলীর্বিলঙ্ঘ্য ব্রজন্ সন রাধায়াঃ উরঃস্থলে যদা পাণিং নিদধে তদা স কন্দর্পঃ কং দর্পং ন অতনোৎ। দর্পমেব নিরূপয়তি তয়োস্তনুযুগং রোমোদ্গমচ্ছলেন আপাদ-শীর্ষং শরৈ জর্জ্জরিতং চক্রে ॥২৫॥

হে কিতব! ত্বয়া কিং কর্ত্তুং আরব্ধং ইতি আলিভিবিরচিতা উচ্চগীঃ তাং রাধাং স্পর্শোত্থমোহাদ্ যদা প্রাবোধয়ন্ তদৈব সা রাধা কান্তস্য করং ভ্রুকুটিকাশরেণ রণদ্ধ্যাং শনৈঃ কম্পমানাভ্যাং পাণাম্বুজাভ্যাং রোদ্ধুং স সাংকৃতি

করিতেছি। সে সময় ঐ গিরি-যুগ দ্বারা তুমি যদি আমার বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে থাক, তাহা হইলে আমি সে আঘাত সানন্দে সহ্য করিতে সক্ষম হইব ॥২৪॥

মাধবের এই সরস বাকবৈদগ্ধী শ্রবণ করিয়া সখী-মণ্ডলী বিপুল আনন্দভরে পুলকিতা হইলেন, ফুল্লাধরে মৃদুহাস্য-চন্দ্রিকা বিভাসিত হইয়া উঠিল। বিদগ্ধরাজ অবিলম্বে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইয়া যেমন উদ্দাম গর্ব্বভরে শ্রীরাধার উরজোপরি হস্তার্পণ করিলেন, অমনি কন্দর্প, যুবযুগলের তনুযুগলকে রোমোদ্গমচ্ছলে আপাদ মস্তক শরজালে জর্জ্জরিত করিয়া তখন কোন্ দর্প না প্রকাশ করিল? ফলতঃ তখন কন্দর্প আপনার সমস্ত প্রভাবই বিস্তার করিল ॥২৫॥

কান্ত-কর-স্পর্শানন্দে শ্রীরাধা একেবারে বিভোর হইলেন। সখীগণ সচকিতে "কি কর, কি কর ধূর্ত্তরাজ! একি করিতে আরম্ভ

সা কান্তস্য করং সমাৎকৃতিরণৎ পাণ্যম্বুজাভ্যাং তদা
রোদ্ধুং সম্ভ্রমমাপ শুষ্করুদিতং বামাভ্যনৈষীদ্রুজং ॥২৬॥
তাবদ্বামকরেণ হন্ত সুদৃশঃ শীর্ষাংশুপটে স্রংসিতে
মাধুর্য্যামৃত-বীচয়ঃ সমুদভূর্যা ব্যাপ্নুবানা দিশঃ ।
আশ্লেষাধরপানচুম্বন-বিধিং প্রারিপ্সিতং মাধবো
বিস্মৃত্যারভতৈব কেবল মহো স্নাতুং মুহুস্তাসু সঃ ॥২৭॥

যথাস্যাত্তথা সম্ভ্রমমাপ । এবং শুষ্কং অরুদৎ । বামা শ্রীরাধা মিথ্যারুজং পীড়াং অভ্যনৈষীৎ অভিনয়মকার্ষীৎ ॥২৬॥

তাবৎকালমধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য বামকরেণ রাধায়া মস্তকস্থপটে স্রংসিতে সতি মুখমণ্ডলাদানাং মাধুর্য্যামৃতবীচয়ঃ সমুদভূর্যা বীচয়ঃ দিশো ব্যাপ্নুবানাঃ । স মাধবঃ প্রারিপ্সিতং চুম্বনাদিকং বিস্মৃত্য তাসু মাধুর্য্যবীচিষু কেবলং স্নাতুং আরভত ॥২৭॥

করিলে ?"—বলিয়া যেমন উচ্চস্বরে চাৎকার করিয়া উঠিলেন, অমনই শ্রীরাধার সেই প্রিয়-স্পর্শজনিত আনন্দ-মোহ কাটিয়া গেল। তিনি তখনই ভূষণ-শিঞ্জিত কর-কমল দ্বারা স্বীয় হৃদয়-নিহিত কান্তের কর-পল্লবকে সীৎকার সহকারে সরাইয়া দিবার নিমিত্ত সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন এবং শুষ্ক রোদন করিতে করিতে মিথ্যা ব্যথানুভবের অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

বামা শ্রীরাধা কর-কমলদ্বয় দ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, হায় ! অমনই বুদ্ধিবর বামহস্ত দ্বারা সুলোচনা শ্রীরাধার মস্তকের অবগুণ্ঠন-বাস সংস্রস্ত করিলেন। আমরি ! তখন শ্রীরাধার সেই অনাবৃত মুখেন্দুমণ্ডলের যে অনির্বচনীয় মাধুর্য্যামৃত-তরঙ্গ উচ্ছসিত হইয়া উঠিল, তাহাতে দশদিক্ প্লাবিত হইয়া গেল। অহো ! শ্রীকৃষ্ণও অভীপ্সিত আশ্লেষ, অধর-সুধাপান ও চুম্বনাদি ভুলিয়া কেবল সেই অনুপম মাধুর্য্য-তরঙ্গে মুহুর্মুহু অবগাহন করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

চন্দ্রস্যোপরি সান্দ্রতাং কথমগাদ্ ধ্বান্তং সমন্তাদ্বল-
ত্তং কিং হন্ত মৃধে জিগায় ন হি যৎ সোঽনল্পমুদ্ভ্রাজতে।
মৈত্রী যদ্যনয়োরভূৎ সমুচিতা নোপর্য্যধঃ স্থায়িতা
দাস্যং চেদ্দ্বিজরাজ আপ তমসো লোকেন কিং লজ্জতে ॥২৮॥

স্নানসময়ে শ্রীকৃষ্ণস্য বিতর্কমাহ। মুখস্থানীয় চন্দ্রস্য উপরি বলৎ ধ্বান্তং কেশস্থানীয়ান্ধকারং কথং সান্দ্রতাং নিবিড়তাং অগাৎ। চন্দ্র নিকটে তস্য নাশ এব উচিতঃ। কিং অন্ধকার স্তং যুদ্ধে জিগায়? নহি নহি যদ্ যস্মাৎ স চন্দ্রঃ অনল্পমুদ্ভ্রাজতে অতিশয়েন দীপ্তিং করোতি। নহি পরাজিতস্য শোভা জায়তে। যদি অনয়োর্মৈত্রী অভূৎ তদা উপর্য্যধঃ স্থায়িতা ন সমুচিতা কিন্তু সমতয়া তমসোঽন্ধকারস্য দাস্যং দ্বিজরাজ চন্দ্রং চেৎ আপ তদা লোকে কিং ন লজ্জতে? স্বেনেণ সত্ত্বগুণময় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠোঽপি ভূত্বা যত্তমোগুণময়স্য দাস্যং আপ তত্র কিং ন লজ্জতে? ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

তৎকালে শ্রীরাধার শ্রীমুখচন্দ্রোপরি অযত্ন-বিন্যস্ত অলকাবলির অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আমরি! কি মাধুরীরে! ঐ যে অকলঙ্ক রাকা-শশীর উপর তিমির-জাল বিনাশ প্রাপ্ত না হইয়া কেমন ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে! চন্দ্রের বিমল প্রভায় উহার ধ্বংস হওয়াই ত উচিত?—তবে কি অন্ধকার চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া উহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে? না না, তাহাও ত সম্ভব বোধ হয় না? ঐ যে সুধাংশু অন্ধকারের নিম্নভাগে থাকিয়াও সাতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। পরাজিতের কি কখন এমন অপূর্ব্ব শোভা বিভাসিত হয়? তবে কি চাঁদ, তিমিরের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিয়াছে? তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? তাহা হইলে মিত্রযুগলের নীচে উপরে অবস্থিতি সম্পূর্ণ অনুচিত—সমানভাবে বিরাজ করাই উচিত ছিল।

চন্দ্রেঽস্মিন্নপি কে ইমে শফরিকে সিন্ধোঃ সহৈবোদ্গতে
চেদেতে কিমু নিশ্চলে যদি পুনর্নীলোৎপলে তে কুতঃ।
বন্ধোরঙ্কমুপেত্য মুদ্রিতমুখে মন্যে ততঃ খঞ্জনা
বেত্তৌ স্তাং ন হি কেন বাত্র গমিতৌ নো নৃত্যতো বা কুতঃ ॥২৯॥

বিতর্কান্তর মাহ। অস্মিন্ চন্দ্র ইমে শফরিকে কুত আগতে। একত্র সহবাসত্বেন সিন্ধোঃ সকাশাৎ চন্দ্রেণ সহৈব উদ্গতে চেৎ চঞ্চলস্বভাবে এতে শফরিকে কিং নিশ্চলে। ইদানীং লজ্জাদীনা নেত্রযোমু দ্রিতপ্রায়ত্বেন নিশ্চলত্বাৎ যদি পুনস্তে নীলোৎপলে তদা বন্ধোশ্চন্দ্রস্য অঙ্কং উপেত্য কুতো মুদ্রিতমুখে তিষ্ঠতঃ তস্মাৎ এতৌ খঞ্জনৌ স্ত ইতি মন্যে নহি নহি অত্র চন্দ্রমধ্যে কেন গমিতৌ আনীতো কুতো বা ন নৃত্যতঃ ॥২৯॥

তবে কি দ্বিজরাজ (চন্দ্র) তমোদাস্য লাভ করিয়াছে? তাহা হইলেও ত লোকের কাছে বড় লজ্জার কথা? দ্বিজরাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন হইয়া যদি তমোগুণময় ব্যক্তির দাস্য লাভ করে, তবে তাহা লজ্জার বিষয় নয় কি? ॥২৮॥

আবার শ্রীরাধার লজ্জা-জনিত আধ-নিমীলিত অচঞ্চল নয়ন-মাধুরী অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বিতর্ক করিতে লাগিলেন— "আমরি! মরি! ঐ যে চাঁদের কোলে দুইটী শফরিকা সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে—উহা কিরূপে কোথা হইতে আসিল? তবে কি ক্ষীরোদ সাগরে একত্র বাস হেতু তথা হইতে চন্দ্রের সহিত সমুদ্গত হইয়াছে? না না, তাহাও ত সম্ভব নয়? শফরিকার সর্ব্বদা চঞ্চল স্বভাব—এ যে নিথর—নিশ্চল। তবে কি নীলোৎপলযুগল হইবে? তাহাই বা কিরূপে বলি? নীলোৎপল হইলে নিজ বন্ধুর অঙ্কে স্থান লাভ করিয়াও মুদ্রিত মুখে রহিয়াছে কেন? তবে কি চটুল খঞ্জন-যুগল হইবে? তবে চন্দ্রের উপর কে আনিল? যদি বা কেহ আনিয়া থাকে, তবে নাচিতেছে না কেন? ॥২৯॥

ইত্যেবাত্মগতং বদন্ নিজদৃশোর্দিষ্টং মহন্মানয়ন্
স্বাঙ্গং তৎসুষমা সমামৃতরসাসারৈর্মুহুঃ প্লাবয়ন্।
তন্নেত্রান্ততটানুরাগ-মধুভিঃ পীতৈর্দৃশা স্বং মনঃ
ক্ষীবত্বং গময়ন্ ভজন্ বিবশতামালীঃ স ধিন্বন্ বভৌ ॥৩০॥

ইতি আত্মগতং বদন্ স শ্রীকৃষ্ণঃ নিজদৃশোর্মহদিষ্টং ভাগ্যং মানয়ন্ স্বাঙ্গং তস্যা রাধায়াঃ শোভারূপা সমানামৃত-রসস্য নিরুপমামৃতরসস্য আসারৈ-ধারাসম্পাতৈঃ মুহুঃ প্লাবয়ন্ কিঞ্চ তদানীং চুম্বনাদিবিধৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বিলম্বং দৃষ্ট্বা হন্ত মামাবৃত্য চিরং কিময়ং বা করোতীত্যৌৎসুক্যেন নেত্রান্তস্য কিঞ্চিদুদ্ঘাটনং কৃতবত্যা তস্যা রাধায়া নেত্রান্ততটস্থ স্বদৃশা পীতৈঃ অনুরাগস্বরূপ মধুভিঃ স্বং মনঃ ক্ষীবত্বং মত্ততাং গময়ন্ এবং দেহনিষ্ঠ বিবশতাং ভজন্ শ্রীকৃষ্ণঃ আলীঃ

শ্রীকৃষ্ণ স্বগতঃ এইরূপ বিতর্ক* করিয়া নিজ নয়ন-যুগলের মহা-সৌভাগ্য মানিতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধার অনুপম সুষমা সুধারসের অবাধ ধারা-সম্পাতে আপনার নবজলদ-সন্নিভ শ্যামাঙ্গ মুহুর্মুহুঃ প্লাবিত করিতে লাগিলেন। মরি! মরি! শ্রীরাধার কমনীয় কনক-কান্তিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামাঙ্গ বাস্তবিকই পুরট-সুন্দর গৌরাঙ্গরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন চুম্বনাদি সম্ভোগ চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া—"হায়! আমাকে এতক্ষণ আবৃত করিয়া না জানি প্রিয়তম কি বা করেন?"—এইরূপ ঔৎসুক্যসহকারে শ্রীরাধা যেমন ঈষৎ নেত্রান্ত উদ্ঘাটন করিলেন, অমনই নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার নয়নান্ত-নিঃসৃত অনুরাগ-মধু স্বীয় নয়ন-পুটে পান করিয়া মনের মত্ততা ও অঙ্গের বিবশতা ঘটাইলেন এবং সখীগণকেও সুখের পাথারে নিমগ্ন করিলেন। একে মধুপান করিল, আর অপরে কেহ মত্ত হইল, কেহ বিবর্ণ হইল, কেহ বা সুখী হইল, কি অদ্ভুত ব্যাপার! ॥৩০॥ *

* এস্থলে অসঙ্গতি অলঙ্কার সূচিত হইয়াছে।

তাবত্তদ্ভুজপাশতঃ শিথিলিতাৎ স্বং মোচয়িত্বা ব্রজন্
মাধুর্য্যাস্ত্রমিব প্রযুজ্য মিমিয়ং তং জ স্তুয়িত্বাজয়ৎ।
পাণিভ্যাং প্রতিমুচ্য কঞ্চুকমথো কাঞ্চীং কৃষন্তী বভৌ
বধ্নাতিস্ম কিমস্তভীঃ পরিকরং কামাজিরাজী চিকীঃ ॥৩১॥

ধিধন্ সুখয়ন্ বভৌ। অত্র একস্য পানকর্তৃত্বং অন্যস্য মত্তা, অপরস্য বিবশতা। অন্যস্য সুখিতা ইত্যেতৈ রসগন্ধালঙ্কারঃ সূচিতঃ।৩০॥

ইয়ং রাধিকা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দবৈবশ্যেন শিথিলাৎ ভুজপাশাৎ স্বং মোচয়িত্বা অব্রজৎ। উৎপেক্ষামাহ। রাধিকা মাধুর্য্যাস্ত্রমিব প্রযুজ্য তং শ্রীকৃষ্ণং জ স্তুয়িত্বা কিং অজয়ৎ। তদনন্তরং সা শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শেন শিথিলিতং কঞ্চুকং পাণিভ্যাং প্রতিমুচ্য বদ্ধা। আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চাপি নদ্ধশ্চাপি নদ্ধশ্চাপনদ্ধবদিত্যমরঃ। এবং শিথিলিতাং কাঞ্চীং কৃষন্তী সতী বভৌ। অত্র উৎপেক্ষামাহ। কন্দর্পস্য আজিরাজী যুদ্ধশ্রেণী তাং চিকীঃ। চিকিষুঃ রাধা অস্তভীঃ সতী কিং পরিকরং বধ্নাতিস্ম। কিকীর্ষ স্বরূপাৎ কিব্ ততঃ সি বিভক্তৌ চিকাঃ ॥৩১॥

প্রিয়াঙ্গ-পরশ জন্য উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণ মুগ্ধ ও বিহ্বল হইলেন—আনন্দ-বৈবশ্যে তাঁহার বাহুপাশ শিথিল হইয়া পড়িল। শ্রীরাধা তখন প্রিয়তমের সেই শিথিলিত বাহুবল্লরীর বন্ধন-পাশ হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া একটু দূরে সরিয়া গেলেন। আমরি! শ্রীরাধিকা যেন মাধুর্য্য-অস্ত্র-প্রয়োগে শ্রীকৃষ্ণকে বিজৃম্ভিত করিয়া জয় করিলেন! অনন্তর কান্ত-করস্পর্শে শ্লথ-কঞ্চুলিকা উভয় কর-সাহায্যে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া শিথিলিত কাঞ্চী-কলাপকে কটীতটে বাঁধিতে বাঁধিতে অপূর্ব্ব শোভায় বিভূষিতা হইলেন। তাহাতে বোধ হইল, শ্রীরাধা যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কন্দর্প-রণ-বাসনায় নির্ভয়ে পরিকরগণকে বন্ধন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

বেণীমর্দ্ধবিমর্দ্দিতাং করয়স্ত্যুদ্ভ্রান্ত-দৃষ্টিঃ সখী
র্ধূর্ত্তান্যেব ততর্জ তিষ্ঠত শঠা ! ভোস্তিষ্ঠতেত্যাভগীঃ।
তীক্ষ্ণাপাঙ্গশর-প্রহারবিবশোহপ্যস্যাস্তথাবস্থিতাং
তাং পশ্যন্নতনুব্যথোহপ্যমনুত স্বীয়ং স ধন্যংজনুঃ ॥৩২॥
ভো বৃন্দাবনভূমিদেব ! সুকৃতিন্ ! বিখ্যাতকীর্ত্তে ! ভবান্
যৎ কর্ম্ম ব্যধিতাস্য সম্প্রতি গৃহং গত্বা তয়ৈবার্য্যয়া।

অর্দ্ধমুক্তাং বেণীং কবরয়ন্তী অর্থাৎ একহস্তেন গ্রীবোপরিবেণ্যা বেষ্টনং কুর্ব্বতী রাধিকা ভোঃ শঠা ! মৎসখ্যঃ যুষ্মাভিরেব মহ্যমেতাবদ্দুঃখং দত্তং তস্মাৎ যূয়ং তিষ্ঠত তৎপ্রতিফলং দাস্যামীতি গৃহীতগীঃ সা তর্জ্জন্যা সখীঃ ততর্জ। ইদানন্তরং তস্যা রাধায়া তীক্ষ্ণাপাঙ্গ-শরপ্রহারেণ বিবশোপি স শ্রীকৃষ্ণঃ তথাবস্থিতাং ভূষণকেশাদি সম্বরণে ব্যগ্রাং তাং রাধাং পশ্যন্ অতনুব্যথোহপি মহাপীড়াযুক্তোহপি স্বং জনুরেব ধন্যং অমনুত। পক্ষে অতনুঃ কন্দর্পস্তৎ পীড়াযুক্তঃ ॥৩২॥

রাধা আহ। ভো বৃন্দাবনস্য ভূমিদেব! ব্রাহ্মণ, পক্ষে বৃন্দাবনভূমৌ দিব্যতি ক্রীড়তীতি। যৎ কর্ম্ম ত্বয়া কৃতং অস্য কর্ম্মণঃ অনুপমাং দক্ষিণাং

পরে বামহস্ত দ্বারা গ্রীবার উপর বিমর্দ্দিতা অর্দ্ধবিগলিতা বেণীকে কবরী বন্ধন করিতে করিতে এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি সখীগণকে তর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন —'থাক —থাক ধূর্ত্তা-গণ ! আমার সখী হইয়া তোমরা আমাকে এত দুঃখ দিলে ? অতএব যথাসময়ে আমি ইহার প্রতিফল দিব।" —এই বলিয়া শ্রীরাধা সুতীক্ষ্ণ অপাঙ্গ-শর-প্রহারে রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে বিবশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অপাঙ্গবাণ-খিন্ন ও বিবশ হইয়াও সেই ভূষণ-কেশাদি-সম্বরণে আগ্রহবতী শ্রীরাধাকে তথায় দেখিতে দেখিতে অতনু-ব্যথা অর্থাৎ অনঙ্গ-পীড়া বা কন্দর্প-পীড়া প্রাপ্ত হইয়াও আপনার জীবনকে ধন্য মানিতে লাগিলেন ॥৩২॥

শ্রীরাধা বাহ্যিক রোষ-কষায়িত নয়নাপাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দিকে

দাস্যে তে খলু দক্ষিণামনুপমামপ্রাপ্তপূর্ব্বাং যয়া
পূর্ণো যাস্যসি মাদৃশীষু ন পুনঃ কাপি প্রকামার্থিতাং ॥৩৩॥
রাধে ! দক্ষিণয়া ত্বয়ানুপময়া সন্তোষ্য মেবাগ্রতঃ
কিন্ত্বাশু স্মরযাগকর্ম্মশুভদং মাং শিক্ষিতং কারয় ।

সম্প্রত্যহং গৃহে গত্বা ত্বয়া জটিলাখ্যয়া আর্য্যয়া দ্বারা দাস্যে। ব্রাহ্মণৈঃ কর্ম্মণি সতি দক্ষিণা দানস্যাবশ্যকত্বাৎ। যয়া দক্ষিণয়া পূর্ণঃ সন্ মাদৃশীষু কদাপি প্রকামং যথাস্যাত্তথা ন পুনরর্থিতাং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি। পক্ষে জটিলাদত্ত গালি প্রদানাদ্ধেতোঃ কদাপি মাদৃশীষু প্রকৃষ্ট কন্দর্পস্যার্থিতাং ন যাস্যসি ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে রাধে ! ত্বয়া অনুপময়া দক্ষিণয়া সন্তোষবিশিষ্টং কারয়িত্বা মা কিন্তু দক্ষিণা দানাগ্রতঃ শুভদং স্মরযাগকর্ম্ম কারয়। মাং কীদৃশং শিক্ষিতং নিপুণং। বিজ্ঞনিষ্ণাত শিক্ষিতা ইত্যমরঃ। পক্ষে মাং শিক্ষিতং কারয়, স্মরযাগকর্ম্ম শিক্ষয় ইত্যর্থঃ। দক্ষিণয়েতি করণপদং কর্ত্তৃবিশেষণঞ্চ।

চাহিয়া অনুযোগব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "ওহে বৃন্দাবন-ভূদেব ! ওহে বিখ্যাতকান্তে ! সুকৃতিন্ ! সম্প্রতি তোমার দ্বারা এই যে কর্ম্ম-যজ্ঞ সম্পন্ন হইল, ইহার সমুচিত দক্ষিণা আমি গৃহে গিয়া আর্য্যা জটিলার দ্বারা তোমায় নিশ্চয় প্রদান করিব। কারণ, কর্ম্মান্তে ভূদেবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণে দক্ষিণাদান অবশ্য কর্ত্তব্য—নতুবা কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। তুমি সেই অপ্রাপ্তপূর্ব্বা অনুপমা দক্ষিণালাভ করিয়া যখন পূর্ণ-মনোরথ হইবে, তখন আমাদের নিকট আর কখনও প্রকামার্থী অর্থাৎ বহুযাচক হইবে না। ফলতঃ জটিলা গালি প্রদান করিলে আর কদাচ আমাদের নিকট প্রকৃষ্ট কন্দর্প-ক্রীড়ার প্রার্থনা করিতে সাহসী হইবে না ॥৩৩॥

নাগরবর হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"রাধে ! তুমি অনুপমা দক্ষিণা দ্বারা আমার ন্যায় বিজ্ঞজনকে পরিতুষ্ট করিতে চাহিতেছ, কিন্তু দক্ষিণা দ্বারা সন্তোষবিধান করিবার পূর্ব্বে আশু শুভদ স্মর যাগকর্ম্মের

তত্তৎ কর্ম্মঠতামিহাকলয় মে সাফল্য মায়াতু সা
পাণ্ডিত্যং বিকলত্বমেতি কৃতিভির্যন্নানুমোদ্য স্তুতং ॥৩৪॥
প্রোচে কুন্দলতাপি দেবর ! ভবদ্বৈদুষ্যদৃষ্যা ভবে-
দস্যাঃ সম্মতিরত্র চেদিয়মপি প্রাজ্ঞী তদা জ্ঞায়তে।
তাবৎ কিং নিকষাশ্মহেমমহিমজ্ঞানং ভবেৎ কস্যচিৎ
যাবত্তন্মিথুনং ন বিন্দতি মিথঃ সঙ্ঘর্ষ কৌতূহলম্ ॥৩৫॥

তত্তদ্যজ্ঞে মম কর্ম্মঠতাং পশ্য ; এবং সা কর্ম্মঠতাপি সাফল্যং আয়াতু। অতএব কৃতিভি র্যৎপাণ্ডিত্যং অনুমোদ্য ন স্তুতং তৎপাণ্ডিত্যং বিকলত্বমেতি ॥৩৪॥

কুন্দলতা উচে। হে দেবর ! কৃষ্ণ ! তব বৈদুষী পাণ্ডিত্যং তদা অদূষ্যাভবেৎ চেৎ যদি অস্যা রাধায়া অত্র তব পাণ্ডিত্যে সম্মতিঃ স্যাৎ। এবং তব পাণ্ডিত্যং বুদ্ধা অনয়া সম্মতির্দত্তা চেৎ তদা ইয়মপি প্রাজ্ঞা অস্মাভির্জ্ঞায়তে। তত্র সদৃষ্টান্তমাহ। নিকষ প্রস্তর স্বর্ণয়োর্ম হিমজ্ঞানং তাবৎ কস্য জনস্য কিং ভবেৎ যাবৎ মিথঃ সঙ্ঘর্ষ-কৌতূহলং নিকষাশ্মহেমরূপং তন্মিথুনং ন বিন্দতি। মিথুন-পদেন অনয়োঃ স্ত্রীপুংস্বমারোপিতং। তদ্বিতথ মিতি বা পাঠঃ। দৃষ্টান্তেন রহস্য পরীহাসো ব্যঙ্গঃ ॥৩৫॥

অনুষ্ঠান কর এবং আমাকেও আশু সুশিক্ষিত কর। পরে সেই কন্দর্প-যজ্ঞে আমার কর্ম্মকুশলতার পরীক্ষা করিয়াও দেখ। আমার কর্ম্ম-কুশলতা সফলতা প্রাপ্ত হউক। যেহেতু কৃতি-ব্যক্তিগণ যে পাণ্ডিত্যের অনুমোদন ও প্রশংসা না করেন, সে পাণ্ডিত্য অবশ্য বিফল হইয়া থাকে ॥৩৪॥

দেবরের এই সরস কৌতুকালাপে কুন্দলতার বিম্বাধর-প্রান্তে বিমল হাস্য-বিভা উথলিয়া উঠিল। কহিলেন—"দেবর ! প্রিয়সখী শ্রীরাধা যদি তোমার পাণ্ডিত্যে সম্মতি দান করেন, তবেই আমরা বুঝিব, তুমি এ বিষয়ে নির্দ্দোষ পণ্ডিত এবং তোমার ঐ অগাধ পাণ্ডিত্য বোধগম্য করায় শ্রীরাধাকেও মহাবিদুষী বলিয়া জানিব। কারণ

গান্ধর্ব্বাবদদাত্মনঃ প্রিয়তমাত্তদ্রে ! সুভদ্রাদপি
প্রেমাস্মিং স্তব দেবরে নিরুপমং প্রত্যায়িতাহং ত্বয়া।
অধ্যাপ্যাতনু শাস্ত্রমেতদথ তদ্বিজ্ঞং ত্বমেবাম্বভূঃ
স্বখ্যাত্যৈ প্রকটীচিকীর্ষসি যতঃ পাণ্ডিত্যমস্য স্বয়ং ॥৩৬॥
প্রোক্তং তত্র বিশাখয়া প্রথমতোঽস্যামেব রাধেঽস্য
চেত্তত্তৎ কর্ম্মঠতাং নিজাক্ষিবিষয়ীকৃত্য প্রতীতিং ভজেঃ।

রাধা অবদৎ। হে ভদ্রে ! কুন্দবল্লি ! আত্মনঃ প্রিয়তমাৎ সুভদ্রাৎ পত্যুঃসকাশাৎ অস্মিন্ দেবরে নিরুপমঃ প্রেম ত্বয়া অহং প্রত্যায়িতা। পক্ষে সুভদ্রাৎ সুমঙ্গলদাত্মনঃ সকাশাদপি দেবরে প্রেম। অথ অতনুশাস্ত্রং এতং দেবরং অধ্যাপ্য পশ্চাত্তচ্ছাস্ত্রবিজ্ঞং তং ত্বমেবান্বভূঃ। যতঃ স্বখ্যাত্যৈ অস্য দেবরস্য পাণ্ডিত্যং স্বয়মেব প্রকটীচিকীর্ষসি ॥৩৬॥

বিশাখা আহ। হে রাধে ! অস্য কৃষ্ণস্য তত্তৎ কন্দর্পবাগকর্ম্মণি কর্ম্মঠতাং

যাবৎ নিকষ-প্রস্তর (কোষ্ঠী পাথর) ও সুবর্ণ এই মিথুনের (স্ত্রী-পুরুষের) পরস্পর সংঘর্ষণজনিত কৌতূহল জানিতে না পারা যায়, তাবৎ ইহাদের মহিমা কে বুঝিতে পারে ? ॥৩৫॥

কুন্দলতার এই অতিগূঢ় পরীহাসবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা প্রীতি-প্রফুল্লা হইলেন। কহিলেন—"ভদ্রে ! কুন্দলতে ! তুমি আপনার প্রিয়তমপতি সুভদ্র অপেক্ষাও যে এই দেবরকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাস—দেবরই যে তোমার নিরুপম প্রেমের পাত্র, তাহা আজ আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাই, তুমি সর্ব্বাগ্রে তোমার দেবরকে বিপুল অনঙ্গ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছ, পরে তুমি স্বয়ং তাহার বিজ্ঞতা অনুভব করিয়া নিজের খ্যাতি প্রকটনের নিমিত্ত আপন প্রিয়শিষ্য দেবরের পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ এইরূপে স্বয়ং ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছ ?" ॥৩৬।

সখীদের হৃদয়ে প্রেমানন্দের লহরী-লীলা খেলিল। বিশাখা

তর্হ্যেবৈনমিহেষ্ট কর্ম্মণি বৃণু ত্বং কামসম্পত্তয়ে
নো চেৎস্যাৎ কিমনঙ্গসাধনব্রতঃ কৃত্যস্য তে সাঙ্গতা ॥৩৭॥
কৃষ্ণ প্রাহ পরীক্ষয়া কিমনয়া রাধে! বিশাখা ভুবি
খ্যাতৈবাতনু ধর্ম্মকর্ম্মণি যতঃ সাক্ষাদ্ভবত্যাঃ সখী।
যে বাৎস্যায়নপদ্ধতি ক্রমগতাস্তেষাং মনূনাং মদ-
ভাজানামপি শুদ্ধাশুদ্ধি বিমৃশত্যেষা রহস্যঞ্জসা ॥৩৮॥

অস্যাং কুন্দলতায়াং যদি নিজাক্ষিবিষয়ীকৃতা প্রতীতিং ত্বং ভজেঃ তদৈব এনং শ্রীকৃষ্ণং ইহ ইষ্টকর্ম্মণি ত্বং বৃণু। নো চেৎ কুন্দলতায়াং প্রতীতিং বিনৈব অস্মিন্ তৎকর্ম্ম আরব্ধং চেৎ তদা অবিজ্ঞজনদ্বারা কর্ম্মকৃতে সতি তে তব অনঙ্গসাধনব্রতঃ অঙ্গসাধনবর্হিতস্য অথবা অঙ্গহীনস্য কৃত্যস্য কিং সাঙ্গতা পূর্ত্তিঃ স্যাৎ। পক্ষে স্পষ্টং। তৎ কর্ম্মণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরেব ন তু পূর্ত্তিঃ ॥৩৭॥

কৃষ্ণ আহ। হে রাধে! অনয়া পরীক্ষয়া কিং ইয়ং বিশাখা বৃহদ্ধর্ম্মকর্ম্মণি ভুবিখ্যাতা এব। পক্ষে অতনুঃ কন্দর্পঃ যতঃ সাক্ষাদ্ভবত্যাঃ সখী। তস্মাদ্বাৎস্যায়নমুনেঃ কামশাস্ত্রাত্মক পদ্ধতেঃ ক্রমপ্রাপ্তা যে মননস্তেষাং মনূনাং মন্ত্রাণাং মদভাজানাং শুদ্ধাশুদ্ধি এষা বিশাখা রহসি বিমৃশতু। শুদ্ধিশ্চ অশুদ্ধিশ্চ দ্বন্দ্বৈবং ॥৩৮॥

উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন—"প্রিয়সখি! রাধে! শঠ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প-যাগ কর্ম্মে কিরূপ নিপুণতা আছে, প্রথমতঃ এই কুন্দলতা দ্বারাই পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক। উহার কর্ম্ম-কুশলতা স্বচক্ষে দেখিয়া যদি প্রীতি জন্মে, তবেই তুমি উহাকে তোমার অভীষ্ট কর্ম্মে বরণ করিও। কুন্দলতায় উহার কর্ম্ম কুশলতা পরীক্ষা না করিয়া অগ্রেই সখি! তোমার কন্দর্পযজ্ঞে উহাকে ব্রতী করিলে—যদি অবিজ্ঞজন দ্বারাই কর্ম্মারম্ভ করা হয়, তাহা হইলে ত তোমার সেই অনঙ্গসাধন কর্ম্মের অর্থাৎ অঙ্গহীন কর্ম্মের কি কখন পূর্ণাঙ্গতা সম্পন্ন হইতে পারে? কখনই না, বরং উত্তরোত্তর কর্ম্মের বৃদ্ধিই হইবে।

সাধূক্তং হরিণেতি কুন্দলতয়া রাধা তদাভ্যর্থিতা
তত্রাদেষ্টুমিমামথ স্মিতসুধাস্নাতাধরা সাহ তাং।
কৌন্দীয়ং গুহুরাগ্রহা সখি ! ততো গত্বা বিশাখে রহো
বিদ্ধ্যাত্যকুলসংবৃতাধরতটাঃ সদ্যোঽহসন্ সঙ্ঘশঃ ॥৩৯॥

হরিণা সাধূক্তং ইত্যুক্তা কুন্দলতয়া তদা তত্র একান্তে মন্ত্র পরীক্ষার্থং ইমাং বিশাখাং আদেষ্টুং রাধা অভ্যর্থিতা, তদনন্তরং সা রাধা তাং বিশাখামাহ। রহ একান্তে পরীক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণং বিদ্ধি জানীহি। ইতি রাধিকাবাক্যং শ্রুত্বা অঞ্চলেন সংবৃতাধরতটাঃ সর্ব্বাঃ সখ্যঃ মিলিত্বা অহসন্। যেন কর্ত্তব্যস্থ কর্ম্মণঃ পরীক্ষার্থং স সখীঃ প্রার্থয়তি অতঃ স্বমুখেনৈব সম্ভোগপ্রার্থনা কৃতেতি তাসাং হাস্যে কারণম্ ॥৩৯॥

অগ্রেই সখি ! তোমার কন্দর্প যজ্ঞে উহাকে ব্রতী করিলে,— যদি অবিজ্ঞ জন দ্বারাই কর্ম্মারম্ভ করা হয়, তাহা হইলে ত তোমার সেই অনঙ্গ-সাধন কর্ম্মের অর্থাৎ অঙ্গহীন কর্ম্মের কি কখন পূর্ণাঙ্গতা সম্পন্ন হইতে পারে ? কখনই না, বরং উত্তরোত্তর কর্ম্মের বৃদ্ধিই হইবে, পূর্ত্তি হইবে না। ফলতঃ অগ্রে কুন্দলতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-লালসার পরিতৃপ্তি না করাইলে তোমাতে উত্তরোত্তর তৃষ্ণাধিক্য বৃদ্ধি পাইবে— সে অনঙ্গ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইবে না ॥৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ অধর টিপিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"রাধে ! পরীক্ষায় আর বৃথা প্রয়োজন কি ? সাক্ষাতে তোমার এই বিশাখা সখী অতনু-ধর্ম্ম কর্ম্মে অর্থাৎ কন্দর্প-যাগ কর্ম্মে নিরতা বলিয়া ভূমণ্ডলে বিশেষ বিখ্যাতা। অতএব বাৎসায়ন মুনি কৃত কামশাস্ত্রাত্মক পদ্ধতি অনুসারে আমার যে সকল মন্ত্র অভ্যস্ত আছে, সেই সকল মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার এই বিশাখাই নিভৃতে গিয়া করুক। কারণ, অতিরহস্য মন্ত্র সবরজন সমক্ষে প্রকাশ করিতে নাই ॥৩৮॥

কুন্দলতা মৃদু হাসিয়া দেবরের বাক্যের পোষকতা করিয়া কহি-

রাধে ! ত্বা মবহিত্থয়া প্রতিপদং ক্ষীণায়ুষা দুঃশকাং
গোপ্তুং সম্প্রতি বীক্ষ্য দূনহৃদয়া নোপায়মন্যং লভে ।
কিন্ত্বাত্রা সহকার এব ভবিতা ধন্যোহবিতা তে মহান্
তৎকুঞ্জং শরণং রহো ব্রজ যদি শ্বীয়ং সমাশংসসি ॥৪০॥

বিশাখা আহ । হে রাধে ! প্রতিপদং ক্ষীণায়ুষা অবহিত্থয়া গোপ্তুং দুঃশকাং ত্বাং সম্প্রতি বীক্ষ্য দূন হৃদয়া অহং ত্বাং গোপ্তুং অন্যমুপায়ং ন লভে। কিন্তু সাহায্যং করোতীতি ব্যুৎপত্ত্যাসিদ্ধঃ অগ্রে এষ সহকারঃ আম্র বৃক্ষ এব অবিতা রক্ষিতা ভবিতা অত একান্তে সহকারকুঞ্জং শরণং ব্রজ, যদি শ্বীয়ং শং কল্যাণং আশংসসি শ্লেষেণ শং সম্ভোগজন্যং সুখং সাহিত্যং কারয়িষ্যতীতি শ্লেষশ্চ। তথা চ একা অবহিত্থা মাত্রং ত্বাং রক্ষতি সাপি স্বমুখেনৈব দূরীকৃতা চেৎ তদা প্রকৃত কার্যো বিলম্বো মাস্তু ইতি ধ্বনিঃ ॥৪০॥

লেন — "রাধে ! বংশীধারা ভাল কথা বলিলেন। নিভৃতে মন্ত্র পরীক্ষার নিমিত্ত বিশাখাকে অগোণে অনুমতি কর।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধার অধর-পল্লব মৃদু হাস্যের জ্যোৎস্না-সুধায় পারিষিক্ত হইল। বাণী-বিনিন্দ্য মধুর স্বরে কহিলেন— "শুন সখি ! বিশাখে ! বৃন্দলতা যখন অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে,— কোন মতেই ছাড়িতেছে না,— তখন তুমি নিভৃজনে গিয়া উহার মন্ত্র পরীক্ষা করিয়া জান।"

মনের নিগূঢ় ভাব শ্রীরাধার কথায় পরিস্ফুট হইয়া পড়িল—নিজের কর্তব্য কর্মের পরীক্ষার নিমিত্ত নিজের সখীকে আদেশ করায় প্রকারান্তরে নিজ মুখেই সম্ভোগ প্রার্থনা করা হইল। শ্রীরাধার এই কথা শ্রবণে তখন সখীগণ সকলেই বসনাঞ্চলে বিম্বাধর-প্রান্ত সংবৃত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ।৩৯॥

অনন্তর হাস্য-ফুল্লাধরা বিশাখা কহিলেন— "রাধে ! আমি মন্ত্র পরীক্ষা করিতে গেলে তোমাকে রক্ষা করে কে ? একমাত্র অবহিত্থাই

অস্মাভিস্তব যদ্বিবিৎসিতমহো সাহায্যমেতত্ত্বয়া
দাক্ষ্যাত্তন্নিরপেক্ষয়া ন রচিতং কিং পিষ্টপেষায়িতং।
পুন্নাগং সুমনঃপ্রদং ঘনরসৈঃ স্বব্যাহৃতৈঃ সিঞ্চতী
যত্ত্বং ফুল্লয়সীতি সস্মিতমুখী প্রোচে বিশাখাপি তাং ॥৪১॥

পুনর্বিশাখা আহ। তব সখীত্বাৎ অস্মাভিঃ কৃষ্ণেন সহাঙ্গসঙ্গার্থং তব যৎ সাহায্যং মনসি বিবিৎসিতং ত্বয়া তু দাক্ষিণ্যাৎ তৎসাহায্যং সাহায্য নিরপেক্ষয়া হেতুনা কিং পিষ্ট পেষায়িতং ন রচিতং অপিতু রচিতমেব। তথা চাধুনা তব সখী সাহায্যেনালমিতি ভাবঃ। যদ্‌যস্মাৎ শোভন মনঃ প্রদং পুন্নাগং পুরুষশ্রেষ্ঠং কৃষ্ণং স্বব্যাহৃতৈঃ স্বৈনৈবোক্তৈঃ ঘনরসৈঃ সিঞ্চতী ত্বং তং পুন্নাগং ফুল্লয়সি। সম্মুখার্থস্থ পুষ্পপ্রদং পুন্নাগবৃক্ষং স্বেনৈব বিশেষেণ আহৃতৈঃ আনীতৈঃ ঘনরসৈ জলৈঃ সিঞ্চতী ত্বং ফুল্লয়সি ॥৪১॥

তোমার রক্ষিকা ছিল বটে, কিন্তু হায়! পদে পদে তাহারও ত আয়ুক্ষয় হইতেছে। সুতরাং সম্প্রতি সেই ক্ষীণায়ু অবহিত্থা দ্বারা আর তোমার রক্ষার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইতেছে; সখি! আমি তোমার রক্ষার অন্য উপায়ও ত দেখিতে পাইতেছি না? তবে "সাহায্য করে যে" তাহার নাম সহকার, এই ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ সহকার-কুঞ্জ (আম্রবন) ঐ যে সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা নিশ্চয়ই তোমাকে রক্ষা করিবে। অতএব তুমি যদি নিজের কল্যাণ কামনা কর—যদি সম্ভোগানন্দের সুধা-সাগরে নিমগ্ন হইতে চাও, তবে ঐ মহাধন্য সহকার-কুঞ্জের নিভৃত প্রদেশে অবিলম্বে প্রবেশ কর। ফলতঃ হে রাধে! একমাত্র অবহিত্থা এতক্ষণ তোমাকে রক্ষা করিতেছিল, যদি নিজমুখেই তাহাকে দূর করিয়া দিলে, তবে প্রকৃত কর্ম্মে আর বিলম্ব কেন? ॥৪০॥

কি আশ্চর্য্য! তোমার সখী বলিয়াই আমরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অঙ্গ-সঙ্গার্থ তোমার যে সাহায্য মনে মনে কল্পনা করিতেছিলাম, তুমি দাক্ষিণ্যস্বভাব বশতঃ সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়াই আমাদের সেই

তত্রৈবাবসরে সমাগতবতী নান্দীমুখী বৃন্দয়া
সার্দ্ধং কাঞ্চন পত্রিকাং হরিকরে দত্ত্বা শশংসাস্যশং ।
তামুদ্ঘাট্য মুদা পঠন্ প্রমুদিতস্তাভিঃ স সংলক্ষিতোঽ-
প্যুক্ত্বা কিঞ্চন কামপীক্ষিতরহা প্রাগাদুদীচীমুখঃ ॥৪২॥

কাঞ্চিৎ পত্রিকাং হরিকরে দত্ত্বা তস্য কৃষ্ণস্য শং কল্যাণং শশংস, হে কৃষ্ণ! ত্বং কুশলী ভবেতি জগাদ। তাং পত্রীং। পত্রপাঠাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দস্তাভিঃ রাধাদিভিঃ সংলক্ষিত ইত্যর্থঃ। তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ কামপি ব্রজসুন্দরীং প্রতি কিমপি অনুক্ত্বা ইঙ্গিতং রহঃস্থলং যেন এবম্ভূতঃ উত্তরাভিমুখঃ সন্ একান্তস্থলে অগাৎ ॥৪২॥

করিতে সাহায্যেরই নিষ্ট পোষণ করিতেছ না কি? সুতরাং সম্প্রতি তোমাদের সখীগণের সাহায্যের আর প্রয়োজন কি? যেরূপ স্বব্যাহৃত অর্থাৎ স্বয়ং বিশেষ করিয়া আনীত ঘনরস অর্থাৎ সলিল সেচন করিয়া পুষ্পপ্রদ পুন্নাগ তরুকে প্রফুল্ল করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বব্যাহৃত-ঘনরস অর্থাৎ স্বীয় বচনরূপ মধুর-রস সেচন করিয়া ঐ 'সুমনঃপ্রদ' অর্থাৎ শোভন মনঃপ্রদ পুন্নাগ অর্থাৎ পুরুষ-প্রবর শ্রীকৃষ্ণকে নিজেই প্রফুল্ল করিয়াছ ॥৪১॥

এই অবসরে নান্দীমুখী বৃন্দার সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এক খানি পত্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দিয়া—"ওহে কৃষ্ণ! তুমি কুশলী হও" বলিয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পত্রখানি উদ্ঘাটন পূর্ব্বক পাঠ করিতে করিতে যেন বড়ই প্রমুদিত হইলেন। তাহা শ্রীরাধা প্রভৃতি সকলেই বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া নির্জ্জন নিকুঞ্জ স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে উত্তরাভিমুখে এক নিভৃত স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৪২॥

যাতে তত্র তদীক্ষণ ক্ষণ বিনাভাবেন দূনাননা-
প্যাত্মনং বহিরাপ্তনির্বৃতিমিব স্বা জ্ঞাপয়ন্তী সখীঃ।
সার্দ্ধং তাভিরুপেত্য সম্ভ্রমভরান্নান্দীমুখীং রাধিকা
সা নানাবিধ তর্ক সঙ্কুলিতধীঃ পপ্রচ্ছ সপ্রশ্রয়ং ॥৪৩॥
পত্রীং কা প্রজিঘায় সা ভগবতী কস্মৈ ন হি জ্ঞায়তে
ভদ্রে মৎ শপথো বদৈষ রময়ন্ কাঞ্চিত্তদুক্তাং গতঃ।

তত্র একান্তস্থলে শ্রীকৃষ্ণে যাতে সতি ক্ষণমপি ব্যাপ্য শ্রীকৃষ্ণে ক্ষণস্থ বিনাভাবেন অভাবেন দূনাননা অপি রাধা বহিরাত্মানং প্রাপ্ত নির্বৃতিমিব স্বীয়াঃ সখীঃ জ্ঞাপয়ন্তী সতী তাভিঃ সখীভিঃ সহ উপেত্য সমীপে গত্বা নান্দীমুখীং প্রতি সপ্রশ্রয়ং সাবনয়ং যথাস্যাত্তথা পপ্রচ্ছ ॥৪৩॥

প্রশ্নমেবাহ। হে নান্দীমুখি। ইমাং পত্রিকাং প্রজিঘায় প্রহিতবতী। নান্দী আহ সা প্রসিদ্ধা ভগবতী রাধা আহ কস্মৈ কিমর্থং। নান্দী-ন হি জ্ঞায়তে। রাধা মৎ শপথো বদ। নান্দী এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তয়া পৌর্ণমাস্যা উক্তাং কাঞ্চিৎ-

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ রহঃস্থলে প্রস্থান করিলে তাঁহার ক্ষণমাত্র দর্শনোৎসবের অভাবে অন্তর্ব্যথায় বিষন্ন-বদনা হইয়াও বাহিরে সখীগণকে প্রফুল্লতার ভান দেখাইলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, ভালই হইল—আমরা তাঁহার হঠকারিতার হাত এড়াইলাম, এই ভাবই পরিব্যক্ত করিলেন। অনন্তর সখীগণের সহিত সম্ভ্রম সহকারে নান্দীমুখীর নিকটে গিয়া নানাবিধ সংশয়-সমাকুল চিত্তে তাঁহাকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥

"বল, নান্দি! এই পত্র কে পাঠাইয়াছে?"

নান্দি।— "ভগবতী পৌর্ণমাসী।"

শ্রীরাধা।— কি জন্য জান কি?

নান্দী।— না সখি! তাহা জানি না।

শ্রীরাধা।— আমার দিব্য, বল সখি!

হাস্যং মুঞ্চ করোমি দিব্যমপি চেদেবং ভবেন্নো ব্রজে-
দন্যং সাক্ষাদয়মেষ তচ্চতুরিমা দুর্লক্ষতায়ৈ তব ॥৪৪॥
প্রাবোচল্ললিতা তদীক্ষিতমুখীমাসংশয়িষ্টা হরে-
রন্যস্যাং ভবদন্তিকস্থিতিমতঃ কিং সম্ভবেল্লালসা।
ফুল্লাং মালতিকাং ধয়ন্নলিযুবা বল্লীং কিমন্যাং স্মরে-
দগ্রে প্রাপ্য তদাস্বদঃ কথমহো ধত্তে পরত্র স্পৃহাং ॥৪৫॥

ব্রজসুন্দরী রময়ন্ গতঃ রময়িতুং গত ইত্যর্থঃ। রাধা—হাস্যং মুঞ্চ। নান্দী, অয়ি রাধে! দিব্যং করোমি। রাধা এবং চেৎ অয়ং কৃষ্ণঃ অন্যত্র রমণার্থং মৎসাক্ষাৎ ন ব্রজেৎ। নান্দী, হে রাধে! তব দুর্লক্ষতার্থমেব তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য এষ দ্বং সাক্ষাৎ গমনরূপ চতুরিমা। অতএব এতচ্চাতুর্য্যাদেব তব মনসি নায়াতম ॥৪৪॥

নান্দী বাক্যে সন্দিহ্য তয়া রাধয়া ঈক্ষিতং মুখং যস্যাঃ এবম্ভূতা প্রাবোচৎ।

নান্দী।— ভদ্রে। ভগবতী কোন ব্রজসুন্দরীর সহিত বিহারের জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে এই পত্র লিখিয়াছেন; তাই, শ্রীকৃষ্ণ পত্র পাঠ করিয়াই সেই প্রেম-নিমন্ত্রণে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীরাধা।— পরিহাস রাখ সখি। সত্য কথা বল।

নান্দী।— অয়ি রাধে! আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি উহা পরীহাস নয়।

শ্রীরাধা।— যদি তাহাই হইত সখি! তাহা হইলে বজবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমার সাক্ষাতে অন্যত্র বিলাসের নিমিত্ত কখনই যাইতে পারিতেন না।

নান্দী।— রাধে! তোমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই চতুর-চূড়ামণির তোমার সাক্ষাতে এই চাতুর্য্য-জাল বিস্তার জানিবে। এই চাতুর্য্য প্রভাবেই তোমার মনে অন্য কোন সন্দেহ আসিতে পারে নাই ॥৪৪॥

নান্দীমুখীর কথা শুনিয়া শ্রীরাধার মন সন্দেহ-দোলায় সবেগে

এষাত্মাত্মজনুঃ প্রভৃত্যনুপদং নর্তেঽনৃতং ভাষতে
যজ্জিহ্বা গুরুরেব তস্য ন কলেঃ কিং ভাবিনো ভাবিনী।
তস্মিথ্যেব স নো গতঃ পরিহাসন্মিথ্যৈব পত্রী চ সা
কিং মিথ্যেব বিশঙ্কসে সখি ! যতো মিথ্যেব নান্দীমুখী ॥৪৬॥

হে রাধে! ভবানকটে স্থিতিমতো হরেঃ কিং অন্যস্যাং লালসা ভবেৎ? তত্র দৃষ্টান্তঃ ফুল্লামিতি। দৃষ্টান্তান্তরমাহ। বুধঃ সুধামিতি ॥৪৫॥

পুনঃ ললিতাহ। এষা নান্দী আত্মজন্ম প্রভৃতি অনুপদং প্রতিক্ষণং অনৃতং ঋতে মিথ্যাং বিনা ন ভাষতে। যস্যা নান্দ্যা জিহ্বা ভাবিনঃ কলেঃ কিং গুরুরেব ন ভাবিনী? অপি তু ভবিষ্যত্যেব। তথা চ কলিযুগঃ অস্যাঃ শিষ্যো ভূত্বা অধর্মং প্রবর্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ স কৃষ্ণঃ নোঽস্মান্ পরিহসন্ মিথ্যেব গতঃ ॥৪৬॥

আন্দোলিত হইতে লাগিল। শিরায় শিরায় দুঃখের অনল-প্রবাহ ছুটিল—ফুল্লেন্দু-বদনখানি মুহূর্তে বিষাদের আবিলতা-মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শ্রীরাধা সজল ছল ছল কাতর নয়নে উদাস দৃষ্টিতে ললিতার মুখের দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন। অভিমানে অধরপুট স্ফীত ও স্পন্দিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না। ললিতা প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে অতিমাত্র কাতরা দেখিয়া মধুর সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন—"সখি! রাধে! কেন বৃথা সন্দেহ করিতেছ? তোমার নিকটে থাকিলে কি শ্রীকৃষ্ণের অন্য রমণীর প্রতি লালসা জন্মিতে পারে? হায়! মধুপ-যুবক প্রফুল্লা মল্লিকা-বধূকে প্রমোদিত করিতে করিতে অন্য লতিকাকে স্মরণ করে কি? না, সুধীব্যক্তি সম্মুখে সুধা-সায়র পাইলে অন্য বস্তুতে স্পৃহা ধারণ করে? কখনই না ॥৪৫॥

বিশেষতঃ এই নান্দীমুখী পদে পদে মিথ্যা ভিন্ন কদাচ সত্য কথা বলে না—এমন কি আপনার জন্ম প্রভৃতিও মিথ্যা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহার রসনা ভাবী কলিযুগের গুরু হইবে না কি? অবশ্য

যা সাক্ষাদিব সম্বিদত্র মহিতা যা সর্ব্বধর্ম্মৈকভূ-
র্বেদার্থং খলু মূর্ত্তমেব নিখিলং যাহসূত সান্দীপনিং।
তস্যাঃ পারিষদী ভবানি ললিতে! শ্রীপৌর্ণমাস্যাঃ সদা
মিথ্যাবাদিতয়া পরাভবধুরা পাত্রীকৃতাহং ত্বয়া ॥৪৭॥
তস্যা এব দদানি হন্ত শপথং তত্ত্বং যদেতদ্বদে-
ত্যুক্তামাহ বদাম্যহং কথমহমেব স্যয্যোৎসীদ্ যতঃ।

নান্দী আহ। যা পৌর্ণমাসী সাক্ষাদিব সম্বিৎ জ্ঞানস্বরূপা অত্র ব্রজে মহিতা সর্ব্বৈঃ পূজিতা। যা অখিল বেদার্থং মূর্ত্তমেব সান্দীপনিং সুতমসূত তস্যাঃ পৌর্ণমাস্যাঃ সদৈবাহং পারিষদী ভবানি ॥৪৭॥

ললিতা আহ। তস্যাঃ পৌর্ণমাস্যাঃ শপথং দদানি। যত্তত্ত্বং তদ্বদ ইতি উক্তা সা নান্দী আহ। অহো কথং বদামি যতঃ সা পৌর্ণমাসী এবস্তযোঃ নিষেধং কৃতবতী। কিন্তু অকথনমপি নোচিতং যত স্তস্যা এব শপথো দত্তঃ

হইবে। কলিযুগ ইহার শিষ্য হইয়া নিশ্চয়ই অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিহাস করিবার নিমিত্তই মিথ্যা গমন করিয়াছেন। সুতরাং সেই পত্রিকাও মিথ্যা এবং এই নান্দীমুখীও মূর্ত্তিমতী মিথ্যা স্বরূপা জানিবে। তুমি কেন মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ সখি! ॥৪৬॥

ললিতার কথা শুনিয়া নান্দীমুখী ঈষৎ রোষ-কষায়িত ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—"কি আশ্চর্য্য! যে পৌর্ণমাসী দেবী সাক্ষাৎ জ্ঞান স্বরূপা, যিনি এই ব্রজধামে সকলেরই বরেণ্যা, সকল ধর্ম্মে খনি এবং মূর্ত্তিমান নিখিল বেদার্থ-স্বরূপ সান্দীপনি মুনির জননী, আমি সেই দেবী পৌর্ণমাসীর সদা সঙ্গিনী—পারিষদী। ললিতে! আমাকে অনায়াসে তুমি মিথ্যাবাদিনী বলিয়া অবজ্ঞার পাত্রী করিতে উদ্যত হইলে? ॥৪৭।

ললিতা একটু আগ্রহ ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"নান্দি! আমি তোমাকে পৌর্ণমাসীর শপথ দিতেছি—ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি বল।"

কিন্তু ত্রাকথনং চ নোচিতমতো বচ্ম্যপ্রতীতিং কৃথা
মৈবাস্মিন্নিতি রাধিকাপি শপথং সা কারিতৈবানয়া ॥৪৮॥
পূর্ব্বেদ্যুর্মধুসূদনেন ভগবত্যভ্যর্থিতা সাদরা-
দার্য্যে ! মন্ত্রমণিমহৌষধবিদাং মুখ্যে ! মহাতাপসি !
রাধাং বাম্যমহীধরোপরি সদাসীনা মুপায়াৎ কুত
স্তস্মাদ্রাগবরোহ্য সাধু রময়াম্যালীততী র্মোহয়ন্ ॥৪৯॥

অতোঽহং বচ্মি কিন্তু অস্মিন্ আজ্ঞামপ্যুল্লঙ্ঘ্য বক্তুং প্রবৃত্তায়া মম বাক্যে অপ্রতীতিং মা কৃথা ইতি সা রাধাপি অনয়া নান্দ্যা শপথং কারিতা ॥৪৮॥

নান্দী আহ। পূর্ব্বদিবসে মধুসূদনেন আদরাৎ সা ভগবতী অভ্যর্থিতা। শ্রীকৃষ্ণস্যাভ্যর্থনমেবাহ। হে মন্ত্রাদীনাং বিদাং মধ্যে মুখ্যে ! বাম্যরূপ পর্ব্বতস্যো-পরি সদা আসীনাং রাধাং কুতঃ উপায়াৎ তস্মাৎ পর্ব্বতাৎ দ্রাক্ অবরোহ্য সাধু রময়ামি এবং তস্যা আলী শ্রেণ্যোঽপি তথৈব অতএব আলীশ্রেণীরপি মোহয়ন্ সন্ ॥৪৯॥

নান্দীমুখী কহিলেন— "হায়! আমি তাহা কিরূপে বলিব? যেহেতু দেবী আমাকে বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যখন তাঁহার শপথ প্রদান করিলে, তখন না বলাও ত অনুচিত? অতএব সখি রাধে! তুমিও শপথ করিয়া বল— আমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রকৃত কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি আমার কথায় অবিশ্বাস করিবে না?" এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা নান্দীর নিকট শপথ করিলেন ॥৪৮॥

তখন নান্দীমুখী হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—"শুন প্রিয়সখি! গতকল্য মধুসূদন ভগবতীর নিকট গিয়া সাদরে প্রার্থনা করিয়াছেন—"হে আর্য্যে! হে মণি-মন্ত্র-মহৌষধ-তত্ত্ববিদ্-প্রধানা-মহাতাপসি! প্রিয়তমা শ্রীরাধা সর্ব্বদাই বাম্য-গিরিবরোপরি সমাসীনা, আমি কি উপায়ে সেই গিরিবর হইতে অবরোহন করাইয়া তাহার

গোপ্যোঽন্যাঃ কিল মন্মনোভব সুখাদঞ্চচ্চমৎকারিতা
সম্পত্ত্যৈ শতকটয়োপি নতরাং পর্য্যাপ্নুবন্তি ক্বচিৎ ।
কিন্ত্বেকৈব মদীয়হৃদ্ভুবমলঙ্কর্ত্তুং ক্ষমা রাধিকা
কিং সা কল্পলতা নু সম্বিদথ কিং কিং বৈজয়ন্তী নু সা ॥ ৫০ ॥

মদীয় কন্দর্পসুখস্য উদ্গত চমৎকারিতা সম্পত্ত্যৈ অন্যাঃ শতকোটয়ো গোপ্যোঽপি ন পর্য্যাপ্নুবন্তি কিন্তু একা রাধিকৈব। কতস্তুতা মদীয় হৃদয়স্বরূপং ভুবং পক্ষে হৃদয়োৎপন্নং কন্দর্পং অলং ভূষিতং কর্ত্তুং ক্ষমা। অতএব সা রাধিকা কিং কল্পলতা স্বরূপা? শ্লেষেণ আকল্পো ভূষা তৎস্বরূপা লতা তথা চ মম ভূষণ-রূপা সৈবেত্যর্থঃ। কিন্তু অচেতনস্য ভূষণমপি নাত্যন্ত শোভাধায়ক মিত্যত আহ। সম্বিৎ সচেতনস্বরূপা তথা চ তাং বিনা মম হৃদি চেতনৈব ন তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। কিম্বা বৈজয়ন্তীমালা বিশেষঃ। শ্লেষেণ বৈ নিশ্চিতং জয়ন্তী সর্ব্বোৎকর্ষবতী ততশ্চ বৈজয়ন্তী মম সর্ব্বোৎকর্ষরূপা পতাকা ইতি বিশেষশ্চ ॥৫০॥

সহিত আনন্দ্য বিলাসানন্দে মগ্ন হইতে পারি তাহা আপনাকে করিতে হইবে। আবার তাহার সখীগণও তাহারই মত বামাস্বভাবা, যাহাতে তাহাদিগকেও বিমোহিত করিতে পারি, তাহারও উপায় বিধান করিতে হইবে ॥৪৯॥

হে দেবি! আমার কন্দর্পসুখের উদ্দাম্ত চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে শ্রীরাধা ব্যতীত অপর শত কোটী গোপিকাও কখন সমর্থা নহে এবং একমাত্র শ্রীরাধাই আমার মনোভূ অর্থাৎ মনরূপ ভূমিকে বা হৃদয়োৎপন্ন কন্দর্পকে ভূষিত করিতে সমর্থা। আমরি! শ্রীরাধা কি তবে কল্পলতা স্বরূপা? না, আমার হৃদয়-তরুর ভূষণ বল্লরী? কিন্তু হে দেবি! অচেতনের ভূষণ নিরুপম শোভাশালী হয় না, তবে কি শ্রীরাধা আমার সাক্ষাৎ চেতন-স্বরূপা? কারণ, শ্রীরাধা ব্যতীত আমার হৃদয় একবারে চেতনাশূন্য হইয়া পড়ে। অথবা শ্রীরাধাই আমার বৈজয়ন্তীমালা—সর্ব্বোৎকর্ষের বিজয়-পতাকারূপে আমার হৃদয়কে প্রাতিনিয়ত নন্দিত করিতেছে ॥৫০॥

শ্রুত্বৈতন্মধুরং ধুরংপুনরিমাং মঙ্গীচিকীর্ষুশ্চিরাৎ
প্রত্যাখ্যানপরেব সাহসহসা শক্যং কথং স্যাদিদং।
সাধ্বীনাং প্রবরা ত্রপাজলনিধির্জাতা কুলীনান্বয়ে
কিং সান্যা চপলেব তে ঘনরুচেরঙ্কং সমারোক্ষ্যতি ॥ ৫১ ॥
এবং সত্যঘভিন্নিবৃত্য সততো গেহং স্বমাগাত্তদা
সা সর্ব্বাগমতন্ত্রমন্ত্রপটলীং পর্য্যালুলোকে নিশি।

এতন্মধুরং বাক্যং শ্রুত্বা ইমাং ধুরং ভারং অঙ্গীচিকীর্ষুঃ সা পৌর্ণমাসী বহিঃ প্রত্যাখ্যানপরা ইবাহ। অন্যা চপলা চঞ্চলা ইব ঘনরুচে নিবিড় স্পৃহস্য তে অঙ্কং রাধিকা কিং সমারোক্ষ্যতি। পক্ষে ঘনরুচের্মেঘসদৃশস্য চপলা বিদ্যুদিবেতি ভঙ্গ্যা আশ্বাস এব কৃতঃ ॥ ৫১।

এবং সতি অঘভিৎ শ্রীকৃষ্ণঃ ততঃ স্থানাৎ নিবৃত্য স্বং গেহমগাৎ। তদনন্তরং সা পৌর্ণমাসী নিশিরাত্রৌ সর্ব্বাগম-তন্ত্রমন্ত্রপটলীং পর্য্যালুলোকে। প্রাতঃকালে মন্নিকটে আগত্য হে নান্দি! ইমাং পত্রীং অধুনা শ্রীকৃষ্ণং প্রাপয় ইতি তয়া

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমরস-সিক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌর্ণমাসী মনে মনে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন এবং আন্তরিক এই গুরুভার গ্রহণের অভিলাষিণী হইয়াও বাহিরে প্রত্যাখ্যানের ভান দেখাইয়া কহিলেন—'ব্রজরঞ্জন। এ গুরুতর কার্য্য কিরূপে সহসা সম্পন্ন করিতে পারিব? শ্রীরাধা সাধ্বী-শিরোমণি, লজ্জার সাগর, এবং কুলীন-কুল-সম্ভবা; সুতরাং তোমার মত ঘন-রুচির (নিবিড়-স্পৃহ) অঙ্কে অপরা চপলার ন্যায় শ্রীরাধা কি কখন সমারোহণ করে?" পক্ষান্তরে পৌর্ণমাসী কথার ভঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন—নিবিড় মেঘের কোলেই চপলার অর্থাৎ বিদ্যুতের লীলা-স্ফুরণ দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে। সুতরাং তোমার ন্যায় ঘনরুচি অর্থাৎ মেঘশ্যামলের অঙ্কে শ্রীরাধা-চপলা অবশ্য শোভা পাইবে ॥৫১॥

এই কথা শুনিয়া তখন অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে আপ্লুত হইয়া তথা হইতে গৃহে আগমন

পত্রীং প্রাপয় নান্দি ! কৃষ্ণমধুনেত্যাদিশ্যমানাতয়া
দায়ৈত্তা মহ্যমাগমং দ্রুতমতো জানামি নো কিঞ্চন ॥ ৫২ ॥
মন্ত্রং কঞ্চন পত্রিকা-বিলিখিতং প্রেষ্যোপদিষ্টস্তয়া
কৃষ্ণস্তং জপিতুং রহঃস্থলমগাদস্মন্মনো মোহনং ।
হন্তালো্যা ! ব্রজত স্ববেশ্মতদিতস্তত্রৈব সূর্য্যার্চ্চনং
কার্য্যং যত হরিঃ কুরুধ্বমচিরাদ্দেশায়তস্মৈ নমঃ ॥ ৫৩ ॥

পৌর্ণমাস্যা আদিশ্যমানাহং এনাং পত্রীমাদায় দ্রুতমাগমং অতঃপরং কিঞ্চন ন জানামি। পত্রীস্থাং বার্ত্তাং ন জানামীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

রাধিকা আহ। পত্রিকায়াং লিখিতং অস্মন্মনোমোহনং কঞ্চন মন্ত্রং নান্দী দ্বারা পৌর্ণমাস্যা উপদিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তন্মন্ত্রং জপিতুং রহঃস্থলমগাৎ। তস্মাৎ কষ্ট খেদে হে আল্যঃ ! যূয়ং ইতঃস্থানাৎ স্বগৃহং ব্রজ, তত্রৈব গৃহে সূর্য্যপূজাং করিষ্যামি। তথাচ যত্র দেশে হরি বর্ত্ততে তস্মৈ দেশায় নমস্কুরুধ্বং ॥ ৫৩ ॥

করিলেন। অনন্তর পৌর্ণমাসী সারারাত্রি সর্ব্বাগমতন্ত্রের মন্ত্রসমূহ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিয়া কহিলেন—"নান্দি ! এই পত্রখানি এখনি শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া এস"—"আমি দেবীর এই আদেশ অনুসারে পত্রখানি লইয়া অবিলম্বে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলাম। পত্রের মধ্যে যে কি লেখা আছে, তাহার কিছুই জানি না ॥৫২॥

শ্রীরাধা এই কথা শুনিয়া বিস্ময়-ব্যাকুলভাবে সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"দেবী পৌর্ণমাসী আমাদের চিত্তহারী কোন মন্ত্র পত্র মধ্যে লিখিয়া নান্দীমুখী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রেরণ করিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহারই উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই মন্ত্র জপ করিবার জন্য কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়াছেন। হায় ! সখীগণ ! এখানে আর সূর্য্যপূজার প্রয়োজন নাই। চল, এই সময় পলাইয়া গৃহে যাই—আজ গৃহেই সূর্য্যপূজা করিব। অহো ! যে দেশে কৃষ্ণ আছেন, সেই দেশকে নমস্কার ॥৫৩॥

পীত্বৈতাং বৃষভানুজোদিতসুধাং প্রোবাচ কৌন্দীহস-
ন্ত্যেতৎ কিঞ্চন যুজ্যতে ন হি ততো রাধে! বৃথা শঙ্কসে ?
যস্যৈকাঙ্গরুচিচ্ছটৈককণিকাপ্যুন্মাদ্য সাধ্বীব্রতং
ত্বাং সদ্যঃ সখি! হাপয়েদয়মহোমন্ত্রং কিমর্থং জপেৎ ॥ ৫৪ ॥

(যুগ্মকম্)

রাধোচে ভগবত্যসাবনুপমং সন্ন্যাসধর্ম্মং দধে
নান্দীয়ং শ্রিত তৎপদৈব বিষয় ব্যাবৃত্তবার্ত্তাপরা।

বৃষভানুজোদিতাং সুধাং পীত্বা হসন্তী কুন্দবল্লী আহ। হে রাধে! ত্বয়োক্তং কিঞ্চন ন হি যুজ্যতে। তস্মাত্ত্বং বৃথা শঙ্কসে। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য একাঙ্গস্য কান্তিচ্ছটায়া একা কণিকাপি ত্বামুন্মাদ্য তব সাধ্বীব্রতং সদ্যো হাপয়েৎ। তস্মাৎ অয়ং কৃষ্ণঃ কিমর্থং মন্ত্রং জপেৎ ॥ ৫৪ ॥

রাধিকা আহ। ভগবতী পৌর্ণমাসী অনুপমং সন্ন্যাসধর্ম্মং দধে। যতো সমস্তরাত্রিং ব্যাপ্য কামশাস্ত্রং দৃষ্ট্বা মন্ত্রং শ্রীকৃষ্ণং গ্রাহয়ামাস। এবং নান্দী অপি শ্রিত তৎপদা অতএব সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ ব্যাবৃত্তা ভিন্না যা বার্ত্তা তৎপরা বিরক্তা

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার এই বচনামৃত পান করিয়া নান্দীমুখী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"অয়ি রাধে! তুমি যাহা কহিলে তাহা কিছুই যুক্তিযুক্ত নহে। কেন বৃথা শঙ্কা করিতেছ? প্রিয়সখি! যাঁহার একাঙ্গের কান্তিচ্ছটার একটী মাত্র কণিকা তোমাকে উন্মাদিনী করিয়া তোমার সাধ্বীব্রত সত্ত বিদূরিত করিতে পারে, অহো! সে কেন তোমার জন্য মন্ত্র জপ করিতে যাইবে? ॥৫৪॥

নান্দীর এই প্রগল্ভ বাক্যে শ্রীরাধা যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। তথাপি শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"শুন সখীগণ! ভগবতী কেমন অনুপম সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন শুন,—সমস্ত রাত্রি কামশাস্ত্র দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণে কন্দর্প-মন্ত্রোপদেশ দিয়াছেন এবং এই নান্দীও ত তাঁহারই পদাশ্রিতা। তাই সকল বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত

কৌন্দ্যেষা তু পুনঃ সুভদ্র সহজস্বাত্মৈক্যভাবাভবে-
দেতা এব সমাধি-বর্ত্মনি নয়ন্ত্যার্য্যাঃ কুলস্ত্রীরপি ॥ ৫৫ ॥
অত্রৈবাবসরে ব্যজিজ্ঞপসিতস্তং রূপমঞ্জর্য্যমূঃ
পূর্ব্বস্যাঃ ককুভোবিধুং বন-তটাদ্‌াগা জিহানংপুরঃ।

ইত্যর্থঃ। পক্ষে বিষয়েণ বিশেষতঃ আবৃত্ত বার্ত্তাপরা কুট্টনীধর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। এষা কুন্দবল্লী তু সুভদ্রঃ সুমঙ্গলঃ অথবা সহজঃ স্বাত্মনোঃ জীবপরমাত্মনো রৈক্য-ভাবো যস্যাঃ এবম্ভূতা ভবেৎ ব্রহ্মজ্ঞানবতোত্যর্থঃ। পক্ষে সুভদ্রস্য স্বপত্যুঃ সহজে দেবরে শ্রীকৃষ্ণে স্বাত্মনো স্বদেহস্যৈক্যভাবো যস্যাঃ সা। অতএব পৌর্ণমাস্যাদয়ঃ এতাঃ আর্য্যাঃ কুলস্ত্রীরপি সমাধিবর্ত্মনি সন্ন্যাস বৈরাগ্য ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ স্ব স্ব ধর্ম্মং নয়ন্তি। পক্ষে দূত্যকর্ম্মণা সম্যক্ আধিঃ কুলধর্ম্মলজ্জাদি-ত্যাগজন্য মনঃপীড়া তৎস্বরূপ বর্ত্মনি নয়ন্তি ॥ ৫৫ ॥

রূপমঞ্জরী পূর্ব্বস্যাঃ ককুভঃ দিশঃ সকাশাৎ বনতটাৎ। চন্দ্রপক্ষে জলতটাৎ

অর্থাৎ ভিন্ন যে সকল বার্ত্তা তৎপরায়ণা হইয়াছে; ফলতঃ বিষয়-বিরক্তা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিষয় দ্বারা বিশেষরূপে আবৃত্তবৃত্তপরা অর্থাৎ ইহার কথাটী তাহাকে, তাহার কথাটী ইহাকে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া কুট্টিনা-ধর্ম্মপরা হইয়াছে। আর তোমাদের ঐ কুন্দলতাটীকেও কম মনে করিও না। উনিও "সুভদ্র সহজ-স্বাত্মৈকভাবা" অর্থাৎ সুমঙ্গল অথচ স্বাভাবিক জীবাত্মাপরমাত্মার ঐক্যভাববিশিষ্টা ব্রহ্মজ্ঞানবতী হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীরাধা শ্লেষে প্রকাশ করিলেন—এই কুন্দলতা স্বীয় পতি সুভদ্রের সহজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া বিলাসানন্দে ঐক্যভাব লাভ করিয়াছে। অতএব পৌর্ণমাসী-নান্দী প্রভৃতি আর্য্যাগণ এইরূপে কুলাঙ্গনাগণকেও সমাধির পথে অর্থাৎ সন্ন্যাস-বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্ব স্ব ধর্ম্মে লইয়া যান। পক্ষান্তরে এইরূপ দূত্য কর্ম্ম দ্বারা সম্যক আধির পথে অর্থাৎ কুলধর্ম্ম ত্যাগ-জন্য মনঃ পীড়ার পথে কুলকামিনীগণকে লইয়া গিয়া থাকেন ॥৫৫॥

সম্ভ্রান্তা বৃষভানুজাহ সুষমাপূর্ণ স এবৈতি নঃ
শঙ্কে মোহয়িতৈব মন্ত্রবলভাগাল্যঃ করোম্যত্র কিং ॥ ৫৬ ॥
কৌমুদ্যেব ধৃতিং দ্যতীয়মচিরাৎ সদ্যো যদদ্যাস্থ মে
মধ্যে সাধিতবিদ্যতা নিরুপমা জাতাস্য কামাপ্তয়ে।

দ্রাক্ আজিহানং আগচ্ছন্তং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপং বিধুং অমূঃ রাধাদ্যা বাক্ষিজ্ঞপং জিজ্ঞাপয়ামাস। স্বভাবত এব ক্ষণে ক্ষণে নবীনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শোভাতিশয়ং মন্ত্রজন্যং জ্ঞাত্বা সম্ভ্রান্তা রাধা আহ। পক্ষে হ অপ্যথে জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যোপি সুষমাসম্ভ্রান্তেতি চিত্রং। মন্ত্রবলভাক্ অতএবাতিশয় শোভাপূর্ণঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ অধুনা তু মোহয়িতা। হে আল্যঃ! অত্র বিষয়ে কিং করোমি? ॥ ৫৬ ॥

যদ্ যস্মাৎ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৌমুদী জ্যোৎস্না এব মে ধৃতিং দ্যতি খণ্ডয়তি

যখন সকলে এইরূপ পরস্পর মধুর বাক্যালাপের সুধা-সরিতে নিমগ্ন, সেই সময় শ্রীরূপমঞ্জরী দেখিলেন—সুনীল সাগরাম্বু-সীমান্ত হইতে সহসা প্রকাশমান সুধাকরের ন্যায় অদূরে পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি শ্যাম বনানীর তটভূমি হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহসা সমুদিত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন, অমনি শ্রীরূপমঞ্জরী হর্ষ-বিহ্বলা হইয়া তাহা শ্রীরাধা প্রভৃতিকে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীরাধা চকিত-নয়নে সে ভুবনমোহন শ্যাম শোভন দৃশ্য—সেই স্বভাবতঃ ক্ষণে ক্ষণে নব-নবায়মান শ্যাম-সুষমারাশি দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধা ও সম্ভ্রান্তা হইয়া মনে করিতে লাগিলেন—'আমরি! মরি! শ্রীকৃষ্ণের এমন অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী, এমন অসামান্য লাবণ্য, নিশ্চয় সেই মন্ত্রজপ-প্রভাবেই উদ্ভাসিত হইয়াছে। তিনি আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন—"ঐ দেখ, প্রিয়সখি! শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রজপ-প্রভাবে জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন হইয়া সম্প্রতি এইদিকেই আগমন করিতেছেন। আমার আশঙ্কা হইতেছে—আমাদিগকে বিমোহিত করিবার জন্যই আসিতেছেন—বল,—বল সখীগণ! এখন আমি করি কি? ॥৫৬॥

হে ললিতে! যে শ্যামচাঁদের কৌমুদীকণা দূর হইতেই আমার

তৎকাপ্যত্র নিলীয় সাধু ললিতে! তিষ্ঠেয়মেষোঽন্যথা
মদ্বুদ্ধিং ভ্রময়েদশক্যমবলে মন্ত্রস্য কিং জাগ্রতঃ ॥ ৫৭ ॥
ইত্যুক্ত্বৈব শনৈঃ সসম্ভ্রমপদন্যাসৈঃ স্বমঞ্জীরগীঃ
সাতঙ্কৈব কদম্বষণ্ড-বিটপৈঃ স্বং নিহ্নুবানৈব সা।
তির্য্যগ্‌গ্রীবমপাঙ্গ-মার্গণ-গণং পশ্চান্নুদন্ত্যাত্মনো
রক্ষা ব্যাঘ্রধিয়েব কুঞ্চিততনুঃ সদ্মাবিশদ্বাঞ্জুলং ॥ ৫৮ ॥

ন জানে স তু স্বয়ং আয়াতি চেৎ কা দশা ভবিষ্যতি? তস্মাৎ অভীষ্টকাম প্রাপ্ত্যর্থং অস্য কৃষ্ণস্য নিরুপমা সাধিতবিদ্যা জাতা ইতি অহং মন্যে তত্তস্মাৎ হে অবলে! জাগ্রতো মন্ত্রস্যাশক্যং কিং? ॥ ৫৭ ॥

ইত্যুক্তো সা রাধা সসম্ভ্রম পদন্যাসৈঃ কংণৈঃ বাঞ্জুলং সম অশোককুঞ্জমন্দিরং আবিশৎ। কথম্ভূতা? স্বস্য মঞ্জীরগিরা নূপুরশব্দেন সাতঙ্কা। পুনশ্চ কদম্ব-সমূহস্য শাখাভিঃ স্বং নিহ্নুবানা পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনশঙ্কয়া তির্য্যক্‌গ্রীবং যথাস্যা-ত্তথা অপাঙ্গরূপ মার্গণস্য বাণস্য গণং পশ্চান্নুদন্তী প্রেরয়ন্তী। অত্রোৎপ্রেক্ষা মাহ। শ্রীকৃষ্ণাৎ আত্মনো রক্ষার্থং ব্যাঘ্রধিয়া বাণঃ নুদন্তী ইব ॥ ৫৮ ॥

সন্থ ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতেছে—জানিনা, সেই শ্যাম-শশাঙ্ক স্বয়ং নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমার কি দশা ঘটিবে? অতএব সখি! আমার মনে হইতেছে, অভীষ্টকাম প্রাপ্তির নিমিত্ত উঁহার যে নিরুপমা সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং কোন স্থানে লুকাইয়া থাকাই আমার পক্ষে এখন উচিত। কারণ, এখানে থাকিলে অনায়াসে আমার বুদ্ধিভ্রম জন্মাইতে পারেন। আর যাহাই হউক তোমরা ত অবলা! মন্ত্র-চৈতন্যলাভ হইলে তাহার অসাধ্য কি আছে? অর্থাৎ তাহাতে সবই সিদ্ধ হইতে পারে? ॥৫৭॥

এই বলিয়া শ্রীরাধা কুঞ্চিত-তনু হইয়া সম্ভ্রমের সহিত শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপ করিতে করিতে অশোক-কুঞ্জ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে স্বীয় চরণ-চুম্বি-মঞ্জীরের মঞ্জু শিঞ্জন শ্রবণে পদে পদে আতঙ্কিত হইতে লাগিলেন এবং কদম্ব-তরুর শাখান্তরালে আত্মগোপন

দূরাদেব নিরঙ্ক কুঙ্কুমরুচিং যান্তীং দদর্শাচ্যুতঃ
কান্তাবৃন্দমণীমথেত্য চ সভাং পপ্রচ্ছ তাং তৎসখীঃ।
সা কৃষ্ণ স্বগৃহং জগাম ললিতে কালঃ স যাতো যদা
যুষ্মাভিঃ কতিধা প্রতারণধুরা পাত্রীকৃতোঽহং ন বা ॥ ৫৯ ॥

অচ্যুতঃ দূরাদেব নির্ম্মল কুঙ্কুমরুচিতুল্যারুচিং যান্তীং রাধাং দদর্শ। কথম্ভূতাং রমণীবৃন্দমণীং। তথাপি তাং সভাং এত্য তস্যাঃ সখীঃ পপ্রচ্ছ। প্রত্যুত্তরমাহ। হে কৃষ্ণ সা রাধা গৃহং গতা। কৃষ্ণ আহ। যস্মিন্ কালে যুষ্মাভিঃ কতিধা প্রতারণাভির্যদা পাত্রীকৃতোঽহং ন বা স কালো যাতঃ। যতঃ সম্প্রত্যহং সিদ্ধমন্ত্রো ভবামি ॥ ৫৯ ॥

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন আশঙ্কায় অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পশ্চাদ্ভাগে পুনঃপুন অপাঙ্গ-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমরি! যেন শ্রীকৃষ্ণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র-হৃদয়া হইয়াই এইরূপ মুহুর্মুহুঃ অপাঙ্গ-বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন ॥৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যদিও দূর হইতে নির্ম্মল কুঙ্কুম-কান্তি-কান্তাকুল-শিরোমণি শ্রীরাধাকে অশোক কুঞ্জাভিমুখে যাইতে দেখিলেন, তথাপি তাঁহার অনুসরণ না করিয়া সখী-সভামধ্যে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ, কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলেন। ললিতা কহিলেন—“ওহে কৃষ্ণ! আমাদের প্রিয়সখী গৃহে চলিয়া গিয়াছে।”

শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—“ললিতে! যে কালে তোমরা আমাকে পুনঃপুন প্রতারিত করিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিতে, সে কাল আর নাই,—সে কাল সম্প্রতি চলিয়া গিয়াছে। যেহেতু, আমি এক্ষণে সিদ্ধ-মন্ত্র হইয়াছি। তোমাদের প্রতারণা পদে পদে ধরিয়া দিব ॥ ৫৯ ॥

কর্ণেঽস্যাস্তু তদাভ্যধত্ত রভসান্নান্দীমুখী মাধবঃ
সর্ব্বং মন্ত্রবলেন বেদ ললিতে তৎ কিং মৃষা ভাষসে ।
দৃষ্টেবাদিশ তাং লভস্ব চ যশঃ সা তে মৃষা কোপতঃ
কিং কর্ত্তুং প্রভবিষ্যতীতি ললিতাপ্যস্ত্বেবমিত্যভ্যধাৎ ॥ ৬০ ॥
গত্বা বঞ্জুলকুঞ্জ মাহ মহিলে ! কিং ত্বং বিধ্যৎসে রহ-
স্যেকা মন্ত্রমহো জপস্যদর মামাকৃষ্টুকামা কিমু ।
কৃতাং তৎকুরু যচ্চিকীর্ষসি বলাদ্দোঃ পাশবদ্ধং নু বা
কিংবা মাং স্মরদাস্ত্রখণ্ডিতমহং ন ত্বাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ ॥ ৬১ ॥

তদা নান্দীমুখী তস্যাঃ ললিতায়াঃ কর্ণে অভ্যধত্তঃ বভাষ হে ললিতে ! মাধবঃ মন্ত্রবলেন সর্ব্বং বেদ এব তত্তস্মাৎ কথং ত্বং মৃষা ভাষসে ? দৃশা রাধাং আদিশ তত এব স্বযশো লভস্ব । সা রাধা মিথ্যা কোপেন তে তব কিংকর্ত্তুং প্রভবিষ্যতি ? ললিতাপি তাং নান্দীমুখ্যুক্তং অভ্যধাৎ ॥ ৬০ ॥

বঞ্জুলকুঞ্জং গত্বা কৃষ্ণ আহ । হে মহিলে ! কান্তে ! রহসি ত্বং কিং বিধৎসে । অহো মামাকৃষ্টুকামা ত্বং অদর মনস্থং কামমন্ত্রং কিমত্র জপসি ? তৎ আকর্ষণং কৃতং অধুনা যচ্চিকীর্ষসি তৎ কুরু । স্বকীয় দস্তরূপাস্ত্রেণ মাং খণ্ডিতং কুরু অহং ত্বং ন নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ ॥ ৬১ ॥

ব্রজ-যুবরাজের এই সদম্ভ বাগ্বিলাস শ্রবণ করিয়া নান্দীমুখী ললিতার কানে কানে কহিলেন—"ললিতে ! মাধব যখন মন্ত্রবলে সকলই জানিতে পারিয়াছেন, তখন মিথ্যা কথা বলিয়া কেন দোষ-ভাগিনী হইতেছ ? অতএব নয়নেঙ্গিত দ্বারা শ্রীরাধা যথায় আছেন, বলিয়া দিয়া সর্ব্বথা যশস্বিনী হও । শ্রীরাধা এ কথা পরে জানিতে পারিলেও বৃথা কোপ প্রকাশ করিয়া তোমার কি করিতে পারিবেন ? কিছুই না ।" নান্দীর কথানুসারে ললিতা নয়নেঙ্গিত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তখন সেই অশোককুঞ্জ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন ॥ ৬০ ॥

নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপুলকভরে মৃদু হাসিয়া অশোক-কুঞ্জে গমন করিয়া দেখিলেন—প্রেমময়ী নিভৃতে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান

সচিল্লী কৌটিল্যাং স্মিতনবসুধাং গদ্‌গদবচ
সহুঙ্কারং তস্মৈ প্রথম মুপজহ্রে যদবলা।
পিবন্ সোঽক্ষিশ্রোত্রৈস্তদপি সহসাঽমুহ্যদতুলঃ
স দূরেঽস্তু হ্যেতস্যাধরমধুপানস্য মহিমা ॥ ৬২ ॥

অবলা রাধা ভ্রূকৌটিল্যসহিতাং স্মিতরূপ নবীনসুধাং এবং হুঙ্কারসাহিতং গদ্‌গদবচশ্চ তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় প্রথমং যৎ উপজহ্রে। পরদারাকর্ষকমন্ত্রং জপ্ত্বা অধর্ম্মং কৃতবতঃ স্বস্য ধর্ম্মং অন্যত্র নিক্ষিপতীতি হুঙ্কারাভিপ্রায়ঃ তদপি সা চ তচ্চ তৎ তথাচ স্মিতসুধা গদ্‌গদবচো মাত্রমপি পিবন্ সহসা অমুহ্যৎ অস্যা রাধায়া অধরসুধাপানস্য সোঽতুল মহিমা দূরেঽস্তু। তথা চ ন জানে তৎপানে কা দশা ভাবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি-বিগলিত স্বরে কহিলেন—"কান্তে! তুমি একান্তে কি করিতেছ? অহো! আমাকে আকৃষ্ট করিবার অভিলাষেই কি এখানে অনঙ্গ কামমন্ত্র জপ করিতেছ? এই ত আমি আকৃষ্ট হইয়াই তোমার পাশে আসিয়াছি, এক্ষণে যাহা করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ, তাহাই কর। সুলোচনে! দেখিতেছি, সম্প্রতি তুমি মন্ত্রবলে এমনই বলবতী হইয়াছ যে, আমাকে ভুজপাশে বন্ধন কর, কি স্বীয় দশনাস্ত্রে খণ্ডিত কর, তোমাকে নিষেধ করিতে আমি কখনই সক্ষম হইব না ॥ ৬১ ॥

বিদগ্ধরাজের এই বিলাসভাব-দ্যোতক বাক্‌চাতুর্য্য শ্রবণ করিয়া বিলাসিনীমণি শ্রীরাধা তাহার প্রত্যুত্তরে প্রথমেই কুটিল ভ্রূভঙ্গের সহিত অপূর্ব্ব মৃদুহাস্যামৃত এবং হুঙ্কারের সহিত প্রেমগদ্‌গদ বাক্য প্রিয়তমে প্রেম-উপহার প্রদান করিলেন। কহিলেন "শঠেন্দ্র! তুমি নিজেই পরদারাকর্ষক মন্ত্র জপ করিয়া যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছ, কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে সেই নিজের অধর্ম্মভার অন্যের উপর নিক্ষেপ করিতেছ?" শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার কেবল এই মৃদু অনুযোগপূর্ণ গদ্‌গদ বাক্য শ্রবণপুটে এবং মৃদুহাস্যামৃত নয়নপুটে পান করিয়াই বি সহসামুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন—নাজানি শ্রীরাধার

ধৃতাপাণৌ হাহানুচিতমিতি জল্পন্ত্যপযযৌ
কুচদ্বন্দ্বে স্পৃষ্টা শপথমসৃজৎ কুঞ্চিততনুঃ ।
বলাদ্দষ্টা বিম্বাধরমনুদধৌ সীৎকৃতিততী
নিকেতান্তর্নীতাপ্যতনুত ন চেন্নৃত্যমতনোঃ ॥ ৬৩ ॥

তদা তামুদ্ধৃত্যোরসি ভুজবলাদুচ্ছলদুরু
স্ফুরজ্জঙ্ঘাগ্রীবা পদমতিনবোক্ত্যা কুটিলতাং ।
স্মরশ্চাপং স্বং চাম্পকমিব সকম্পং সরসয়-
ন্নটদ্বিদ্যুৎবল্লীমিব নবঘনস্তল্পমবিশৎ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণেন পাণৌ ধৃতা সা হা হা ইদং অনুচিতং ইতি জল্পন্তী অপযযৌ কিয়ৎ স্থলং অপসসারেত্যর্থঃ। হে কৃষ্ণ! তব গবাং নারায়ণস্য শপথঃ ইতি বাক্য-মসৃজৎ। বিম্বাধরমনু বিম্বাধরে সা সীৎকৃতিততী দধে। নিকেতস্য কুঞ্জমন্দির-স্যান্তর্নীতাপি সা অতনোঃ কন্দর্পস্য নৃত্যং যদি ন অতনুত ॥ ৬৩ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্তাং ভুজবেগাৎ উরসি বক্ষঃস্থলে নবঘনো বিদ্যুদ্বল্লীমিব উদ্ধৃত্য তল্পান্তমবিশৎ। বক্ষঃস্থলে ধারণসময়ে তস্যা জঙ্ঘা পাদগ্রীবাদীনাং ক্রিয়াভিঃ কন্দর্পস্য নৃত্যকাম্পেয় পুষ্পধনুষাসহ উৎপ্রেক্ষার্থং বিশেষণমাহ। তাং কথম্ভূতাং উচ্ছলন্তি জঙ্ঘাগ্রীবা পাদানি যস্যাঃ। পদশব্দো হলন্তঃ। কন্দর্পঃ স্বকীয়ং ধনুঃ কিং রসয়ন্ শব্দবাণত্বং কুর্বন্ ॥ ৬৪ ॥

অধর-সুধা পান করিলে তাহার অতুলনীয় মহিমায় শ্রীকৃষ্ণের কি দশা ঘটিবে ? ॥ ৬২ ॥

অনন্তর বিলাস-প্রবর শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ লীলা রস পুষ্টির নিমিত্ত যেমন স্বীয় হ্লাদিনী শক্তি মহাভাবময়ী শ্রীরাধার হস্তধারণ করিলেন, অমনই শ্রীরাধা শঙ্কায় সম্ভ্রমে—“হা হা ! কি অন্যায় ! কি অন্যায় !” বলিতে বলিতে কিছু দূর সরিয়া গেলেন। উরজ-স্পর্শ করিলে কুঞ্চিত-তনু হইয়া “তোমায় গো-নারায়ণের দিব্য” বলিয়া বারংবার শপথ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে কুঞ্জ-মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেও যখন প্রেমলীলাময়ী শ্রীরাধা কন্দর্পের নৃত্য-

প্রবোধো মোহো বা স্মরসমরমারিপ্সিত মনু
দ্বয়ার্ধ্যোয়োরাজীন্মধুরিম ভরানেব স দধে।
তদাস্থাভিব্যক্তৌ ভবদতনু বৈদগ্ধ্যমুভয়ো
র্নভিন্নত্বং প্রেমামৃত কিরণতো যদ্বিরুরুচে॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে
নর্ম্মবিলাসাস্বাদনো নাম
নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

আরিপ্সিতং কন্দর্প সমরং অনুলক্ষীকৃত্য দ্বয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্যা য প্রবোধো মোহো বা অরাজৎ স মধুরিমভরানেব দধে। এবমুভয়ো স্তৎকালীনাভিব্যক্তৌ ভবং কন্দর্প-বৈদগ্ধ্যং প্রেমামৃতকিরণাৎ ভিন্নত্বং নয়ং ন গচ্ছৎ সৎ বিরুরুচে। তস্মাত্তয়োঃ প্রেমরূপ এব কামঃ ন তু প্রাকৃতয়োরিব তস্মাদ্ভিন্নঃ তথা চ "প্রেমৈবগোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি॥ ৬৫॥

ইতি টীকায়াং নবমঃ সর্গঃ॥৯॥

কলা প্রকাশে যত্নবতী হইলেন না, তখন নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ভুজবলে শ্রীরাধাকে স্বায় বক্ষঃস্থলের উপর ধারণ করিয়া সজ্জিত কেলি-তল্পে লইয়া গেলেন। বক্ষঃস্থলে ধারণ সময়ে বামাবশতঃ শ্রীরাধার জঙ্ঘা, গ্রীবা ও পদ পুনঃপুন উচ্ছালিত হইতে লাগিল এবং বারংবার "না না" বলিয়া কৌটিল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন, নবজলধর বক্ষে দামিনীলতা স্বাভাবিক চঞ্চলতার সহিত নৃত্য করিতেছে। কিম্বা যেন কন্দর্পরাজ স্বীয় চম্পকপুষ্পধনু বারংবার কম্পিত করিয়া সরস শব্দ করিতেছে॥ ৬৩॥ ৬৪॥

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভীপ্সিত কন্দর্প-সমরে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের ক্ষণে প্রবোধ ক্ষণে মোহ উপস্থিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা-ধারণ করিল এবং তৎকালে উভয়ে যে অপূর্ব্ব কন্দর্প রণ-চাতুর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা প্রেমামৃত কিরণ

হইতে অভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইল। ফলতঃ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এই কাম-লীলা প্রাকৃত কামলীলা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—ইহা অপ্রাকৃত প্রেমলীলারই অবাধ স্ফুরণ বা আদর্শ বিকাশ। প্রাকৃত কামলীলার অনিত্য জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ, আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই সম্ভোগ লীলা নিত্য চিন্ময়রাজ্যের আনন্দ-চিন্ময়লীলা—ইহাতে প্রাকৃতকামের লেশগন্ধও নাই। কারণ গোপরামাগণের পরম নির্ম্মল প্রেমই কাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে নর্ম্মলীলা-বিলাসাস্বাদন
নাম নবম সর্গ ॥ ৯ ॥

দশমঃ সর্গঃ।

নান্দীমুখী কুন্দলতে সবৃন্দে
চিরান্মনোবাঞ্ছিতবৃন্দ বিন্দে।
অমন্দমাকন্দতলে সখীনাং
সভামভাতামভিতো হভিয়াতে ॥ ১ ॥
তত্রেত্য মূর্ত্তা ঋতু ষট্‌কলক্ষ্মীঃ
প্রতি স্ব-সেবাবসরাবগত্যৈ।
স্থিতা নিরীক্ষ্যাদিশদাশু বৃন্দা
স্বস্বাটবীর্ভূষয়ত স্বভাভিঃ ॥ ২ ॥

বৃন্দাসহিতে নান্দীমুখী কুন্দলতে অমন্দাম্রতলে সখীনাং সভাং অভিয়াতে অভিগতে সত্যৌ অভাতাং অরাজতাং। কথম্ভূতে চিরকালং ব্যাপ্য রাধাকৃষ্ণয়োঃ সম্ভোগরূপ মনোবাঞ্ছিতসমূহ প্রাপ্তে। বিদল্ লাভে ধাতুঃ ॥ ১ ॥

তত্র সভায়াং ষড়্‌তুশোভায়াং ষড়্‌তুশোভাং প্রতি স্বসেবাবসরজ্ঞানার্থং স্থিতাস্তাঃ বৃন্দা নিরীক্ষ্য আদিশৎ তমাহ স্বস্বেতি। স্বভাভিঃ স্বকান্তিভিঃ ॥২॥

শ্রীরাধাশ্যাম নিভৃত-নিকুঞ্জে অনঙ্গ বিলাসোৎসবে নিমগ্ন; এদিকে সঙ্গিনী সখীগণ অমন্দ সহকারতরুতলে সানন্দে এক সভা রচনা করিয়া বিবিধ রঙ্গ রসালাপে বিভোর। এমন সময়ে নান্দীমুখী ও কুন্দলতা বৃন্দাদেবীর সমভিব্যাহারে চিরকালব্যাপী মনোবাঞ্ছিত সমূহ লাভ করিয়া অর্থাৎ চির-অভীপ্সিত শ্রীরাধাশ্যামের রহঃ বিলাসোৎসব দর্শনে কৃতার্থ হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে আসিয়া সেই রঙ্গিণী সখীসভার শোভা বর্দ্ধন করিলেন ॥ ১ ॥

বৃন্দাদেবী সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—তথায় ষড়্‌ঋতু-লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া স্ব স্ব সেবাবসর জানিবার নিমিত্ত

গোবর্দ্ধনাদ্রিং সময়া তু রাস-
স্থল্যাং ত্বমেবাস্স্ব বসন্তলক্ষ্মি !
অধ্যাস্স্বতা মর্কসুতা-তটস্থা
কল্পাগভূমিঃ শরদৈবকামং ॥ ৩ ॥

রাধা সরোহৃরণ্যভুবস্তু সর্ব্বা-
নিষেব্য সর্ব্বস্ব-সমর্পণেন ।
স্ব-স্বামিনোর্ব্বিস্ময়কৌতুকাভ্যা-
মগণ্যপুণ্যা-ভবথাদ্য ধন্যাঃ ॥ ৪ ॥

বৃন্দা আহ। হে বসন্তলক্ষ্মি! গোবর্দ্ধনাদ্রিং সময়া গোবর্দ্ধনাদ্রের্নিকটেঽপি রাসলীতি খ্যাতায়াং রাসস্থল্যাং ত্বং আস্স্ব বস। শরদৃতুনা যমুনাতটস্থকল্পবৃক্ষসম্বন্ধিভূমিঃ অধ্যাস্যতাং ॥ ৩ ॥

সর্ব্বা এব ঋতবঃ সর্ব্বস্ব সমর্পণেন রাধাকুণ্ডং তত্তীরস্থ বনভূমীশ্চ নিষেব্য রাধাকৃষ্ণয়োর্বিস্ময় কৌতুকাভ্যাং অগণ্যপুণ্যয়া যূয়ং ধন্যা ভবথ ॥ ৪ ॥

উৎকণ্ঠিতা হইয়া অবস্থান করিতেছেন—তদ্দর্শনে বৃন্দাদেবী তাহাদিগকে আদেশ করিলেন—তোমরা শ্রীরাধামাধবের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত স্ব স্ব শোভাসম্ভারে বনরাজিকে বিভূষিত কর ॥ ২ ॥

হে বসন্তলক্ষ্মি! তুমি গোবর্দ্ধন গিরিতট-সন্নিহিত "রাসৌলা" নামক প্রসিদ্ধ রাসস্থলীতে গিয়া অবস্থিতি কর। অয়ি শরৎলক্ষ্মি! তুমি তপন-তনয়ার তটবর্ত্তি-কল্পতরু-মণ্ডিত বনভূমিতে গিয়া অধিষ্ঠিত হও ॥ ৩ ॥

অতঃপর হে অন্যান্য ঋতু-লক্ষ্মীগণ। তোমরা সকলে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক রাধাকুণ্ডতীরবর্ত্তী বনভূমি সমূহের সেবা করিয়া শ্রীরাকৃষ্ণের বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন কর এবং এইরূপে হে অগণ্য-পুণ্যবতীগণ তোমরা ধন্য হও ॥ ৪ ॥

তত্রাপি পূর্ব্বাদিষু দিক্ষু সপ্তমী
বর্ষাদয়স্তত্তটবর্ত্তিশাখিষু।
মধ্যেঽস্মহত্ত্বং জলকেলি-সিদ্ধয়ে
মধ্যে সরো গ্রীষ্মগুরুত্বমস্তু বঃ ॥ ৫ ॥
তা স্তাং প্রণম্যাচ্যুত-কেলিবিজ্ঞা-
বিজ্ঞানচাতুর্য্য সমাস্তদাজ্ঞাং।
প্রাপ্যস্বকৃত্যায় যযুর্মনোজ্ঞাং
কঃ স্বাং ন লিপ্সেত জনঃ সমাজ্ঞাং ॥৬॥

রাধাকুণ্ডে পুনর্ব্ব বক্ষ্যমাহ। তত্রাপি রাধাকুণ্ডে পুর্ব্বাদি চতুর্দ্দিক্ষু অমৌ বর্ষা শরৎ হেমন্ত—শিশিরাশ্চত্বার ঋতবঃ সন্তু। কিন্তু রাধাকুণ্ড-তটবর্ত্তিশাখিষু বৃক্ষেষু সর্ব্বেষামবস্থানেঽপি মধ্যেঽস্মসন্তস্য মহত্ত্বমাধিক্যমস্তু। এবং জলকেলি-সিদ্ধার্থং কুণ্ডস্যমধ্যে গ্রীষ্ম ঋতো গুরুত্বমস্তু। ৫ ॥

বিজ্ঞান-চাতুরীভ্যামসমাঃ বিজ্ঞান-চাতুরীভ্যাং নিরুপমাস্তাঃ ঋতুলক্ষ্মঃ তাং বৃন্দাং প্রণম্য তস্যা আজ্ঞাং প্রাপ্য। কো জনঃ স্বাং সমজ্ঞাং কীর্ত্তি ন লিপ্সেত। ৬ ॥

শুন ঋতু-লক্ষ্মীগণ! তোমাদিগকে পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি, শুন—রাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে বর্ষা, দক্ষিণে শরৎ, পশ্চিমে হেমন্ত ও উত্তরে শিশির এই চারি ঋতু চারিদিকে অবস্থিতি কর। তোমরা এইরূপে রাধাকুণ্ডের চারিদিকে অবস্থান করিলেও তাহার তটবর্ত্তি তরুনিচয়ের উপর বসন্তের আধিপত্য থাকুক এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের জলকেলি-সম্পাদনের নিমিত্ত কুণ্ডের জলমধ্যে নিদাঘ-ঋতুলক্ষ্মী গৌরবের সহিত অবস্থিত করুক। ৫ ॥

এইরূপে সেই বিজ্ঞান-চাতুর্য্য-বিষয়ে নিরুপমা-ঋতুলক্ষ্মীগণ, আদেশ পাইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ-লীলাভিজ্ঞা বৃন্দাদেবীকে প্রণাম করিয়া অবিলম্বে স্বস্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রস্থান করিলেন। অহো! জগতে

কৃষ্ণস্তু কৃষ্ণাগুরু-যুঙ্ মদদ্রবে
রারজ্য রাধাঙ্গমনঙ্গরঙ্গদং ।
বেষং স্ববস্ত্রাভরণৈরথ ব্যধা-
ত্তস্যাঃ স্ববংশীমপি তুন্দনন্দিতাং ॥ ৭ ॥
উদঙ্মুখীং তামুপবেশ্য বৃষ্যাং
হ্রিয়েব নৈসর্গিক মৌনমাপ্তাং ।

কৃষ্ণস্তু সম্ভোগানন্তরং রাধাং স্বসমানরূপাং কর্তুং কিঙ্করীভিরানায় দত্তৈঃ কৃষ্ণাগুরুযুক্ত-মৃগমদদ্রবৈঃ রাধাঙ্গং আরজ্য এবং স্বস্থ পীতাম্বরাদি-বস্ত্রাভরণৈস্তস্যা বেষং ব্যধাৎ। এবং স্ববংশীমপি রাধায়াস্তুবন্ধাং ব্যধাৎ ॥ ৭ ॥

তদনন্তরং বৃষ্যাং কুশাসনোপরি বস্ত্রাদিযুক্তাসনে তাং রাধাং সকামজপকর্ত্তৃত্ব-জ্ঞাপনার্থ মুত্তরাভিমুখী মুপবেশ্য পীতাম্বরঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মপি তস্যা একপার্শ্বে আস্ত। কথম্ভূতাং কৃষ্ণেন যস্মাৎ গ্রাহিতং যন্মৌনং তৎ হ্রিয়া নৈসর্গিকং স্বভাবসিদ্ধং

কোন্ ব্যক্তি নিজ মনোজ্ঞা কীর্ত্তিলাভের অভিলাষ না করিয়া থাকে ফলতঃ সকলেই ত মনোমত কীর্ত্তিলাভের আশা করিয়া থাকে ॥ ৬ ।

আমরি ! এদিকে নিকুঞ্জ-মন্দিরে এক অপূর্ব্ব লীলা-নাট্যের সূচনা ! নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত সম্ভোগলীলার অবসানে নাগরিণী-মণি শ্রীরাধাকে আপনার মত শ্যাম-শোভনরূপা করিবার নিমিত্ত কিঙ্করীগণকে কৃষ্ণাগুরুযুক্ত মৃগমদদ্রব আনিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা আদেশমাত্র উক্ত দ্রবপাত্র আনিয়া উপস্থাপিত করিলে রঙ্গিয়া রসিকরাজ তদ্দ্বারা অনঙ্গ-রসদ শ্রীরাধাঙ্গ সুন্দররূপে অনুরঞ্জিত করলেন। পরে নিজানুরূপ পীতাম্বর, বনমালা ও অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া তাঁর কটি-বসনের মধ্যে নিজের বংশীটী পর্য্যন্ত বিন্যস্ত করিলেন ॥৭॥

তারপর সূক্ষ্ম ক্ষৌম-বসনমণ্ডিত কুশাসনে জপকর্ত্তৃত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত উত্তরাভিমুখে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। অহো ! অতি

সাঙ্গং তয়ালঙ্কৃতমেব বিভ্রৎ
পীতাম্বরোপ্যাস্ত তদেকপার্শ্বে ॥ ৮ ॥
আরাদথো নূপুর-কিঙ্কিনী-স্বনৈ
রায়াস্যতীরালিততীঃ পরামৃশন্ ।
ভ্রূবেঙ্গিতেনৈব বশে ব্যধাদরং
পুরস্থিতাঃকাশ্চন কিঙ্করীর্হরিঃ ॥ ৯ ॥
আগত্য তাস্তাববলোক্য বিস্ময়া
মুহুর্ব্বহূনুচুরথো পরস্পরং ।

প্রাপ্তাং। পীতাম্বরঃ কীদৃশঃ তয়া স্বাধীনভর্তৃকয়া রাধয়া অলঙ্কৃতং সাঙ্গং বিভ্রৎ ব্রতীনামাসনং বৃথা ইত্যম্বরঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ আরাৎ নিকটে কিঙ্কিণীস্বনৈঃ করণৈ রায়াস্যতীঃ সখীশ্রেণীঃ পরামৃষন্ সন্ তদানীং সেবার্থং পুরঃস্থিতাঃ কাশ্চন কিঙ্করীঃ ভ্রূবেঙ্গিতেন স্ববশে ব্যধাৎ। অন্যথা তাভিরেব বিজ্ঞাপিতে সতি ভাবিকৌতুকস্য সিদ্ধ্যাপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

তাঃ সখ্যস্তত্রাগত্য তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অবলোক্য বহূন্‌বিস্ময়ান্ ঊচুঃ প্রাপ্তবত্যঃ

যত্নেও শ্রীকৃষ্ণ যে মৌনভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন, শ্রীরাধা তখন স্বভাবসিদ্ধ লজ্জাবশতঃ তদবস্থায় সেইরূপ মৌনিনী হইয়া রহিলেন। অনন্তর স্বাধীন-ভর্তৃকা শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিলে শ্রীকৃষ্ণও সেই ধ্যানস্তিমিতা মন্ত্রজপপরা অভিনয়কারিণী শ্রীরাধার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ॥ ৮ ॥

এমন সময়ে নূপুর-কিঙ্কিণীর কলধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল। বুঝিলেন—সেবাবসর বুঝিয়া রঙ্গিণী সখীগণ কুঞ্জ-মন্দিরে আগমন করিতেছেন। অমনই সমাপবর্ত্তিনী সেবাপরা কিঙ্করীগণকে অপাঙ্গ ইঙ্গিতে স্ব-বশবর্ত্তিনী করিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিতে নিষেধ করিলেন। কারণ, সখীদের নিকট এই রহস্য সহসা প্রকটিত করিলে ভাবী কৌতুকলীলা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা ॥ ৯ ॥

ধীর মন্থর পাদবিক্ষেপে সখীগণ কুঞ্জভবনে প্রবেশ করিবামাত্র;

কং দেশমাপ্তা বয়মদ্য হন্তভোঃ
কৃষ্ণদ্বয়ং যত্ত্ব্যতিরোচতেতমাং ॥১০॥
তাপিঞ্ছভাসৌ শিখিপিঞ্ছমৌলী
দ্বাবেব রাজদ্বনদামভাজৌ।
পীতাম্বরৌ কিং সুষমাং সমানা
মশ্নানো মোহয়িতুং দধাতে ॥১১॥
দ্বয়োঃ সখী নঃ কতরেতি পৃষ্টা
দাস্যোঽপি তাঃ প্রোচুরিদং ন বিদ্মঃ।

এবং পরস্পরমূচুশ্চ। ভোঃ সখ্যঃ বয়মদ্য কং দেশং প্রাপ্তাঃ? যদ্ যস্মাং অত্র দেশে কৃষ্ণদ্বয়ং রোচতে ॥ ১০॥

তাপিঞ্ছভাসৌ দ্বৌ কিং সমানাং সুষমাং শোভাং অশ্নানো মোহয়িতুং দধাতে ॥১১॥

দ্বয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং সখী কতরা কা ইতি ললিতাদিভিঃ পৃষ্টাদাস্যোঽপি

দেখিলেন—একি অপূর্ব ব্যাপার! আমরি! কি অপরূপ দৃশ্য রে? যুগপৎ একাসনে দুইটী ভুবনমোহন মূর্ত্তি—দুই কৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন রূপে বিরাজমান। তাঁহারা তখন বিস্ময়-বিহ্বলা হইয়া পরস্পর বিবিধ বিতর্ক করিয়া কহিলেন—"অহো! আমরা আজ কোন্ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম? ঐ দেখ, এখানে দুই কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন ॥১০॥

মরি! মরি! কি সুন্দর! দুই কৃষ্ণেরই সমান মূর্ত্তি—সমান রূপ উভয়েরই তমাল-শ্যামল তনু, উভয়ই শিখিপুচ্ছমৌলী, উভয়েরই বক্ষঃস্থলে বনমালা বিরাজিত এবং উভয়েই পীতাম্বর ধারণ করিয়াছেন। আহা! ইঁহারা উভয়েই আমাদের চিত্ত-বিমোহনের নিমিত্তই কি সমান শোভা ধারণ করিয়াছেন? ॥১১॥

এইরূপে ললিতাদি সখীগণ বিস্ময়-বিমুগ্ধা হইয়া কিঙ্করীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই দুইজনের মধ্যে অবশ্য একজন আমাদের

হন্তাধুনৈবেবমিহাগমাম
প্রষ্টুং পুনর্দ্বৌ বিভিমঃ প্রভূষু ॥ ১২ ॥
বৃন্দাহ নীচৈর্ললিতেঽনয়ো র্যো
মন্ত্রং জপন্ পাণিধৃতাক্ষমালঃ।
বিভাতি বৃষ্যামুপবিষ্ট এষ
শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যনুমাতুমীশে ॥১৩॥
মন্ত্রৌজসৈবাস্য জনাদ্ধিনাস্ত্যতো
রাধাং স্বসারূপ্যবতীং প্রদর্শয়ন্।

তাঃ সখীঃ প্রতি উচুঃ। বয়ং ইদং ন বিদ্মঃ যতোঽধুনৈব বয়মিহ আগমাম। যৌ রাধাকৃষ্ণৌ পুনঃ প্রষ্টুং বয়ং বিভিমঃ যতঃ প্রভূষু ॥১২॥

হে ললিতে! অনয়োর্মধ্যে যঃ পাণিনা ধৃতা রুদ্রাক্ষমালা যেন এবম্ভূতঃ সন্ মন্ত্রং জপন্ স এব কৃষ্ণঃ প্রত্যহ মনুমাতুমিশে ॥১৩॥

মন্ত্রবলেন শ্রীকৃষ্ণঃ রাধাং স্বসারূপ্যবতীং প্রদর্শয়ন্ লোকে বিরাজিষ্যতি।

সখী রাধা। অতএব কে রাধা, কে কৃষ্ণ? তোমরা আমাদিগকে বিজাইয়া দাও।”—কিঙ্করীগণ কহিলেন—“আমরা ইহার কিছুই জানিনা—আমরা সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি। পরন্তু ইহাঁরা যখন প্রভু, অথচ ধ্যানরত; তখন ইহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় পাইতেছি ॥ ১২ ॥

তখন ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে বৃন্দা কহিলেন “শুন ললিতে! এই দুই কৃষ্ণের মধ্যে যিনি করকমলে অক্ষমালা ধারণপূর্ব্বক কুশাসনে বসিয়া মন্ত্রজপ করিতেছেন, ইনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ, ইহা আমি অনুমানে বুঝিতেছি ॥১৩॥

ইনি ব্রজমধ্যে বা বনমধ্যে যেখানে সেখানে শ্রীরাধার সহিত

লোকে বিরাজিষ্যতি যত্র কুত্রচি-
ন্নিঃশঙ্কমেবং বিজিহীর্ষু রেতয়া ॥১৪॥
ঊচে বিশাখা সখি সৈব সর্ব্বথৈ-
বাস্মাস্থ বৃত্তা ভগবত্যনর্থকৃৎ ।
পুনশ্চ মন্ত্রং জপতীহ কামুকঃ
কর্ত্তুং স্বসারূপ্যবতীং পরাং নু কাং ॥১৫॥
চিত্রাহ সখ্যঃ শৃণুতাস্ম গেহং
প্রাপ্তা জরত্যা নিকটং প্রযাতাঃ ।
ক্ব মে বধূঃ সেতি তয়াভি পৃষ্টা
ব্রূমঃ কিমেতামিতি সঙ্কটং নঃ ॥১৬॥

এবম্ভূতঃ যত্র কুত্রচিৎ ব্রজমধ্যে বনে বা এতয়া রাধয়া সহ নিঃশঙ্কং বিজিহীর্ষুঃ ॥১৪॥
হে সখি! সৈব পৌর্ণমাসী অস্মাসু অনর্থকৃৎ বৃত্তা ॥১৫॥১৬॥

নির্ভয়ে বিহার করিতে অভিলাষী হইয়াই আজ মন্ত্র-প্রভাবে শ্রীরাধাকে নিজের সমানরূপা করিয়া এইভাবে প্রকাশ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥১৪॥

বিশাখা কহিলেন—সখি! সত্য বটে, ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী আমাদের সম্বন্ধে সর্ব্বথা অনর্থকারিণী হইয়াছেন। কামুক কৃষ্ণ পুনশ্চ যখন মন্ত্রজপ করিতেছেন তখন তোমার ন্যায় আর কাহাকে যে নিজসারূপ্যবতী করিবে তাহা বলিতে পারি না? ॥১৫॥

সখী চিত্রা তখন অপেক্ষাকৃত উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"সখীগণ! বলি শুন, আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইলে জরতী জটিলা যখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমরা আসিলে, আমার বধূ কোথায়?" তখন তাঁহাকে কি বলিব? দেখ আমরা এক্ষণে কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছি ॥১৬॥

নান্দীমুখী ব্যাহরতি স্ম শঙ্কাং
চিত্রে স্বচিত্তে ভজসে কিমর্থং।
তস্যাঃ প্রতীত্যর্থময়ং পুনর্য-
ন্মন্ত্রেণ রাধাং স্ত্রিয়মেব কর্ত্তা ॥১৭॥
কিন্তুত্র মন্ত্রং জপতোঽস্য পার্শ্বে
স্থিতির্যদস্যা ন চ সাপি সাধ্বী।
কো বেদ কিং তিষ্ঠতি মান্ত্রিকাণাং
মনস্যতোঽন্যত্র সখীং নয় স্বাং ॥১৮॥
ভো ভোঃ স্বভাসো ভজতং প্রভুম্
জ্ঞাতৌ স্থ এবাশ্বথ মায়য়ালং।

তস্যাঃ জটিলায়াঃ অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ ॥১৭॥

মন্ত্রং জপতোঽস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পার্শ্বে যদ্যতঃ অস্যা রাধায়াঃ স্থিতিরতঃ সাপি স্থিতিরপি ন সাধ্বী। মান্ত্রিকাণাং মনসি কিং তিষ্ঠতীতি কো বেদ? ॥১৮॥

এই কথা শুনিয়া নান্দীমুখী মৃদু হাসিয়া কহিলেন—চিত্রে! তুমি কেন আপনার চিত্তে এরূপ বৃথা শঙ্কা কল্পনা করিতেছ? জটিলার প্রতীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রবলে শ্রীরাধাকে পুনর্ব্বায় নারী মূর্ত্তিতে পরিণত করিবেন ॥১৭॥

কিন্তু এই মন্ত্রজপকারী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে শ্রীরাধার অবস্থান করা ভাল নহে। কারণ মান্ত্রিকদিগের মনে কি আছে কে জানে বল? অতএব তোমাদের প্রিয়সখীকে অন্যত্র লইয়া যাও ॥১৮॥

রাধা ত্বমেবাসি নিরেহি কুঞ্জাৎ
কৃষ্ণস্তু বৃষ্যামুপবিষ্ট এব ॥১৯॥
মন্ত্রং জপত্বেষ বয়ন্তু গেহং
যামো বৃথা যাপিত এষ যামঃ ।
ভাস্বাংশ্চ নেষ্টঃ ক নু বা ক্ষণেঽত্রা-
য়াসিষ্ম গেহাদহহাত্ত মুগ্ধাঃ ॥২০॥

মন্ত্রং জপন্তং শ্রীকৃষ্ণং রাধিকাং মত্বা সখ্যঃ আহুঃ । ভোঃ প্রভুক্ষ ! রাধা-কৃষ্ণৌ ! অস্মাভির্যুবাং জ্ঞাতৌ স্থঃ অতঃ স্বভাসঃ স্বকান্তৌঃ ভজতং তস্মাৎ মায়য়া অলং ব্যর্থং । কুঞ্জাৎ নিরেহি নির্গচ্ছ ॥১৯॥

লম্পটেনসহ কথোপকথনেন একপ্রহরোঽস্মাভির্বৃথা যাপিতঃ এবং সূর্য্যশ্চ ন পূজিতঃ মুগ্ধা বয়ং কুত্র বা ক্ষণে অয়াসিষ্ম ॥২০॥

এই কথা শুনিয়া সখীগণ তথা মন্ত্রজপকারী রাধাবেশী শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃত প্রিয়সখী মনে করিয়া উভয়কেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"শ্রীরাধাকৃষ্ণ ! আমরা তোমাদের দুইজনকেই জানিতে পারিয়াছি । এখন অবিলম্বে নিজ নিজ বেশ ধারণ কর ।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া কহিলেন—"ওগো নাগরবেশধারিণি ! তুমিই ত রাধা ? আর মায়া করিয়া প্রয়োজন কি ? তুমি কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া আইস, শ্রীকৃষ্ণ কুশাসনে বসিয়া মন্ত্র জপ করুন ॥১৯॥

এস, আমরা গৃহে গমন করি ; লম্পটের সহিত কথোপকথন করিয়া আমরা বৃথা একপ্রহরকাল অতিবাহিত করিলাম, অথচ আমাদের অভীষ্ট সূর্য্য-পূজাও হইল না ? হায় ! হায় !! মুগ্ধা আমরা ; আজ কি কুক্ষণেই গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি ॥২০॥

ইত্যাহ যাবল্ললিতা স তাবৎ
কণ্ঠস্বরাভ্যাসপরঃ প্রিয়ায়াঃ।
অবর্ত্ততাথ ক্ষণতোঽভিনীয়
হ্রিয়ং পরাং তাঃ প্রতিভাসতে স্ম ॥২১॥
যদদ্য বৃত্তং মম বেদনাবহং
ন বেদনার্হং তদথাপি চেদ্রহঃ।
লভেয় বক্ষ্যামি তদৈব তে শ্রুতৌ
নান্যত্র যত্ত্বং ললিতে! গতি র্ম্মম ॥২২॥
তৎকণ্ঠজস্বান বিধুত-সংশয়া
রাধেয় মেবতি তদা তদালয়ঃ।

তাবৎ স শ্রীকৃষ্ণঃ রাধায়াঃ কণ্ঠস্বরে অভ্যাসপরোঽবর্ত্তত। অথানন্তরং ক্ষণমধ্যে পরাং শ্রেষ্ঠাং হ্রিয়ং অভিনীয় তাঃ সখীঃ প্রতি ভাষতেস্ম ॥২১॥

হে সখি! মম যৎ বেদনাবহং পীড়াবহং বৃত্তং তৎবেদনার্হং অর্থাৎ কথনার্হং ন তথাপি চেৎ যদি অহং রহো লভেয় তদৈব তব কর্ণে বক্ষ্যামি ন অন্যত্র। যতস্ত্বং মম গতিঃ ॥২২॥

তৎকণ্ঠজ শব্দেন বিধুত সংশয়াঃ সখ্যঃ নিশ্চিক্যুঃ অঙ্গানি পস্পৃশুঃ। সখীং মত্বা কাচিৎ হস্তে হস্তং নিধায় কাচিৎ স্কন্ধে হস্তং নিধায়েতি রীত্যা ॥২৩॥

ললিতা যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধার কণ্ঠস্বর অনুকরণের অভ্যাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর লজ্জার অভিনয় পূর্ব্বক ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরে সখীগণকে কহিলেন ॥২১॥

"হে সখি! ললিতে! অদ্য আমার সম্বন্ধে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা যেমন রহস্যময় তেমনই বিড়ম্বনাজনক; সুতরাং সে গূঢ়কথা কাহারাও নিকট বলিবার যোগ্য নয়, তবে তোমাকে নির্জ্জন স্থানে পাইলে, তোমার কানে কানে সে কথা বলিতে পারি, অন্যথা বলিতে পারিব না। যে হেতু তুমিই এখন আমার একমাত্র গতি ॥২২॥

নিশ্চিক্যুরাবক্রেরথো গতক্রিয়ো
নীত্যান্যতোঽঙ্গান্যপি সাধু পস্পৃশুঃ ॥২৩॥
অহো করাবঙ্গুলয়ঃ পদদ্বয়ং
নেত্রে কপোলাবলিকং শ্রুতী অপি।
অঙ্গাণি সর্ব্বানি হরেরিবাভবন্
নাভিদ্যতৈকস্তব কণ্ঠ-নিস্বনঃ ॥২৪॥

হে রাধে! তব করাদি সর্ব্বাণাঙ্গাণি হরেরিবাভবন্ কিন্তু এক স্তব কণ্ঠস্বনো ন অভিদ্যতে ॥২৪॥

শ্রীরাধার অনুরূপ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া সখীগণের অন্তরাকাশ হইতে সংশয়-মেঘ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা বলিয়া নিশ্চয় করিলেন এবং উল্লাস-ব্যগ্রচিত্তে সকলেই তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়া বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুমাত্র রহিল না। আপনাদের প্রিয়সখী মনে করিয়া কেহ হস্তে হস্ত প্রদান করিলেন, কেহ বা স্কন্ধে হস্তপ্রদান করিলেন, এইরূপ রীতি অনুসারে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই ভাল করিয়া স্পর্শ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

যিনি কর-কমল স্পর্শ করিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন—"অহো কি আশ্চর্য্য! এই কর, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই হইয়াছে।" যিনি করাঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন, তিনি বলিলেন—"সখীর অঙ্গুলিগুলিও যে ঠিক্ কৃষ্ণেরই মত দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য!" এইরূপ পদদ্বয়, নেত্রদ্বয়, কপোল, ললাট, কর্ণ প্রভৃতি যিনি যে অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, তিনিই বলিতে লাগিলেন—"অহো! ইহা শ্রীকৃষ্ণের মতই হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা বিস্ময় সহকারে কহিলেন—"সখে! রাধে! তোমার সকল অঙ্গই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ দেখিতেছি, কিন্তু তোমার একমাত্র কণ্ঠস্বর কেবল পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে কেন? ॥২৪॥

আল্যত্র কো হেতুরয়ং প্রকথ্যতা
মিত্যেব পপ্রচ্ছুরিমং তদঙ্গনাঃ।
তৎ স্পর্শজাস্তঃ স্মরবিক্রিয়া-ক্রমে।
যোহভূৎ প্রতিস্বং ন তু তস্য কারণং ॥২৫॥
কৃষ্ণাকৃতেরন্য গৃহীততায়া-
মপ্যেষ কশ্চিৎ প্রকটঃ স্বভাবঃ।
যৎক্ষোভয়েদিত্থমিতি স্ব চিত্তে
সমাদধুস্তাঃ স্বয়মেব তত্র ॥২৬॥

হে আলি! অত্র কো হেতুঃ তস্যা রাধায়া অঙ্গনাঃ সখ্যঃ ইত্যেব পপ্রচ্ছুঃ কিন্তু প্রতিস্বং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস্পর্শজো যঃ অন্তঃস্মর-বিক্রিয়া ক্রমোহভূৎ তস্যা এষ কারণং ন তু পপ্রচ্ছুঃ ॥২৫॥

শ্রীকৃষ্ণস্যাকৃতেরন্য গৃহীততায়ামপি তস্যা এষ কশ্চিৎ প্রকটঃ স্বভাবঃ যৎ অস্মাকং মনঃ ক্ষোভয়েৎ। ইত্থং অনেন প্রকারেণ তাঃ স্বচিত্তে সমাদধুঃ ॥২৬॥

"হে সখি! ইহার কারণ তোমাকে বলিতে হইবে।" সখীগণ সাগ্রহে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শজন্য তাঁহাদের হৃদয়ে যে স্মর-বিকার ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হইতেছে তাহার কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না ॥২৫॥

পরন্তু এরূপ স্মর-বিকারের কারণ তাঁহারা স্বয়ংই মনে মনে মীমাংসা করিতে লাগিলেন—"আহা! শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-মাধুরীর স্বভাবই এইরূপ, অন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণাকৃতি ধারণ করিলেও সহজেই আমাদের এতাদৃশ চিত্ত-ক্ষোভ জন্মাইতে পারে" ॥২৬॥ *

---

* শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এমনই মহীয়সী শক্তি, উহা শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে—

"আপনার মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥"

স প্রাহ সখ্যঃ। স হি মাং বিমোহয়ং-
শ্চক্রে যদেতন্নুতরামবেদিষং ।
চিরাত্তদন্তে পুনরাত্তচেতনা-
পশ্যং যদেতৎ শৃণুত ব্রবীমি বঃ ।২৭॥

স রাধিকাত্বেনাভিমতঃ শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে সখ্য ! স শ্রীকৃষ্ণঃ মাং বিমোহয়ন্ যৎ চক্রে তৎ অহং ন অবেদিষং চিরাৎ তস্য মোহস্যান্তে পুনঃ প্রাপ্তচেতনা অহং যৎ অপশ্যং তৎএতৎ শৃণুত বো যুষ্মান্ ব্রবীমি ।।২৭।।

অনন্তর সেই রাধিকারূপে স্থিরীকৃত শ্রীকৃষ্ণ যেন কত বিমর্শ ভাবে কহিলেন—"সখীগণ! সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে মন্ত্রপাঠ করিয়া আমার চৈতন্য হরণ করিলে আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুই জানি না। বহুক্ষণ

একদা শ্রীকৃষ্ণ মণি-ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় মাধুর্য্য দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছেন—

"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ।।" ললিত মাধব ।৮।৩২

আহা! ঐ যে অদৃষ্টপূর্ব্ব অতীব অনির্ব্বচনীয় আমার চমৎকার মাধুর্য্যরাশি স্ফুরিত হইয়াছে। উহা দর্শন করিয়া রাধিকার ন্যায় লুব্ধচিত্তে ও ঔৎসুক্য সহকারে উপভোগ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে।"

অতএব—

"কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল ।।
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সদা মন।
আপনা আস্বাদিতে করে অনেক যতন ।।"

শ্রীচরিতামৃত।

আচম্য পাণৌ দ্রুতমেব নীত্বা
গণ্ডূষমেকং প্রজপন্ স্ব মন্ত্রং।
দরচ্ছদৌ কুট্মলয়ন্ ব্যধাত্ত্রি
স্তমাস্য ফুৎকার-সমীর-বিদ্ধং ॥২৮॥
তেনৈব নীরেণ মদীয়গাত্রা-
ণ্যানঞ্জ নানেতি নিবারিতোঽপি।
স্বাস্যং তদামুদ্রয়মেব দিষ্ট্যা
তত স্তদম্ভো ন গলে বিবেশ ॥২৯॥
তদৈব তদ্রূপধরাণি গাত্রা-
ণ্যেতান্যভূবন্ মম বিস্মিতায়াঃ।

এষ শ্রীকৃষ্ণঃ আচম্য পাণৌ একং গণ্ডূষং নীত্বা স্বমন্ত্রং জপন্ সন্ ওষ্ঠাধরৌ কুট্মলয়ন্ তং গণ্ডূষং মুখ-ফুৎকার-বায়ুনা বারত্রয়ং বিদ্ধং ব্যধাৎ ॥২৮॥

নানেত্যুক্ত্বা ময়া নিবারিতোঽপি কৃষ্ণঃ মম গাত্রাণি আনঞ্জ। তদাহং স্বমুখং অমুদ্রয়ং তত এব হেতোঃ তজ্জলং গলে ন বিবেশ। অতএব মম স্বর বৈজাত্যং ন জাতং ॥২৯॥

পরে মূর্চ্ছান্তে চেতনা লাভ করিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি শুন ॥২৭॥

সেই মোহন মন্ত্রবিদ্ শ্রীকৃষ্ণ আচমন পূর্ব্বক এক গণ্ডূষ জল করতলে লইয়া স্বীয় মন্ত্র জপ করিতে করিতে ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত করিয়া সেই জলের উপর তিনবার ফুৎকার প্রদান করিলেন। তার পর সেইঅভিমন্ত্রিত জল বলপূর্ব্বক আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলেন। আমি "না—না" বলিয়া বারংবার নিষেধ করিলেও আমার কথা শুনিলেন না। আমি তখন শঙ্কা-সঙ্কোচে মুখ মুদ্রিত করিয়া থাকায় সৌভাগ্যবশতঃ সেই মন্ত্রপূত জল আমার গলমধ্যে প্রবেশ করে নাই। এই জন্য আমার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ-সন্নিভ হইলেও কেবল কণ্ঠস্বরের বৈজাত্য ঘটে নাই। পূর্ব্ববৎই অবিকৃত রহিয়াছে ॥২৮॥২৯॥

তদৈব বৃষাং পুনরাহিতাস্তঃ
প্রচক্রমেঽসৌ জপিতুং স্ব মন্ত্রং ॥৩০॥
অন্যচ্চ যৎকিঞ্চিদহো বচোঽস্তু-
দ্বক্তুং ন চাবক্তুমহং তদীশে ।
কিন্ত্বেকিকাং কাঞ্চন বো ব্রবীমি
হ্রীর্মাং নিরুদ্ধে বত কিং করোমি ॥৩১॥
কিং তে হ্রিয়া বেদয় নঃ সখীঃ স্বা
ইত্যুচ্যমানোঽপি যদাহ নাসৌ ।

বৃষ্যাং আহিতা আস্থা উপবেশো যেন এবম্ভূতোঽসৌ কৃষ্ণঃ পুনঃ স্বমন্ত্রং জপিতুং প্রচক্রমে । স্বাদাস্থাত্বাসনা স্থিতিরিত্যমরঃ ॥৩০॥

অহং তদ্বক্তুং ন ইশে । এবং চাপল্যাদবক্তুমপি ন ইশে । কিন্তু বো যুষ্মাকং কাঞ্চন একাকিকাং ব্রবীমি যতো মাং হ্রী নিরুদ্ধে ॥৩১॥

হে সখি ! রাধে ! তব হ্রিয়া কিং স্বকীয়াঃ নোঽস্মান্ বেদয় জ্ঞাপয় । ইত্যুচ্যমানোপ্যসৌ কৃষ্ণঃ যদা হ্রিয়া ন আহ । তদা তত্রৈকা ললিতা অন্যাঃ সর্ব্বাঃ বহিরপসস্রুঃ ॥৩২॥

তখন সেই মন্ত্রপূত জলের প্রভাবে আমার সর্ব্বাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ তুল্য হইয়া গেল দেখিয়া আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তিনি পুনরায় সিদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া নিজ মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ॥৩০॥

হায় ! হায় ! অতঃপর যে গূঢ় কথা আছে আমি তাহা বলিতে পারি না, এবং না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছি না। তোমাদের মধ্যে কাহাকে একাকিনী পাইলে আমি সে কথা বলিতে পারি, কারণ, তোমাদের সকলের কাছে বলিতে লজ্জা আমাকে বাধা প্রদান করিতেছে। হায় ! আমি যে উভয় সঙ্কটে পড়িলাম, সখি, এখন করি ? কি ॥৩১॥

কপটীর এই দুঃখপূর্ণ ছলনাময় বাক্যে সখীগণ বড়ই মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়া আগ্রহভরে কহিলেন—"হে সখি ! রাধে ! আমরা

তত্রাস্থিতৈকা ললিতৈব সর্ব্বা-
স্তদাপসস্রুর্ব্বহিরেব মুগ্ধাঃ ॥৩২॥
ন বক্তু কিং তেন বয়ং ত্বু নো কিং
জ্ঞাস্যাম এবাখিল মাস্যতোঽস্যাঃ।
ইত্যাপ্তবিশ্বাসতয়া স্থিতা স্তাঃ
কৃষ্ণো গৃহাস্তর্ললিতাং বিবেশ ॥৩৩॥
আশ্লেষ-বিম্বাধরপান-কঞ্চুকী-
নীবী-স্তনাকর্ষণ-তৎপরং তু তম্।
সাহালি! কিং ত্বেতদসৌ তদাব্রবী-
দ্ভদ্রে! রহস্যং পরমেতদেব নৌ ॥৩৪॥

রাধিকা ন বক্তু চেৎ কিং তেন? বয়ন্তু অস্যাঃ ললিতায়াঃ মুখতঃ কিং অখিলং ন জ্ঞাস্যামঃ? ইতি গৃহীত-বিশ্বাসতয়া তাঃ সর্ব্বাঃ বহিস্থিতাঃ। কৃষ্ণস্তু ললিতা মিতি ॥৩৩॥

আশ্লেষণ চুম্বনাদৌ তৎপরং শ্রীকৃষ্ণং সা ললিতা আহ। হে সখি! রাধে! এতৎ কিং? তদাসৌ কৃষ্ণঃ অব্রবীৎ। হে ভদ্রে! ললিতে! নৌ আবয়ো

তোমার স্বপক্ষীয়া অন্তরঙ্গা সখী, আমাদের নিকট সে কথা বলিতে তোমার লজ্জা কি?

এই কথা বলিলেও শ্রীকৃষ্ণ তখন যেন কত লজ্জা বশতঃ কিছুই বলিলেন না। তখন সেই মুগ্ধা ব্রজসুন্দরীগণ, সকলেই সে স্থান হইতে বাহিরে গেলেন, কেবল একমাত্র ললিতাই তথায় রহিলেন ॥৩২॥

যাঁহারা বাহিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন তাঁহাদের মনের ধারণা এই যে—"যদিও শ্রীরাধিকা আমাদিগকে বলিলেন না, তাহাতে দুঃখ কি? আমরা ললিতার মুখে সকল কথাই জানিতে পারিব"—এই বিশ্বাসে তাঁহারা বাহিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে কপট চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে লইয়া কুঞ্জ-ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥৩৩।

পরে ললিতাকে নিবিড় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার বিম্বাধর-সুধা পান করিতে লাগিলেন। নীবী ও কঞ্চুলিকা উন্মোচন

যদা স্বকণ্ঠে স্বরমাদদান-
স্তয়া সহালাপপরঃ স রেমে।
তদা স্বয়ো বিস্ময়বান্ শুচিঃ কিং
ন প্রাপ সাম্রাজ্যধুরাং তয়োঃ সঃ ॥৩৫॥
দ্বিত্রক্ষণান্তর মাত্ত মন্ত্রা
প্রাহ স্বতন্ত্রা ললিতা মুদোচ্চৈঃ।
এহ্যেহি নৌ শীঘ্রমিতো বিশাখে।
জিজ্ঞাসসে চেদবগচ্ছ তত্ত্বং ॥৩৬॥

রেতদেব পরং রহস্যং অতএব রহস্যত্বাদেব বক্তুং ন শক্তং অধুনা তু তৎক্রিয়য়া দর্শয়ামি ॥৩৪॥

তদা তয়ো ললিতাকৃষ্ণয়োঃ বিস্ময়বান্ অদ্ভুতরসবিশিষ্টঃ এবং আ সম্যক্ স্ময়ঃ হাস্যরসো যত্র তথাভূতঃ শুচিঃ শৃঙ্গারঃ কিং সাম্রাজ্যধুরাং ন প্রাপ ?॥৩৫॥

আত্তমন্ত্রা কৃষ্ণেন সহ গৃহীত-মন্ত্রণা স্বতন্ত্রা ললিতা মুদা উচ্চৈঃ প্রাহ। স্বতন্ত্রেতি স্পষ্টার্থত্বাৎ রাধয়া সহ মন্ত্রণা বিনৈব বচনীতি তাং প্রতিং প্রত্যায়িতং। বিশাখে! নৌ আবাং এহি এহি আগচ্ছ আগচ্ছ তত্ত্বং জিজ্ঞাসসে চেৎ অবগচ্ছ ॥৩৬॥

করিয়া স্তনাকর্ষণ-তৎপর হইলে ললিতা বিস্ময়-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "সখি! এ কি করিতেছ?" শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন— "ভদ্রে! ইহাই আমাদের পরম রহস্য; অত্যন্ত রহস্যব্যঞ্জক হেতু বলিতে অশক্ত হইয়া সম্প্রতি ক্রিয়া দ্বারা দেখাইয়া দিতেছি। ওগো! সেই বিদগ্ধরাজ আমার সহিত এইরূপই গূঢ় ব্যবহার করিয়াছিল ? ॥৩৪॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্বরের অনুকৃতি পরিত্যাগ করিয়া নিজস্বাভাবিক স্বরে ললিতার সহিত আলাপ করিতে করিতে সম্ভোগানন্দের সুধা-পারাবারে নিমগ্ন হইলেন। আহা! সে সময় ললিতা ও শ্রীকৃষ্ণের সেই অপ্রাকৃত উজ্জ্বল রস, অদ্ভুত রস ও সম্যক্ হাস্য রসবিশিষ্ট হইয়া রস-সাম্রাজ্যের পরাবধি প্রাপ্ত হইল না কি ?॥৩৫॥

দুই তিন ক্ষণের পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শ্রীললিতা-দেবী স্বতন্ত্রারূপে অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া সহর্ষে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"বিশাখে! বড় রহস্যময় ব্যাপার যদি সে কথা জানিতে চাও তবে শীঘ্র এস, শীঘ্র এস, সে গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হও ॥৩৬॥

প্রাপ্তাং বিশাখামথ তাং তথৈব সা
চ্ছলাৎ স্বসাধর্ম্ম্যমবাপয়দ্ দ্রুতং।
অন্যা অপীত্থং মধুসূদনেন তাঃ
প্রাসঞ্জয়চ্চম্পকবল্লিকাদিকাঃ॥ ৩৭ ॥
অথো মিথঃ সম্মিলনে রতাঙ্কিত
স্বান্যাঙ্গ সম্বৃত্যবলোকনোন্মুখাঃ।

অথ প্রাপ্তাং বিশাখাং সা ললিতা চ্ছলাৎ দ্রুতং স্বসাধর্ম্ম্যমবাপয়ৎ। ললিতা অন্যা অপি চম্পকবল্লিকাদিকাঃ মধুসূদনেন সহ প্রাসঞ্জয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

অথানন্তরং পরস্পর মিলনে সতি রতিচিহ্নযুক্তস্য স্বাঙ্গস্য সম্বরণে এবং

হইয়াছে। সে সময় অপূর্ব্ব উজ্জ্বল রস-প্রবাহ পরম উৎকর্ষের সহিত উথলিয়া উঠিল ॥ ৩৫ ॥

এইরূপ লীলা-বিলাসানন্দে দুই তিন ক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, ললিতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক অপূর্ব্ব প্রেমলীলা-রঙ্গের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ললিতা কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া উল্লাসভরা উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"এস! এস বিশাখে! শীঘ্র আমাদের এখানে এস। যদি সে গূঢ়তত্ত্ব জানিবার বাসনা থাকে, তবে স্বয়ং আসিয়া প্রিয়সখীকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হও— বড় রহস্যের কথা।" ॥ ৩৬ ॥

বিশাখা উল্লাস আগ্রহভরে তথায় আসিবামাত্র ললিতা, ছলে—কৌশলে তাঁহাকে নিজের সাধর্ম্ম্য অবিলম্বে প্রাপ্ত করাইলেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ ললিতার সহিত যেরূপ ক্রীড়াবিলাসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তখন ললিতার কৌশলে সেইরূপ বিশাখার সহিতও বিলাসানন্দে বিভোর হইলেন। এইরূপে বিশাখা—চম্পকলতাকে, চম্পকলতা চিত্রাকে, চিত্রা তুঙ্গবিদ্যাকে, তুঙ্গবিদ্যা রঙ্গদেবীকে, রঙ্গদেবী ইন্দুরেখাকে আবার ইন্দুরেখা সুদেবীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সংঘটন করাইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত করাইলেন ॥ ৩৭ ॥

হ্রীণা ভবন্তোঽপি নঃ হ্রীণতাং যযুঃ
সর্ব্বৈকরূপ্যং খলু নির্ব্বিবাদিতা॥ ৩৮ ॥
রাধাথ বৃন্দাদিকৃতান্তিকোপ-
বেশান্তি যত্রাত্ত মুকুন্দবেশা।
তত্রাজিহানা ললিতাদিকালী
স্তাং জ্ঞাতুমিচ্ছুর্নিজগাদ কৌন্দী ॥ ৩৯ ॥

রতি-চিহ্নযুক্তস্য অন্যাসামঙ্গস্যাবলোকনে উন্মুখাঃ সর্ব্বা হ্রীণা ভবন্তোঽপি ন হ্রীণতাং যযুঃ ; যতঃ সর্ব্বাসামৈকরূপ্যং নির্ব্বিবাদিতা নির্ব্বিবাদজনক মিত্যর্থঃ। অত্র কার্য্যকারণয়ো-রভেদোপচারেণায়ু-র্ঘৃতমিতিবৎ জনকতায়া অতিশয়ত্বং ব্যক্তীভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

বৃন্দাদিভিঃ কৃতোঽন্তিকে উপবেশো যস্যা এবম্ভূতা গৃহীত মুকুন্দবেশা রাধা যত্রাস্তি তত্রাজিহানা আগতা ললিতাদি সখীঃ কৌন্দী নিজগাদ। সখীঃ কথম্ভূতাঃ তাং রাধাং জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর সখীগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া ব্রীড়া-সঙ্কোচ সহকারে সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত স্ব স্ব অঙ্গ-সম্বরণে যত্নবতী হইলেন এবং কৌতুকভরে অন্য সখীর রতি-চিহ্নাঙ্কিত অঙ্গ-মাধুরী দর্শনে উন্মুখী হইলেন। কিন্তু দেখিলেন—সকলেরই একদশা। সুতরাং তখন তাঁহারা লজ্জা-ভারাবনতা হইয়াও একবারে লজ্জাতুরা হইয়া পড়িলেন না। কারণ, সকলেরই একরূপ একদশা হইলে আর পরস্পর বিবাদের কারণ থাকে না ॥ ৩৮ ॥

অতঃপর শ্রীরাধা যথায় শ্রীকৃষ্ণের বেশ ধারণপূর্ব্বক বৃন্দা ও নান্দীর নিকট বসিয়া আছেন, তথায় সখীগণ প্রকৃত শ্রীরাধা কে, জানিবার অভিলাষে অবিলম্বে আগমন করিলেন। পরিহাস-রসিকা কুন্দলতা সখীদের সেই সম্ভোগলীলাজ্ঞাপক বেশভূষা-বিপর্য্যয় দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন— ॥ ৩৯ ॥

আগচ্ছতাগচ্ছত ভদ্রমাল্যঃ
কেয়ান্ বিলম্বোঽজনি বঃ সতীনাং।
অঙ্গৈরনঙ্গোদয়-সূচকানি
ক বাপ্য লক্ষ্মাণ্যলমর্জ্জিতানি ॥৪০ ॥
নিরঞ্জনে বশ্চপলে অপীক্ষণে
বিভান্তে বালা অপি মুক্তবন্ধনাঃ।

বো যুষ্মাকং সখীনাং ইয়ান্ বিলম্বঃ কুত্র অজনি। অঙ্গৈঃ করণৈঃ কন্দর্পোদয়-সূচকানি চিহ্নানি কুত্রাপ্য অর্জ্জিতানি পক্ষে। অঙ্গস্য দেহস্য ন উদয়ো জন্ম অনঙ্গোদয়োঽপুনর্ভবো মোক্ষ ইত্যর্থঃ। তস্য সূচকানি যোগচিহ্নানি ক অর্জ্জিতানি। পরশ্লোকে চিহ্নানি ব্যক্তি ভবিষ্যন্তি ॥ ৪০ ॥

কন্দর্প চিহ্নান্যাহ। নিরঞ্জনে ইতি। মোক্ষপক্ষে নিরঞ্জনে উপাধিরহিতে। তথাচ মোক্ষবিরোধি চপলত্ব-বালত্ব-স্তব্ধত্বাদি ধর্ম্মবতাং নেত্রকেশস্তনানাং মোক্ষো জাত ইত্যাশ্চর্য্যমিতি। পক্ষে বালাঃ কেশাঃ। ব্রাহ্মণাদ্দিতোঽপি লব্ধ-

"এস এস সখীগণ। ভাল। তোমাদের ন্যায় সতীলক্ষ্মীদের কোথায় এত বিলম্ব হইল? আর অঙ্গে অনঙ্গোদয়*-সূচক এত যোগচিহ্ন সকলই বা কোথায় লাভ করিলে? ॥ ৪০ ॥

যোগিজন যেরূপ নিরঞ্জন অর্থাৎ উপাধিশূন্য, সেইরূপ তোমাদের চপল নয়ন-যুগল নিরঞ্জন অর্থাৎ অঞ্জন-রহিত হইয়াছে; বাল অর্থাৎ অজ্ঞানধর্ম্মবিশিষ্ট জনের বন্ধনমোচনের ন্যায় তোমাদের বাল অর্থাৎ কেশপাশও বন্ধনমুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। বিবেকী ব্যক্তি দ্বিজ-জন-পীড়িত হইয়াও যেরূপ বিরক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করেন, সেইরূপ তোমাদের অধরপুট দ্বিজার্দ্দিত অর্থাৎ দশন-পীড়িত হইয়া বিরক্তি অর্থাৎ অরুণিমাশূন্য হইয়াছে। স্তব্ধ অর্থাৎ সমাধি যোগে নিস্পন্দ হইয়া যোগিজন যেরূপ পুনর্ভব-ক্ষত অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মনাশরূপ মোক্ষলাভ করেন, সেইরূপ তোমাদের স্তব্ধ-নিশ্চল বক্ষোজযুগলও

* অনঙ্গোদয়—কন্দর্পোদয়-সূচক। পক্ষে—যাহাতে অঙ্গের উদয় অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না, তৎ-সূচক অর্থাৎ মোক্ষ-সূচক।

দ্বিজার্দ্দিতোঽপ্যূঢ়বিরক্তিকোঽধরঃ
স্তব্ধৌ স্তনৌ লব্ধপুনর্ভবক্ষতৌ ॥ ৪১ ॥
সাযুজ্যদো বঃ খলু মাধবো ভবে-
দয়ং স্থধাদ্ধ্যানমিহাস্থিতাসনঃ।
কেনেদৃশীং লম্ভয়তা গতিং কৃতা
যূয়ং কৃতার্থাস্তদিদং মহাদ্ভুতং ॥৪২ ॥
প্রোবাচ নান্দী ললিতে! বদ দ্রুতং
বৃত্তং স্ব সখ্যা অলমন্য বার্ত্তয়া।

বৈরাগ্যঃ ব্রাহ্মণ কর্তৃকার্দ্দনস্থ মহানরকজনকত্বাৎ। পক্ষে দন্তার্দ্দিতোঽপি লব্ধ-রাগরাহিত্যঃ। লব্ধঃ পুনর্ভবক্ষতো মোক্ষ যাভ্যাং এবম্ভূতৌ স্তব্ধৌ স্তনৌ। পক্ষে লব্ধ নখক্ষতৌ ॥ ৪১ ॥

মাধব এব যুষ্মাকং সাযুজ্যদো মোক্ষদো ভবেৎ। পক্ষে সযুজো ভাবঃ সাযুজ্যং সংযোগঃ স তু কৃষ্ণেনৈব দীয়তে। অয়ন্তু কৃষ্ণঃ আস্থিতাসনঃ ধ্যানং অধাৎ। শ্লেষেণ ধবঃপতিম। সাযুজ্যদো ভবেৎ। অতএব যুষ্মাকং ঈদৃশীং গতিং লম্ভয়তা শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্তেন কেন যূয়ং কৃতার্থাঃ কৃতাঃ তস্মাদিদং মহাদ্ভুতং ॥ ৪২-৪৩ ॥

পুনর্ভবক্ষত অর্থাৎ অপূর্ব্ব নখাঙ্কন-ভূষায় শোভিত হইয়াছে। মোক্ষ-বিরোধী চপলত্ব, বামত্ব ও স্তব্ধত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট নয়ন, কেশ ও স্তনেরও এরূপ মোক্ষধর্ম্ম উপস্থিত হইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। ॥ ৪১ ॥

বিশেষতঃ তোমাদের সাযুজ্যপদ (মোক্ষপদ ;—শ্লেষে সম্ভোগ) কেবল শ্রীকৃষ্ণই প্রদান করিয়া থাকেন, অন্য কেহ নহেন ; এমন কি, তোমাদের স্বামীও এইরূপ সাযুজ্যদান করিতে পারেন না। অতএব তোমাদের সাযুজ্যপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ যখন এখানে ধ্যানমগ্ন হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কে তোমাদিগকে এইরূপ গতিদানে কৃতার্থ করিয়াছে বল?—বল সখি! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বিষয়! ॥ ৪২ ॥

কুন্দলতার এই পরিহাস-ব্যঞ্জক বাক্যে বাধা দিয়া নান্দীমুখী কহিলেন—"ললিতে ? আর অন্য কথার প্রয়োজন নাই। এখন

ক সাস্তি তস্যা অধুনাপি কিং পুনঃ
কৃষ্ণাকৃতিস্তং বত বর্ত্ততে ন বা ॥ ৪৩ ॥
অস্মৎ সখী বল্লিগৃহান্তরোদরে
জিহ্রেতি কৃষ্ণাকৃতিমেব বিভ্রতী।
চিরং বিমৃশ্যৈক মুপায় মৈক্ষত
প্রাহাথ নঃ সা নিভৃতং মনীষিণী ॥ ৪৪ ॥
নান্দীমুখী কুন্দলতে ক্রমেণ মা-
মালিঙ্গতশ্চেদনুরাগ-সঙ্গতে।
তদৈব বৈরূপ্যমিদং ত্রপাস্পদং
লীয়েত ন ত্বৌষধি সঞ্চয়ৈরপি ॥ ৪৫ ॥

ললিতাহ। অস্মৎ সখী রাধা লতাগৃহমধ্যে স্থিত্বা জিহ্রেতি, যতঃ সা কৃষ্ণাকৃতিং বিভ্রতী ধৃতবতী কিন্তু চিরকালং বিমৃশ্য একং উপায়ং ঐক্ষত। অথানন্তরং সা মনীষিণী নিভৃতং অস্মান্ প্রাহ ॥ ৪৪ ॥

তদৈব লজ্জাস্পদং ইদং বৈরূপ্যং লীয়তে ॥ ৪৫ ॥

তোমাদের সখী শ্রীরাধার বৃত্তান্ত শীঘ্র বল। তিনি এখন কোথায়? তাঁহার কৃষ্ণাকৃতি এখন পর্য্যন্ত আছে কি? ॥ ৪৩ ॥

চতুরে চতুরে আলাপ—বড় চমৎকার! সুচতুরা ললিতা নান্দীর রহস্য-ব্যঞ্জক বাক্যের প্রত্যুত্তরে কহিলেন—"নান্দীমুখি! আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা লতা-গৃহাভ্যন্তরে কৃষ্ণাকৃতি ধারণ করিয়া এখনও অবস্থান করিতেছেন—লজ্জায় বাহির হইতে পারিতেছেন না। কিন্তু তিনি বড় বিচক্ষণা, তাই বহুক্ষণ চিন্তার পর একটী উপায় স্থির করিয়া নিভৃতে আমাদিগকে বলিয়াছেন— ॥ ৪৪ ॥

"নান্দীমুখী ও কুন্দলতা যথাক্রমে অনুরাগের সহিত যদি আমাকে আলিঙ্গন করেন, তাহা হইলে আমার লজ্জাস্পদ এই বৈরূপ্য অবশ্য বিদূরিত হইবে। শত শত ঔষধ প্রয়োগে যাহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই, তাহাদের আলিঙ্গনে তাহা সহজেই সিদ্ধ হইবে ॥ ৪৫ ॥

একত্র বর্ব্বর্ত্তি তপোঽতিতীব্রতা-
ন্যস্যাং তু সাধ্বীত্বধুরাঽনপায়িনী ।
দ্বাভ্যামিয়ং লম্পট-বেশধারিতা
মন্ত্রোত্থ-বৈগুণ্য ভবাপয়াস্যতি ॥ ৪৬ ॥
ত্বদাদিসখ্যর্ব্বুদলক্ষভাজ-
স্তস্যাঃ কিমাশ্লেষ-দরিদ্রতাভূৎ ।
সমাহ্বয়েন্নৌ যদসাবতস্ত্বং
ক্রষে মৃষৈবেতি জগাদ নান্দী ॥ ৪৭ ॥

তয়োঃ ক্রমেণালিঙ্গনস্য বৈরূপ্যনাশকত্বে কারণমাহ। একত্র নান্দ্যাং অন্যস্যাং কৌন্দ্যাং। দ্বাভ্যাং তয়োঃ তপঃ সাধ্বীত্বাভ্যাং মন্ত্রোত্থ বৈগুণ্যভবা ইয়ং মম লম্পটবেশধারিতা অপযাস্যতি ॥ ৪৬ ॥

নান্দীমুখী আহ। হে ললিতে! ত্বদাদি সখ্যর্ব্বুদলক্ষ যুক্তায়া তস্যা রাধায়া কিং আলিঙ্গন-দরিদ্রতা অভূৎ ? যদ্ যস্মাৎ অসৌ রাধা নৌ আবাং সমাহ্বয়েৎ। অতস্ত্বং মিথ্যা ক্রষে ? ॥ ৪৭ ॥

যথাক্রমে তোমাদের উভয়ের আলিঙ্গনে কেন যে তাঁহার বিরূপতা বিদূরিত হইবে, তিনি তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"নান্দীমুখীর অতি তীব্র তপস্যা এবং কুন্দলতার অবিনাশী পাতিব্রত্যই মন্ত্রোত্থ-বৈগুণ্যজাত আমার এই লম্পটবেশ বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪৬ ।

নান্দীমুখী সহাস্যে কহিলেন—"ললিতে। তুমি এবং তোমার মত অর্ব্বুদলক্ষ সতীলক্ষ্মী যাঁহাকে সতত ভজনা করিয়া থাকে, তাঁহার কি আলিঙ্গনের অভাব আছে ?—যাহার জন্য আমাদের দুই জনকে আহ্বান করিবেন। অতএব তুমি নিশ্চয় আমাদের নিকট মিথ্যা কথা কহিলে ॥ ৪৭ ॥

বৃন্দাহ নৈতাসু সখীষু কিঞ্চি-
ত্তপোঽস্তি মুগ্ধাসু কুলাঙ্গনাসু।
সতীত্ব মাসীদতুলং যদেতৎ
কৃষ্ণঃ খপুষ্পায়িতমেব চক্রে ॥ ৪৮ ॥
বৃন্দেঽসি দেবী বিপিনাধিকারিণী-
ত্যতস্ত্বয়ি স্যুঃ কতিশো ন সিদ্ধয়ঃ।
তথৌষধানীত্যপি যাহি তদ্ব্রজ
ত্বমেকিকৈব প্রতিকর্ত্তুমীশিষে ॥ ৪৯ ॥
কৌন্দী-গিরেত্থং কলিতস্মিতাসু
সর্ব্বাসু বাচং ললিতা সসর্জ্জ।

কিন্তু আসাং সখীনাং যৎ অতুলং সতীত্বং আস্ত তৎ কৃষ্ণঃ খপুষ্পায়িতমেব চক্রে ॥ ৪৮ ॥

ত্বয়ি কতিশঃ সিদ্ধয়ঃ তথা ঔষধানি ন স্যুঃ ? অপি তু তত্ত্বৎ সর্ব্বাণ্যেব স্যুরিতিহেতোঃ ত্বমেব যাহি। রাধায়া কৃষ্ণং ত্বমেব প্রতিকর্ত্তুং ইশিষে ॥ ৪৯ ॥

কৌন্দী-গিরা গৃহীতস্মিতাসু সর্ব্বাসু সখীসু ললিতা বাচং সসর্জ্জ সৃষ্টিং চকার। মৌনধরোঽপি হরিরেব কিং ন পৃচ্ছ্যতে তৎকৃত রাধা-বৈরূপং কেনোপায়েন

বৃন্দাদেবী তখন হাস্যপ্রফুল্ল মুখে কহিলেন—"নান্দীমুখি! এই মুগ্ধা কুলাঙ্গনা ললিতাদি সখীর কিছু মাত্র তপস্যা নাই, তবে একমাত্র অনুপম পাতিব্রত্য ছিল বটে, তাহাও নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা করিয়া দিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

বৃন্দার শ্লেষ-কষায়িত এই পরিহাস বাক্য শুনিয়া কুন্দলতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"বৃন্দে! তুমি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তোমাতে কতপ্রকার সিদ্ধি বিদ্যমান এবং নানা প্রকার লতৌষধির বৃত্তান্তও তোমার জানা আছে। অতএব তুমিই যাও। তুমি একাকীই শ্রীরাধার সেই দুরপণেয় বৈরূপ্য-ব্যাধির প্রতিকার করিতে সমর্থা হইবে ॥ ৪৯ ॥

কুন্দলতার কথা শুনিয়া সখীগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, যেন

কিং বো বিবাদৈ র্হরিরেব কস্মা-
ন্নপৃচ্ছ্যতে মৌনধরোঽপি কা ভীঃ ॥ ৫০ ॥
ইত্যন্তরুদ্ভূত মনাক্ স্মিতাঙ্কুরা
আসেদুরাল্যঃ সহসা তদন্তিকং ।
তাস্বগ্রণীঃ সা ললিতৈব কিঞ্চ ন
প্রাহাভিনীত-ত্রপ লোচনাঞ্চলা ॥ ৫১ ॥
ভোঃ কিং ব্যবস্যস্যসি মান্ত্রিকাণাং
চূড়ামণির্লব্ধনিজার্থসিদ্ধিঃ ।

যাস্ততীতি প্রশ্নঃ কথং ন ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

আল্যঃ সহসা তস্যাঃ কৃষ্ণরূপধারিণ্যা রাধায়া অন্তিকং আসেদুঃ আজগ্মুঃ। ললিতা কথম্ভূতা রাধাং জ্ঞাত্বাপি কৃষ্ণং মত্বা অভিনীতা ত্রপা যত্র তথাভূতৌ লোচনাঞ্চলৌ যস্যাঃ ॥ ৫১ ॥

ভোঃ ইতি সামান্য শব্দেন রাধাকৃষ্ণয়োঃ সম্বোধনং। যতস্ত্বং মান্ত্রিকাণাং চূড়ামণিরসি। অতঃ কিং ব্যবস্যসি ? ব্যবসায়ং করোষি। লব্ধেতি রাধা-

তখন সখীমণ্ডলীমধ্যে এক মধুর হাস্যরসের অফুরন্ত উৎস ছুটিয়া গেল, পরে ললিতা হাস্যবেগ কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া বলিলেন— "তোমরা অনর্থক বিবাদ করিতেছ কেন ? এই মৌনব্রতধারী শ্রীকৃষ্ণকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না ?—"তুমি মন্ত্রবলে শ্রীরাধার যে বৈরূপ্য ঘটাইয়াছ, তাহা কি উপায়ে দূর হইবে ?" এ কথা উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন ? ভয় কি ? ॥৫০ ॥

ললিতার কথা শুনিয়া সখীগণের অন্তরে বাহিরে মৃদুহাস্য-বিভা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বেশিনী শ্রীরাধার নিকট আগমন করিলেন। তখন ললিতা তাঁহাদের অগ্র-বর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধা জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে নয়নাঞ্চলে লজ্জার অভিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

"ওহে মন্ত্রজ্ঞগণের চূড়ামণি ! তোমার*ত এখন অভীষ্টসিদ্ধি লাভ হইয়াছে ? তবে আর বৃথা ব্যবসায় কেন ? শীঘ্র মৌনব্রত

জহীহি মৌনং কলয়োত্তরং ন
শ্চিকীর্ষিতে কুত্রোচনানুযোগে ॥ ৫২ ॥
ইত্যুচ্যমানাথ তদাত্ব জাত
স্ব সুপ্তিভঙ্গেব বিলক্ষ্যমাণা।
সসম্ভ্রমোদ্‌ঘাটিত লোচনেব
প্রাবোচদাল্যোঽত্র কদা গতাঃ স্থ ॥ ৫৩ ॥
ইতস্ততঃ সা সুদতী দৃশঃ স্বাঃ
ক্ক বঃ সখা ধূর্ত্ত ইতি ব্রুবাণা।

পক্ষে। লব্ধা অস্মাকং কৃষ্ণদ্বারা বিড়ম্বনরূপ নিজার্থ-সিদ্ধির্যয়া। নোঽস্মাকং চিকীর্ষিতে কর্ত্তুমিষ্টে কুত্রোচনা অনুযোগে প্রশ্নে উত্তরং কলয় ॥ ৫২ ॥

ইত্যুচ্যমানা তদাত্বজাতা তৎকালিনোৎপন্না সুষুপ্তিঃ স্ব স্ব নিদ্রা তস্যা ভঙ্গে যস্যা এবম্ভূতা ইব সখীভির্লক্ষ্যমাণা। তৎকালস্তু তদাত্বং স্যাদিত্যমরঃ। এতাবৎ কালপর্য্যন্তং কিং বৃত্তমহং ন জানামীতি সসম্ভ্রমোদ্‌ঘাটিত-লোচনা ইব প্রাবোচৎ। হে আল্যঃ! কদা অত্র আগতাঃ স্থঃ ॥ ৫৩ ॥

বো যুষ্মাকং সখা ক্ক গত ইতি ব্রুবাণা কেন এষ যেষো মম রচিতঃ অহং ন

পরিত্যাগ কর এবং আমরা যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার যথাযথ উত্তর দাও ॥ ৫২ ॥

অতঃপর সখীগণ দেখিলেন—স্বপ্ন নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় শ্রীরাধাও যেন সুষুপ্তির বিবশ বাহু-বেষ্টনী বিমুক্ত হইয়া জাগরিতা হইলেন—তাঁহার সে নিস্পন্দ-মূক ভাব যেন সহসা তিরোহিত হইল। তিনি আলস্য-জড়িত নিমিলিত নয়নপুট এমন সম্ভ্রম সহকারে ধীরে ধীরে উন্মীলিত করিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কি যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। অনন্তর সুপ্তি-বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন—

"সখীগণ! তোমরা এখানে কখন আসিয়াছ?" ॥ ৫৩ ॥

*"তোমার" এই সামান্য শব্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়েরই সম্বোধন সূচিত। শ্রীরাধা পক্ষে অভীষ্ট সিদ্ধি—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সখীদের বিড়ম্বনারূপ অভীষ্টসাদ্ধ বুঝাইতেছে।

স্ব-সব্যহস্তেন জবাৎ স্বমূর্দ্ধ্ন-
শ্চিক্ষেপ শৈখণ্ড-কিরীট ভারাৎ ॥ ৫৪ ॥
ত্বমেব কিং নঃ সহচর্যাসি স্ফুটং
রাধা ততস্ত্বাং প্রতি কিং ত্রপামহে ।
নিলীয় যান্যা হরিবেশধারিণী
কুঞ্জেহস্তি কিং সৈব মৃষাদ্য মোহিনী ॥ ৫৫ ॥
বিহায় তাং তাবদবিশ্বসত্যো
যদাগমা মাত্র বয়ং তদেষা ।

জানামাত্যাভিনায় স্ববামহস্তেন মূর্দ্ধ্নঃ সকাশাৎ কিরীটং দূরে চিক্ষেপ ॥ ৫৪ ॥

ললিতাহ । ত্বমেব কিং অস্মাকং সহচরি রাধা তত স্ত্বাং কথং বয়ং ত্রপামহে ? হরিবেশধারিণী যা অন্যা কুঞ্জেষু নিলয়া স্থিতা সা অস্মাকং মৃষা মোহিনী তথাচ সা এব কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

রাধিকাত্বেনাবিশ্বসত্যো বয়ং যদ্ যস্মাত্তাং বিহায়াত্রাগমাম ততস্মাৎ

তারপর শ্রীরাধা স্বীয় নয়ন-যুগল সঞ্চালিত করিতে করিতে পুনরায় কহিলেন—"ওগো ! তোমাদের ধূর্ত্ত-সখা কোথায় গেলেন ? কে আমার এই অদ্ভুত বেশ-রচনা করিয়াছে আমি ত তাহা কিছুই জানি না ।" এই বলিয়া বামহস্ত দ্বারা মস্তক হইতে শিখণ্ড-কিরীটী সবেগে দূরে ফেলিয়া দিলেন ॥ ৫৪ ॥

ললিতা তখন বিস্ময় বিমুগ্ধার ন্যায় কহিলেন—"হ্যাঁ সখি ! তুমিই কি আমাদের শ্রীরাধা ! তবে তোমার নিকট কেন এতক্ষণ আমরা এরূপ বৃথা লজ্জা করিতেছিলাম ? কিন্তু আর এক রাধা, শ্রীকৃষ্ণবেশ ধারণ করিয়া কুঞ্জ-ভবন মধ্যে লুকাইয়া আছে । সেই কৃত্রিম রাধা আমাদিগকে আজ আশ্চর্যারূপে মোহিত করিয়াছে । আমরা তাহাকে তুমি নিশ্চয় করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু তাহার রাধাত্বে আমাদের যেমন অবিশ্বাস জন্মিল, অমনই আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছি । সুতরাং

দৈবেন রক্ষাঽজনি নো হৃদেব
তত্রাস্য শঙ্কামজহৎ প্রমাণং ॥ ৫৬ ॥
ইত্থং তদালীষ্বভিনীত বিস্ময়া
স্বাহ স্মিতাস্যা বিপিনালি-পালিকা।
আল্যো নিভাল্য স্বদৃশৈব নীয়তাং
সখা সখীবৈষ জনো মনোজ্ঞভাঃ ॥ ৫৭ ॥
(বিশেষকম্)
নান্দ্যব্রবীৎ পূর্ব্বমলোকি মাধব-
দ্বয়ং তথা সম্প্রতি রাধিকাদ্বয়ং।

নোঽস্মাকং রক্ষা দৈবেনাঽজানি। অতএব এতদ্বিষয়ে শঙ্কামজহৎ ত্যাগমকুর্ব্বৎ অস্মাকং হৃদেব প্রমাণং॥ ৫৬ ॥

সখীষু অভিনীত বিস্ময়াসু সতীষু স্মিতমুখি বৃন্দা আহ। মনোজ্ঞভা এষ জনঃ সখা সখী বা ॥ ৫৭ ॥

রাধিকাদ্বয়মিতি পূর্ব্বং যুষ্মাভিরেকা রাধিকা একান্তেনীতা, অধুনা এতামপি রাধিকাং জানীথ ইত্যর্থঃ। অত্রাস্মাকং কাপি ক্ষতির্নাস্তি, কিন্তু যুষ্মাকমেব

দৈবানুগ্রহেই আজ আমাদের রক্ষা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের হৃদয়ই প্রমাণ। তাঁহাকে দেখিয়া অবধি আমাদের হৃদয় শঙ্কা-সঙ্কোচে ভরিয়া গিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও নির্ভয় হইতে পারি নাই।” এই বলিয়া সখীগণ বিস্ময়ের অভিনয় করিতে থাকিলে বনরাজি-পালিকা বৃন্দা হাস্য-প্রফুল্ল বদনে কহিলেন—“সখীগণ। এই মনোহর-কান্তি লোকটী তোমাদের সখী কি সখা তাহা স্বচক্ষে ভাল করিয়া দেখিয়া লও ॥ ৫৭ ॥

তখন সহাস্যে নান্দীমুখী কহিলেন—শুন সখীবৃন্দ। পূর্ব্বে আমরা দুইটী মাধব দেখিয়াছিলাম এখন আবার দুইটী রাধিকা দেখিতেছি। ইতঃ পূর্ব্বে তোমরা এক রাধিকাকে একান্তে কুঞ্জান্তরে লইয়া গিয়াছে, আবার ইহাঁকেও রাধিকা বলিয়া জানিতে পারিলে।

ন নঃ ক্ষতিঃ কাচন কিন্তু সঙ্কটং
যুষ্মাক মেবেতি দধেহতি দূনতাং ॥ ৫৮ ॥
নান্দীমুখি দ্বাপর এষ নোহতুনো-
স্তদন্ত মাকাঙ্ক্ষসি যত্তপস্বিনি।
বৰ্দ্ধিষ্ণুতা মেষ্যতি স্বধর্ম্মজং
ফলং তবৈবেত্যুদিতং বিশাখয়া ॥ ৫৯ ॥

সঙ্কটং যতো সখীজ্ঞানস্থাবশ্যকত্বমিতি হেতোঃ অহং দূনতাং দধে ॥ ৫৮ ॥

বিশাখাহ। দ্বাপরঃ সন্দেহ এব নোহস্মান্ অতুনোৎ। অতএব তস্য দ্বাপরস্যান্তং নাশ ত্বমাকাঙ্ক্ষসি। যদ্ যস্মাৎ হে তপস্বিনি! পর-দুঃখনাশস্য তব স্বধর্ম্মত্বাৎ। পক্ষে দ্বাপরস্যান্তং কলিযুগং তত্র তপঃ কর্ত্তুমাকাঙ্ক্ষসি। কলৌ তপস্বিনঃ প্রায়োভ্রষ্টা এব ভবন্তীতি পরিহাসোন্মজ্জিতঃ তব স্বধর্ম্মজং পক্ষে কলৌ সুষ্ঠু অধর্ম্মজং ॥ ৫৯ ॥

অতএব ইহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমাদের পক্ষে মহাসঙ্কট জানিয়া, বিশেষ দুঃখিত হইতেছি ॥ ৫৮ ॥

বিশাখা হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"নান্দি! আমাদিগকে কেবল এই দ্বাপরই অর্থাৎ সন্দেহই দুঃখপ্রদান করিতেছে। তাই তুমি সেই দ্বাপরের অন্ত অর্থাৎ সন্দেহনাশ আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। হে তপস্বিনি! পর দুঃখ নাশ করা তোমার স্বধর্ম্ম; তাই বুঝি তোমার সেই স্বধর্ম্মজাত ফল বৰ্দ্ধিত করিতে অভিলাষ করিতেছ?"

পক্ষান্তরে শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে, হে নান্দি! তুমি দ্বাপরান্ত অর্থাৎ কলিযুগের তপস্বিনী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে সমুচিত বটে; কারণ, কলিযুগের তপস্বিনীগণ প্রায়শঃ ভ্রষ্টাচারিণী হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে তোমার স্বধর্ম্মজ (সু+অধর্ম্মজ) অর্থাৎ অতিমাত্র অধর্ম্মের ফল অবশ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৯ ॥

বিস্পৃষ্টতদ্বর্ণবিভূষণায়াং
প্রসাধিতায়াং পুনরালিপাল্যা।
শ্রীরাধিকায়াং দ্রুতমেত্য তস্যাঃ
কণ্ঠস্বরেণৈব পুনঃ স কৃষ্ণঃ ॥ ৬০ ॥

দরাভিনীতানৃজুতা-ত্রপা-ভীঃ
স্পৃষ্ট্বা মহাবিস্ময় মাস্যবিম্বম্।
অৰ্দ্ধং পিধায়েক্ষণ-কোণভৃঙ্গী
নিপীত কান্তাস্য রুচি র্জগাদ ॥ ৬১ ॥

(যুগ্মকং)

মদঙ্গ বৈরূপ্যময়ং ব্যধাস্য-
ত্তদস্তু সম্প্রত্যতি চিত্রমীক্ষে।

আলি পাল্যা ত্যক্তবর্ণভূষণায়াং পুনঃ প্রসাধিতায়াং সত্যাং কৃষ্ণঃ দ্রুতং এত্য রাধায়াঃ কণ্ঠস্বরেণৈব পুনর্জগাদ ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৬০ ॥

কথম্ভূতঃ কৃষ্ণঃ রাধিকাবৎ ঈষদভিনীতা কুটিলতা লজ্জাদয়ো যেন। মহাবিস্ময়ং স্পৃষ্ট্বা মুখবিম্ব মৰ্দ্ধ মাচ্ছাদ্য রাধিকাবদাক্ষিকোণরূপভৃঙ্গ্যা নিপীতা কান্তাস্যকান্তির্যেন সঃ ॥ ৬১ ॥

অয়ং কৃষ্ণঃ যৎ মদঙ্গ বৈরূপ্যং ব্যধাৎ তদস্তু। সম্প্রতি আশ্চর্য্যমীক্ষে। যতো

বিশাখার শ্লেষ ব্যঞ্জক পরীহাস বাক্যে সকলেই তখন বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর সখীগণ শ্রীরাধার বর্ণ-বেশ-বিপর্য্যয় বিদূরিত করিয়া যেমন তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার স্বকীয় ভূষণে বিভূষিত করিলেন, অমনই ধূর্ত্তরাজ শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতপদে তথায় আগমন করিলেন এবং শ্রীরাধারই ন্যায় ঈষৎ কুটিলতা, লজ্জাভয়াদির অভিনয়পূর্ব্বক মহাবিস্ময়ের সহিত বদনবিম্ব বসনাঞ্চলে অর্দ্ধ আচ্ছাদিত করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় নয়নাপাঙ্গ-ভৃঙ্গকে প্রিয়তমের বদন-কমল-মাধুরী পান করাইতে করাইতে শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬০-৬১ ॥

মদ্রূপ লাবণ্য-নিসর্গ-বেশান্
ধত্তেঽধুনা মোহয়িতুং সমীর্শ্মে ॥ ৬২ ॥
কিং হন্ত সখ্যঃ ! কুরুথাস্য পার্শ্ব-
মায়াত মায়া-শত-পণ্ডিতস্য ।
নৈবাতিমুগ্ধা ভবথাদ্য সর্ব্বা
হাস্যাস্পদাভাবমিমঃ কিমন্ধাঃ ॥ ৬৩ ॥
নীত্বৈব মাং তাবদিতঃ পলায্য
ক্বচিদ্দিগারে গহর এব গুপ্তাঃ ।

যে সখী সখী-মোহয়িতুং মদ্রূপাদিন্ ধত্তে ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বকৃত বিড়ম্বনস্য ব্যক্তাশঙ্কয়া ললিতাদয়ঃ কিঞ্চিদ্বক্তুং ন শক্নুবন্তি অতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব নিঃশঙ্কতয়া আহ । মায়াশত-পণ্ডিতস্যাস্য কৃষ্ণস্য পার্শ্বে কিং কুরুথ, তস্মাদায়ত । হে অন্ধাঃ সর্ব্বা এব বয়ং কিং হাস্যাস্পদীভাবং ইমঃ প্রাপ্নুমঃ ॥ ৬৩ ॥

এই মায়াবী যে আমার অঙ্গের বৈরূপ্য বিধান করিয়াছে,—তাহা করুক ; কিন্তু এক্ষণে বড়ই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, আমার সখীগণকেও বিমোহিত করিবার নিমিত্ত আমার অবিকল রূপ, লাবণ্য, স্বভাব ও বেশ ধারণ করিয়াছে" ॥ ৬২ ॥

এই কথা শুনিয়াও ললিতাদি সখীগণ পূর্ব্বকৃত-বিড়ম্বনা প্রকাশের আশঙ্কায় কিছুই বলিতে পারিলেন না । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তখন নিঃশঙ্কভাবে অথচ বিস্ময়-ব্যঞ্জকস্বরে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"হায় ! সখীগণ ! তোমরা এই মায়া-শত-পণ্ডিতের পার্শ্বে কি করিতেছ ? চলিয়া এস, এখনই চলিয়া এস ! আর মুগ্ধার ন্যায় উহার ছলনায় ভুলিওনা । হে সখীগণ ! তোমারা কি চোখের মাথা খাইয়াছ ! তোমরাও আমারই মত হাস্যাস্পদ অবস্থা লাভ করিবে ? ॥ ৬৩ ॥

তোমরা এখন হইতে আমাকে লইয়া পলায়ন করিয়া যদি কোন

চেত্তিষ্ঠথাবাপ্স্যথ তর্হিভদ্রং
নো চেদভূদেব দশা মমেয়ং ॥ ৬৪ ॥
বৃন্দাদয়ঃ প্রাহুরহো মহোন্নতি
র্মায়াবিতায়া গিরিধারিণোঽদ্ভুতা।
রাধামিমাং যন্নিরনৈষুরালয়ো
রাধা তু সাক্ষাদিয় মাগতা পরা ॥ ৬৫ ॥
সখ্যঃ! কুরুধ্বং যদসৌ ব্রবীতি বো
যাতানয়া হন্ত! বিহায় মোহিনীং।

ততো ভদ্রং অবাপ্স্যথ নোচেৎ মদীয় দশা ইব দশা অভূদেবেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

গিরিধারিণো মায়াবিত্তস্য উন্নতিরদ্ভুতা। যদ্ যস্মাদালয়ঃ ইমাং অস্মন্নিকটে উপবিষ্টাং রাধামেব নিরনৈষুঃ নির্ণয়ং কৃতবত্যঃ রাধা তু সাক্ষাদিয়ং বনাদাগতা ॥ ৬৫ ॥

হে সখ্যঃ! অসৌ বনাদাগতা রাধা যৎ ব্রবীতি তৎ যুয়ং কুরুধ্বং যুষ্মাকং ভ্রমবিষয়ীভূতাং মোহিনীং বিহায়, ইতি শ্রুত্বা বৃন্দাবনকল্পবল্লী রাধা স্মিতং দধে।

নিভৃত গিরি-কন্দরে গিয়া অবস্থান করিতে পার, তবেই তোমার মঙ্গল হইবে। নতুবা আমার যে দশা ঘটিয়াছে, তোমারও সেই দশা ঘটিবেই ॥ ৬৪ ॥

এই কথা শুনিয়া বৃন্দা প্রভৃতি কহিলেন—"অহো! আমরা গিরিধারীর মায়া-নৈপুণ্যের অদ্ভুত উন্নতি দেখিতেছি। কারণ, সখীগণ আমাদের নিকট উপবিষ্ট এই গিরিধারীকেই শ্রীরাধা নিশ্চয় করিয়াছেন; অথচ যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধা, তিনি এই মাত্র বনান্তরাল হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৫ ॥

অতএব হে সখীগণ! বনভূমি হইতে সমাগতা এই রাধা সম্প্রতি যাহা বলিতেছেন, তোমরা তাহাই কর। তোমাদের ভ্রম-বিষয়ীভূতা এই মোহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া, উহাকে লইয়া অবিলম্বে গিরি-কন্দরে গমন কর।" এই শুনিয়া বৃন্দাবন-কল্প-বল্লী

শ্রুত্বেতি বৃন্দাবন কল্পবল্ল্যপি
স্মিতং দধে লব্ধমনোরথা চিরাৎ ॥ ৬৬ ॥
একাস্তি যুক্তি র্নহি তাম্ৃতেঽন্যং
কমপ্যুপায়ং ললিতে! হবলোকে।
নান্দীহ সান্দীপনি মাতরং তাং
সমানয়ন্ত্বেতদুবাচ কৌন্দী ॥ ৬৭ ॥

যত শ্চিরাৎ লব্ধ-মনোরথা। তথাচ পুনরপি তাভি সহাঙ্গসঙ্গী ভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীরাধা মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যদিও তিনি বহুদিনের পর আপনার সখীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ ঘটাইয়া লব্ধ-মনোরথা হইয়াছেন; সম্প্রতি পুনরায় সেই সুযোগ উপস্থিত হইল ভাবিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ (১)

(১) "প্রেমলীলা-বিহারাণাং সম্যাগ্বিস্তারিকা সখী"—অর্থাৎ প্রেমলীলা বিহারাদির বিস্তার কারিণীদের নাম সখী। "রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা।"—অতএব সখীগণের স্বরূপ—ঐ শ্রীরাধারূপা প্রেমকল্পলতার কেহ পল্লব, কেহ পুষ্প, কেহবা পত্র স্থানীয়া। সুতরাং—

"সিঞ্চায়াং কৃষ্ণলীলামৃত-রস—
নিচয়ৈ রুল্লসন্ত্যামমুষ্যাম্।
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণ—
মধিকাং সন্তি যতন্ন চিত্রম্। শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতং ১০ম সঃ

কৃষ্ণ-লীলামৃত রস দ্বারা উক্ত শ্রীরাধা-লতিকামূল সিক্ত হইয়া উল্লাসযুক্ত হইলে পত্র পুষ্পাদি স্থানীয় সখীগণের স্বীয় সেকজনিত সুখ হইতেও শতগুণ অধিক সুখ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যথা—"তরোমূলো নিষেচনেন তৃপ্যন্তি স্কন্ধোভুজোপশাখেত্যাদি।" ইহাই সখীগণের লীলা আস্বাদনের প্রকার। তবে এস্থলে আরও বিশেষত্ব এই যে—

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥
না না ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্ম কৃষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটী সুখ পায়॥
শ্রীচরিতামৃত।

হন্তালি! সৈবৈতদনর্থ-মূলং
কিং বক্ষ্যতে সত্যমিতোঽপি কিঞ্চিৎ।
অগ্রচ্চ নঃ প্রত্যুত হা সখীনাং
বিড়ম্বনং প্রেক্ষ্যতি তাং নমামঃ ॥৬৮॥
ইত্যুক্তি রালা বিভক্ত হরিশ্চ
রাধাঞ্চ বৃন্দা প্রভৃতীশ্চ সত্যাঃ।

কুন্দবল্লী উবাচ। সান্দীপনিমাতরং পৌর্ণমাসীং ॥৬৭॥

ললিতাদয় আহুঃ। ইতোঽপি অন্যৎ কিঞ্চিৎ নোঽস্মাকং সখীনাং বিড়ম্বনং সাপ্রেক্ষ্যতি। তস্মাত্তাং পৌর্ণমাসীং নমামঃ ॥৬৮॥

সখীনাং স্বমুখান্নির্গতং শ্রীকৃষ্ণকৃত-সম্ভোগ রূপ বিড়ম্বনং কৃত্বা রাধাদীনাং হাস্য মাহ। আলাবিত্যতে রেতাদৃশোক্তিঃ হরি প্রভৃতিঃ সত্যাঃ অজীহসৎ। হে সখীনাং বাণী রূপ সরস্বতি! ত্বাং বয়ং প্রুমঃ যদ্ যস্মাত্বং সত্যা এব প্রকটাসি ॥৬৯॥

তখন হাসিতে হাসিতে কুন্দলতা কহিলেন—"ললিতে! এখন এই একটী মাত্র যুক্তি ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না।" ললিতা মৃদু ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"বেশ ত! সে যুক্তিটী কি শুনি!" কুন্দলতা।—"নান্দীমুখী গিয়া সান্দীপনীজননী দেবী পৌর্ণমাসীকে এখানে আনয়ন করুক, তিনিই প্রকৃত রাধাকে বলিয়া দিবেন" ॥৬৭॥

এই কথা শুনিয়া ললিতাদি সখীগণ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিলেন—"থাক্! থাক্! আর বল্‌তে হবে না সখি! হায়! সেই পৌর্ণমাসীই আমাদের সকল বিড়ম্বনার মূল। তিনি যে এ বিষয়ে কিছু সত্য বলিবেন, তাহা মনে হয় না; প্রত্যুত তিনি আমাদের জন্য আরও কোন এক নূতন বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিবেন। কাজ নাই তাঁহাকে—আমরা নমস্কার করি ॥৬৮॥

এইরূপে সখীদের নিজ মুখ হইতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সম্ভোগ রূপ বিড়ম্বনার কথা প্রকটিত হইয়া পড়িল, অমনই তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, বৃন্দা, নান্দী, কুন্দ প্রভৃতি সকলেই উচ্চ

অজীহসদ্দেবি! সরস্বতি! ত্বাং
নুমো যদত্র প্রকটাসি সত্যা ॥৬৯॥
মিথ স্তাসাং প্রেমাম্বুধি-মথনজাং বাঙ্ময় সুধাং
ধয়ন্ কৃষ্ণস্তৃষ্ণামধিকমুপলেভে শ্রুতিভৃতাং
তদাস্যাজ্জেনাপি প্রবরপরিহাসামৃত মধু-
দ্রবাসারৈ বৃষ্টৈ রতুল মুদমাপুস্ত মহিলাঃ ॥৭০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতে মহাকাব্যে কুঞ্জকেলি-চাতুর্য্যাস্বাদনো নাম দশমঃ সর্গঃ ॥১০॥

তাসাং সখীনাং প্রেমামৃতমথনজন্যাং বাঙ্ময় সুধাং শ্রুতিভৃতাং শ্রীকৃষ্ণ ধয়ন্ সন্ তৃষ্ণাং অধিকমুপলেভে। তদৈবাস্য কৃষ্ণস্য মুখেনৈব বৃষ্টৈঃ প্রবর পরিহাস রূপামৃতদ্রবস্য ধারাসম্পাতৈঃ করণৈঃ মহিলাঃ সখ্যঃ অতুলং যথাস্যাত্তথা উদয়মাপুস্ত উন্মত্তা বভূবুঃ ॥৭০॥

ইতি টীকায়াং দশমঃ সর্গঃ ॥০॥

হাস্য করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহাদের মধ্য দিয়া যেন মধুর হাস্যের এক উদ্দাম নবতরঙ্গ খেলিয়া গেল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"অয়ি সখীদের বাক্য-বাণি! তুমি এস্থলে সত্যরূপেই প্রকটিত হইয়াছ, সুতরাং তোমাকে নমস্কার করি ॥৬৯॥

সখীগণের এই প্রকার প্রেমসিন্ধু-মথন-জাত বচনামৃত শ্রুতি পটে পুনঃ পুন পান করিয়াও, প্রেমিকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পিপাসার শান্তি হওয়া দূরে থাক, তাঁহার সে দুর্ব্বার পিপাসা অধিকতররূপে বৃদ্ধি পাইল। আবার শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমল হইতে যে প্রবর পরিহাসামৃতের মধু-দ্রব অনর্গল বর্ষিত হইতে লাগিল, তাহা পান করিয়া সেই ব্রজ-মহিলাগণ একবারে উন্মাদিতা হইয়া পড়িলেন ॥৭০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের তাৎপর্য্যানুবাদে
কুঞ্জকেলি-চাতুর্য্যাস্বাদন নাম
দশম সর্গ ॥ ১০ ॥

একাদশঃ সর্গঃ ।

নির্যন্ কুঞ্জাদালি-পালী-পরীতঃ
কৃষ্ণঃ কান্তাপাঙ্গ-ভৃঙ্গী-বিলীঢ়ঃ ।
পঞ্চেষূণাং সঞ্চয়ং প্রাঞ্চয়ন্ কিং
পাদাগ্রৈকত্বিট্-কণং স্বং বিরেজে ? ॥১॥

বীক্ষ্যাকস্মাৎ প্রেয়সঃ সব্যদোষ্ণা
রাধা স্কন্ধং সন্দিতং স্বং চকম্পে ।
মাধুর্য্যাব্ধে রুত্তরঙ্গেণ কেনা-
প্যভ্যামৃষ্টা কানকাম্ভোজিনীব ॥২॥

কৃষ্ণঃ স্বকীয়ং পাদাগ্রস্থৈক কান্তিকণং পঞ্চেষুণাং সঞ্চয়ং কন্দর্প সমূহং প্রাঞ্চয়ন্ পূজাং কারয়ন্ রেজে। তদীয় কান্তিকণোঽপি কন্দর্পকোটিভিরপি প্রাপ্তুমভিলষ্যত ইতি ভাবঃ ॥১॥

রাধা কৃষ্ণস্য বামহস্তেন স্বকীয়ং স্কন্ধং সন্ধিতং বদ্ধং অকস্মাৎ বীক্ষ্য আনন্দাৎ চকম্পে। অত্র উৎপ্রেক্ষামাহ। কেনাপি মাধুর্য্য-সমুদ্রস্য তরঙ্গেন সংস্পৃষ্টা স্বর্ণ কমলিনী ইব ॥২॥

সখী-সমাজ-পরিবৃত হইয়া নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ-কুটীর হইতে যেমন বাহিরে আসিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, অমনই শ্রীরাধার অপাঙ্গ-ভৃঙ্গ তাঁহার সেই মঞ্জু মাধুর্য্য-সুধা আস্বাদন করিতে লাগিল। আমরি! সে অপূর্ব্ব সুষমারাশি অবলোকন করিয়া কোটী কোটী কন্দর্প যেন সেই কন্দর্প-মোহন শ্যামসুন্দরের পদাগ্রের কান্তি-কণার অর্চ্চনা করিতে লাগিল—যেন সে কমনীয়-কান্তি-লহরীর কণামাত্র পাইলেও তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায়, ইহাই তাহাদের মনের অভিলাষ ॥১॥

অনন্তর বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাম বাহু নাগরিণীমণি শ্রীরাধার স্কন্ধে অর্পণ করিলেন। তখন শ্রীরাধা স্বীয় স্কন্ধ সহসা

পার্শ্ব দ্বন্দ্বে দীয়মানে সখীভ্যাং
রাধাকৃষ্ণৌ চারু তাম্বূল বীট্যৌ।
নীত্বা সব্যাসব্য পাণ্যঙ্গুলীভি-
র্বক্ত্র-দ্বন্দ্বেঽন্যোন্যমেবাদধাতে ॥৩॥
বামা প্রেয়োবামপাণিং নিরাস্থ-
দ্বক্ষোজং স্বং স্প্রষ্টুকামং করেণ।

রাধা কৃষ্ণয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে সখীভ্যাং দীয়মানে তাম্বূলবীট্যৌ রাধিকায়া বামাঙ্গুলিভিঃ কৃষ্ণস্য দক্ষিণাঙ্গুলীভিশ্চ করণৈঃ রাধাকৃষ্ণৌ নীত্বা পরস্পর মুখদ্বয়ে আদধাতে ॥৩॥

বামা রাধা স্বস্কন্ধস্থিতং কৃষ্ণস্য বামপাণিং স্বং বক্ষোজং প্রষ্টুকামং করেণ নিরাস্থং। উৎপ্রেক্ষামাহ। স্তনরূপ চক্রবাক মাস্বাদয়িতুং শীলং যস্য তথাভূতং কৃষ্ণস্য বাহুরূপ-লাবণ্য বাপ্যা হস্তরূপ পদ্মং রাধায়াঃ হস্তরূপ রক্তোৎপলেন অরুদ্ধ ইতি অহং চিত্রং আশ্চর্য্যং মন্যে। তদ্‌যথা অচেতনস্য পদ্মস্যাস্বাদ কর্তৃত্বং।

কান্ত-বাহুপাশ-বদ্ধ হইল দেখিয়া সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে আবিষ্টা হইলেন। আনন্দ-পুলকভরে তাঁহার দেহ-বল্লরী মৃদুমন্দ স্পন্দিত হইতে লাগিল। মরি! মরি! সে শোভা মধুরী দেখিয়া বোধ হইল যেন এক অনিন্দ্য মাধুর্য্য-সমুদ্রের তরঙ্গস্পর্শে প্রফুল্ল-কনক-নলিনী মন্দ মন্দ কম্পিত হইতেছে ॥২॥

তাঁহাদের দুই পার্শ্বে দুই সখী দাঁড়াইয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণের হস্তে তাম্বূল-বীটিকা প্রদান করিতেছেন, শ্রীরাধা বামহস্তের অঙ্গুলী সাহায্যে তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমলে অর্পণ করিতেছেন আর শ্রীকৃষ্ণও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী সাহায্যে তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার বদন-কমলে প্রদান করিতেছেন ॥৩॥

তারপর বিদগ্ধরাজ শ্রীরাধার স্কন্ধস্থিত স্বীয় বাম কর-কমল দ্বারা তাঁহার বক্ষোজ কমল স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে বামা শ্রীরাধা প্রিয়তমের সেই বামবাহু তৎক্ষণাৎ স্বীয় কর কমল দ্বারা ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। মরি! সে দৃশ্য বড় বিচিত্র—বড় অদ্ভুত। দেখিয়া বোধ হইল যেন, শ্রীকৃষ্ণের বাহুরূপ লাবণ্য-সরসী শোভি

চিত্রং মন্যেহরুদ্ধ লাবণ্যবাপী
পদ্মং চক্রাস্বাদিরক্তোৎপলেন ॥৪॥
শাখি-ব্রাতৈরাবৃতেহপ্যস্তরস্তঃ
সূর্য্যদ্যোতি প্রস্ফুরত্যাকুলাখ্যা।
সদ্যঃ স্বেদি শ্রীমুখং স্ব-প্রিয়ায়া
স্তির্য্যঙ্ মৌলিচ্ছায়য়াচ্ছাদৎ সঃ ॥৫॥

এবং সূর্য্যরূপৈক মিত্রয়োরণয়োঃ প্রণয় এব উচিতঃ প্রত্যুত হিংসা। অপরঞ্চ চক্রবাকানাং বিপক্ষরূপ চন্দ্রস্য মিত্রেণ উৎপলেন তেষাং সাহায্যকরণ মিত্যাশ্চর্য্যং জ্ঞেয়ং ॥৪॥

শাখিব্রাতৈঃ বৃক্ষসমূহৈরাবৃতেহপি সূর্য্যকিরণৈ রস্তরন্তঃ পত্রাদীনাং ছিদ্রদ্বারা মধ্যে মধ্যে স্ফুরতি সতি সদ্যস্তৎক্ষণএব রাধায়াঃ স্বেদযুক্তং শ্রীমুখং বীক্ষ্যাকুলাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ তির্য্যক্ মুকুটচ্ছায়য়া আচ্ছাদয়েৎ ॥৫॥

কর-পদ্ম শ্রীরাধার বক্ষোজরূপ চক্রবাক্‌কে আচ্ছাদন করিতে যাইতেছে আর শ্রীরাধার কর-রক্তোৎপল তাহাতে বাধা দিতেছে। জড়-স্বভাব পদ্মের আস্বাদন-চেষ্টা—বড়ই আশ্চর্য্য। এবং চক্রবাক্ ও পদ্ম উভয়ের মিত্র—সূর্য্য; সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর প্রণয় থাকাই উচিত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। উভয়ের মধ্যে হিংসা ভাব দেখা যাইতেছে। আবার চক্রবাকের বিপক্ষ চন্দ্র সেই চন্দ্রের মিত্র উৎপল—মিত্রের শত্রু চক্রবাকের সাহায্য করিতেছে—ইহাও বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

অনন্তর তরু-ছায়া-সমন্বিত বনপথে প্রণয়ী যুগল সেইরূপ পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে পত্রাবকাশের মধ্য দিয়া নির্গলিত রবি-রশ্মি-সংস্পর্শে শ্রীরাধার আরক্ত শ্রীমুখখানি স্বেদাম্বু-কণা-মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া প্রেমিকপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হৃদয়ে মস্তকের চূড়া হেলাইয়া ছায়া করিয়া তাহা আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৫ ॥

ভূমৌ বিদ্যুদ্বারিদৌ পর্য্যভাতা-
মিন্দু তত্তদ্বর্ণভাজৌ দিনেঽপি।
ভব্যালীনাং যৌ দৃগিন্দীবরাণি
প্রোৎফুল্লান্যেবাকৃষতাং সদৈব ॥ ৬ ॥
কোকাঃ শোকং কেকিনো হর্ষনাট্যং
হংসাস্ত্রাসং পুংশ্চকোরাঃ প্রমোদং।
তাভ্যামাপুস্তেন কিং বক্তুমীশে
তদ্বৈষম্যং স্রষ্টরি ব্রহ্মণীব ॥ ৭ ॥

ভূমৌ তত্রাপি দিনে বিদ্যুন্মেঘয়োঃ পীতশ্যামবর্ণ ভাজৌ। ননু দিবসে উদিতোঽপ্যয়ং কেন হেতুনা চন্দ্রত্বেন নির্ণীতঃ? তত্রাহ। যৌ চন্দ্রৌ ভব্যালীনাং মঙ্গলযুক্তসখীনাং দৃষ্টিরূপেন্দীবরাণি সদৈব প্রোৎফুল্লান্যেবাকৃষতাং চক্রতুঃ ॥৬॥

তাভ্যাং রাধাকৃষ্ণাভ্যাং কোকাঃ চক্রবাকাশ্চন্দ্রোদয় জ্ঞানাৎ শোকং আপুঃ। কেকিনঃ ময়ূরাঃ বিদ্যুন্মেঘ জ্ঞানাৎ হর্ষনাট্যং, হংসাঃ বিদ্যুন্মেঘ-জ্ঞানাৎ ত্রাসং। চন্দ্ররশ্মিপানকর্ত্তারঃ পুংশ্চকোরাঃ মত্ত চকোরাঃ প্রমোদং। তেন হেতুনা যথা সম-বিষম-স্রষ্টরি পরব্রহ্মণি নৈব বৈষম্যং ॥৭॥

শ্রীরাধা-শ্যামের সেই নটনরঙ্গি গমনভঙ্গী দেখিয়া তখন বোধ হইল—দিবসে ভূমিতলে বিদ্যুৎ ও মেঘ প্রত্যক্ষ পাশাপাশি ভাবে মন্দ মন্দ অগ্রসর হইতেছে আর তাহাদের উপর দুইটা শ্রীমুখচন্দ্র পীত ও শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। যদি বল, উহা যখন দিবসে উদিত হইয়াছে, তখন উহাকে চন্দ্র বলিয়া কিরূপে নির্ণয় করিতেছ?—আহা! ঐ যে সৌভাগ্যশালিনী সখীগণের দৃষ্টিরূপ ইন্দীবর-নিচয় সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে—ইহাতেই ত ঐ দুটী চন্দ্র বলিয়া সহজেই অনুমিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধা-শ্যামের সেই গমন-মাধুরী দেখিয়া চক্রবাক্ সকল প্রকৃতই পীত-চাঁদ ও শ্যামচাঁদের একত্র উদয় হইয়াছে জানিয়া শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, কলাপীকুল দামিনী-জলদ-জ্ঞানে হর্ষভরে নৃত্য করিতে লাগিল, হংসগণ ভয়ে অভিভূত হইল এবং চন্দ্রিকা-

মন্দং মন্দং বৃন্দয়োদ্দিষ্ট মিষ্টং
বর্ত্মাশ্রিত্য স্বশ্রিয়া রজমানং।
যান্তৌ নর্ম্মোদন্তরঙ্গে ররণাং
বর্ষাহর্ষাভিখ্য মাপ্তাবভাতাং ॥ ৮ ॥
বিদ্যুন্মেঘৌ তত্র খে বর্ত্তমানা
বেতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাজমানৌ ধরণ্যাং।
স্পর্দ্ধায়াং সম্ভাবনামাপতুঃ কিং
কৈ কা সংখ্যা কামিতং বা পরার্দ্ধং ॥৯॥

বৃন্দায়া উদ্দিষ্টঃ ইষ্টং বর্ত্ম মন্দং মন্দং যথাস্যাত্তথা নর্ম্মরূপস্যোদন্তস্য বৃত্তান্তস্য রঙ্গৈঃ করণৈ যান্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ বর্ষাহর্ষাখ্যং সখ্যভাগং প্রাপ্তৌ সন্তৌ অভাতাং ॥৮॥

বর্ষাহর্ষবিভাগোপরি আকাশে বর্ত্তমানৌ বিদ্যুন্মেঘৌ ধরণ্যাং এতৌ বিদ্যুন্মেঘ-স্বরূপৌ রাধাকৃষ্ণৌ দৃষ্ট্বা স্পর্দ্ধায়াং কিং সম্ভাবনাং আপতু? অপিতু ন। তত্র হেতুঃ ক্ব একা সংখ্যা ক্ব বা। অপরিমিত পরার্দ্ধ সংখ্যা ॥৯॥

পানে প্রমত্ত চকোর নিচয় প্রমোদ লাভ করিল। বলিতে কি, শ্রীরাধাশ্যাম কাহাকে সুখী, কাহাকে দুঃখী করিয়া যে নিজ বৈষম্য প্রকাশ করিলেন তাহা সম-বিষম স্রষ্টা বিধাতার ন্যায় স্বাভাবিক হইলেও যেমন তাঁহাতে বৈষম্য থাকিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণেও কোন বৈষম্য নাই ।৭॥ .

তারপর বনদেবী বৃন্দার উদ্দিষ্ট অভীষ্টপথে সেই রসিকামণি ও রসিকবর পরস্পর বিবিধ-রহস্য প্রসঙ্গরঙ্গে ধীর পদ-সঞ্চারে গমন করিতে করিতে স্ব স্ব মঞ্জু-সুষমায় বনভূমি উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাঁহারা বর্ষা-হর্ষ নামক বনবিভাগে উপস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮॥

এই বর্ষাহর্ষ বন বিভাগের উপর আকাশমার্গে যে বিদ্যুৎ ও জলধর বিরাজমান রহিয়াছে, তাহারা ধরাতলে শ্রীরাধা-সৌদামিনী ও শ্রীশ্যাম-জলধরকে দেখিয়া "উহাদের সমতুল্য হইব" এরূপ

নোপর্য্যা বা যেতয়োঃ স্থাতুমর্হৌ
যাবো বা ক ব্যোমসর্ব্বং নিরুদ্ধং।
এতদ্ধ্যাসৈরেতি কম্পৈরভূতাং
সদ্যঃ পাণ্ডু ভূয়ঃ বিক্রিন্দিষূ তৌ ॥১০॥
কিম্বা হেমোদ্যোতিনীলাশ্ম দিব্য
চ্ছত্রীভাবং প্রাপ্য ঘর্ম্মাপনুত্যৈ।
বৈবর্ণ্যাশ্রু উহতুর্গদ্‌গদোদান্
মন্দ্রধ্বানেনা স্তুবাতাং মুদেমৌ ॥১১॥

উৎপ্রেক্ষামাহ। অদ্ভুত বিদ্যুন্মেঘস্বরূপয়ো বেতয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়ো রুপরি আবাং স্থাতুং ন অর্হৌ, কিন্তু কুত্র যাবঃ যতঃ এতয়োর্ভাসা কান্ত্যা এব সর্ব্বং ব্যোমনিরুদ্ধং ইতি হেতোঃ কম্পৈঃ করণৈঃ সদা এবাশ্চর্য্যাশ্চর্য্যা পাণ্ডুবর্ণ মেঘ বৃষ্টি-চ্ছলাৎ পাণ্ডুভূয় তৌ আকাশবর্ত্তি বিদ্যুন্মেঘৌ চিক্রিন্দিষু রোদনেচ্ছু অভূতাং ॥১০॥

উৎপ্রেক্ষান্তরমাহ। কিম্বা বিদ্যুন্মেঘৌ রাধাকৃষ্ণয়ো ঘর্ম্মাপনুত্যৈ স্বুবর্ণযুক্ত নীলাশ্মমণিনা দিব্যচ্ছত্রীভাবং প্রাপ্য পাণ্ডুবর্ণ মেঘবর্ষা মিষাৎ বৈবর্ণ্যাশ্রু উহতুঃ। গদ্‌গদোদান্ মন্দ্রধ্বানেন ইমৌ রাধাকৃষ্ণৌ অস্তুবাতাং ॥১১॥

স্পর্দ্ধা করিবার সম্ভাবনাও কি প্রাপ্ত হয় নাই?—না, এরূপ স্পর্দ্ধা করিবার তাহাদের সম্ভাবনা নাই। কারণ, কোথায় এক সংখ্যা আর কোথায় অপরিমিত পরার্দ্ধ সংখ্যা, তুলনার সম্ভাবনা কোথায়? ॥৯॥

তখন আকাশস্থিত বিদ্যুন্মেঘ যেন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল —'এই যে শ্রীরাধা-সৌদামিনী ও শ্রীশ্যাম-জলধর বনভূমি উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজমান করিতেছেন, আমরা উঁহাদের উপরিভাগে অবস্থান করিবার যোগ্য নহি। কিন্তু যাই বা কোথায়! ঐ যে উঁহাদের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তি-মালায় সমস্ত বিমান-মার্গ নিরুদ্ধ হইয়াছে"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভয়ে ক্ষোভে কম্পান্বিত হইয়াই যেন তাহারা তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে জলধারা বর্ষণ ছলে ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥১০॥

অথবা সেই বিমান-সঞ্চারী বিদ্যুন্মেঘ দেখিয়া বোধ হইল যেন

ঊর্দ্ধোর্দ্ধোরু শ্যামশাখা সহস্রৈঃ
পীতৈঃ পুষ্পৈঃ স্যন্দমানৈর্মরন্দৈঃ।
শম্পাম্ভোদ শ্রীজয়িন্যাং বিশন্তৌ
নীপাটব্যাং রেজতুস্তৌ লসন্তৌ ॥১২॥
মধ্যে তস্যা যা মণী কুট্টিমাল্যো
দ্রাঘীয়স্যঃ কৃষ্ণমুদ্প্রভূতাঃ।
তা বিন্দদ্ভ্যেঽহর্নিশং শীধুবৃষ্টিং
জাগ্রত্যো সত্যাঙ্ঘিপাতৈর্য্যেব পাল্যাঃ ॥১৩॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ কদম্বাটব্যাং বিরেজতুঃ। কথম্ভূতায়াং শ্যামশাখা সহস্রৈঃ এবং পীতপুষ্পৈঃ এবং মরন্দৈশ্চ করণৈঃ বিদ্যুন্মেঘয়োঃ শ্রীজয়িন্যাং ॥১২॥

তস্যাঃ কদম্বাটব্যা মধ্যে দ্রাঘীয়স্যঃ দীর্ঘতরাঃ মণিকুট্টিমশ্রেণ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধানন্দস্য "কেয়ারী" ইতি প্রসিদ্ধা প্রভূতাঃ অতএব তাঃ কুট্টিমশ্রেণ্যাঃ অহর্নিশং

উহারা শ্রীরাধা-শ্যামের নিদাঘ-তাপ-জনিত স্বেদাপসারণের নিমিত্তই উহাদের মস্তকের উপর সুবর্ণ-মণ্ডিত নীলকান্ত-মণির ছত্ররূপে শোভা পাইতেছে। তাহাতে নিজ সৌভাগ্যবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আনন্দভরে বৈবর্ণ্য অর্থাৎ বর্ষণোন্মুখ পাণ্ডুবর্ণতা ধারণ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে এবং মন্দ্রধ্বনিরূপ গদ্ গদ্ বাক্যে শ্রীরাধাশ্যামকে যেন স্তুতি করিতেছে ॥১১॥

বৃন্দাবনের অসামান্য বন-মাধুরী দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাশ্যাম কদম্ব-কাননে গিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই কদম্ব-তরু-নিচয়ের উর্দ্ধে উর্দ্ধে অবস্থিত শ্যাম-শোভন সহস্র সহস্র শাখায় শাখায় পীতবর্ণ প্রচুর পুষ্প বিকসিত হইয়া রহিয়াছে আর সেই প্রফুল্ল-পুষ্পস্তবক হইতে মন্দ মন্দ মকরন্দ বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে—আমরি! কি সুন্দর! দেখিলেই মনে হয় যেন উহারা দামিনী-দাম-মণ্ডিত নবঘনের শোভাকেও জয় করিয়া এক বিচিত্র মাধুরীর বিকাশ করিয়াছে ॥১২॥

সেই কদম্ব কাননের মধ্যে যে দীর্ঘতর মণিময় কুট্টিম বা বেদী

তৎপ্রান্তোত্থস্তম্ভবদ্দ্বিদ্বি বৃক্ষাঃ-
লগ্নচ্ছাখাশ্লেষিত্যা সংশ্লেষ ভঙ্গ্যা।
গোপানস্যাঙ্কিতাঃ সন্তি পুষ্প-
প্রালম্বাঢ্যা মারকত্যো বলভ্যঃ ॥১৪॥
তচ্ছাখালম্বিত দ্বিদ্বি শোন-
শ্রীমন্মুক্তাম্বুজরজ্জু প্রলম্বাঃ।

মকরন্দরূপ বৃষ্টিঃ নিরন্তরং যাসু তাঃ। তাদৃশবপ্রস্য সেচনমুক্তা রক্ষা যাসু। জাগ্রতা অলিপালা ভ্রমরশ্রেণী পালাঃ কদম্বতরুস্তাঃ সত্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥১৩॥

তাসাং বেদিনীনাং প্রান্তে উৎপন্না অথচ স্তম্ভতুল্যা যে দ্বিদ্বি বৃক্ষাঃ তেষাং উন্নত শাখানামন্যোন্যাশ্লেষ ভঙ্গ্যা অঙ্কিতা যুক্তাঃ "বাঙ্গলাঘর" ইতি প্রসিদ্ধা বলভ্যো ভান্তি। অত্র দার্ষ্টান্তে বলভী পদাভাবেঽপি অতিশয়োক্ত্যলঙ্কারাদেব তদধ্যো বোধ্যা উৎপ্রেক্ষা মাহ। বাড় ইতি প্রসিদ্ধয়া গোপানস্যা অঙ্কিতা মরকতমণি-নির্ম্মিত বলভ্য ইব। গোপানসীতি বড়ভীছাদনে বক্রদারুণি অমরঃ। প্রালম্ব-মৃজুলম্বিস্রাদি ইত্যমরঃ ॥১৪॥

সকল সারি সারি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, যেন উহা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের বপ্ররূপে শোভা পাইতেছে; আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের বিপুল আনন্দরাশিকে কে যেন নিবিড়তর করিয়া কৃত্রিম শ্রেণীরূপে 'কেয়ারী' করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! সেই বেদী গুলি প্রফুল্ল কদম্ব-কুসুমের মকরন্দধারায় দিবানিশ অভিষিক্ত হইতেছে এবং অতি রমণীয় ভ্রমরবৃন্দ বিনিদ্রভাবে তথায় অবস্থান করিয়া নিরন্তর তাহার রক্ষা বিধান করিতেছে ॥১৩॥

সেই সকল বেদীর দুইপ্রান্ত হইতে উৎপন্ন দুই দুইটা কুসুমিত কদম্বতরু স্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতেছে, তাহাদের উন্নত শাখা সমূহের পরস্পর আলিঙ্গন-ভঙ্গীতে গোপানসী-যুক্ত "বাঙ্গালাঘর" নামে প্রসিদ্ধ মরকত মণি নির্ম্মিত বল্লভী শ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে এবং তাহাতে বিকসিত কুসুমনিচয় প্রালম্ব অর্থাৎ মৃজুলম্বি বন্দনমালার ন্যায় সুশোভিত রহিয়াছে ॥১৪॥

হিন্দোলাল্যো দ্বিদ্বিসৌবর্ণপট্টী
জাতা বাতান্দোলিতাঃ সন্তি নিত্যং ॥১৫॥
পুষ্পৈঃ সূক্ষ্মশ্লক্ষ্ণচেলাস্তরস্থৈ
বৃন্তোন্মুক্তৈঃ কিঙ্করীভিঃ কলাভিঃ।
আচ্ছন্নাস্তাঃ সৌরভৈঃ সৌকুমার্য্যৈ
স্তাবাক্রষ্টুং সাধুশক্তিং দধাবুঃ ॥১৬॥

তস্তং শাখাসুলম্বিতা শোণা রক্তবর্ণা অতএব মুক্তাভিরামুক্তা বদ্ধা যে রজ্জবস্তৈঃ প্রণদ্ধাঃ হিন্দোলাশ্রেণয়ঃ বায়ুভিরান্দোলিতাঃ সত্যঃ নিত্যং সন্তি ॥১৫॥

সূক্ষ্ম কোমল বস্ত্রস্থ মধ্যস্থৈঃ বৃন্তোন্মুক্তৈঃ পুষ্পৈঃ কিঙ্করীভিরাচ্ছন্নাস্তা হিন্দোলাঃ স্বসৌরভাদিভিস্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ তদা আকৃষ্টুং শক্তিং দধুঃ ॥১৬॥

আমরি! সেই সকল বৃক্ষ-শাখায় লম্বিত রক্তবর্ণ পট্টসূত্রে শোভন মুক্তামালা-গ্রথিত রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ দুই দুইটী সুবর্ণ-পট্টি-সমন্বিত হিন্দোলা শ্রেণী নিরন্তর মৃদু মন্দ পবনান্দোলিত হইয়া তথায় নিত্য শোভা পাইতেছে ॥১৫॥ *

ললিত-কলা-কুশলা কিঙ্করীগণ সুরভি কুসুম-কলাপের অপেক্ষাকৃত কঠিনতর বৃন্তাংশগুলি ফেলিয়া দিয়া কেবল পরাগপূরিত সুকোমল দল নিচয় হিন্দোলিকা সমূহের উপর বিছাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার উপর সুকোমল সূক্ষ্মবসন আবৃত করিয়াছেন। এই জন্যই সেই হিন্দোলিকা-শ্রেণী তখন সৌরভে ও সৌকুমার্য্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার অতি চমৎকার শক্তি ধারণ করিয়াছে ॥১৬॥

---

* তথাহি পদ।—রাধাকুণ্ড সন্নিধানে, হর্ষ-বন্দ-বনে বকুল কদম্ব এক শ্রেণী। বাঁধিয়াছে দুইডালে, রক্তপট্ট ডোরি ভালে, মাঝে মাঝে মুকুতা বিজনি॥ পুষ্পদল চূর্ণ করি, সূক্ষ্ম বস্ত্র মাঝে ভরি, কুসুম তুলি নিরখিয়া। পাটার উপরে মুড়ি, চারিবন্ধ কোনা চারি, কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া॥ রাই-কর আকর্ষণ, করি অতি হর্ষ মন, তুলিলেন হিন্দোল উপরি। করপুটে আঁটি ডোরি, দোলাপাটে পদ ধরি, সমুখাসমুখী মুখ হেরি॥ হেনকালে সখীগণে, করি নানা রাগগানে, পুষ্পের আরতি শুরু কৈল। এ উদ্ধবদাস ভণে, সবে কৈল মিলনে অতিশয় আনন্দ বাড়িল॥ পঃ কঃ তঃ

মধ্যে তাসাং কাঞ্চিদঙ্কং পতাকাং
বীক্ষ্যারুহ্য শ্যামধামা বিরেজে।
শোভাদেব্যা সেব্যমানামিবৈতাং
মন্যে মূর্ত্তানন্দ এবাধ্যতিষ্ঠৎ ॥১৭॥

কর্ষন্ কান্তাং হর্ষবর্ষাসু সম্যক্
তিম্যন্ হস্তালম্বমালম্বমানাং।
উত্থাপ্যৈতাং স্বাগ্রতো জাগ্রতঃ কিং
প্রেম্ণো বাপীমাপিপৎ স্বাভিমুখ্যং ॥১৮॥

তাসাং হিন্দোলা-শ্রেণীনাং মধ্যে অঙ্কং পতাকাং কাঞ্চিং হিন্দোলাং শ্রেষ্ঠাং বীক্ষ্যারুহ্য শ্যামধামা কৃষ্ণঃ বিরেজে। এতাং হিন্দোলাং ॥১৭॥

হর্ষরূপবর্ষাসু সম্যক তিম্যন্ তিমিতুং আর্দ্রীভবিতুং কৃষ্ণঃ কান্তাং আকর্ষন্ স্বাগ্রতঃ উত্থাপ্য কিং জাগ্রতঃ প্রেম্ণঃ রাধিকারূপবাপীং স্বাভিমুখ্যং আপিপৎ প্রাপয়ামাস ॥১৮॥

সেই হিন্দোলিকা-শ্রেণীর মধ্যে পতাকা-শোভিত একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দোলিকা দেখিয়া শ্রীশ্যাম-সুন্দর তাহার উপর আরোহণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন শোভাদেবীর সেব্যমানা হিন্দোলার উপর মূর্ত্তিমান আনন্দ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥১৭॥

নাগরেন্দু শ্রীকৃষ্ণ হর্ষ-বর্ষায় সম্যক্‌রূপে অভিষিক্ত হইবার নিমিত্ত হস্তাবলম্বনকারিণী কান্তাকে স্বীয় হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া হিন্দোলিকার উপর উঠাইয়া লইলেন এবং আপনার অভিমুখে উপবেশন করাইলেন। আমরি! তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, সেই মূর্ত্তানন্দ মাধব, রাধিকারূপ বিনিদ্র প্রেমের সরসীকে নিজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন ॥১৮॥ *

* অথ শ্রাবণ শুক্লপক্ষে হিন্দোল-লীলোচিত শ্রীগৌরচন্দ্র তথাহি পদ।—"দেখ দেখ ঝুলত গৌরকিশোর। সুরধুনীতীর, গদাধর সঙ্গ হি, চাঁদ রজনী উজোর॥ শাঙন মাস মগন, ঘন-গরজন, ঝলাপত দামিনী মাল। রিমিঝিমবারি, পবন মৃদুমন্দ

পুষ্পবল্যারাত্রিকেণাস্য-পদ্ম-
দ্বন্দ্বং নীরাজ্যালিসঙ্ঘঃ সগানং।
হারোষ্ণীষাদ্যপয়ন্ সুস্থিতত্বং
স্রক্ তাম্বূলস্থাসকৈঃ পর্য্যচারীৎ ॥১৯॥
কাঞ্চ্যামুক্তপ্রাঞ্চিশাট্যঞ্চলাগ্রে
কিঞ্চিৎ পৌর্ব্বাপর্য্যতোঽঙ্ঘ্রী বিধৃত্য।
কুঞ্চীভূয়াদায় দোলাং ক্ষিপন্ত্যা
বস্থাতাং দ্বে দিশৌ প্রাণসখ্যৌ ॥২০॥

আলিসঙ্ঘঃ পুষ্পারাত্রিকেণ সগানং যথাস্যাত্তথা তয়োর্মুখপদ্ম দ্বন্দ্ব নীরাজ্য আরোহণ সময়ে বিপর্য্যস্তং হারোষ্ণীষাদিষু স্থিতত্ব মাপয়ন্ পর্য্যচারীৎ স্থাসকঃ খোর ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥১৯॥

হিন্দোলায়া দ্বে দিশৌ অনুবয়োর্দিশোঃ প্রাণসখ্যৌ কুঞ্চীভূয় দোলামাদায় ক্ষিপন্ত্যৌ সত্যৌ অস্থাতাং। কথম্ভুতে সম্যক্ তয়া দোলনার্থং কাঞ্চ্যা আমুক্তঃ বদ্ধঃ প্রকর্ষেণ পুঞ্জিতঃ শাট্যঞ্চলাগ্রো যয়োঃ ॥২০॥

অতঃপর সখীগণ সময়োচিত গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরাত্রিক দ্বারা শ্রীরাধাশ্যামের বদন-কমলদ্বয়ের নিম্মঞ্ছন করিতে লাগিলেন এবং আরোহণ সময়ে বিপর্য্যস্ত হার ও উষ্ণীষাদি যথা পূর্ব্বক সুবিন্যস্ত করিয়া মাল্য, তাম্বূল ও চন্দনাদিচর্চ্চার দ্বারা সুচারু পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

পরে হিন্দোলিকার দুইদিকে দুই প্রাণসখী সম্যক্ প্রকারে দোলাইবার নিমিত্ত কাঞ্চীর সহিত স্ব স্ব পরম রমণীয় পট্টশাটীর

হি, গঙ্গ তরঙ্গ বিশাল ॥ বিবিধ সুরঙ্গ, রচিতহি দোলা, খচিত কুসুমচয়-দাম। বটতরুডালে, ডোর করি বন্ধন, মাতলি গুচ্ছ সুঠাম। বৈঠল গৌর, বামে প্রিয় গদাধর, ঝুলন রঙ্গরসে ভাস। সহচর মেলি, ঝুলায়ত মৃদুমৃদু দোলা ধরি দুইপাশ ॥ বাজত মৃদঙ্গ, পুরব রস গায়ত সঙ্কীর্ত্তন সুখরঙ্গ। সহ নিত্যানন্দ, শান্তিপুর নায়ক, হরিদাস শ্রীনিবাস অঙ্গ ॥ পুরুষোত্তম সঞ্জয় আদি বরিখত কুঙ্কুম চন্দন ফুল। উদ্ধব দাস, নয়নে করু হেরব, গৌর হোয়ব অনুকূল ॥ পঃ কঃ তঃ

অন্যে ধন্যে তিষ্ঠতঃ স্মেক্ষমাণে
ধৃত্বা পাণ্যোঃ পুণ্যতাম্বূলবীট্যৌ।
যন্নোরাস্যাম্ভোজয়োরর্পয়ন্ত্যৌ
যোগোপান্তে মঙ্ক্ষু লব্ধাবকাশে ॥২১॥

অন্যে সখ্যৌ পাণ্যোশ্চারুতাম্বূলবীট্যৌ ধৃত্বা তাম্বূলদানার্থং সাবধানতয়া ঈক্ষমাণে অতিষ্ঠতঃ। কথম্ভূতে সখীভ্যাং অন্যাদৃতয়া কৃতবেগস্য উপান্তভাগে অর্থাৎ যত্র বেগঃ স্থিরীভবতি তত্রৈব শীঘ্রলব্ধাবকাশে সতি রাধাকৃষ্ণয়োঃ রাস্যাম্ভোজয়োঃ অর্পয়ন্ত্যৌ যদা তু সখীভ্যাং বিনৈব রাধাকৃষ্ণাভ্যাং স্বয়মেব কৃতেঽতি বেগে সতি তদা তাম্বূলদানং নাস্তীতি বোধ্যং ॥২১॥

অঞ্চলপ্রান্ত বাঁধিয়া এবং কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎক্রমে পদদ্বয় বিবৃত করিয়া দাঁড়াইলেন অনন্তর তাঁহারা কুব্জীভূত হইয়া দোলা ধরিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ২০॥

আর দুইসখী করকমলে সুচারু তাম্বূল বীটিকা ধারণপূর্ব্বক দোলার উভয় পার্শ্বে থাকিয়া সাবধানে তাম্বূল প্রদানের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে যেমন সেই বেগের অবসান ঘটে, অমনই আশু অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা শ্রীরাধা-শ্যামের বদন-কমলে তাম্বূলবীটিকা অর্পণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন সখীগণের সাহায্য ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বয়ংই অতিবেগে হিন্দোলা দোলাইতে থাকেন তখন, আর তাম্বূল-দানের সম্ভাবনা থাকে না ॥২১॥ *

* তথাহি পদ।—যত সেবাপরা, সখী সুচতুরা কি দিব উপমা তার। অতি অনুরাগে, মাঝে বাঁধি পাগে, সাজয়ে বিবিধ হার॥ আনন্দ অতুল, কর্পূর তাম্বূল, দিয়া মুখ পানে চায়। হরষিত চিতে, দোলা দোলাইতে, ললিতা বিশাখা চায়॥ শাটীর অঞ্চল, কটীতে বন্ধন, সুছান্দে কিঙ্কিণী দিয়া। চক্র হৈয়া কাছে, রঙ্গে আগে পাছে, দুইপদ আরোপিয়া॥ আর দুই সখী, সময় নিরখি, হিন্দোলা বিশ্রাম স্থানে। তাম্বূল সম্পুটে, লঞা করপুটে, এ দাস উদ্ধব ভণে॥ পঃ কঃ তঃ

আল্যো মান্যাঃ প্রেমবন্যা ইবান্যাঃ
পর্ব্বশ্রীলাঃ সর্ব্বতঃ সাধুশীলাঃ ।
হস্তোদস্তৈঃ শস্তরাগৈঃ পরাগৈ
শ্চক্রুর্বৃষ্টিং দৃষ্টিমাপয্য হৃষ্টাং ॥২২॥
দেব্যস্ত্বিষ্টং মানয়ন্ত্যঃ স্বদিষ্টং
তৌ পশ্যন্ত্যঃ শুন্ত্য এবাখিলাধিং ।
জাতস্তম্ভা অপ্যসম্ভাবিতাশা
দিব্যা তেনুঃ পুষ্পবর্ষং সতর্ষং ॥২৩॥

অন্যাঃ মান্যাঃ ললিতাদ্যা আল্যঃ পর্ব্বশ্রীলাঃ উৎসবসম্পত্তিবিশিষ্টাঃ সত্যঃ হস্তাভ্যাং উদস্তৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ প্রশস্তরাগযুক্তৈঃ পরাগৈঃ করণৈঃ বৃষ্টিং চক্রুঃ স্বস্য দৃষ্টিং প্রাপয্য ॥২২॥

তৌ রাধাকৃষ্ণৌ পশ্যন্ত্যঃ অতএব স্বস্য দিষ্টং ভাগ্যং ইষ্টং ধন্যং মানয়ন্ত্যঃ কৃষ্ণেন সহ বিহারে অসম্ভাবিতাশা অপি জাতস্তম্ভাঃ সত্যঃ দিবি সতর্ষং যথাস্যাত্তথা পুষ্পবর্ষমাতেনুঃ । কথম্ভূতাঃ আখিলাধিং শুন্ত্যঃ খণ্ডয়ন্ত্যঃ ॥২৩॥

অপরা প্রেমবন্যা স্বরূপা সর্ব্বত সাধুশীলা ললিতাদি মাননীয়া সখীগণ উৎসব-শ্রী-বিশিষ্টা হইয়া এবং স্ব স্ব নয়ন-চকোরকে হর্ষামৃত বিভোর করিয়া শ্রীরাধা-শ্যামের উপর অঞ্জলি ভরিয়া রাগযুক্ত পরাগবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥২২॥

বিমানচারিণী দেবাঙ্গনাগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই অপূর্ব্ব হিন্দোলা লীলা দর্শন করিয়া স্ব স্ব ভাগ্যকে ধন্য মানিতে লাগিলেন। সেই অখিলাধি-প্রশমিনী দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ সহ বিহারে একান্ত অভিলাষিণী হইলেও গোপীদেহ প্রাপ্তির অভাবে তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও সাত্ত্বিক ভাবাবেশে স্তম্ভিতা হইয়া তাঁহারা দিব্য কুসুম স্তবক বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥ *

* তথাহি পদ।—মনের আনন্দ, সখী মন্দ মন্দ, ঝলমত দুহু মুখে। বেশ অবশেষে পাইয়া অবকাশে, তাম্বুল দেই মুখে॥ আর সখীগণ, সুগন্ধি চন্দন, পরাগাদি লৈয়া করে। নাগর নাগরী, অঙ্গের উপরি, বরিষে আনন্দ-

তৎসঙ্গিন্যো বিপ্রুষো বৃষ্যমাণা
হৃষ্যন্মেঘৈস্তন্মকরন্দত্বমাপুঃ ।
রামারাজেরঙ্গসঙ্গাত্তদীয়ৈ-
র্মুক্তাবৃন্দৈরপ্যবিন্দন্ত মৈত্রীং ।২৪।।
কৃষ্ণোদঞ্চৎ সৌরভব্রাতমাদ্য-
দ্ভৃঙ্গশ্রেণীস্তোত্রভাজা মুখেন ।
গীতৈর্নীতৈর্মাধুরীং সাধুরীতি
চ্ছায়ামাচ্ছাদ্য দ্যোততে স্মালিপালী ।।২৫।।

* হর্ষযুক্তমেঘৈঃ বৃষ্যমাণাঃ বিপ্রুষো বিন্দবঃ পুষ্পসঙ্গিন্য সত্যঃ তেষাং পুষ্পাণাং মকরন্দত্ব মাপুঃ। যস্মাৎ রামাশ্রেণ্যাঃ অঙ্গসঙ্গাৎ তাসামঙ্গস্থ মুক্তাবৃন্দৈঃ সহ মৈত্রীং অপ্যবিন্দন্তঃ ।।২৪।।

আলিশ্রেণী বীণাদিকং বিনৈব মুখেন গীতৈঃ অতএব মাধুরীং নীতৈঃ প্রাপিতৈঃ করণৈঃ সাধুরীতি যথাস্যাত্তথা দ্যাং স্বর্গমাচ্ছাদ্য দ্যোততে ।।২৫।।

তৎকালে গগনস্থ মেঘ হর্ষযুক্ত হইয়া যে জলকণা-নিকর বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা সেই বর্ষিত কুসুম-কলাপের সহিত মিলিত হইয়া মকরন্দত্ব প্রাপ্ত হইল এবং ব্রজরামাবৃন্দের দিব্য অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করিয়া সেই জলবিন্দু নিচয় নির্ম্মল মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।—বোধ হইল যেন, তাহারা ব্রজ-বিলাসিনীদের অঙ্গশোভি মুক্তা-ভূষণের সহিত অপূর্ব্ব মৈত্রী বিধান করিতেছে ।।২৪।।

লীলা-সহায়িনী সখীগণ বীণাদি যন্ত্রের সংযোগ-ব্যতীত কেবল মুখেমুখেই এমন সুমধুর গীত করিতে লাগিলেন যে, তাহার লয় মূর্চ্ছনাদি স্বরলোক অবধি সুন্দররূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং গানকালে তাঁহাদের বদন কমলের যে জৃম্ভা প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে অনুপম সৌরভ নিঃসৃত হইয়া চারিদিক এমনই আমোদিত করে ॥ কোন সখীগণ, করয়ে নর্ত্তন, মোহন মৃদঙ্গ বায়। বিবিধ যন্ত্রেতে, রাগতান তাতে, আলাপি সুস্বরে গায় ॥ হেরিয়া বিহ্বল দেবনারীকুল, ঊর্দ্ধপথে সবে রহে। পুষ্প বরিষণ করে অনুক্ষণ, এ দাস উদ্ধবে কহে ॥

গীঃ কঃ তঃ

নৃত্যং ভেজুর্হারতাটঙ্ক মাল্যা-
স্ত্যাতোদ্যত্বং কিঙ্কিণী নূপুরাদ্যাঃ।
বক্তে্র স্মিত্বা সভ্যতামন্দদাতে
যূনোর্দোলানন্দ-চন্দ্রে-প্রবৃদ্ধে ॥২৬॥
অন্যোন্যাঙ্গ-প্রোচ্ছলৎ কান্তি-সিন্ধো-
র্বীচীব্রাতা মন্দ হিন্দোলিকাসু।

যূনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ দোলাবিহার-জন্যানন্দচন্দ্রে প্রবৃদ্ধে সতি তয়োঃ হারতাটঙ্কমাল্যানি নৃত্যং ভেজুঃ। কিঙ্কিণ্যাদ্যাঃ আতোদ্যত্বং নৃত্যোপযোগিবাদ্যত্বং ভেজুঃ। এবং তয়োর্বক্তে্র স্মিত্বা নৃত্যে সভ্যতাং আদদাতে ॥২৬॥

হিন্দোলিকায়াং রাধাকৃষ্ণয়োর্দোলনং বর্ণয়িত্বা তয়োঃ কান্তিরূপ হিন্দোলিকায়াং রাধাকৃষ্ণয়োরেব পরস্পর নেত্র-মেলনং বর্ণয়তি অন্যোন্যেতি। দ্বয়োঃ কান্তি সমুদ্রস্য তরঙ্গসমূহরূপা মন্দহিন্দোলিকাসু প্রাপ্ত আন্দোলো যথা এবম্ভূত্রা যা পরস্পর নেত্ররূপারবিন্দস্য শ্রীঃ শোভা তস্যাঃ সমূহৈঃ আল্যঃ আঢ্যতাং

করিতেছে—পরিমললুব্ধ অলিকুল আকুল হইয়া সেই শ্রীমুখ-কমলের নিকটই অনবরত গুঞ্জন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন ভৃঙ্গকুল সেই ব্রজসুন্দরীর শ্রীমুখের স্তুতি কীর্ত্তন করিতেছে ॥২৫॥

এইরূপে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দোলা-বিহার জন্য আনন্দ-চন্দ্র যতই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাঁহাদের হার তাড়ঙ্ক ও মাল্যাদি নৃত্য করিতে লাগিল, আর কিঙ্কিণী ও নূপুরাদি সেই নৃত্যের তালে তালে সুমধুর বাদ্য করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের বদনাম্বুজের মৃদু হাসি তখন সেই নৃত্য-সভার যেন সভ্যরূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥২৬॥

শ্রীরাধা-শ্যাম হিন্দোলার উপর দুলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের অনবদ্য শ্রীঅঙ্গের সুষমা রাশি ঝলকে ঝলকে উছলিয়া পড়িতে লাগিল,—যেন তখন উচ্ছ্বলিত কান্তি-সিন্ধুর তরঙ্গরূপ অমন্দ হিন্দোলায় পরস্পরের নয়ন-কমল ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল। আমরি! মরি! নয়ন-কমলের সেই অপরূপ শোভা মাধুরীতে সখীগণ

প্রোপ্তান্দোলাক্ষোহস্য নেত্রারবিন্দং
শ্রীনন্দোহৈরাদ্য শ্রীমাপুরালাঃ ॥২৭॥
ইত্থং চেতঃ স্বেতয়ো দোলয়ন্ যৎ
কামো বামোহ প্যন্তরায়ং ন চক্রে।
লীলাশক্তে রেব তত্র প্রভাবঃ
কোহপ্যোজস্বী হেতুরিত্যাহুরার্য্যাঃ ॥২৮॥
দোলারজ্জ্বালম্বশাখে খলোদ্য-
দেতৌ চঞ্চৎ-পঞ্চশাখাগ্রাগাভিঃ।
পুষ্পাঢ্যাভিঃ পল্লবালীভিরিষ্টৈঃ
সেবেতে স্বামোদনৈ বীজনৈঃ কিং ॥২৯॥

প্রোপুঃ। তথা চ দোলন সময়ে পরস্পর কান্তিদর্শনোত্থানন্দেন তয়োঃ শোভাতিশয়ঃ দৃষ্ট। সখ্যোহপি আনন্দিতা বভূবুরিতিভাবঃ ॥ ২৭॥

বামঃ প্রতিকূলঃ কামঃ ইত্থং অনেন প্রকারেণ এতয়োশ্চিত্তং দোলয়ন্ যৎ অন্তরায়ং ন চক্রে তত্র লীলাশক্তেরেব কোহপি ওজস্বীপ্রভাব এব হেতুঃ ইতি আর্য্যা আহুঃ ॥২৮॥

উৎপ্রেক্ষামাহ। দোলা-সংযুক্তরজ্জোরালম্বনে যে শাখে কক্ষভূতে স্বসা পল্লবালীভিঃ এতৌ রাধাকৃষ্ণৌ কণ্ঠভূতৌ কিং আমোদনৈঃ সুগন্ধবিশিষ্টৈ বীজনৈঃ

পরমাপ্যায়তা লাভ করিলেন। ফলতঃ দোলন সময়ে পরস্পরের রূপ-মাধুরী দর্শন জনিত আনন্দোদয়ে নাগরিণীমণি শ্রীরাধা ও নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের শোভাতিশয় দেখিয়া সখীগণও অতীব আনন্দিতা হইলেন ॥২৭।

এইরূপে শ্রীরাধা-শ্যাম পরস্পর রূপ লহরী-দোলায় নয়ন-কমল দোলাইতেছেন বটে, কিন্তু লীলা-প্রতিকূল কাম, তাঁহাদের উভয়ের চিত্ত-সরোজকে পুনঃপুন আন্দোলিত করিয়াও হিন্দোলা-লীলার কিছুমাত্র অন্তরায় ঘটাইতে পারিল না। আর্য্যগণ বলেন লীলাশক্তির অনির্বচনীয় ওজস্বী প্রভাবই ইহার হেতু ॥২৮॥

যে তরু-শাখা-যুগলে দোলার রজ্জু সংযুক্ত আছে সেই শাখাদ্বয়ও দোলার বেগে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে হইল,—যেন সেই শাখা-

তত্তৎপত্রাল্যন্তরানন্তশিল্প-
প্রোতান্ ধর্ত্তুং চঞ্চলান্ মাল্যখণ্ডান্ ।
যত্নৈর্ভৃঙ্গা নাশকন্ যদ্‌ভ্রমন্ত-
স্তত্রাগুঞ্জন কেবলং সাপি শোভা ॥৩০॥

দোলাবেগাধিক্যকামৌ স্বপদ্ভ্যা-
মাক্রম্যৈতাং স্বাবনত্যায়তিভ্যাং ।
স্বং স্বং সর্ব্বাঃ কৌশলং দর্শয়ন্তৌ
প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতুস্তৌ ॥৩১॥

সেবেতে । কণস্তুতাভিঃ স্বশাখায়া লৌলাদেবোচ্চঞ্চল বিস্তারযুক্তশাখায়া অগ্রগাভিঃ । মেষেণ পক্ষশাখা এব পক্ষশাখঃ পাণি । পচি বিস্তারে ধাতুঃ ॥২৯॥

তত্তচ্ছাখাস্থপত্রশ্রেণীনাং মধ্যে মধ্যে বহুশিল্পেন প্রোতান্ মাল্যখণ্ডান্ হিন্দোলয়া সহ দোলতস্তান্ ভৃঙ্গা ধর্ত্তুং নাশকন্ কিন্তু ভ্রমন্তঃ সন্তস্তত্র কেবলং অগুঞ্জন্ অতএব মাল্যানাং পশ্চাৎ ভ্রমরাণাং ভ্রমণরূপা সা শোভাপি ॥৩০॥

দোলা বেগস্যাধিক্য কামৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অতএব স্বপদ্ভ্যাং দোলাং আক্রম্য স্বস্বাবনত্যায়তিভ্যাং স্বং স্বং কৌশলং সর্ব্বাঃ সখীঃ দর্শয়ন্তৌ প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতুঃ ॥৩১॥

দ্বয়—সেবাপরা সখী-যুগলরূপে স্বীয় করাগ্রবর্ত্তি বিস্তার-যুক্ত পুষ্প-ভূষিত পল্লবরাজি রূপ সুরভি ব্যজন দ্বারা শ্রীরাধাশ্যামের সেবা করিতেছে ।২৯॥

সেই তরু-শাখাস্থিত পত্র-কিশলয়ের মাঝে মাঝে অনন্ত-শিল্প-কলা-কৌশলে গ্রথিত চঞ্চল মাল্যখণ্ড সকল হিন্দোলার সহিত দুলিতেছে, প্রমত্ত ভৃঙ্গনিচয় তাহা ধরিবার জন্য পুনঃপুন চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারিতেছে না। ভ্রমণ করিতে করিতে কেবল তথায় গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আহা! মাল্যখণ্ডের পশ্চাতে পশ্চাতে গুঞ্জনশীল ভ্রমরের ভ্রমণ তখন বাস্তবিক অনুপম শোভার সৃষ্টি করিল ॥৩০॥

দোলা অপেক্ষাকৃত অধিকবেগে দোলাইবার অভিলাষে শ্রীরাধা-

হিন্দোলায়া রংহসী বিন্দমানে
পর্য্যায়েণ দ্বে দিশৌ স্তৌ যদন্তৌ ।
প্রাপ্যোর্দ্ধাধঃ স্থায়িনোঃ খেলতোঃ সা
যূনোঃ কান্তিঃ কৌতুকং কাপি তেনে ॥৩২॥

রাধা-হারং সংস্পৃশন্ কৃষ্ণবক্ষ-
শ্চক্রে নৃত্যান্যেকতো দিশ্যুদারং ।
অন্যত্রাস্যাঃ কঞ্চুকীং শ্লিষ্যতিস্ম
স্রক্ তস্যা পীত্যা যথু মোদমাল্যঃ ॥৩৩॥

হিন্দোলায়া রংহসী বেগৌ পর্য্যায়েণ দ্বে দিশৌ বিন্দমানে প্রাপ্নুবত্যৌ স্তঃ। যস্য বেগস্য দ্বৌ অন্তৌ প্রাপ্য ঊর্দ্ধাধঃস্থায়িনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ যূনোঃ সা প্রসিদ্ধা কাপি কান্তিঃ কৌতুকং তেনে ॥৩২॥

একতো দিশি নৃত্যানি চক্রে। অন্যত্র দিশি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি ॥৩৩॥

শ্যাম পদযুগল দ্বারা দোলা আক্রমণ পূর্ব্বক দেহের অবনতি ও উন্নতি দ্বারা স্ব স্ব দোলন-কৌশল দেখাইয়া সখীগণকে প্রেমানন্দে বিভোর করিলেন ॥৩১॥

শ্রীরাধা-শ্যাম পরস্পর অভিমুখে দোলার উপর উপবেশন করিয়াছেন। দোলা পর্য্যায়ক্রমে দুইদিকে বেগে দুলিতেছে বেগের অন্তসীমা প্রাপ্ত হইয়া দোলা যেমন উর্দ্ধগত হইতেছে অমনই এক-বার শ্রীরাধার নীচে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যবার শ্রীকৃষ্ণের নীচে শ্রীরাধা থাকিতেছেন। এইরূপ ক্রীড়াপর যুবক-যুবতীর শোভা তখন সখীদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব কৌতুক বিস্তার করিতে লাগিল ॥৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ নিম্নদিকে থাকিবার সময় শ্রীরাধার হার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া একদিকে নাচিতে লাগিল এবং শ্রীরাধা নিম্নদিকে থাকিবার কালে শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তী মালা শ্রীরাধার কঞ্চুলিকা স্পর্শ করিয়া সুন্দরভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আহা! সে মনোহর দৃশ্য দেখিয়া সখীগণ পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥ *

* তথাহি পদ।—দোলা অতিশয় বেগনা হি,দুহু নিজ নিজ পদযুগে চাপি।

অন্যোঽন্যাঽদর্শ দৃষ্টস্ব-ভাসো-
রন্যোঽন্যানালোকজ-ক্লান্তিভাজোঃ ।
তর্হ্যান্যোন্য-শ্বাসভূমাভিবর্ধা-
দন্যোন্যং সন্দ শ্য তৌ হৃষ্যতঃ স্ম ॥৩৪॥

পরস্পরাঙ্গরূপাদর্শে দৃষ্ট্বা স্বকান্তিযাভ্যাং তথাভূতয়োঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠিতা রাধা তস্যাঙ্গে স্বমেব পশ্যতি ন তু কৃষ্ণং। এবং শ্রীকৃষ্ণোঽপি এবং ক্রমেণ পরস্পরানালোকন জন্য দুঃখভাজো তয়োস্তদানীমেব বিরহদুঃখেনান্যোন্য

আমরি! ঐ দেখ, দোলার উপর মরকত-মুকুরের সম্মুখে মনোহর কনক-মুকুর কেমন অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে! কান্ত দর্শনোৎ কণ্ঠিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-মুকুরে নিজেরই শ্রীমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণকে কনক-গৌরী শ্রীরাধাঙ্গ-মুকুরে নিজ নটবর মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে পরস্পরের অদর্শনে পরস্পরের হৃদয়ে দুঃখানল ধূমায়িত হইয়া উঠিল—উদ্দীপ্ত বিরহের মর্ম্মদাহি দুঃখে যেমন উভয়ে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন অমনই উভয়ের স্বচ্ছ শ্রীঅঙ্গ দর্পণ বিষাদের ছায়াপাতে ঈষৎ মলিনভাব ধারণ করিল। তখন আর পরস্পর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না—উভয়ে উভয়কে দেখিয়া হর্ষ-মুগ্ধ হইলেন ॥৩৪॥ *

দুহু করো ডার হু ডোর ঝুলায়ত, গাওত মধুর আলাপি॥ একবেরি উধ উঠ, তহি পুনঃ অধঃ, খরতর চালয়ে দোল। দুহু রূপমাধুরী, হেরইতে সহচরী, পরমানন্দে বিভোল॥ শ্যামর গৌরী, পুন শ্যামর করহু উপর কভু হেট। অনুপম কান্তি কৌতুক সুবিথারল, দুহুক হার দুহু ভেট॥ রাইক মোতিমা, হার, শ্যাম উরে নৃত্য করল পরতেক। কানু বনমাল, রাই কুচ-কঞ্চুকে, আলিঙ্গন অভিষেক॥ ঝুলাইতে ঐছন, শোভন সখীগণ, হেরইতে আনন্দ হোই। উদ্ধবদাস ভন, কো কহু নিজজন, চামর ঢুলায়ত কোই॥ পঃ কঃ তঃ

* তথাহি পদ।—যব দুঁহু নিজপদে চালাহি ডোর। সখী না ঝুলায়ই তেজল ডোর॥ হেরত দোঁহা দোঁহে নয়ন বিভোর। দুহুঁ তনু মুকুরে হেরই

ইত্থং লীলাবারিধিঃ কৌতুকিত্বা-
দত্যুদ্রেকং রংহসো নির্ম্মিমাণঃ।
পৃষ্টাস্পৃষ্টোত্তুঙ্গ পর্য্যন্ত শাখা
পত্রালীকাং তাং চকারেব ভীতাং ॥৩৫॥

মৈবং মৈবং মাধিকং হন্ত দোলে-
ত্যুক্তিং ভস্যাস্তৎ সখীনাঞ্চ শৃণ্বন্।
স্মিত্বা স্মিত্বা বর্দ্ধয়ন্নেব দোলা
জঞ্জালত্বং মাধবো ভ্রাজতে স্ম ॥৩৬॥

স্থাস ত্বসম্পর্কাৎ পরস্পরং সাদৃশ্য তৌ দৃশ্যেতেঽস্ম। শ্যামেনাঙ্গরূপদর্পণস্যাব-রণাৎ প্রতিবিম্বো ন দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ ॥৩৪॥

ইত্থং লীলাবারিধিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কৌতুকীত্বাৎ বেগস্যাত্যুদ্রেকং নির্ম্মিমাণঃ স তাং রাধাং ভীতাং চকার। কথম্ভূতাং বেগস্যাধিক্যাৎ পৃষ্ঠদেশেন আস্পৃষ্টা উত্তুঙ্গাগ্র-শাখায়াঃ পত্রশ্রেণী যয়া ॥৩৫॥

হে কৃষ্ণ! ত্বং এবং মা দোল দোলায়াঃ জঞ্জালত্বং বেগবত্বং বর্দ্ধয়ন্ ॥৩৬॥

এইরূপে লীলা-সাগর শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক-পরবশ হইয়া দোলার বেগ বৃদ্ধি করিয়া যেমন দোলা দোলাইতে লাগিলেন অমনই বেগাধিক্যবশতঃ দোলা উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইতে লাগিল, তাহাতে অতি উচ্চ নীপশাখার পত্র-শ্রেণী শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করায় কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা পতনাশঙ্কায় অতিমাত্র ভীতা হইলেন ॥৩৫॥

শ্রীরাধাকে ভয়-বিহ্বলা দেখিয়া সখীগণও অত্যন্ত শঙ্কাকুলা হইলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে "এরূপভাবে দোলাইও না, ওহে নিঠুর!

দুহু অঙ্গ। দুহুরূপ হেরি দুহু হেরই না পায়। দরশন ভঙ্গে খেদ জন্মায় ॥ তেঁবলে ছোড়ল দীঘ নিশ্বাস। দুহু অঙ্গ মিলনরূপ পরকাশ ॥ পুন ধনি হরষে কানু মুখ হেরি। উলসি হিন্দোলা চালায়ে পুন বেরি ॥ রতন দোলে ধনি চমকয়ে জানি। সখী নিষিধয়ে হরি নিষেধ না মানি ॥ পুনঃ কহে কি করহ চঞ্চল কানাই। মন্দ ঝুলায় আকুল ভেল রাই ॥ শুনিয়া না শুনে অতিবেগে ঝুলায়। উদ্ধবদাস মিনতি করু তায় ॥ পঃ কঃ তঃ

বন্ধাদ্বেণী-বিচ্যুতা নাবগুণ্ঠ-

স্তস্থৌ মূর্দ্ধ্নি ব্যস্ততাভূষণানাং।

পাদৌ শাটী নাপ্যধাদিত্যমুষ্যা

বৈয়গ্র্যে হা জাহসীতিস্ম কৃষ্ণঃ ॥৩৭॥

ইত্থং স্বাঙ্কো স্তুপ্যন্তো রংহসা তাং

বিত্রস্তাক্ষীমাসনাদ্ভ্রংশয়িত্বা।

মূর্দ্ধ্নি অবগুণ্ঠনঃ ন তস্থৌ। বায়ুনা অন্তরীণ বস্ত্রস্যোত্তোলনাশঙ্কয়া পদ্ভ্যাম্ আক্রান্ত্যো যা শাটী সাপি পাদৌ নাপ্যধাৎ ন আচ্ছাদিতবতী ইতি অমুষ্যা রাধায়া বৈয়গ্র্যে হা। খেদে কৃষ্ণো জাহসীতিস্ম পুনঃপুন হাস্যং চকার ॥৩৭॥

কৃষ্ণঃ ইত্থং অনেন প্রকারেণ স্বস্বাঙ্কোস্তুপ্যতোঃ সতীঃ বেগেন বিত্রস্তাক্ষীং

হায়! তাহাতে শ্রীরাধা অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন। তাঁহার ক্ষান্ত হও, এমনভাবে আর দোলাইও না।" এইরূপ বারংবার বলিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়াও নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাক্ হাসিতে হাসিতে দোলার বেগ আরও বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।৩৬॥

মস্তকের বেণীবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল, অবগুণ্ঠনও আর রহিল না এবং ভূষণ সকলও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। বায়ুভরে অন্তরীণ বসন পাছে উড়িয়া পড়ে এই আশঙ্কায় পদযুগল দ্বারা যে শাটী চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তখন তাহাও আর সেইভাবে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার সেই বিবশ ব্যাকুল অবস্থা দেখিয়াও বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ পুনঃপুন হাস্য করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥ *

শ্রীরাধার সেই ভীতি-বিহ্বল অবস্থা দেখিয়াও নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ

* তথাহি পদ —নাগর অতি বেগে দুলায়। অধির রাই,সখী নিষেধয়ে তায় ॥ ধনি বিগলিত বেণী। শিথিল রাই কুচ কঞ্চুক উড়নি ॥ মণি আভরণ খসই। উড়য়ে বসন হেরি নাগর হসই ॥ শ্রমজলে তনু ভরই। কনয়া কমল কিয়ে মকরন্দ ঝরই ॥ অতি অপরূপ শোভা। উদ্ধব দাস ভণ কানু মনোলোভা ॥ পঃ কঃ তঃ

স্বীয়ং কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস মধ্যে
দোলা খট্বং তাঞ্চ জগ্রাহ দোর্ভ্যাং ॥৩৮॥
একীভূতে চম্পকেন্দীবরাভে
মূর্ত্তী যূনোরুদ্গিরন্ত্যাবভাতাং।

তাং আসনাদ্‌ভ্রংশয়িত্বা স্বীয়ং কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস। স্বয়মেব দোলা খট্বায়া মধ্যে তাং রাধাং দোর্ভ্যাং জগ্রাহ। কিন্তু কৃষ্ণঃ রজ্জুং বিহায় স্বচরণয়োরবলম্বমাত্রেণৈব দোলামধ্যে তস্থাবিতি তস্য সামর্থ্যাতিশয়ো রক্ষিতঃ ॥৩৮॥

চম্পকেন্দীবর পুষ্পয়োরিব আভা যয়োরেবভূতে যূনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ মূর্ত্তী নিবিড়সংযোগাদেকীভূতে অতএব পুষ্পয়োরিব সম্বন্ধোত্থং সৌরভং উদ্গীরন্তৌ

নিজ নয়ন যুগল পরিতৃপ্ত করিতে করিতে ক্রমশঃ দোলার বেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন তাহাতে বিত্রস্ত নয়না শ্রীরাধা নিজাসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় বাহুবল্লী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। অমনই শ্রীকৃষ্ণ দোলা-রজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই হস্ত দ্বারা ভীতা শ্রীরাধাকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়া কেবল পদকমল দ্বারা মাত্র অবলম্বনেই সেই বেগবতী দোলার উপর অবস্থান করিতে লাগিলেন। অহো! শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেমন বিচিত্রা তাঁহার সামর্থ্যও তেমনই অপরিসীম ॥৩৮॥ *

আমরি! মরি! এইরূপে দোলার উপর তখন শ্রীমূর্ত্তি যুগল নিবিড় আলিঙ্গন-পাশবদ্ধ হইয়া—যেন দুইটীতে একটী হইয়া শোভা

* তথাহি পদ।—বিচলিত কেশ বেশ, কুচ-কাচুলি, উড়তহি পহিরণ বাস। কবহি গোরি তনু ঝাঁপই ঝাপাই, কবহু হোত পরকাশ॥ অপরূপ ঝুলন রঙ্গ। রাইক প্রতি তনু হেরইতে মোহন, মন মাহা মদন তরঙ্গ॥ অতিশয় বেগ, বাঢ়াওল তৈখনে, অলখিতে ভেল হিন্দোল। রাধা চপল, ডোর কর তেজল, কত কত কাকুতি বোল॥ করগহি কানুকণ্ঠ ধরি, কমলিনী ঝুলত, জনু হিয়ে হার। নবঘন মাঝে, বিজুরী জনু দোলত, রস বরিষত অনিবার॥ মনোভব মঙ্গল, কাণ্ড করল পুন, অলখিতে দোলা মাঝ। উদ্ধবদাস ভন. চতুর শিরোমণি পুরল নিজ মন কাজ॥ পঃ কঃ তঃ

সংমর্দ্দোত্থং সৌরভং ব্যাপ্নুবানং
পারে স্বর্গং হন্ত পদ্মাদিনাসাঃ ॥৩৯॥
সাম্যদ্বেগা সা সমস্তাদ্ধ্বভূ
দোলাপ্যারাদাগতাভিঃ সখীভিঃ।
রাধাগ্রাগে বাবরুহ্যাথ তস্যা
স্তাভিস্তত্তৎ সংলপন্তী ললাস ॥৪০॥
মুখ্যা স্বষ্টাস্বাদ্যভূতা মথালী
মারোহ্যাস্যাং তাং স কৃষ্ণাং স্বয়ং সা।

অভূতাং। সৌরভং কথম্ভূতং স্বর্গস্য পারে স্থিতানাং পদ্মাদীনাং নাসাঃ ব্যাপ্নুবান্ ॥৩৯॥

অবলম্বনং বিনা দোলোপরি স্থিতৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ আরাদ্দূরাদেবাগতাভিঃ সখীভি ধৃতা সা দোলা সম্যগ্বেগা অভূৎ। প্রথমতো রাধা তস্যাঃ দোলায়াঃ সকাশাৎ অবরুহ্য তাভিঃ সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণ কৃততত্তদ্বৃত্তান্তং সংলপন্তী সতী ললাস। লসকান্তৌ ॥৪০॥

অষ্টাসু মুখ্যাসু সখীষু মধ্যে প্রধানীভূতাং তাং ললিতাং শ্রীকৃষ্ণেন সহিতাং

পাইতে লাগিলেন। কি সুন্দর! যেন একবৃন্তে বিকসিত চম্পক-ইন্দীবর নিবিড় সংযোগে একীভূত হইয়া মারুত-হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া এক অনুপম মঞ্জু-সুষমা বিকাশ করিতেছে। উভয়ের সম্মর্দ্দ-নিবন্ধন উক্ত কুসুম সদৃশ সৌরভ উদগীর্ণ হইয়া স্বর্গের পারে বৈকুণ্ঠ বিহারিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভৃতির ঘ্রাণেন্দ্রিয়কেও ব্যাপ্ত ও প্রমোদিত করিল ॥৩৯॥

শ্রীরাধা শ্যাম দোলার উপর বিনা অবলম্বনে অবস্থান করিতেছেন সখীগণ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া তথায় আগমন করিলেন এবং দোলা ধারণ করিবামাত্র দোলার বেগ সংযত হইল। শ্রীরাধাই অগ্রে দোলা হইতে অবতরণ করিয়া সেই সখীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-কৃত বিড়ম্বনার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার অনবদ্য শোভা-মাধুরী চারিদিকে উৎসারিত হইয়া পড়িল ॥৪০॥

প্রেম্ণা গায়দ্দোলয়ন্তী স চাপি
প্রেয়ান্ দোলে পূর্ব্ববত্তা মজৈষীৎ ॥৪১॥
এবং প্রেষ্ঠাস্তা বিশাখাদি কালীঃ
সান্দ্রং দোলান্দোলমাপয্য তস্যাং।
হিন্দোলাতঃ সোঽবতীর্য্যৈব সর্ব্বা
স্বেকৈকস্যামন্য-হিন্দোলিকাসু ॥৪২॥
তাসাং দ্বে দ্বে সুন্দরীণাং স্বদোর্ভ্যাং
তত্রাগৃহ্য রোহ্যমহ্যাং প্রসহ্য।

সা রাধা স্বয়ং দোলয়ন্তী সতী অগায়ৎ। স চ প্রেয়ান্ কৃষ্ণোঽপি দোলনে পূর্ব্বং রাধামিব তাং ললিতাং অজৈষীৎ ॥৪১॥

এবং প্রকারেণ ললিতাবৎ প্রেষ্ঠাস্তা বিশাখাদিকালীঃ সান্দ্রং দোলান্দোলনমাপষ্য তস্যা হিন্দোলাতঃ সকাশাৎ স শ্রীকৃষ্ণঃ অবতীর্য্য সর্ব্বাসু প্রধানাতিরিক্তাসু হিন্দোলিকাসু মধ্যে একৈকস্যাং হিন্দোলায়াং দ্বে দ্বে সুন্দর্য্যৌ প্রসহ্য বলাৎ মহ্যাঃ সকাশাৎ স্বদোর্ভ্যাং আগৃহ্য তত্র দোলায়াং আরোহ্য এক এব কৌশলে বিশেষেণ ভ্রামান্ সন্ তাঃ সমস্তাঃ সখীঃ অদোলয়ৎ ননু বহ্বায়াসসাধ্যে অস্মিন্ কর্ম্মণি কথং প্রবৃত্তিঃ তত্রাহ। প্রেমসমুদ্রস্য কৃষ্ণস্য কিং অকৃতা মস্তি? ৪২-৪৩॥

পরে অষ্ট সখীর শিরোমণি শ্রীললিতাকে শ্রীরাধা কৌশলক্রমে দোলার উপর শ্রীকৃষ্ণের নিকট আরোহণ করাইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগকে দোলাইতে লাগিলেন-এবং সেই সঙ্গে প্রেমভরে গান করিতে লাগিলেন। নাগরবর শ্রীকৃষ্ণও ইতঃপূর্ব্বে দোলার উপর শ্রীরাধার যেরূপ অবস্থা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ললিতারাও করিলেন ॥৪১॥

এইরূপে বিশাখাদি সকল প্রিয়সখীকেই হিন্দোলায় আন্দোলিত করিয়া ললিতার ন্যায় সান্দ্র রস অবস্থা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই হিন্দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। এই প্রধান হিন্দোলা ব্যতীত অন্য যে সকল হিন্দোলার কথা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটী হিন্দোলার উপরে নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ দুই দুইটী ব্রজসুন্দরীকে বলপূর্ব্বক ভূমিতল হইতে স্বীয় ভুজযুগল দ্বারা গ্রহণ

ভ্রাম্যন্নেকো দোলয়ন্ত্যাঃ সমস্তাঃ
প্রেমাম্ভোধেস্তস্য কিং বাস্ত্যকৃত্যং ॥৪৩॥
(যুগ্মকম্)

তাঃ সর্ব্বাস্তু স্ব স্ব হিন্দোলিকাসু
স্বঞ্চাপশ্যন্ স্ব স্ব বক্ত্রং ধয়ন্তং।
নৈতচ্চিত্রং গোকুলাধীশসূনো
রিচ্ছাশক্তে কিং পুনঃ স্যাদশক্যং ॥৪৪॥
একং তত্রৈবাস্তি হিন্দোলনাব্জং
বৃন্দোদ্দিষ্টং প্রেয়সীভির্মুকুন্দঃ।

অহমপি দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে তিষ্ঠামীতি শ্রীকৃষ্ণস্য মনোগত সিদ্ধিমাহ। সর্ব্বাঃ সখ্যঃ স্ব স্বহিন্দোলা মধ্যে স্ব স্ব বক্ত্রং পিবন্তং তং কৃষ্ণং অপশ্যন্ ॥৪৪॥

অধুনা কমলাকার হিন্দোলাং বর্ণয়তি। একং হিন্দোলাব্জং তত্রৈবাস্তি।

করিয়া আরোপণ করিলেন এবং একাকীই কৌশলবিশেষ দ্বারা সমস্ত দোলার উপর ভ্রমণ করিয়া সখীগণকে দোলাইতে লাগিলেন। যদি বল, এরূপ বহু আয়াস-সাধ্য কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে প্রবৃত্ত হইলেন? ইহা বিচিত্র নহে। প্রেম-রত্নাকর ব্রজ-সুন্দরের অকরণীয় কি আর আছে? তিনি স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সবই করিতে পারেন? ॥৪৩॥

প্রত্যেক হিন্দোলার উপর গোপাঙ্গনা-যুগলের মধ্যে আমিও অবস্থান করিব—এই ভাব যেমন শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে উদিত হইল অমনই তাহা সিদ্ধ হইয়া গেল। কারণ, তখনই সেই সকল ব্রজ-সুন্দরী স্ব স্ব হিন্দোলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বদনাম্বুজ-মধুপান করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। ইহা ব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্বন্ধে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেহেতু, তাঁহার ইচ্ছা শক্তির আবশ্যকতার কি আছে?—কিছুই নাই।৪৪।

অতঃপর তথায় যে কমলাকৃতি হিন্দোলা ছিল, তাহা বৃন্দাদেবী

আরূঢ়ৈস্তৎ কর্ণিকাস্থোপবর্হা-
লম্বী দোষাশ্লিষ্টরাধো ররাজ ॥৪৫॥
অষ্টাবাল্যোঽপ্যষ্টপত্রান্তরস্থা
স্তদ্বাহ্যে ষোড়শাল্যো বিভান্তঃ।
বৃন্দানীত স্বাদু খর্জ্জুর-জম্বু
দ্রাক্ষাঃ প্রাশন্ কান্তভুক্তাবশিষ্টাঃ ॥৪৬॥

বৃন্দয়া উদ্দিষ্টং তৎ প্রেয়সীভিঃ সহ মুকুন্দঃ আরুহ্য ররাজঃ। কথম্ভূতঃ দোষা বামহস্তেন আশ্লিষ্টা রাধা যেন ॥৪৫॥

অষ্টৌ ললিতাদ্যাল্যঃ অষ্টদলানাং মধ্যস্থাঃ তত্তদষ্টদলানাং বহিঃ ষোড়শদলেষু অন্যাঃ ষোড়শাল্যো বিভান্ত্যঃ সত্যঃ কান্তাভ্যাং ভুক্তাবশিষ্টাঃ প্রাশ্নন্ ॥৪৬॥

দেখাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত প্রেয়সীগণের সহিত তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং সেই হিন্দোলা কমলের কর্ণিকায় অদ্ভুত সুকোমল কুসুম-শয্যার উপর শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীরাধার স্কন্ধে বামবাহু অর্পণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

এই হিন্দোলাব্জের অষ্টদলে ললিতাদি অষ্টসখী এবং অষ্টদলের বাহিরে ষোড়শ দলে অপর ষোড়শ সখী অপূর্ব্ব শোভাময়ীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বৃন্দাদেবী পরমানন্দে খর্জ্জুর জম্বু দ্রাক্ষাদি বিবিধ উপাদেয় ফল আনিয়া ভোজনার্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের ভোজনান্তে যাহা অবশিষ্ট রহিল সখীগণ তাহা হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিলেন ॥৪৬॥ *

* এখানে প্রকারান্তর পদ।—কানন-দেবতা, বৃন্দা সখী তথি রাইয়ের সরসী-কূলে। বিচিত্র ঝুলনা, করিয়া রচনা, সুখদ বকুল মূলে ॥ ঝুলনা উপরি নাগর নাগরী, আসিয়া বসিলা রঙ্গে। ঝুলায় ঝুলনা, যতেক ললনা, গদগদভাব অঙ্গে ॥ ঝুলনা ঝরকে, রাধিকা চমকে তা দেখি নাগর ডরে। হাসিয়া হাসিয়া বাহু পসারিয়া ধনিরে করল কোরে ॥ রসবতী লৈয়া, কোরে আগরিয়া, ঝুলয়ে রসিক রায়। সহচরীগণ, ঝুলায় দ্বিগুণ, সুস্বরে পঞ্চম গায়। ঝুলনা ধরিয়া, মধুর করিয়া, কহয়ে শেখর রায়। দেবতা পুজিতে যাইবে ত্বরিতে দিবস বহিয়া যায় ॥ পঃ কঃ তঃ

পীযূষাস্বগর্ব্ব সর্ব্বঙ্কষস্য
প্রাগে বাভূৎ পানকাদেঃ প্রপানং।
অন্তে হেমদ্যোতি তাম্বূলবীটী
বৃন্দাস্যোঽন্যো প্রীতি দানাভিযোগঃ ॥ ৪৭॥
নান্দী বৃন্দে বিন্দতঃ স্ম প্রমোদং
নোদং পাদ্যোর্দোলনাজে দদত্যৌ।
দাস্যোঽপ্যাস্যোল্লাসমাপদ্য সদ্যো
নানাগানারম্ভ শস্তা বভূবুঃ ॥৪৮॥

খর্জ্জুরাদি ভোজনাৎ প্রাগেব পানকাদেঃ প্রপান মভূৎ। কথম্ভূতস্য পীযূষস্য যোঽস্বগর্ব্বস্তস্য সর্ব্বকষস্য নাশকস্যেত্যর্থঃ। ভোজনান্তে সুবর্ণতুল্যতাম্বূলবীটী সমূহস্য পরস্পর প্রত্যাদানেন সংভিযোগঃ গ্রহণং ॥৪৭॥

তদ্দর্শনাৎ নান্দীবৃন্দে আনন্দং বিন্দতঃ স্ম। কীদৃশ্যৌ পাদোর্নোদং প্রেরণং দোলনাজে দদত্যৌ। দাস্যোঽপি আস্যোল্লাসমাপদ্য নানাগানারম্ভেণ শস্তাঃ আনন্দযুক্তা বভূবু। শংশব্দাৎ ম-প্রত্যয়ঃ ॥৪৮॥

উঁহারা খর্জ্জুরাদি ফল ভক্ষণের পূর্ব্বেই—হিন্দোলায় উপবেশন করিয়াই অমৃত-গর্ব্বনাশক সুস্নিগ্ধ পানকাদি পান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভোজনাবসানে সুবর্ণকান্তি তাম্বুল-বীটিকা সকল পরস্পর প্রীতির সহিত আদান প্রদান করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

এদিকে নান্দী ও বৃন্দা * হিন্দোলা কমলের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ হস্ত দ্বারা দোলাইতে দোলাইতে পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। সে আনন্দ-লীলা দর্শনে কিঙ্করীগণেরও বদন-কমলে উল্লাস-মাধুরী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, তাঁহারা তখন বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে নানাবিধ সঙ্গীতালাপ করিতে করিতে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥৪৮॥

* তথাহি পদ।—অতিশয় ছরম, ঘরমযুত দুঁহু তনু, দোলা করল সুথির। শ্রীরতি মঞ্জরী, চামর করে ধরি, মৃদু মৃদু করত সমীর॥ ললিতাদিক সখী হেরি সুধামুখী, কুসুমহি করল নিছাই। দোলা সঞে তব, রাই উতারল,

দোলান্দোলক্রীড়য়া তাঃ সমস্তাঃ
জিত্বা প্রাপ্তাশ্লেষ চুম্বাদিবস্তুঃ।
সার্দ্ধং কান্তামণ্ডলেনাবরুহ্য
প্রাগাৎ প্রেয়ান্ কাননাৎ কাননায়।।৪৯।।
রাধাস্যোত্থা মুদ্রিতা যা স্মিত-শ্রী
স্তস্যাস্তত্র স্মারে কানেব দৃষ্টা।
যুথ্যালীনাং কোরকান্ স ব্যচৈষীৎ
হৃত্থাধাতুং তান্ স্রজঃ সংচচয্য।। ৫০ ।।

তা জিত্বা প্রাপ্তং আশ্লেষচুম্বনানি বস্তুং যেন তথাভূতঃ কান্তামণ্ডলেন সহ হিন্দোলাৎ অবরুহ্য এতৎ কাননাৎ অন্য কাননায়।।৪৯।।

পুনর্বর্ণয়িতুং বর্ণয়তি। রাধিকায়া আদৌ মুখাদুত্থিতা পশ্চাদবহিত্থয়া মুদ্রিতা যা স্মিত-শ্রীস্তস্যাঃ স্মারকান্ যূথীপুষ্পানাং কোরকান্ দৃষ্ট্বা সঃ কৃষ্ণঃ তান্ কোরকান্ স্রজঃ সংরচয্য হৃদি আধাতুং ব্যচৈষীৎ চয়নং চকার। তথা চ তন্মিষেণ রাধায়াঃ স্মিতমেব হৃদি দধারেতি ভাবঃ।।৫০।।

এইরূপে শ্রীশ্যামসুন্দর হিন্দোলা লীলা দ্বারা সেই সকল সখীকে জয় করিয়া চুম্বনালিঙ্গনাদি বস্তু লাভ করিলেন। আমরি! এ লীলা-রণে শ্যাম-কিশোরেরই জয় ঘোষিত হইল। অনন্তর তিনি দোলা হইতে অবতরণ করিয়া সেই লীলাশক্তি-রূপিণী কান্তামণ্ডলীর সহিত হর্ষভরে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।।৪৯।।

ভ্রমণ করিতে করিতে যুথিকাকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, বর্ষাজাত স্ফোটনোন্মুখ যূথিকা-কুসুম-কোরক সকল এক অপূর্ব্ব সুষমা উৎপাদন করিয়াছে। মরি। মরি। সে শোভন মাধুরী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপটে শ্রীরাধার মঞ্জু স্মিত-শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।—যেন শ্রীরাধার শ্রীমুখ-কমলে মৃদুহাস্য-বিভা উত্থিত হইয়া

কুসুমাসন পর নাই। রাই বামে করি, বৈঠল নাগর.দাসীগণ করু সেবা। বাসিত জল, উপহার আদি যত, যা কর সেবন যেবা। কর্পূর তাম্বুল, বদনহি তৈখনে সময়ে যোগাই। উদ্ধব দাস, করত পদ সেবন, সখীগণ ইঙ্গিত পাই।।পঃ কঃ তঃ

খেঽগাদ্মেঘঃ কৃষ্ণগাত্রচ্ছবিৰ্ধং
বিদ্যুত্তাশামঙ্গভাসা ততিৰ্ধং।
ভূমেরূঢৈরিন্দ্রগোপৈঃ সমূঢৈঃ
পাদাব্জশ্রীভ্যক্তা ব্যক্ত মাসীৎ ॥৫১॥

খে আকাশে যো মেঘঃ স কৃষ্ণস্যাঙ্গচ্ছবিস্ত মগাৎ প্রাপ্তবান্। ন তু মেঘস্য কৃষ্ণাঙ্গচ্ছবিব্যতিরিক্তপদাৰ্থত্ব মিতিভাবঃ। এবং বিদ্যুৎ তাসামঙ্গকান্তি সমূহত্ব মগাৎ। এবং ভূমেঃ সকাশাৎ উৎপন্নৈঃ সমূঢৈঃ সমূহাবিশিষ্টৈঃ ইন্দ্রগোপৈঃ রক্ত-কীটবিশেষৈঃ করণৈঃ পাদাব্জশ্রীভিব্যক্তা স্ফুটমাসীৎ। তথা চ তন্মিষেণ পাদাসক্ত এব ভূম্যাং বিরাজতে। ইতি সব্বত্রাপহ্নুত্যলঙ্কারো বোধ্যঃ॥৫১॥

অবহিত্থাবশতঃ পুনরায় মুদ্রিত রহিয়াছে—এই শোভা মাধুর্য্যই তখন সেই যূথিকা কোরক নিচয় শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে স্মরণ করাইয়া দিল। অমনই শ্রীকৃষ্ণ সেই যূথিকা কোরক সমূহের মালা গাঁথিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবার নিমিত্ত তাহা চয়ন করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে যূথিকা-কোরকের মালা ধারণ-ছলে শ্রীকৃষ্ণ যেন শ্রীরাধার মৃদু হাসি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন॥৫০॥ *

আহা! বর্ষা-সমাগমে গগন-শোভি জলদনিচয় শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি লাভ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল যেন শ্রীকৃষ্ণকান্তি

* তথাহি পদ।—ঝুলনা হইতে, আসিয়া ত্বরিতে নিরখে বেলা। গগনে ফুল তুলিয়া চলিল সত্বরে, সকল আভীরবালা॥ ভরি ফল ফুলে, শাখা সব দোলে, আসিয়া পরশে মূল। সখী সব মিলি, করিয়া চামালি, তুলয়ে বিবিধ ফুল॥ সকল কানন মণিতে বান্ধল, পরাগে পূরিত বাট। করি মধুপান, অলি করে গান, ময়ূর ময়ূরী নাট॥ সুগন্ধি করবী, তোলয়ে গরবী, অশোক কিংশুক জবা। এ থল কমল, তোলয়ে সকল, দিনমণি জিনি আভা॥ জাতি যূথী তথি, তোলল যুবতী মল্লিকা মালতী চাঁপা। পুন্নাগ কেশর, তোলয়ে নাগর, গড়ল বিনোদ ঝাঁপা॥ রসিক নাগর, গুণের সাগর, কুসুম রচনা করে। হাসিয়া হাসিয়া আইলা লইয়া, রাই দিবার তরে॥ ভুজ যুগ তুলি, রাই সুবদনী, তোলয়ে লবঙ্গ ফুল। রসিক শেখর, হইলা বিভোর দেখিয়া ভুজের মূল॥ ফুল ঝাঁপা লইয়া, যতন করিয়া রাইক নিকটে আসি। ধনির আঁচলে, দিলেন বিভোলে, ফুলের সহিত বাঁশী॥ পাইয়া মুরলী, রাধিকা সে বেলি, রাখিলা বিশাখা পাশে। বিশাখা যতনে, করিলা গোপনে, শেখর

কৃষ্ণাভ্রেণাতুল ঘনরসৈঃ সর্ব্বতো বৃষ্যমাণৈ-
রত্যুৎফুল্লাঃ কিল সুমনসঃ পর্ব্ববত্যো লতাশ্চ।
তৎসস্যাল্যোঽপ্যসমসুষমাঃ শং চিরায়াম্বভুবন্
বর্ষাহর্ষং বনমপি যতোঽবর্ষাৎস্বমাঙ্ক্ষীৎ ॥৫২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে হিন্দোলান্দোলন
সুখাস্বাদনো নামৈকাদশঃ সর্গ ॥১১॥

কৃষ্ণবর্ণ-মেঘেন অতুল ঘনরসৈঃ জলৈঃ করণৈঃ সুমনসো মালত্যো লতাশ্চ অত্যুৎফুল্লাঃ এবং পর্ব্বতা গ্রন্থিমত্যঃ তথা সস্যাল্যোঽপি ততৎ বৃক্ষফল-শ্রেণ্যোঽপি অসম সুষমাঃ সত্যঃ চিরায় শং সুখং অনুভুবন্। বৃক্ষাদীনাং ফলং সস্যমিত্যমরঃ। পক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘেন অতুল-শৃঙ্গাররসৈঃ করণৈঃ সস্যালাঃ প্রশস্তসখ্যাং রত্যুৎফুল্লাঃ সুমনসঃ শোভন চেতসঃ কলং পর্ব্ববত্যঃ উৎসববত্যাং রসযোরৈক্যাৎ লতাঃ রতাশ্চ সত্যং চিরায় শং সুখং অনুভুবন্। যতঃ শ্রীকৃষ্ণ বিহারাৎ বর্ষাহর্ষ বনমপি হর্ষবর্ষায় অমাঙ্ক্ষীৎ মমজ্জ ॥৫২॥

ইতি টীকায়ামেকাদশঃ সর্গঃ ॥১১॥

ভিন্ন তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তাই নাই। আবার সেই নব জলদ-অঙ্কে দামিনীমালা যেন সঙ্গিনী ব্রজ-গোপীদের অঙ্গকান্তিরূপে উদ্ভাসিত এবং ভূমিতলে ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ বর্ষাকীট সমূহ সেই ব্রজাঙ্গনাদের শ্রীচরণের অলক্তক রাগরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল ॥৫১॥

কৃষ্ণবর্ণ নবঘন সর্ব্বত্র অতুল বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতে লাগিলে আর তাহাতে সুমনস্ অর্থাৎ মালতী ও ব্রততি শ্রেণী পরম উৎফুল্লা ও পর্ব্ববতী অর্থাৎ গ্রন্থিযুক্তা হইল এবং তাহাদের সস্যালি অর্থাৎ সেই তরুলতাদির ফলশ্রেণীও অতুলনীয় সুষমাযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল-ব্যাপি সুখানুভব করিতে লাগিল। অহো! যে ঘনরস বর্ষণে এই বর্ষাহর্ষ বনও হর্ষ-বর্ষায় নিমগ্ন হইয়া গেল। পক্ষান্তরে কথিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ রূপ মেঘ অতুল ঘনরস অর্থাৎ উজ্জ্বল রস সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন আর তাহাতে সখ্যালি অর্থাৎ প্রশস্ত সখীগণ অত্যন্ত উৎফুল্লা সুমনস অর্থাৎ উৎসববতী ও রতা (লতা) অর্থাৎ অনুরাগিনী হইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। আমরি! ব্রজসুন্দরের এই মধুর লীলা বিহারে এই বর্ষা হর্ষ বনও হর্ষ বর্ষায় নিমগ্ন হইয়া গেল ॥৫২॥

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে হিন্দোললীলা সুখাস্বাদন নাম
একাদশ সর্গ ॥১১॥

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

অথতৌ পুরঃসর মনোজ্ঞ পদ্মিনা-
বনুরাগরাজ-বরবাহিনী-পতী।
প্রসরৎ শিলীমুখ-ভটাভি-বেষ্টিতৌ
যযতুঃ শরৎ-সুখদ নামকাননং ॥১॥
মদিরেক্ষণে! কলয় মঙ্গলং পুরঃ
স্ব মুখস্য চারু মুকুরায়িতং সরঃ।
কনকাম্বুজং চটুল ভৃঙ্গ-বেষ্টিতং
নট খঞ্জনদ্বয় মিহাতিভাতি যৎ ॥ ২॥

অথানন্তরং ইহ শরদি অনুরাগরূপস্য রাজ্ঞঃ বরবাহিনী-পতী শ্রেষ্ঠ সেনাপতিস্বরূপৌ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ শরৎসুখদ নাম কাননং যযতুঃ। সেনাপতিত্ব নির্ব্বাহক সামগ্রীমাহ। কথম্ভূতৌ অগ্রেসরঃ কন্দর্পরূপহস্তী যয়োঃ। পুনশ্চ প্রসরৎ শিলীমুখা ভ্রমরা এব ভটা যৈরভিবেষ্টিতৌ। পক্ষে শিলীমুখো বাণস্তদ্ যুক্তপদাতিকাভিবেষ্টিতৌ ॥১॥

কৃষ্ণ আহ। হে মদিরেক্ষণে! রাধে! তব মুখস্য মুকুরবদাচরিতং সরঃ কলয় পশ্য। এতেন সরসঃ স্বচ্ছত্বাদি গুণ উক্তঃ। তন্মুখ-প্রতিবিম্বযুক্ত মুকুরস্য সাধর্ম্ম্যমাহ। যদযস্মাদিহ সরসি মুখসদৃশ কনকাম্বুজাদিকং ভাতি ॥২॥

বর্ষ-হর্ষ-বনমাধুরী দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাশ্যাম যখন অনুরাগ নরপতির প্রধান সেনাপতি-যুগলের ন্যায় শারদ-সুখদ নামক বন-বিভাগে উপস্থিত হইলেন তখন মদন-মাতঙ্গ তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী হইল এবং বহুদূর ব্যাপিয়া ভ্রমর নিকর শাণিত শর-বিশিষ্ট পদাতিক বীরের ন্যায় তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিল ॥১॥

অনন্তর শারদ-শোভা-সম্ভারে উদ্ভাসিত সেই অপূর্ব্ব বনমাধুরী দর্শন করিয়া নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ সহসা নাগরিণীমণি শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমরি! মরি! মদির-নয়নে! ঐ দেখ সম্মুখেই এক সুমঙ্গল দৃশ্য! তোমার মুখ-বিম্ব মনোহর

নভসীঃ পাণ্ডিমধুরাং বলাহকাঃ
সরসীভিরাশ্রিতচরীং দধত্যমী।
নিজ মেচকত্বমতি মেদুরং পুন
র্দদুরাভ্য এব কিমু মিত্রতা কৃতে ॥৩॥
অথবা তপেহতুল তপস্বিনীরিমা
নভসি স্ব সর্ব্বধন সন্তুতার্পণৈঃ।

নভসি বলাহকাঃ মেঘাঃ বর্ষাকালে সরসীভিরাশ্রিতচরীং পাণ্ডিমধুরাং কিঞ্চিদ্ধসরাশ্চেতি সাতিশয়ং দধতি এবং অমী বলাহকাঃ অতিমেদুরং স্নিগ্ধং বর্ষাকালীন নিজ মেচকত্বং শ্যামত্বং আভ্যঃ সরসীভ্যঃ পুনর্দদুঃ। শরৎকালে সরসীনাং মালিন্যাপগমাৎ গভীরতাবশাচ্চ শ্যামত্বস্য প্রত্যক্ষো ভবতি। তয়োঃ পরস্পর মিত্রতার্থং কিং পরীবর্ত্তং কৃতং ॥৩॥

মুকুরের ন্যায় ঐ স্বচ্ছ সরোবর কেমন টল টল করিতেছে দেখ! আহা! ঐ যে উহাতে তোমারই বদন-বিম্বের ন্যায় একটী কনক-কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। দেখ, দেখ, তোমার চঞ্চল অলকাবলির ন্যায় চটুলভৃঙ্গ কুল ঐ কনক-কমলকে কেমন বেষ্টন করিয়া আছে। ঐ যে, তোমারই চরণ দু'টীর মত নটন পর খঞ্জনদ্বয় উহাতে নাচিয়া নাচিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। মণি-মুকুরে তোমার মুখখানি বিম্বিত হইলে এমনইত শোভা ধারণ করে, প্রিয়তমে! ॥২॥

একবার ঐ শ্যামল স্বচ্ছ সরোবরের দিকে, আর ঐ আকাশে পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালার দিকে চাহিয়া দেখ। উহারা কি পরস্পর বর্ণ বিনিময় করিয়া এক্ষণে মৈত্রী বন্ধন করিয়াছে? বর্ষাকালে মেঘ সকল স্নিগ্ধ শ্যামল এবং সরোবর অতিশয় ম্লান পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে; কিন্তু ঐ দেখ, এই শরৎ ঋতুতে মেঘ সকল, সরসীর সেই পাণ্ডুতা নিজে গ্রহণ করিয়া যেন স্বীয় স্নিগ্ধ শ্যামত্ব সরসীকে প্রদান করিয়াছে। বস্তুতঃ শরৎকালে সরসী সমূহের মলিনতা অপগত হওয়ায় গভীরতা বশতঃ শ্যাম-শোভা সুন্দররূপেই প্রতিভাত হয়। ৩॥

পরিচর্য্যা বিষ্ণুপদ এব লিপ্সবো
লয় মাপুরস্থ সহসাবদাততাং ॥ ৪॥
অভিতোঽপি পশ্য সুমনস্ সুরাগিভিঃ
সুমনস্সু ন কচন রজ্যতেঽলিভিঃ।
তব তেন সখ্য তন্নুহনতাং যযৌ
সুমনো ন বেতি বদ সত্যমন্ত নঃ ॥ ৫॥

অথবা ভগবৎপদে লয়মিপ্সবো বলাহকাঃ আতপে নিদাঘে জলশোষণ মৃত্তিকাবিদারণাদিনা অতুলতপস্বিনীরিমাঃ সরসীঃ নভসি শ্রাবণে জলরূপ স্বসর্ব্বধনস্য সন্ততার্পণৈঃ নিরন্তর বিতরণৈঃ পরিচর্য্য সহসা অবদাততাং শুদ্ধতামাপুঃ। অবদাততাং সিতেশুদ্ধে ইত্যমরঃ। পক্ষে শ্রাবণে সরসীঃ পরিচর্য্য বিষ্ণুপদে আকাশে লয়মীপ্সবো মেঘা অবদাততাং শ্বেততাং আপুঃ ॥৪॥

হে রাধে! অভিতঃ পশ্য সুমনস্সু রাগিভিঃ অলিভিঃ সুমনস্সু পুষ্পেষু ন রজ্যতে ইতি বিরোধঃ। পরিহারশ্চ সুমনস্সু মালতীষু রাগিভিঃ অন্য সুমনস্সু ন রজ্যতে। সুমনঃ সামান্যে ন রজ্যতে ইতি ইতোঃ। হে সখি! তব সুমনোঽতন্নুদূনতাং পরম দুঃখিতাং যযৌ ন বা ইতি সত্যং বদ। পক্ষে তাদৃশ মালত্যাদি দর্শনরূপোদ্দীপনবশাৎ তব মনঃ কন্দর্পদূনতাং যযৌ ন বা ॥৫॥

অথবা হে রাধে! নিদাঘকালে জল শোষণ ও মৃত্তিকা বিদারণাদি বশতঃ সরসীসমূহ এক অতুলনীয়া তপস্বিনীর বেশ ধারণ করে, তখন বিষ্ণুপদে অর্থাৎ আকাশে লয় প্রাপ্ত হইবার বাসনা করিয়াই যেন ঐ মেঘ সকল শ্রাবণে বারিধারারূপ যথা সর্ব্বস্ব নিরন্তর বিতরণ পূর্ব্বক সরসী কুলের পরিচর্য্যা করিয়াই এইরূপ শুদ্ধতা বা শুভ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুত যাহারা বিষ্ণুপদে বা ভগবৎপদে লীন হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহারাই তপস্যারত জনগণকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া পরিচর্য্যা করিয়া শুদ্ধতা লাভ করেন॥ ৪॥

সুলোচনে! শুধু আকাশের দিকে নয়, চারিদিকে চাহিয়া দেখ, কি আশ্চর্য্য! পুষ্প-বিলাসী মধুকর নিকর কেবল মালতী পুষ্পেই অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে। অন্য কোন পুষ্পের প্রতি অনুরাগ

ইতি মাধবোভিদধ দিদ্ধ দীধিতি
প্রমদামণি মুখ মুদশ্চিতস্মিতং।
দর মুগ্রতারদরসেক্ষণং ক্ষণং ক্ষণা-
দধয়ুদ্দ্ শোচ্চলিতয়া ভৃশোৎসুকঃ ॥৬॥

(কুলকম্)

অথ বৃন্দয়োপহৃত মম্বুজং হরিঃ
পরিগৃহ্য হস্ত-নলিনেন শস্তরুক্।
সমজিঘ্রদপ্যভুদ সৌরভৈঃ ক্ষিতৌ
জয়সি ত্বমিত্যজঘু তুষ্টুবে চ তৎ।৭॥

ইত্যভিদধৎ মাধবঃ ইদ্ধাদীধিতিঃ কান্তির্যস্যা এবম্ভূতা প্রমদামণি রাধা তস্যা উদঞ্চিতং স্মিতং মুখং উচ্ছলিতয়া দৃশাধয়ৎ ॥৬॥

হরিঃ বৃন্দয়া উপহৃতং পদ্মং হস্তনলিনেন পরিগৃহ্য অজিঘ্রৎ। পদ্মং কীদৃশং? প্রশস্তা রুক্ কান্তির্যস্য। হে পদ্ম! ত্বং স্ব সৌরভৈঃ ক্ষিতৌ জয়সি। অনেন যথাস্যাত্তথা তৎপদ্মং কৃষ্ণস্তুষ্টুবে ॥৭॥

প্রকাশ করিতেছে না। মধুকরের অন্য কুসুম বিলাস পরিত্যাগের কারণে তোমার চিত্ত অতনু-পীড়িত অর্থাৎ অত্যন্ত কাতর হইয়াছে কি? অথবা মধুকরের এই মালতী প্রিয়তা জন্য, মালতীর এই সৌভাগ্য দর্শন করিয়া উদ্দীপন বশতঃ তোমার চিত্ত "অতনুপীড়িত" অর্থাৎ কন্দর্প-পীড়িত হইয়াছে কি না? আমাকে আজ সত্য করিয়া বল ॥৫॥

রসিকবর শ্রীকৃষ্ণের এই সরস শ্লেষব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া উজ্জ্বল কান্তিময়ী প্রমদামণি শ্রীরাধার মুখ-কমলে মধুর মৃদুহাস্য বিভা ফুটিয়া উঠিল। সরস নয়ন-তারা ঈষৎ উগ্রভাব ধারণ করিল। নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণ পরম ঔৎসুক্যভরে উচ্ছলিত দৃষ্টিপুটে প্রিয়তমার সেই অপূর্ব মাধুর্যামৃত পান করিতে লাগিলেন ॥৬॥

এমন সময় লীলা-সহায়িনী বৃন্দা একটী প্রফুল্ল পঙ্কজ আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রশস্তকান্তি পঙ্কজটী

কমল স্তবে সখি ! কৃতে ময়া কথং
বদনং তবাভবদরাল চিল্লিকং।
দর শোণমাং চটুলিতাঙ্গ্যবেদিষং
নিজ গৌরব-চ্যবন হেতুকং হি তৎ ॥৮॥
ভবতু ক্রমাদুভয়মেব জিঘ্রতা
যতরদ্যদেন্মাধুর-সৌরভাধিকং।

রাধায়া মুখে দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য কৃষ্ণেন কৃতচুম্বনং পদ্মং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিৎ কুপিতায়াস্তস্যাঃ ক্রোধেঽন্যদেব কারণং শ্রীকৃষ্ণঃ কৌতুকববশাদাহ। হে সখি! রাধে! ময়া কমলস্য স্তবে কৃতে তব বদনং অরালচিল্লিকং কুটিলচিল্লিকং এবমীষৎ শোণঞ্চ কথমভবৎ। আং জ্ঞাতং হে চটুলাঙ্গি! কমলস্তবে কৃতে সতি তব গৌরবচ্যবনমেব ক্রোধে কারণ মহ অবেদিষং ॥৮॥

ভবতু ক্রমাদুভয়ং জিঘ্রতা ময়া যতরৎ যৎসৌরভাধিকং ভবেৎ তৎ অবেত্য তস্য জয় এব গাস্যতে ॥৯॥

করকমলে গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন এবং কহিলেন—"পঙ্কজ ! এই অতুলনীয় সৌরভের কারণেই তুমি ধরাতলে এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছ।" এই বলিয়া সেই কমলের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তারপর শ্রীরাধার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুঝিলেন, কমল-চুম্বন করার কারণে শ্রীরাধা ঈষৎ প্রণয়-কুপিতা হইয়াছেন। কৌতুকপ্রিয় মাধব তখন শ্রীরাধার সেই প্রণয়কোপের অন্যবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া সহাস্যে কহিলেন—"প্রিয়ে ! আমি প্রফুল্ল-কমলের প্রশংসা করিলাম, তাহাতে তোমার বদন কুটিল ভ্রূভঙ্গীর সহিত ঈষৎ অরুণিম হইল কেন ? চটুলাক্ষি ! আমি ইহার কারণ বুঝিয়াছি, তোমার বদন-কমলের স্তুতি না করিয়া এই সামান্য কমলপুষ্পের স্তুতি করায় তোমার গৌরব হানি হইয়াছে এবং তাহাতেই ক্রোধে তোমার বদনখানি অরুণিম হইয়াছে ॥৮॥

যাহা হউক এখন তোমার বদন-কমল এবং এই বনজ কমল

তদনেয়োস্তস্য জয় এব সর্ব্বদা
নিজ বেণুনাপ্যলঘু গাস্যতে ময়া ॥৯॥
ইতি তাং নিগদ্য তদলক্ষিতং হরিঃ
পরিচুম্ব্য তন্মুখ মুবাচ বিস্মিতঃ ।
অহহাতুলঃ পরিমলোঽয়মেবতৎ
সখি ! নানৃতং ত্বমপি মে সমক্রুধঃ ॥১০॥
(বিশেষকং)
ধিগরে ! বৃথৈব পরিফুল্ল ! মূঢ় কিং
ত্রপসে ন জৈত্রে বনিতাস্য সন্নিধৌ ?

তদস্মাৎ হে সখি ! ত্বং মে মহ্যং ন অনৃতং অক্রুধঃ অপিতু ত্বয়া যথার্থ এব ক্রোধঃ কৃতঃ ॥১০॥

যস্য স্তুত্যা তব রোষোঽজনিষ্ট তন্নিন্দয়ৈবতাং প্রসাদয়ামীত্যাভিপ্রায়েণাহ । ধিগরে ইতি অরে মূঢ় ! ত্বং বৃথৈব পরিফুল্ল কিং জয়শীল বণিতায়া মুখসন্নিধৌ

যথাক্রমে এই উভয় কমলকে আঘ্রাণ করিয়া যাহার মধুর সৌরভ অধিক বোধ হইবে, কেবল তাহারই জয়-গাথা আমি মুরলীতে সর্ব্বদা অলঘুস্বরে গান করিব ॥৯।

শ্রীরাধাকে এই কথা বলিয়াই বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে শ্রীরাধার বদন-কমলে পুনঃ পুনঃ চুম্বন-রেখাঙ্কন করিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন—"আহা হা ! প্রিয়তমে ! তোমার বদন-কমলেই অতুল পরিমলের পরাবধি ! অতএব তুমি আমার প্রতি বৃথা ক্রোধ প্রকাশ কর নাই—বুঝিয়াছি ॥১০।

তারপর বিদগ্ধরাজ মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "যাহার প্রশংসা করায় শ্রীরাধার রোষ উৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে আমি তাহার নিন্দাবাদে করিয়া তাহাকে প্রসন্না করি।" এই অভিপ্রায়ে কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ওরে মূঢ় ! তোকে ধিক্ ! তুই বৃথা প্রফুল্ল হইয়াছিস্। তোকে যে জয় করিয়াছে,

নিজ পঙ্কজত্ব-জলজত্বয়োর্দ্বয়ো।
অনুরূপমেব শঠ! চেষ্টসেঽথবা ॥ ১১॥
তরুবল্লি লাস্য বিধি শিক্ষণং প্রতি
ক্ষণমেব সক্ষণ মিতো বিতম্বতা।
তদুপাহৃত স্ব মকরন্দ-সৌরভো-
চ্চয়দক্ষিণাভি রপি ন প্রসীদতা ॥১২॥
শৃণু কোপনে! তব মুখাম্বুজাঞ্চলো
তটমেব কিং নটয়তা নভস্বতা।

ন ত্রপসে? অথবা হে শঠ! তব পদ্মজাতিত্বং তদপি জড় এব। তথাচ তয়োরনুরূপং চেষ্টসে যতঃ ফুল্লমসি ॥ ১১॥

পদ্মপ্রভৃতি পুষ্পতোঽপি রাধায়া মুখসৌরভস্যাধিক্যে শ্রীকৃষ্ণো বায়ুমেব প্রমাণয়তি দ্বাভ্যাং। হে কোপনে! রাধে! শৃণু। তরুবল্লীনাং প্রতিক্ষণং নাট্যাবলৌ শিক্ষণং বিতম্বতা বিস্তারয়তা অতএব তস্মিন্ শিক্ষণে তরু প্রভৃতি-ভিরুপাহারত্বেন কল্পিতাভিঃ স্বমকরন্দ সৌরভসমূহরূপ দক্ষিণাভিরপি অপ্রসীদতা নভস্বতা বায়ুনা কিন্তু তব মুখাম্বুজস্য "ঘোমটা" ইতি প্রসিদ্ধ অঞ্চলীতটমাত্রং

সেই সুন্দরী বরেণ্যার বদন সান্নিধ্যে এমনভাবে প্রফুল্ল হইয়া থাকিতে কি তোর লজ্জা হইল না? অথবা রে শঠ! তুই 'পঙ্কজ' ও 'জড়জ' বলিয়া এই দুইয়ের অনুরূপই চেষ্টা করিতেছিস্, জড়ের পুত্র,—তুইও জড়, তাই এখনও প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছিস্ ॥১১॥

প্রাকৃত কমলাদি পুষ্প অপেক্ষাও শ্রীরাধার বদন কমল যে অতি সুরভি, ঐ মন্দানিলই তাহার প্রমাণ। শুন কোপনে! ঐ মন্দানিল তরু-লতাবলীকে প্রতিক্ষণ উৎসবের সহিত নৃত্য-কলা শিখাইয়া থাকে; এই শিক্ষা দানের নিমিত্ত কুসুমিত তরুলতাগণ নিজ মকরন্দ সৌরভচয় দক্ষিণা স্বরূপে তাহাকে উপহার প্রদান করিলেও সে তাহাতে প্রসন্ন না হইয়াই তোমার মুখাম্বুজের ঘোমটার অঞ্চলতট মাত্র নাচাইতেছে, তাহাতে ঐ নটনের দক্ষিণারূপে কল্পিত তোমার মুখাম্বুজের সুদুর্লভ পরিমল নিচয় লাভ করিয়াই "আমি আজ ধন্য

প্রতিলভ্য ত্বৎ পরিমলান্ সুহৃত্তা-
নহ সদা ধন্য ইতি নাভ্যমন্যত ॥১৩॥
(যুগ্মকং)

ললিতোচে যস্য দর গন্ধমাত্রত
স্সমুদার মূর্চ্ছুর হরাভিলক্ষ্যসে ।
মকরন্দ মস্য কিমু হাস্যসি ভ্রমি-
ত্যতি শঙ্কয়া কবলিতাং করোষি মাং ।১৪॥

সখি! মা বিষীদ কতি বা ন মাধুরী
সরিতঃ স্রবন্তি পরিতো সতোঽনিশং ।
সকৃদেব পক্ষ স্পৃষন্তি পানতঃ
সরসোঽস্য কিং নু ভবিতা দরিদ্রতা ॥১৫॥

নটয়তা তেন নর্তনস্য দক্ষিণানিলেন কল্পিতান্ তব মুখস্য পরিমলান্ প্রতিলভ্য অহং সদা ধন্য ইতি কিং নাভ্যমন্যত? অপিতু অমন্যত এব। তথাচ পবনঃ আত্মনা ধন্যং মন্যতে স্মেত্যর্থঃ ॥১২-১৩॥

যস্য মুখস্য গন্ধমাত্রাৎ ত্বং উদারমূর্চ্ছং অভিলক্ষ্যসে অতস্ত্বং অস্য মুখস্য মকরন্দং কিং হাস্যসি? ইতি শঙ্কয়া ত্বং মাং কবলিতাং গ্রস্তাং করোষি ইতি শঙ্কাযুক্তাং মাং করোষীত্যর্থঃ ॥১৪॥

হে সখি! ললিতে! মা বিষীদ, সতো রাধায়া মুখরূপ সরোবরস্য আনিশং নিরন্তরং পরিতঃ মাধুরীরূপধারাতো নদ্যঃ কতি বা ন স্রবন্তি? অতো-ঽস্য সরসঃ পক্ষস্পৃক্ বিন্দোঃ সকৃৎ পানতঃ কিং দরিদ্রতা ভবিতা? ॥১৫॥

হইলাম" এইরূপ মনে করিতেছে না কি? বাস্তবিকই ঐ পবন আজ নিজেকে অতি ধন্য মানিতেছে ॥১২॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণের এই সরস বাক্যপাশ শ্রবণ করিয়া ললিতা হাস্য ফুল্লাধরে কহিলেন—"ওহে মুরহর! যে মুখ-কমলের ঈষৎ গন্ধ মাত্র পাইয়াই তোমাকে উদ্দাম আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত দেখিতেছি; এখন সে মুখাম্বুজের পরিমল আস্বাদন পরিত্যাগ করিতেছ কেন? তুমি আমাকে এই এক অতিবড় আশঙ্কায় কবলিতা করিলে ॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে কহিলেন—"সখি! ললিতে! বিষাদিতা হইও

ইতি সব্যদোর্ভুজগ-পাশ-বেষ্টনৈঃ
স্ববশাদ্বশীকৃততনো নঁ ধ্রুবঃ।
অধরামৃতং যদপিবত্তদুত্থিতা
বদনদ্বয়দ্যুতি রতীতৃপং সখীঃ ॥১৬॥
প্রতিবপ্র কুঞ্জ সরসী সরিদ্গণং
রমমাণ এব মধুরাগিণীগণৈঃ।
নিখিলাটবী-মুকুটভূত মুল্লসৎ
পরিধীয়মান যামুনং বনং যযৌ ॥১৭॥

তৎ অধরামৃতং অপিবৎ তেন পানেন উত্থিতা যা তয়োর্বদনদ্বয়স্য দ্যুতিঃ সা সখীঃ অতীতৃপৎ ॥১৬॥

অনুরাগিণীগণৈঃ সহ কন্দাদিকং প্রতিবপ্র-কুঞ্জ-পর্ব্বতাদৌ তথা চ বনানি কুঞ্জে কুঞ্জে এবং রীত্যা বোধ্যং। রমমাণঃ কৃষ্ণঃ। পরিধিম্ভুতং তদিবাচরন্তী যমুনা যত্র তথাভূতং বৃন্দাবনং যযৌ ॥১৭॥

না। তোমাদের প্রিয়সখীর মুখ-সরোবর হইতে যখন মাধুরীর অসংখ্য সরিৎ-প্রবাহ নিরন্তর চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে তাহা হইতে পাঁচ বিন্দু একবার পান করিলে ঐ সরোবরের দরিদ্রতা হইবে কি?" ॥১৫॥

এই বলিয়া নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাম বাহু-ভুজগ-পাশে সেই সুলোচনা শ্রীরাধার অঙ্গ-লতিকাকে বেষ্টন পূর্ব্বক সবলে আয়ত্তাধীন করিলেন; পুনঃ পুন তাঁহার অধরামৃত পান করিতে লাগিলেন। তাহাতে রসিক রসিকার বদন যুগলের সম্মিলনে যে অপূর্ব্ব শোভার উদয় হইল তদ্দর্শনে সখীগণের হৃদয়ে এক উদ্দাম আনন্দ তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল ॥১৬॥

এইরূপে রসিকেন্দ্রমণি সেই অনুরাগিণীগণের সহিত পথে পথে কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতি সরোবরে প্রতি সরিতে প্রতি পর্ব্বতে বিহার করিতে করিতে নিখিল বনরাজির মুকুট রূপে উল্লসিত যমুনা তটবর্ত্তী শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন ॥১৭॥

কলহংস-চক্র-কলহং কলাপদং
কৃত কর্ণ-কৈরব কুতূহলং দধৎ।
সততং নগৈ রসততং ফলোচ্চয়ৈঃ
কলয়দ্ভিরেব বলয়চ্ছিখৈর্বৃতং ॥১৮॥
স্ফটিকেন্দ্রনীল কুরুবিন্দ-হাটকৈ
রচিতাস্তি যত্র বহুতীর্থ-মণ্ডলী।

বৃন্দাবনং কথম্ভূতং ? কলহংসচক্রবাকানাং কলহং দধৎ। তাদৃশং কলহং কীদৃশং কলানাং বৈদগ্ধীনাং আস্পদং। পক্ষে কলহংসাদীনাং কলং হন্তীতি তৎ তদাপিচ কলানাং মধুর শব্দানামাস্পদ মিতি বিরোধাভাসঃ। পুনশ্চ কলহং কীদৃশং কৃতং কর্ণরূপ কৈরবাণাং কুতূহলং যেন। অতএবাত্র কৈরবপদাত্ত কলানাং আস্পদং চন্দ্রস্বরূপ মিত্যর্থোঽপি বোধ্যঃ। পুনশ্চ নগৈঃ সততং বৃতং। নগৈঃ কীদৃশৈঃ রসেন ততং বিস্তৃতং ফল সমূহং কলয়দ্ভিঃ পুনশ্চ বলয়ন্তী পরস্পরং বেষ্টয়ন্তী শিখা অগ্রভাগো যেষাং। সর্ব্বেষামগ্রভাগানাং সমতয়া স্থিতিরিত্যর্থঃ। পক্ষে সততং নগৈরেব ততং অসততং নগৈর্বৃতমিতি বিরোধাভাসশ্চ ॥১৮॥

যত্র বৃন্দাবনে ঘাট ইতি প্রসিদ্ধা তীর্থমণ্ডলী অস্তি। কুরুবিন্দঃ মুগা ইতি

আমরি! সেই শ্রীবৃন্দাবনের শোভা-মাধুরী কি মনোহর! তথায় কলহংস ও চক্রবাকগণের কলহ বিবিধ বৈদগ্ধীর নিলয়, অথবা সে রমনীয় স্থান কলহংসাদির কল ধ্বনি ধ্বংস করিলেও এক মধুরাস্ফুট শব্দের আলয় রূপে শোভমান এবং সেই কলহ কর্ণ-কৈরবের কুতূহল বিধান করিয়া থাকে। এস্থলে "কৈরব" পদ প্রয়োগে এবং পূর্ব্বোক্ত "কলাস্পদ" বাক্যে ষোড়শ কলার আস্পদ চন্দ্রকেও বুঝাইতেছে। অতএব চন্দ্রের ন্যায় এই শ্রীবৃন্দাবনধামও নিখিল তমোরাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন এবং যে সকল সুরসাল-ফল-ভার বিশিষ্ট বিটপীশ্রেণী শ্রীবৃন্দাবনকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহাদের শিখা অর্থাৎ অগ্রভাগ পরস্পর সম্মিলিত হওয়ায় সমরূপে অবস্থিত ॥১৮॥

শ্রীবৃন্দাবনে তপন-তনয়ার তটবর্ত্তি "ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ যে

প্রতিবিম্বিতা তদিতরেতি সেবনূন্
ভ্রময়ত্যশীতকিরণাত্মজাম্ভসি ॥১৯॥
তদুপর্য্যমন্দরুচি কুঞ্জপুঞ্জভাক্
কুসুমাটবী লসতি যত্র সর্ব্বতঃ।
অলি-মঞ্জু-গীত-জনরঞ্জি খঞ্জন-
ব্রজহারিনাট্য-পরিপাট্যনেকধা ॥২০॥
নবমালিকা-বকুল-কুন্দ-কেতকী-
করবীর-কেশর-কদম্ব-চম্পকৈঃ।

প্রসিদ্ধঃ। অশীতকিরণাত্মজায়া যমুনায়া অম্ভসি প্রতিবিম্বিতা সা তীর্থমণ্ডলী তদিতরা স্বস্মাদন্যা তীর্থমণ্ডলী ইতি নূন্ ভ্রময়তি ॥১৯॥

যত্র কুঞ্জে মুক্তকুসুমাটবা। উপরিদেশে ভ্রমরাণাং মঞ্জুগীত এব জনরঞ্জি খঞ্জন সমূহস্য অনেকধা মনোহরা নাট্যপরিপাটীবর্ত্ততে ॥২০॥

যত্র বৃন্দাবনে অশ্রমিভিঃ অমরহিতৈর্নবমালিকাভিঃ সদা বলিতা বেষ্টিতা ইতি পরশ্লোকেন সহান্বয়ঃ। পক্ষে আশ্রমিভিঃ। যথা ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়াদ্যা-

সকল তীর্থমণ্ডলী বিদ্যমান আছে, সেগুলি স্ফটিক, ইন্দ্রনীলমণি, কুরুবিন্দ (ব্রজে মুগা নামে প্রসিদ্ধ) এবং সুবর্ণ দ্বারা বিরচিত। সেই সকল ঘাট শ্রীযমুনার স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া দুইটী ঘাটরূপে দর্শকবৃন্দের ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে। উপরের এই অপূর্ব্ব ঘাটের অনুরূপ জলমধ্যেও আর একটী আছে, বলিয়া তাঁহারা ভ্রান্ত হইয়া থাকেন ॥১৯॥

এই ঘাটের উপরিভাগে অমন্দ শোভাসম্পন্ন কুঞ্জ-পুঞ্জবিশিষ্ট কুসুম-কানন বিরাজিত। তথায় কুঞ্জেকুঞ্জে মধুপ নিকর মঞ্জু ঝঙ্কারে গান করিতেছে এবং জনরঞ্জনকারি খঞ্জননিচয় অনেক প্রকার মনোহর নৃত্য-পারিপাট্য প্রদর্শন করিতেছে ॥২০॥

আহা! কি সুন্দর! বকুলাদি তরুগণ নবমল্লিকাদি বল্লীবধূগণের সহিত মিলিত হইয়া যেন গৃহাশ্রমীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি আশ্রমিগণ যেরূপ গ্রামের মধ্যে এক

অতিমুক্ত-জাতি-শতপত্র-কুব্জকৈ-
গিরি-মল্লিকা-কনক-যূথিকাদিভিঃ ॥২১॥
পনসাম্র লাঙ্গলিগুবাক-গোস্তনী
কদলী করঞ্জ বরকেক্ষু-কোলিভিঃ।
ধবনিম্ব-পিপ্পল-বটাক্ষঃ কিংশুকৈঃ
কলিতা সদাশ্রমিভিরেব যত্র ভূঃ ॥২২॥
(যুগ্মকং)

চতুরস্তরুণ সহরুচশ্চতুর্দ্দিশং
ব্রততিদ্বয় দ্বয় সমাক্রমাঙ্কিতান্।

শ্রমিণো জনা গ্রামে ক্রমশঃ একপ্রদেশে ব্রাহ্মণা অন্যপ্রদেশে ক্ষত্রিয়াদয়ো বসন্তি তথা ইত্যর্থঃ। বকুলাদিভিবৃক্ষৈর্নবমালিকা কনকযূথিকাদি লতাসাহিত্যেন আশ্রমাভি গৃহাশ্রমিতুল্যৈ রেতৈঃ সদা কলিতাযুক্তা ভূর্যত্র বৃন্দাবনেঽস্তীতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। অতিমুক্তো মাধবীলতা। শতপত্রকুব্জকৌ বৃক্ষভেদৌ। গিরিমল্লিকা কুটজঃ। অথ কুটজঃ শক্রো বৎসকো গিরিমল্লিকেত্যমরঃ। নারিকেলস্তু লাঙ্গলীত্যমরঃ। মৃদ্বীকা গোস্তনী দ্রাক্ষেত্যমরঃ ॥২১॥২২॥

অধুনা কুঞ্জরচনা প্রকারমাহ। চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারো বৃক্ষা একরূপা তেষাং মধ্যে একৈকবৃক্ষস্য পার্শ্বদ্বয়ে লতাদ্বয়স্য বেষ্টনং বিটপৈঃ করণৈ তৈঃ বৃক্ষা

প্রদেশে ব্রাহ্মণ অন্য প্রদেশে ক্ষত্রিয় অন্যপ্রদেশে বৈশ্যাদি এইরূপ যথাক্রমে বাস করিয়া থাকেন সেইরূপ এই বকুল, কেশর, কদম্ব, করবীর, চম্পক, শতপত্র, কুব্জক, প্রভৃতি তরুগণও নবমল্লিকা, কুন্দ কেতকী, মাধবী, জাতি, গিরিমল্লিকা, স্বর্ণ যূথিকাদি লতাবধূগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে এবং আম্র, পনস, নারিকেল, গুবাক, কদলী, করঞ্জ, বারক, ইক্ষু কোলি, ধব, নিম্ব, পিপ্পল, বট, অক্ষ, কিংশুকাদি তরুগণ, দ্রাক্ষাদি লতা বধূগণের সহিত মিলিত হইয়া আশ্রয় ও ফলদানে গৃহস্থাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালন করিতেছে ॥২১॥২২॥

আর ঐ কুঞ্জ-বিতানগুলি কেমন সুন্দর ভাবে রচিত হইয়াছে

বিটপৈঃ পরস্পরমুপর্য্যুপর্য্যুতা-
নিহ কুঞ্জ ইত্যাভিদধাতি কোবিদঃ ॥২৩॥

ততশাখতাং স চ গতস্তথা বভৌ
ধৃতপুষ্প-পল্লব-দলাচ্ছ-গুচ্ছকঃ।
বড়ভী শিখা শিখর ভিত্তি তোরণ
প্রতিহাররাজি মণিমন্দিরং যথা ॥২৪॥

চতুরস্রতাং ক্বচন চাষ্টকোণতাং
বলয়াকৃতিঞ্চ স ভজন্ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
নিজনাথয়ো রতসু কেলয়ে মনো-
নয়ন প্রমোদামলঘু যত্র রাজতে ॥২৫॥

পরস্পর উপর্য্যুপরি গ্রথিতা ভবন্তি। তথা সতি এতান্ বৃক্ষান্ কোবিদঃ ইত্যাভিদধাতি ॥২৩॥

ধৃত পুষ্প-পল্লবাদিকঃ স চ কুঞ্জঃ বলভ্যাদিভির্বিরাজমানং মণিমন্দিরং যথাভবা ত তথা বিস্তৃতশাখতাং গতঃ সন্ বভৌ ॥২৪॥

স চ কুঞ্জঃ ক্বচিৎ চতুরস্রতাং ক্বচিৎ অষ্টকোনতাদিকং ভজন্ নিজনাথয়োঃ কন্দর্পক্রীড়ার্থং যত্র বৃন্দাবনে অলঘু যথাস্যাত্তথা রাজতে ॥২৫॥

দেখ! চারিদিকে চারিটী নবীন বৃক্ষ, তাহাদের মধ্যে আবার এক একটী বৃক্ষ আর সেই বৃক্ষের উভয়পার্শ্বে লতিকাদ্বয়ের নিবিড়বেষ্টন এবং পরস্পর উপর্য্যুপরি শাখায় শাখায় গ্রথিত হইয়া অতি সুন্দর-ভাবে শোভা পাইতেছে। পণ্ডিতগণ ইহাকেই কুঞ্জ বলিয়া থাকেন ॥২৩॥

সেই বিস্তৃত শাখা-বিশিষ্ট কুঞ্জতরু, পুষ্প পল্লব, দল, স্তবক ও গুচ্ছে সুশোভিত হইয়া, বলভী শিখা-শিখর-ভিত্তি-তোরণ-প্রতিহার সমন্বিত মণি-মন্দিরের ন্যায় কেমন মনোহর দেখাইতেছে ॥২৪॥

এই কুঞ্জনিচয় কোথায় চতুষ্কোণ, কোথায় অষ্টকোণ কোথাও বা বলয়াকৃতি ধারণ পূর্ব্বক আমাদের কন্দর্প-ক্রীড়ার নিমিত্ত নয়ন মনকে অতিশয় প্রমোদিত করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে ॥২৫॥

শুকশারিকা চটক কেকি-কোকিলৈ
রলি-চাষ-তিত্তিরি-কলিঙ্গ-চাতকৈঃ।
কলবাক্ চকোর চরণায়ুধাদিভি
র্বনিতৈর্ষত্র বত ভাতি দিকৃততিঃ ॥২৬॥
রুরু-শল্য-কীশ-মহিষৈঃ সমূরুভিঃ
সৃমরৈশ্চমূরু-কপিলা-শশাদিভিঃ।
বিহরদ্ভিরেব কিল যত্র নীয়তে
সময়োঽতি সৌহৃদ মিথোঽবলেহনৈঃ ॥২৭॥
অহি বক্ত্র বহ্নিহবনাত্তনোশ্চিরা-
ন্মলয়ানিলৈঃ শ্রিত তপোবলর্দ্ধিভিঃ।

যত্র বৃন্দাবনে শুকাদিপক্ষিভির্দ্ধনিতৈঃ দিকৃততির্ভাতি। কলবাক্ পারাবতঃ ॥২৬॥

রুরু প্রভৃতি মৃগৈর্বিহরদ্ভিরেবাতিসৌহৃদেন পরস্পরাবলেহনৈঃ করণৈর্যত্র সময়ো নীয়তে ॥২৭॥

মলয়ানিলৈস্তপস্যা কৃত্বা স্বর্গ কৈলাস বৈকুণ্ঠাদি গমনেন ভূরি পুণ্য-রাশয়ঃ তৈঃ পুণ্য প্রভাবেনৈব যাং যাং ভূমিং প্রাপ্য স্বর্গাদিভ্যোঽপি অধিকাং কাঞ্চন চমৎকৃতিং উপলভ্য আনীতা যথাস্যাত্তথা যত্র বৃন্দাবনে সদোষ্যতে

আহা! ঐ দেখ, শুক, শারিকা, চটক, ময়ুরী, কোকিল, ভ্রমর চাষপক্ষী, তিত্তিরী, কালিঙ্গ, চাতক, পারাবত, চকোর ও চরণায়ুধ প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষিগণের কলশব্দ মুখরিত বৃন্দাবনের দিগ্বলয় কেমন শোভা পাইতেছে ॥২৬॥

রুরু শল্লকী, মহিষ, সমূরু, সৃমর, চমরু, কপিলা ও শশ প্রভৃতি নানাবিধ পশুনিচয় অতীব সৌহার্দ্দ্য সহকারে পরস্পর অবলোকন করিয়া কেমন পরমানন্দে সময় যাপন করিতেছে, দেখ ॥২৭॥

আর এই মলয়ানিল, মলয় পর্ব্বত-স্থিত বিষধরের বদন-বহ্নিতে বহুকাল নিজ তনু আহুতি প্রদান করিয়া যে তপোবল-রত্ন লাভ করিয়াছে সেই তপস্যা প্রভাবে স্বর্গের-নন্দন-কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক

কৃত নন্দনাস্ক্র কুসুমোপগূহনৈ-
রমরাঙ্গনাঙ্গ পরিশীলনাদৃতৈঃ ॥২৮।
সুরদীর্ঘিকা-সলিল-পাবিত্র্যাপ্তিভি
র্গিরিজা সরঃ কমল রেণুরূষিতৈঃ।
কমলালয়া-রমণ কেলি-পাদপ-
প্রচয় প্রসূণ-মকরন্দ-নন্দিতৈঃ।২৯॥
অথ ভূরিপুণ্য পরিণামচুম্বিতৈ
র্ব্রজিপত্ত যামবমতান্যবাসনৈঃ।
উপলভ্য কাঞ্চন চমৎকৃতিং পরাং
শ্রিতনীতি যত্র হ্বষিতৈঃ সদোষ্যতে ॥৩০॥
(বিশেষকং)

বাসঃক্রিয়তে ইতি তৃতীয়শ্লোকেন সহান্বয়ঃ। মলয়ানিলৈঃ কথম্ভূতৈঃ মলয় পর্ব্বতীয় সর্পবক্ত্ররূপে বক্ত্রে চিরকালঃ ব্যাপ্য শ্বসনো হবনাৎ প্রাপ্ত তপোবলসম্পত্তিভিঃ। স্বর্গস্থনন্দনবৃক্ষালিঙ্গনাদিভি স্তেষাং সৌগন্ধ্যমানীতং ॥২৮॥

সুরদীর্ঘিকেতি শৈত্যমানীতং কমলালয়া লক্ষ্মীস্তস্যা রমণো নারায়ণঃ। পুনঃ কথম্ভূতৈঃ ব্রজভূমিবাসেন অবজ্ঞাতা অন্যত্রবাসে বাসনা যৈঃ। শ্রিতনীতা-তানেন তেষাং মান্দ্যমানীতং ॥২৯॥৩০ ॥

দেব-কুসুম স্পর্শ ও দেবাঙ্গনাগণের অঙ্গ পরিশীলন করিয়া তাহাদের সৌগন্ধ্য আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু এই পরস্ব ও পরনারী স্পর্শে যে পাপ-সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহা সুর-দীর্ঘিকার সলিল-সংস্পর্শে বিদূরিত হওয়ায় পরম পবিত্র হইয়া এবং তাহার শৈত্য গ্রহণ করিয়া কৈলাস ধামে গমন করে। তথায় গিরিজা-সরোবরশোভি প্রফুল্ল শতদলের পরাগ-পরিমলে চর্চ্চিত হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করে, তথায় কমলাকান্ত নারায়ণের কেলিপাদপ-সমূহের পুষ্প-মকরন্দে নন্দিত হইয়া বিপুল পুণ্যফলে অবশেষে এই বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছে। এই ব্রজভূমি প্রবেশমাত্র সুরলোক, শিবলোক ও বৈকুণ্ঠ লোক অপেক্ষাও কোন অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া অন্যত্র

মৃগবৃক্ষ-পক্ষিষু পুরোবলোকিতে-
ষ্বতি রামণীয়ক মনোক্ষিহারিণঃ।
অভিধামপৃচ্ছদিহ কস্য কস্যচি-
ন্নিজ তর্জনীং মধুর মুদ্রমধ্যা সা ॥৩১॥
স্বকরেণ নবকুসুমানি মানিতা-
ন্যবচিত্য তানি তনুবল্লি-তন্তুভিঃ।
বিরচয্য হার কটকাঙ্গদাদি ত-
ন্মিথুনং মিথঃ সপদি ভূষয়দ্বভৌ ॥৩২॥

মৃগবৃক্ষপক্ষিষু মধ্যে মনোনেত্রহারিণঃ কস্যাচিৎ অভিধাং সা রাধিকা তর্জনী মুদ্রমধ্যা পৃচ্ছৎ ॥৩১॥

তানি কুসুমানি বল্ল্যা বল্কলস্য সূক্ষ্মতন্ত্রৈঃ করণৈঃ হারাদিভূষণং বিরচয্য তন্মিথুনং পরস্পরং ভূষয়ৎ বভৌ ॥৩২॥

বাস-বাসনাকে অবজ্ঞা করিতেছে এবং তাহাদের এই মাদ্ধ্য-নীতি অবলম্বন করিয়াই এখানে হর্ষভরে সর্ব্বদা বাস করিতেছে ॥২৮॥২৯॥৩০॥

নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনের শারদীয়া শোভা-মাধুরী বর্ণনা করিয়া শ্রীরাধাকে দেখাইতে দেখাইতে গমন করিতেছেন। আর প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা পুরোভাগে যে সমুদয় মৃগ, পক্ষী ও তরুলতাদি অবলোকন করিতেছেন তন্মধ্যে যেগুলি রমণীয় ও মনোনয়নহারী তাহাদের কাহারও কাহারও নাম স্বীয় তর্জ্জনী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

কখন বা সেই প্রেমিক-প্রেমিকাযুগল নব-বিকসিত কুসুম-নিচয় স্বহস্তে চয়ন করিয়া আনিতেছেন এবং সূক্ষ্ম লতাতন্তু দ্বারা সেই সকল মনোহর পুষ্পের হার, কটক, অঙ্গদ, প্রভৃতি ভূষণ রচনা করিয়া পরস্পরকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

পরিধাপনে কুসুম মণ্ডনস্য কিং
স্ব কুচৌ প্রতি ত্বমতিশঙ্কসে প্রিয়ে।
কলয়াস্মি নির্বিকৃতিরেব বর্ণিতো
বরবর্ণিতা শ্রুতিভিরেব মে মুহুঃ ॥৩৩॥
সখি কুন্দবল্লি! বদ সত্যমস্য কিং
বরবর্ণিতা ভবতি সাধু বা ন বা?
নিজ দেবরস্য চরিত্রং প্রজাবতী
যদাবৈতি তৎ কিমপরো জনঃ কচিৎ ॥৩৪॥
বরবর্ণিনী ত্বমসি রাধিকে! ততো
বরবর্ণিতাং মৃগয়সেঽস্য যত্নতঃ।

হে রাধে! পুষ্পমণ্ডনস্য পরিধাপনে স্বকচৌ প্রতি কথং শঙ্কসে? তব কুচস্পর্শেঽপি অহং নির্বিকারোঽস্মীতি পশ্য। যতো মম বরবর্ণিতা শ্রেষ্ঠব্রহ্মচর্যং গোপালতাপনী শ্রুতিভি মুহুর্বর্ণিতা ॥৩৩॥

প্রজাবতী ভ্রাতৃজায়া ॥৩৪॥

বিদগ্ধশেখর পাছে বক্ষোজ স্পর্শ করেন, এই শঙ্কা-সঙ্কোচে শ্রীরাধা যেমন স্বীয় বক্ষোবাস সংযত করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"প্রিয়ে! আমি তোমাকে পুষ্প-ভূষণ পরাইয়া দিতেছি, ইহাতে তুমি স্বীয় বক্ষোজ স্পর্শাশঙ্কায় সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? এই দেখ, আমি তোমার বক্ষোজ-কমল স্পর্শ করিতেছি, অথচ কেমন নির্ব্বিকার রহিয়াছি দেখ। সুন্দরি! বিকার না হইবারই কথা! যেহেতু আমার এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের কথা গোপাল-তাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে পুনঃ পুন বর্ণিত হইয়াছে ॥৩৩॥

প্রিয়তমের এই রস-বৈদগ্ধী প্রকাশে শ্রীরাধার বিম্বাধরে মধুর হাস্য কৌমুদী ফুটিয়া উঠিল। তিনি কুন্দলতাকে কহিলেন—"সখি! কুন্দবল্লি! সত্য করিয়া বল, প্রকৃতই উঁহার উত্তম ব্রহ্মচর্য্য আছে কি না? ভ্রাতৃজায়া যেমন নিজ দেবরের চরিত্র ভালরূপ জানে, তেমন অপর ব্যক্তি কি কোথাও জানিতে পারে?॥ ৩৪ ॥

গত শঙ্কতা সতত সঙ্গতো তথা
স্বসতীত্ব সিদ্ধিরিতি তে কিলাশয়ঃ ॥৩৫॥
সখি! তাপনীং শ্রুতিমহো ন বেদ কো
বিদিতশ্চ রৌদ্রমুনি রত্রি-নন্দনঃ।
মম বর্ণিতাং প্রতিগৃহং স বক্ষ্যতি
ক্ষণমত্র তদ্ভজরহো ময়া সমং ॥৩৬॥

কুন্দবল্লী আহ। হে রাধে! ত্বং বরবর্ণিনী ব্রহ্মচারিণী। পক্ষে শ্রেষ্ঠ-বর্ণযুক্তা অসি। অত এব হেতোঃ অস্য বরবর্ণিত্বং যত্নতঃ মৃগ্যসে। তত্রান্বেষণে তব আশয়দ্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণেন সহ সতত সঙ্গমে নিঃশঙ্কত্ব তথা স্বসতীত্ব প্রসিদ্ধাখ্যঃ ॥৩৫॥

অত্রিনন্দনো দুর্বাসা। রৌদ্রো রুদ্রোপাসকমুনিঃ প্রতিগৃহং বক্ষ্যতি। ত্বং তু ময়া সহ ক্ষণং রহো ভজ ॥৩৬॥

কুন্দলতা সহাস্যে কহিলেন—"রাধিকে! তুমি নিজে ব্রহ্মচর্য্যচারিণী, তাই আমার দেবরের ব্রহ্মচর্য্য যত্ন-সহকারে অন্বেষণ করিতেছ। ইহাতে তোমার দুইটি আশয় স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত সঙ্গমে নিঃশঙ্কতা এবং নিজের সতীত্ব প্রসিদ্ধি। তুমি যেমন ব্রহ্মচারিণী সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরও ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইলে প্রকাশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে তোমার কোন আশঙ্কা বা অন্তরায় থাকিবে না এবং লোকেও তোমাকে অসতী বলিতে পারিবে না—কেমন, ইহাই ত' তোমার অভিপ্রায় সখি। ॥ ৩৫ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"রাধে! প্রিয়তমে! হায়! তাপনী শ্রুতিকে কে না জানে? রুদ্র-উপাসক, অত্রিনন্দন দুর্বাসা ঋষিও তাহা অবগত হইয়া আমার ব্রহ্মচর্য্যের কথা লোকের গৃহে গৃহে ঘোষণা করিয়া বেড়ান। অতএব তুমি এস্থলে আমার সহিত ক্ষণকাল নির্জ্জনে বিহার কর। ৩৬ ॥

চপলত্ব নিস্ত্রপতয়োঃ কৃপাদদৎ
পুরু সারভাগমিহ নির্ম্মমে স্ফুটং।
ললিতে বিধিঃ পুরুষজাতিমীক্ষ্যতা
মলিরত্র বল্লিষু গতঃ প্রমাণতাং ॥৩৭॥
কিমিয়ং করোতি কলয়েতি ভাবিনং
প্রিয়মান তে ক্ষণমবেক্ষ্য রাধয়া।
প্রকটং তমাল মভিবেষ্টয়ন্ত্যলং
পিদধেঽঞ্চলেন নবহেমযূথিকাং ॥৩৮॥

শ্রীরাধিকা ললিতাং প্রতি পুরুষপদস্য ব্যুৎপত্তি মাহ। বিধাতা চাপল্য নির্লজ্জতয়োঃ অধিক সারভাগমুপাদদৎ পুরুষজাতিং নির্ম্মমে। অত্র বল্লীষু বর্ত্তমানোঽলিরেব প্রমাণং ॥৩৭॥

যথা পুরুষজাতেশ্চাপল্যাদি দোষদানার্থং রাধয়া ভ্রমরো দৃষ্টান্তিত স্তথৈব শ্রীকৃষ্ণোঽপি স্বর্ণযূথিকাং দৃষ্টান্তীকৃত্য স্ত্রীজাতে নির্লজ্জত্বাদি দোষদানার্থ মাহ। ইয়ং স্বর্ণযূথিকা কিং করোতি পশ্যেতি ভাবিনং শ্রীকৃষ্ণং অবেক্ষ্য তাদৃশভাষণাৎ পূর্ব্বমেব রাধয়া তমালং বেষ্টয়ন্তী যূথিকাং অঞ্চলেন পিদধে ॥৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণের এই রস-চাপল্যে রসিকামণি যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া ললিতাকে পুরুষপদের ব্যুৎপত্তি-সূচক এই কথা বলিতে লাগিলেন "ললিতে! বিধাতা, চপলতা ও নির্লজ্জতার অধিক সারভাগ দিয়াই যে পুরুষ-জাতিকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ঐ দেখ, প্রত্যেক বল্লী-বিহারী ভ্রমরই উহার প্রমাণ। প্রতি বল্লীকুঞ্জে কুসুম-বধূর মধুপান করিয়া বেড়াইতেছে, এক স্থানে ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে পারিতেছে না। এইরূপে স্ত্রী-জাতির নিকট নির্লজ্জতা প্রকাশ করাই পুরুষ-জাতির স্বভাব ॥ ৩৭ ॥

পুরুষ-জাতির চাপল্যাদি দোষদানার্থ শ্রীরাধা যেরূপ ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্ত্রী-জাতির নির্লজ্জতাদি দোষদানার্থ তখন সম্মুখস্থ তমালতরু-বেষ্টিতা স্বর্ণ-যূথিকাকে দেখাইয়া

ইতি ভূরি কৌতুক-সুধাতরঙ্গিনী
রস মজ্জিতান্তরতয়া তয়া সমং।
প্রাবিবেশ তদ্বিপিন মধ্যবর্ত্তিনীং
কনকস্থলীং কণদনঙ্গ কিঙ্কিণিঃ ॥৩৯॥
সময়াস্তি যাং স্বর্ণবিদ্যুদিন্দুজ-
দ্যুতি বিদ্রোহি স্ফুরতি রত্ন কুট্টিমে।

ইতি প্রচুর কৌতুক সুধানদ্যা রসেন মজ্জিতান্তরঙ্গেণ স কৃষ্ণঃ তয়া রাধয়া সমং বৃন্দাবনস্য মধ্যবর্ত্তিনীং কনকস্থলীং প্রাবিবেশ। কণন্নিস্বনা কিঙ্কিণী যস্য ॥৩৯॥

যাং সময়া যস্যাঃ কনকস্থল্যাঃ মধ্যে স্ফুরতি। রত্নকুট্টিমে মণিযোগপীঠমস্তি। কথম্ভূতে স্বর্ণ বিদ্যুচ্চন্দ্রদ্যুতীনাং বিদ্রোহি। ইহ মণিযোগপীঠে পদ্মরাগজ মহিতনম্বুজং ভাসতে ॥৪০॥

কহিলেন "হাঁ, পুরুষরাই না হয় নির্লজ্জ! কিন্তু ঐ দেখ, স্বর্ণ-যূথিকা কি করিতেছে একবার চাহিয়া দেখ!—ও যে সকলের সমক্ষে তমাল-বঁধুকে প্রেমাবেশে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে? উহা বুঝি, নির্লজ্জতার কাজ নয়? এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা আনত নয়নে প্রিয়তমকে একবার দর্শন করিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই প্রকাণ্ড তমালতরু বেষ্টনকারিণী নবীন-হেম-যূথিকাকে স্বীয় অঞ্চল দ্বারা আবৃত করিলেন ॥ ৩৮ ॥

এইরূপ প্রচুর কৌতুক-সুধা-সরিতের রস-হিল্লোলে প্রাণমন নিমগ্ন করিয়া রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে বৃন্দাবনের মধ্যবর্ত্তিনী কনকস্থলীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আহা! রসকৌতুক ভরে গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের কটিতটে তখন অনঙ্গ-কিঙ্কিণী মধুর মধুর শব্দিত হইতে লাগিল। ৩৯ ॥

সেই কনকস্থলার মধ্যে স্বর্ণ বিদ্যুৎও চন্দ্রদ্যুতি-বিনিন্দিত এক রত্ন কুট্টিম আছে, তাহারই অভ্যন্তরে মণিযোগপীঠ এবং সেই

মণিযোগপীঠমিহ পদ্মরাগজং
স্ফুটমষ্টপত্রমবভাসতেঽম্বুজং ॥৪০॥
অনুরাগিভক্তনিবহঃ সমাসদে
প্রকটীভবদ্ যদভিলক্ষ্য সক্ষণং।
মকরন্দমদ্ভুতমতুলং পিবন্ পিবং-
শ্চিরমেব জীবতি যদীয়মদ্ভুতং ॥৪১॥
সুরশাখিনোঽস্তি সুরসার্থ-বর্ষিণঃ
সুরসার্থ দুর্লভতরস্য কস্যচিৎ।
সুরতোৎসবানসুরবৈরিণং সদা
সুরসয়া নিত্যস্তুত-সৌভগাম্বুধেঃ ॥৪২॥

অনুরাগি ভক্তসমূহঃ স্বমনসি। সত্যে স্বমনোরূপে মানস-সরোবরে প্রকটীভবৎ যৎ পদ্মং সক্ষণং সোৎসবং যথাস্যাত্তথা অভিলক্ষ্য যদীয় মদ্ভুত মকরন্দং পিবন্ পিবন্ চিরং জীবতি। মনসি তস্য মাধুর্য্যাস্বাদনমেব তস্য মকরন্দপানমিতি বোধ্যং ॥৪১॥

যৎ পদ্মং সুরশাখিনঃ কল্পবৃক্ষস্য তলবর্ত্তি ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কথম্ভূতস্য অতি সুরস ফলস্য বর্ষিণঃ। পুনশ্চ সুরসার্থস্য দেবতাসমূহস্য দুর্লভতরস্য। পুনশ্চ অসুরবৈরিণং কৃষ্ণং সুরতজনোৎসবান্ সুরসয়া আস্বাদয়িত্বা নিত্যং বৃতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সৌভগ্যাম্বুধিযেন তস্য। হে কল্পবৃক্ষ! যন্মোঽসি যথা তত্তলে মম সুরতোৎসব তথা নান্যত্র ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য সৌভাগ্যো বোধ্যঃ ॥৪২॥

মণিযোগপীঠের উপরই পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত অষ্টদল-কমল উদ্ভাসিত রহিয়াছে ॥ ৪০ ॥

রাগানুগীয় ভক্তগণ স্ব স্ব মানস-সরোবরে প্রকটীভূত ঐ কমলকে উৎসব সহকারে অবলোকন করিয়া এবং মনোমধ্যে তাহার মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ অদ্ভুত অতুল মকরন্দ সুধা প্রচুররূপে পুনঃ পুন পান করিয়া চিরজীবী হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

আবার এই পদ্ম, যে কল্পতরুর তলে বিরাজিত, তাহা অতি সুরসফলবর্ষী এবং দেবতাগণেরও দুর্লভতর। বিশেষতঃ সেই সুরতরু

হরিদশ্ম পত্রপরিগুচ্ছবিদ্রুম-
প্রভপল্লবাম্বুজমণী ফলাবলেঃ।
নিখিলর্ত্তুসেবিততমস্য যৎ সদা
তলবর্ত্তি হন্তু সুদৃগার্ত্তি সন্ততেঃ ॥ ৪৩ ॥
তদ্দলেপেতঃ স শ্রিততদীয় কর্ণিকঃ
স্ফুটকর্ণিকার রমণীয় কর্ণিকঃ।

পুনশ্চ কথম্ভূতস্য ইন্দ্রনীলমণিবৎ পত্রং যস্য বজ্রতুল্যং শ্বেতবর্ণগুচ্ছো যস্য, বিদ্রুমপ্রভাতুল্যা প্রভাযুক্তঃ পল্লবো যস্য, অম্বুজমণিঃ কীদৃশং সুদৃশাং স্ত্রীণাং জ্ঞানিনাং শোভনাং নয়নানাঞ্চ আর্ত্তিসংহর্ত্তেহস্তু ॥৪৩॥

তৎপদ্মং উপেতঃ আশ্রিতঃ তদীয়কর্ণিকা যেন এবম্ভূতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ বণিতা রাধা তয়া নিতরাং তানিতং বিস্তৃতং মহঃ উৎসবো যস্য তথাভূতঃ সন্

অসুর-বৈরি শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ-বনিতাগণের সহিত সর্ব্বদা সুরতোৎসব আস্বাদন করাইয়া তাঁহার প্রদত্ত নিত্য সৌভাগ্যাম্বুধি লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত সে সৌভাগ্য আর কিছুই নয়,—“হে কল্পতরু! তুমি ধন্য, তোমার তলে আমার যেরূপ সুরতোৎসব হয়, সেরূপ অন্যত্র হয় না”—এইরূপ রসময় সাদর অভিনন্দনই বুঝিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

মরি! মরি! এ কল্পতরু অতি অপূর্ব্ব! ইহার ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় পত্র, হীরকোজ্জ্বল-শ্বেতবর্ণ গুচ্ছ, বিদ্রুম-প্রভা-সম্মিশ্র পল্লব, পদ্মরাগ মণির ন্যায় ফল নিচয়, সকল ঋতুই ইহার সেবা করিয়া থাকে। এই কল্পতরুর তলবর্ত্তি কমল ও সুধীগণের এবং সুলোচনা ব্রজসুন্দরীদের হৃদয়ের আর্ত্তি-সমূহ হরণ করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

লীলা-রসিক শ্রীকৃষ্ণ সেই পদ্মের নিকট গমন করিয়া তাহার কর্ণিকার উপর আরোহণ করিলেন। আমরি! তখন তাঁহার শ্রবণ-যুগলে রমণীয় কর্ণ-ভূষণ মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত নিরন্তর উৎসব বিস্তার করিয়া সখী-গণের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় প্রমোদ-তরঙ্গ প্রবাহিত করিলেন

বনিতানি তানি তমহাঃ সহালিভিঃ
মুমুদে মুখোদ্ঘটনশোভিতালিভিঃ ॥ ৪৪ ॥
তড়িদম্বুভৃদ্বলয়িতে কিমম্বুভৃ-
ত্তড়িতাবচঞ্চলতয়া ধৃতপ্রথে।
সুরশাখিনো বরয়তুঃ স্ববাঞ্ছিতং
বহু তস্য কিং নু কৃততত্তলস্থিতৌ ॥ ৪৫ ॥
স্মর কোটিমোহননখাঞ্চলদ্যুতেঃ
স্মর বিহ্বলীকৃততনোরঘদ্বিষঃ।

আলিভিঃ সখীভিঃ সহ মুমুদে। কথম্ভূতাভিঃ মুখস্যোদ্ঘাটনেন শোভিতোঽলিযাভিঃ ॥৪৪॥

কৃষ্ণরাধাস্বরূপ-মেঘতড়িতৌ কিং নিজপীতনীলবস্ত্র স্থানীয়াভ্যাং বিদ্যুন্মেঘাভ্যাং বলয়িতে? ননু স্বর্গং বিহায় পৃথিব্যাং কিমর্থং তয়োরাগমনং? তত্রাহ তস্য সুরশাখিনো বহুবাঞ্ছিতং কিং কৃততত্তলস্থিতী সন্তৌ বরয়তুঃ? কথম্ভূতে চঞ্চলতয়া ধৃতা প্রথা খ্যাতির্যাভ্যাং তে ॥৪৫॥

এবং নিজেও প্রমোদিত হইলেন। তৎকালে সখীগণ বদন-কমল অনাবৃত করায় অলিকুল লুব্ধ হইয়া সেই প্রফুল্ল মুখ-কমলের নিকট গুঞ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

মরি মরি! ঐ দেখুন, প্রেমিক পাঠক! প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত নয়নে। ঐ দেখুন! যোগপীঠে—কল্পতরুমূলে কমল কর্ণিকার উপর শ্রীরাধা শ্যামের কি অপূর্ব্ব শোভা মাধুরী! শ্রীরাধা নীলাম্বর এবং শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বর পরিধান করায়, বোধ হইতেছে, যেন অচঞ্চল নবনীরদ, স্থির সৌদামিনীকে বেষ্টন করিয়াছে এবং নবনীরদও স্থির সৌদামিনী কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। যদি বলেন, উহারা আকাশ ছাড়িয়া ধরাধামে কি জন্য আগমন করিবেন? তদুত্তর এই যে, জলদ ও চপলা কল্পতরুর নিকট স্বীয় বহু বাঞ্ছিত লাভ করিয়া তাহা বরণ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার তলদেশে অচঞ্চলরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

নয়নাস্তসৃষ্ট সমরস্মরার্ব্বুদ-
প্রপিত প্রিয়াক্ষিতট পীতরোচিষঃ ॥ ৪৬ ॥
ললিত ত্রিভঙ্গিবপুষোঽস্য মাধুরীং
ন বিদুঃ স নন্দন পরাশরাদয়ঃ।
তদপি ব্রজাশ্রিত শুকোক্তিচাতুরী
বিষয়ীকৃতা মনু ভবন্তি সাধবঃ ॥ ৪৭ ।
(যুগ্মকং)

অধুনা কল্পবৃক্ষস্থ শুকোক্তং শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং বর্ণয়তি। ললিতত্রিভঙ্গীবপুষঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুরীং সনন্দন পরাশরাদয়ো ন বিদুঃ। পক্ষে নন্দনেন পুত্রেণ ব্যাসেন সহ ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কথম্ভূতস্য স্মরকোটিমোহন নখাঞ্চলত্বাত্তে রপি স্মরেণ বিকলীকৃতা তনুর্যস্যেতি বিরোধাভাসঃ। পুনশ্চ নয়নান্তেন সৃষ্টো যঃ শরযুক্তঃ স্মরার্ব্বুদ স্তেন মপিতা যাঃ প্রিয়াস্তাসাং অক্ষিতটেন পীতং রোচিঃ কান্তি যস্য। যদ্যপি পরাশরাদয়ো ন বিদুস্তদাপ ব্রজাশ্রিত শুকপক্ষিণঃ উক্তি-চাতুরীবিষয়ীকৃতাঃ মাধুরীং সাধবোঽনুভবন্তি। পক্ষে ব্রজাশ্রিত শুকদেবস্য শ্রীভাগবতোক্তি চাতুরী বিষয়ীকৃতাং মাধুরীং সাধবোঽনু ভবন্তি ॥৪৬॥৪৭॥

তখন কল্পতরু শাখাসীন শুক শ্রীরাধা-শ্যামের সেই অপূর্ব্ব মিলন-মাধুরী অবলোকন করিয়া আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"আহা! যাঁহার নখাঞ্চল-কান্তি কোটি কন্দর্পকেও বিমোহিত করিয়া থাকে, সেই অঘারি শ্রীকৃষ্ণের তনুকে আজ মদনই আশ্চর্য্যরূপে বিহ্বল করিয়াছে। অহো! যাঁহার নয়নান্ত হইতে সশর অর্ব্বুদ-কন্দর্প আবির্ভূত হইয়া প্রেমময়ী শ্রীরাধাকে নিপীড়িত করিতেছে, আবার সেই শ্রীরাধাই স্বীয় নয়নপ্রান্ত দ্বারা তাঁহারই অনুপম রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন ॥৪৬॥

এই ললিত ত্রিভঙ্গ-তনু শ্যামসুন্দরের মাধুরী সনন্দন ও পরাশরাদি বিদিত নহেন। অথবা সনন্দন অর্থাৎ পুত্র ব্যাসদেবের সহিত

স হি বেদ-কল্পতরুমাশ্রিতঃ সদা
ফলমস্য সারমুপভোক্তুমগ্রণীঃ।
যদবর্ণয়ত্তদমৃতং সুদুর্লভং
বিবুধৈরপীতি জগতি প্রথাং দধে ॥ ৪৮ ॥
সুকুমারতাং পদযুগস্য কিং ব্রুবে
রসিকেন্দ্র! যস্য ধরণৌ যিয়াসতঃ।

অস্য কল্পবৃক্ষস্য সারফলমুপভোক্তুং স শুকঃ সদা বেদ, কীদৃশঃ অগ্রণী শ্রেষ্ঠঃ। যৎ অবর্ণয়ৎ তদমৃতং বিবুধৈর্দেবৈরপি সুদুর্লভমিতি জগতি প্রথাং দধে। পক্ষে বেদরূপ কল্পবৃক্ষমাশ্রিতঃ সন্ শ্রীভাগবতরূপং তস্য সার ফলং উপভোক্তুং অগ্রণীঃ। স যৎ অবর্ণয়ৎ তৎ শ্রীভাগবত রূপামৃতং বিবুধৈরপি সুদুর্লভমিতি জগতি প্রথাং দধে ॥৪৮॥

শুকপক্ষিণঃ কবিতামাহ। হে রসিকেন্দ্র! তব পদযুগস্য সুকুমারতাং কিং ব্রুবে? ধরণৌ যিয়াসতো যস্য পদযুগস্য তব প্রণায়নী কদম্বকং স্বদৃশো

পরাশর প্রভৃতি যদিও অবগত নহেন তথাপি এই ব্রজাশ্রিত শুকপক্ষী অদ্ভুত বচন-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় মাধুরীর বিষয় বর্ণনা করিলেন, সাধুগণ তাহা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। ফলতঃ ব্রজাশ্রিত শুকদেবের শ্রীভাগবত-বর্ণন-চাতুরী আশ্রয় করিয়াই সাধুভক্তগণ সেই শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

কল্পতরু-শাখাসীন শুকপক্ষীর ন্যায় ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবও বেদ-কল্পতরু আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা উহার সার ফলোপভোগে অর্থাৎ ভাগবত রসাস্বাদনে অগ্রগণ্য। আবার এই কল্পবৃক্ষের সার ফল আস্বাদন করিতে কেবল সেই শুকপক্ষীই জানেন। অতএব শুক যে মাধুর্য্যামৃত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা দেবগণেরও সুদুর্লভ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সেই বিহগবর শুক স্বীয় স্বভাব সুলভ মধুর কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী বর্ণন করিতে লাগিলেন—"রসিকেন্দ্র! আপনার শ্রীচরণ

স্বদৃশোঽপি পাদুকয়িতুং বিশঙ্কতে
স্খলদস্র তে প্রণয়িণী কদম্বকম্ ॥ ৪৯ ॥
নিখিলাঙ্গ-ভার-বহনাভিভূতিতঃ
কুপিতেব শোণিমধুরাতুরাবরা ।
বহিরেতুমিচ্ছতি তদামিবেক্ষ্যতে
তব সব্যপাদ তলপার্ষ্ণিবর্ত্তিনী ॥ ৫০ ॥

স্বদৃশোঽপি কঠোরতয়া পাদুকয়িতুং পাদুকাং কর্ত্তুং বিশঙ্কতে। প্রণয়িণী কদম্বকং কীদৃশং ? স্খলদস্র ॥৪৯॥

অন্যা ত্রিভঙ্গী ললিতেন রূপেণ তাদৃশ সময়ে বামপদে সর্ব্বাঙ্গস্য ভারং বহনেন তলারুণ্যাধিক্যং তৎকোপজন্যত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে। তব বামপদতল-বর্ত্তিনী দুর্ণিবারা শোণিমধুরা আরুণ্যাতিশয়ঃ। মম প্রতিপক্ষে দক্ষিণ পদে সত্যপি নিখিলাঙ্গভারবহনাভিভূতিতঃ কুপিতা ইব ময়া অত্র নস্থেয়মিত্যুক্ত্বা বহিরাগন্তুমিচ্ছতি তদামিবাস্মাভি বীক্ষ্যতে ॥৫০॥

যুগলের সুকুমারতার বিষয় আর কি বলিব ? যখন আপনার ঐ অতুলন রাতুল চরণ দু'খানি ধরণীর কঠিন বক্ষে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হয়, আহা ! তখন আপনার অনুরাগিণী প্রণয়িনী সকল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে স্ব স্ব নয়ন-কমলকেও কঠিন মনে করিয়া আপনার পাদুকা যোগ্য করিতে বিশেষ শঙ্কিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

তারপর বামপদের উপর সমস্ত অঙ্গের ভার ন্যস্ত করিয়া যখন ললিত ত্রিভঙ্গঠামে অবস্থান কর, তখন তোমার বামপদ তলবর্ত্তি দুর্ণিবার অরুণিমাধিক্য মনে করে—"আমার প্রতিপক্ষ দক্ষিণপদ থাকিতে সমস্ত অঙ্গভার কেবল আমার উপরই অর্পণ করা হ'ল"—এইরূপে কুপিতা হইয়াই যেন "আমি আর এখানে থাকিব না বলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, ইহা আমরা দেখিয়া থাকি ॥ ৫০ ॥

তদুপর্য্যুদেতি শিতিমা তয়োর্দ্ধয়ো
রধিসীমকাপি রুচিরেখিকাস্তি যা।
ইয়মেব দৃগ্‌ মধুকরীশ্চরীকরী-
ত্যতিবিহ্বলাঃ স্বমধুভির্নতভ্রুবাং ॥ ৫১ ॥

যদসেব্যমেব চরণং পুরস্তির-
শ্চরজঙ্ঘমাপ রভসেন সব্যতাং।
অতিরাগিণা নিজতলেন রাধিকা
পদলম্বিশাট্যলঘু চুম্বনায় তৎ ॥ ৫২ ॥

ইদমিদ্ধ হিঙ্গুলরসেন চর্চ্চিতং
বিধিনা স্বচিত্রকরতা-প্রথা-কৃতে।

শিতিমা শ্যামতা। তয়োর্দ্বয়োঃ শোণিমাশিতিম্নোঃ সীমামধ্যে যা কাপি রুচিরেখিকা অস্তি। ইয়ং রেখিকা নতভ্রুবাং দৃগ্‌ মধুকরীবিহ্বলাঃ চরীকরোতি পুনঃ পুনঃ করোতি ॥৫১॥

পুরস্তিরশ্চীনজঙ্ঘঃ দক্ষিণ চরণং রভসেন কৌতুকেন সব্যতাং বামদিগ্বর্ত্তিতাং যৎ আপতৎ অতিরাগিনা দক্ষিণ চরণতলেন রাধিকা পদলম্বি-শাটীনাং অলঘু-চুম্বনায় ন্যূনতা অপি স্বীকৃতা ॥৫২॥

মরি! ঐ অরুণিমার উপর যে শ্যামতা শোভা পাইতেছে, ইহাদের উভয়ের সীমামধ্যে যে এক অনির্ব্বচনীয় সুন্দর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে এই রেখা নিজ মধুদানে আনত নয়না-ব্রজ-সুন্দরীদের দৃষ্টি মধুকরী-নিচয়কে পুনঃ পুন অতিশয় বিহ্বলা করিতেছে॥ ৫১ ॥

তোমার বক্র-জঙ্ঘাযুক্ত দক্ষিণ চরণখানি, বামদিকে যে বিন্যস্ত রহিয়াছে, আহা! ইহাতে এক সুন্দর কৌতুক প্রকাশ পাইতেছে। অতিশয় অনুরাগী তোমার ঐ দক্ষিণ চরণতল শ্রীরাধার চরণ-বিলম্বি শাটীর অঞ্চলকে পুনঃ পুন চুম্বন করিবার নিমিত্তই নিজের এরূপ লঘুতা স্বীকার করিয়াছে। অতিরাগিজনের স্বভাবই এইরূপ, নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত নিজের লঘুতা স্বীকার করিতেও লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করে না॥ ৫২ ॥

ধ্বজপঙ্কজাদি লিখতা ধ্রুবং যতঃ
সকৃদীক্ষয়ন্ কুলবতীরমূমুহঃ ॥ ৫৩ ॥
কথমপ্রতীতিমভিপদ্যসে প্রিয়ে।
কলয়েশ্বরোঽস্মি নহি নেত্যদীদৃশঃ।
স্বপদাঙ্ক সম্পদমিমাং কিমাগ্রহা-
ন্ন তথাপি লব্ধদরগৌরবোঽপ্যভূঃ ॥ ৫৪ ॥
তনুজাম্বুজাতসুষমাপটাবৃতা-
তনুজানুতাপবিষমামনাবৃতাং।

স্বচিত্রকরতা প্রথানিমিত্তং ধ্বজবজ্রাদি লিখিতা বিধিনা ইদং তলং ইদ্ধ হিঙ্গুলরসেন চর্চ্চিতং। যতো লিখনাৎ ত্বং কুলবতীঃ সকৃদীক্ষয়ন্ অমূমুহঃ ॥৫৩॥

হে প্রিয়ে! কথমপ্রতীতি মভিপদ্যসে? অহমীশ্বরোঽস্মি নহি ন তথা চাহমীশ্বর এব ইতি স্বপদাঙ্কসম্পদং ইমাং প্রিয়াং ত্বং দক্ষিণ চরণতলে উন্নতীকৃত্য কিং আগ্রহাৎ অদীদৃশঃ? তথাপি ত্বং ন লব্ধদরগৌরবোঽপি অভূঃ। ঈদৃশ্যো বহুশো রেখা অস্মাকং পদতলে বর্ত্তন্তে ইত্যুক্তা ন গৌরবং কুর্ব্বন্তি ॥৫৪॥

বিধাতা স্বীয় চিত্রকলা-নৈপুণ্যের প্রকর্ষ-প্রদর্শনের নিমিত্তই তোমার চরণতল গাঢ় হিঙ্গুলরসে চর্চ্চিত করিয়া তাহার উপর ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরি! তুমি ঐ চিত্রিত চরণতল একবার মাত্র দেখাইয়াই কুলবতী-কুলকে অনায়াসে বিমুগ্ধ করিয়া থাক ॥ ৫৩ ॥

শ্যামসুন্দর! এইরূপে ঐ পদতল উন্নত করিয়া স্বীয় পদাঙ্ক-সম্পদ আগ্রহ ভরে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে দেখাইয়া জানাইতেছ কি, "হে প্রিয়ে! অবিশ্বাস করিতেছ কেন? আমিই ঈশ্বর, এই দেখ, আমার পদতলে ধ্বজ বজ্রাদি চিহ্ন রহিয়াছে? কিন্তু তথাপি ত তাঁহার নিকট কিছুমাত্র ঈশ্বর গৌরব লাভ করিতে পারিলে না? বরং তোমার পদাঙ্ক দেখিয়া—"এরূপ বহুরেখা আমাদের পদতলেও আছে" বলিয়া বরং তৎপ্রতি অনাদর প্রকাশই করিতেছেন" ॥ ৫৪ ॥

তনুতে দশাং সকৃদবেক্ষিতৈব তে
তনু মধ্যমাতভিহৃদঃ কলানিধে। ॥ ৫৫ ॥
অতি পীনবৃত্তরুচিরোরুরোচিষা
জগতি সতীরপি রতীশ-বেল্লিতাঃ।
সহসা বিধায় সহসাধরামৃতৈঃ
সহ সাধুতাভিরপি দেব! তিম্যসি ॥ ৫৬ ॥
তব নাভিরোমততি পংক্তিরূপতাং
যযতুঃ সুধাহ্রদতদুত্থবল্লিকে।

জানু বর্ণয়তি। সূক্ষ্ম জানুচ্ছন্না শোভা সকৃদবেক্ষিতা সতী কন্দর্পতাপেন বিষমাং অতত্ববানাবৃতাং তনুমধ্যমাতভীনাং হৃদয়গাং দশাং তনুতে হে কলানিধে ॥৫৫॥

অতি পীন বৃত্ত রুচিরোরুদেশস্য রোচিষা জগতী সতী সহসা রতীশেন কন্দর্পেণ বেল্লিতাঃ কম্পিতাঃ বিধায় তাভিঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ সাধু যথাস্যাৎ হস সহিতাধরামৃতৈঃ তিম্যসি আর্দ্রীভবসি। তাসামধরামৃতৈ স্বং স্বদরামৃতৈরপি তা তিম্যন্তীত্যর্থঃ ॥৫৬॥

সুধাহ্রদ যদুত্থবল্লিকে তব নাভিরোমাবলিরূপতাং যযতুঃ। যে যয়োঃ

হে ব্রজেন্দু! তোমার পীত বসনাবৃত জানুর সূক্ষ্ম সুষমা, একবার মাত্র অবলোকন করিলেই তনু-মধ্যা ব্রজাঙ্গনাগণ হৃদয়ে কন্দর্প-তাপ জনিত বিষম অনাবৃতা দশা বিস্তার করিয়া থাকে ॥৫৫॥

হে দেব! তোমার অতিপীন সুগোল সুঠাম উরুদেশের শোভা সন্দর্শন করিলে জগতে এমন কেহ সতী নাই, সে কন্দর্পশরে কম্পিতা না হইয়া থাকে। এই কারণেই তুমি ব্রজ-সুন্দরীগণের সহিত সুন্দর ভাবে মিলিত হইয়া তাহাদের হাস্যফুল্ল অধরামৃতে তুমি অভিষিক্ত হও এবং তোমার অধরামৃতে তাহারাও স্তিমিত হইয়া থাকে ॥৫৬॥

হে সুন্দর! সুধা-হ্রদ তোমার নাভীরূপে এবং তদুত্থ কল্প-লতিকাই রোমাবলীরূপে শোভা পাইতেছে, হ্রদ ও লতাবলীর চারিদিকে যেরূপ সুমনঃ অর্থাৎ সহৃদয় ব্যক্তিগণের রমণীয় নিবাস-

পরিতস্তু যে সুমনসাং নিবাসভূ-
রতিরামণীয়কবতী বিরাজতে ॥ ৫৭ ॥
সুভগোর্দ্ধনালমপি ন ন্যগাননং
স্মরসদ্ম-পদ্মমিদমদ্ভুতং ভবেৎ।
পতিতা দৃশোঽত্র সুদৃশাং যদন্ধতাং
তদিষুপাতে গলদশ্রুভির্যযুঃ ॥৫৮॥
ত্রিজগদ্বিধা মখিলসার-সংগ্রহৈ
স্ত্রিবলী ব্যধায়ি বিধিনাতিশিল্পিনা।

হ্রদবল্ল্যোঃ পরিতঃ সুমনসাং শোভনানাং মনসাঞ্চ মালাস্থপুষ্পাণাঞ্চ সহৃদয়ানাঞ্চ নিবাসভূ বিরাজতে পরিশব্দযোগাদ্ দ্বিতীয়া ॥৫৭॥

কন্দর্পস্য সদ্মস্বরূপমিদং নাভিপদ্মং অদ্ভুতং ভবেৎ। অদ্ভুতত্বমেবাহ। সুভগোর্দ্ধনালমপি ঊর্দ্ধনালং অবাক্ নীচীনং আননং যস্য তাদৃশং ন। যৎ যস্মাৎ অত্র পতিতাঃ সুদৃশাং দৃশঃ পতিতা সত্যঃ তস্থ পদ্মস্থকন্দর্পস্য ইষুপাতেন গলদশ্রুভিঃ করণৈঃ অন্ধতাং যযুঃ। অত্র নাভিপদ্মদর্শন জন্যানন্দাশ্রু এব কন্দর্প-বাণাঘাত-জন্যত্বেনোৎপ্রেক্ষিতং ॥৫৮॥

অনয়া ত্রিবল্যা সহ লগ্নঃ যেন হেতুনা সত্যভাষিণো ধীরাং তব মধ্যদেশং

তুমি বিরাজ করে সেইরূপ তোমার ঐ নাভিহ্রদ ও রোমাবলী-লতার চারিদিকেও সুমনঃ অর্থাৎ বৈজয়ন্তীমালার কুসুমস্তবক অতি রমণীয়রূপে বিরাজিত রহিয়াছে ॥৫৭॥

হে সুভগ! কন্দর্প-গৃহ সদৃশ তোমার এই নাভি-পদ্ম বড়ই অদ্ভুত! সাধারণতঃ পদ্মের নাল নিম্নদিকে এবং তাহার প্রফুল্ল মুখ ঊর্দ্ধদিকে থাকে, অহো কি আশ্চর্য্য! তোমার নাভি-কমলের নাল ঊর্দ্ধদিকে এবং মুখ নিম্নদিকে শোভিত! এইজন্য তোমার এই নাভি-কমলে সুলোচনাগণের দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র নির্গলিত অশ্রুধারায় তাহাদের নয়ন অন্ধ হইয়া যায়। উহা কি নাভি-পদ্ম দর্শন জন্য আনন্দাশ্রু না উক্ত কমলস্থিত কন্দর্পের তীব্র শরাঘাত জনিত গল-দশ্রুই উহাদের নয়নান্ধতার কারণ ॥৫৮॥

ভুবনমোহন! ত্রিজগতের নিখিল শোভার সার সংগ্রহ করিয়াই

অনয়াবলগ্নমিহ তেন কীর্ত্তয়-
স্ত্যবলগ্ন মেতদুতভাষিণো বুধাঃ ॥৫৯॥
অতি তুঙ্গপীন ঘন বক্ষসো ভরং
বহদেব মধ্যম মগাদিব শ্রমং।
নিজবামতোহনমদিবাস্তি তত্রিদং
ত্রিকভঙ্গি লঙ্গিমভরেণ লক্ষ্যতে ॥৬০॥
নবলীলতা লষতি দক্ষিণেহস্য য-
ত্তদিদং বিমোহন কৃতে মৃগীদৃশাং।

অবলগ্নং কীর্ত্তয়ন্তি। মধ্যমাঞ্চবলগ্নং চেত্যমরঃ। তেন যে পুনরন্য পুরুষে মধ্যদেশমবলগ্নং ভাষন্তে তে মিথ্যাবাদিনো মূর্খা এবেত্যর্থঃ ॥৫৯॥

অতিতনু অতিসূক্ষ্মং মধ্যমং চক্ষুষোস্তরং বৃহৎ সংশ্রম অগাদিব তস্মাদ্ধেতৌনিজবামদেশে অনমদিব। ত্রিভঙ্গ সময়ে বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎনমনমনুভব সিদ্ধমিতিভাবঃ। ইদং ত্রিভঙ্গে ভঙ্গিমভরেণ মনোহরতাতিশয়েন লক্ষ্যতে। ত্রিকঃনিতম্বোপরি পৃষ্ঠদেশস্থভাগবিশেষঃ। লঙ্গচাঙ্গো মনোহরে ॥৬০॥

অস্য মধ্যদেশস্য ত্রিভঙ্গীসময়ে দক্ষিণ পার্শ্বে নবলীলতা নবা লীলাবত্বং। পক্ষে ত্রিবলিযুক্তত্বং ন লক্ষতি অত্যর্থে ল প্রত্যয়ঃ। ইতরত্র বামপার্শ্বে

মহাশিল্পী বিধাতা তোমার ত্রিবলী রচনা করিয়াছেন। সত্যভাষী ধীর ব্যক্তিগণ এই ত্রিবলীর সহিত সংলগ্ন বলিয়াই তোমার মধ্যদেশকে অবলগ্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাহারা অন্যপুরুষের মধ্যদেশকে অবলগ্ন বলে, তাহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী মূর্খ ।৫৯।

তোমার ক্ষীণ মধ্যভাগ অর্থাৎ কটিদেশ অতিতুঙ্গ পীবর বক্ষঃস্থলের ভার বহন করিয়াই যেন কত শ্রম-কাতর হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই হেতু নিজ বামভাগে যেন কিঞ্চিৎ নত হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিভঙ্গ সময়ে বামপার্শ্বে বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ নমন অনুভূত হইয়া থাকে। তোমার নিতম্বদেশের উপরিভাগস্থ ত্রিকভঙ্গীর অতিশয় মনোহারিতা দ্বারাই ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে ।৬০।

বিশেষতঃ ত্রিভঙ্গ সময়ে এই মধ্যদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে যে এক

ইতরত্র পুষ্কলবলিত্ব মস্ত্যতো
গুরুভার ধারণ মিহৈব সম্ভবেৎ।৬১॥
শ্বসনৈর্দরাবনমদুন্নমৎ ক্রমাৎ
মৃদু পিপ্পলচ্ছদন নিন্দি সুন্দরং।
নিজতুন্দ মিন্দুবদনা-মণিস্রজাং
নয়সি ক্বচিন্নটন রঙ্গ-ভূমিতাং॥৬২॥
উরসীন্দিরাঙ্কলতিকা বিরাজতে
নিকষাশ্মনীব তপনীয় রেখিকা।

পুষ্কলবলিত্বং পুষ্টত্রিবলিত্ব মস্তি। পক্ষে দক্ষিণ পার্শ্বে নবলীলত্বং ন বলযুক্তত্ব-মিতি পর্য্যবসিতার্থং। ইতরত্র পুষ্কল বলবত্বং পুষ্টবলিযুক্তত্বং তদেব পুষ্কল-বলবত্বমিতি। পরস্পরিতরূপকমস্তি। অতো গুরুভার বহন মিহ বামপার্শ্বে এব সম্ভবেৎ ॥৬১॥

উদরং বর্ণয়তি। অশ্বত্থদলনিন্দি সুন্দরং নিজতুন্দং শ্বসনৈঃ ক্রমাৎ ঈষদ-বনমৎ উন্নমৎ। তত্তুন্দং ইন্দুবদনায়া রাধায়া মণিস্রজাং নটনরঙ্গভূমিতাং ক্বচিৎ বিপরীত শৃঙ্গার সময়ে নয়সি ॥৬২॥

নিকষাশ্মনি সুবর্ণরেখিকা ইব তব বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীরেখারূপা লতিকা

নব লীলার বিকাশ হয়, তাহা মৃগলোচনাগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে এবং বামপার্শ্বে যখন পুষ্ট ত্রিবলী বিদ্যমান আছে তখন গুরুভার বহন এই বামভাগেই সম্ভব হয়। অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে তোমার বলী-লতা অর্থাৎ ত্রিবলীলতা বা বলযুক্ততা না থাকায় এবং বামভাগে সমধিক বলবত্তা বা পুষ্ট বলিযুক্ততা থাকায় গুরুভার বহন এইখানেই সম্ভব ॥৬১।

আহা। ঐ যে তোমার অশ্বত্থপত্র নিন্দি সুন্দর উদর প্রদেশ প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ঈষৎ উত্থিত ও অবলম্বিত হইতেছে, উহা বিপরীত বিহার সময়ে ইন্দু-বদনা শ্রীরাধার কণ্ঠ-শোভি মণিমালার নটন-রঙ্গভূমি হইয়া থাকে ॥৬২॥

তোমার বক্ষঃ প্রদেশে নিকষ-পাষাণে (কোষ্টি-পাথরে) সুবর্ণ-

বিসতন্তু চূর্ণ ততিতুল্যতাং শ্রিতা
ভৃগুলক্ষ্ম-লোম লতিকাপ্যনীয়সী ॥৬৩॥
ইহ বাম দক্ষিণ দিগুত্থিতে ইমে
পুরতঃ স্ফুরৎ পুরটতার হারয়োঃ।
প্রতিবিম্বিতে দ্যুতি কলে ইবেক্ষিতে
ভবতো মসার মুকুরায়িতে তব ॥৬৪॥
কিমমানিবান্তরিহ তে সমৃদ্ধিম-
ন্নুরাগ এব বহিরেতি দৃশ্যতাং।

বিরাজতে। এবং অনীয়সী ক্ষুদ্রা শ্রীবৎসরূপ ভৃগুলক্ষ্ম লোমলতিকা বিরাজতে। কথম্ভূতা মৃণালতন্তুচূর্ণ অনীতুল্যতাং শ্রিতা প্রাপ্তা। এতেন তস্যাঃ শ্বেতত্বং সূক্ষ্মত্বং চায়াতং ॥৬৩॥

ইহ মসার মুকুরায়িতে ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত দর্পণ তুল্যে তব বক্ষসি যথা সংখ্যেন্ বামদক্ষিণ দিগুত্থিতে ইমে লক্ষ্মীরেখা শ্রীবৎস-লতিকে পুরটতার-হারয়োঃ স্বর্ণহার মুক্তাহারয়ো প্রতিবিম্বতে কান্তিকলে ইব জনৈ রীক্ষিতে ভবতঃ ॥৬৪॥

তে তব সমৃদ্ধিমান্ অনুরাগঃ অন্তরমানিব অন্তঃকরণে ন মাতি ইতি চেতোরিব কৌস্তুভচ্ছলাৎ কিং বহির্দৃশ্যতাং এতি? যতঃ কৌস্তুভাৎ জগৎ অনুরক্তত্ব। মবাপ ॥৬৫॥

রেখার ন্যায় লক্ষ্মী রেখা-লতিকা এবং শুভ্র সূক্ষ্মতর মৃণালতন্তু চূর্ণের ন্যায় ক্ষুদ্র শ্রীবৎসরূপ ভৃগু-চিহ্ন-লোম-লতিকা অতি সুন্দররূপে বিরাজ করিতেছে ॥৬৩॥

মরি! মরি! উহা দেখিলে মনে হয়, যেন ইন্দ্রনীলমণি দর্পণ তুল্য তোমার হৃদয়ে বাম ও দক্ষিণভাগ হইতে উত্থিত ঐ লক্ষ্মী রেখা ও শ্রীবৎস-রেখা যথাক্রমে সুবর্ণহার ও মুক্তাহারের প্রতিবিম্বিত কান্তি কলার ন্যায় স্ফুরিত হইতেছে ॥৬৪॥

হে রস-সাগর! তোমার হৃদয় নিহিত প্রতিনিয়ত বর্দ্ধনশীল অনুরাগই কি সমস্ত অন্তর প্রদেশ প্লাবিত করিয়া স্থানাভাব বশতঃ কৌস্তুভরূপে হৃদয়ের বাহিরে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে? যেহেতু

উদিতেন্দু সূর্য্যশতনিন্দি কৌস্তুভ
চ্ছলতো যতো জগদবাপ রক্ততাং ॥৬৫॥
মৃদুল ত্রিরেখ দরতির্য্যগঞ্চিত
দ্যুতি মণ্ডলী ললিতকণ্ঠ-মাধুরীং।
স্বদৃশাধয়ন্ত্যধিধরং ধৃতিচ্যুতা
কুলজাপি দোর্ব্বলয়িতাং বিধিৎসতি ॥৬৬॥
ভুজদণ্ড দণ্ডিত ভুজঙ্গম-শ্রিয়-
স্তব পাণিপঙ্কজ-পলাশ পালিভিঃ।
নিজ নৃত্য কৃত্যদর-গৌরবাদৃতা
মুরলী বিলেঢ়ি লঘুরাধরীং সুধাং ॥৬৭॥

অধিধরং ধরণ্যাং ধৃতিচ্যুতা কুলজাপি তব কণ্ঠমাধুরীং স্বদৃশা ধয়ন্তী সতী দোর্ব্বলয়িতাং বিধিৎসতি হস্তাভ্যাম্ বেষ্টিতাং চিকীর্ষতি। কথম্ভূতা মৃদুলা ত্রিরেখা যস্যাঃ। এবং ত্রিভঙ্গসময়ে ঈষত্তিরশ্চীনেনাঞ্চিতা। এবং দ্যুতি-মণ্ডলীভির্ললিতা সা চ সা চ সা চ তাং ॥৬৬॥

ভুজদণ্ডেন দণ্ডিতা ভুজঙ্গস্য শোভা যেন এবম্ভূতস্য তব পাণিপঙ্কজয়োঃ পলাশপালিভিঃ অঙ্গুলি শ্রেণীভিঃ স্বস্য নৃত্যরূপ কৃত্যার্থং ইষদ্গৌরবাদৃতা মুরলী অধর সম্বন্ধিনীং সুধাং লেঢ়ি আস্বাদয়তি। যতো লঘুঃ। নীচো হি মহজ্জনেন ঈষদাদৃত শ্চেৎ অত্যুচ্চপদং সহসৈবারোহতীতি প্রসিদ্ধেঃ ॥৬৭॥

উদিত শত সুধাংশু সূর্য্য-নিন্দি এই কৌস্তুভের প্রভাবেই নিখিল জগৎ অনুরক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৬৫॥

এই ধরাধামে কুলাঙ্গনাগণ তোমার মৃদু ত্রিরেখাযুক্ত ঈষদ্ বক্র ও ললিত কান্তি-মালা-কমনীয় কণ্ঠ-মাধুরী স্ব স্ব নয়নপুটে পান করিয়া আকুল আবেগে ধৈর্য্য হারা হইয়া বাহুলতা দ্বারা তোমার ঐ কণ্ঠ বেষ্টন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ॥৬৬॥

নাগরেন্দ্র! তুমি নিজ ভুজদণ্ড দ্বারা ভুজঙ্গের শোভাকেও দণ্ডিত করিয়াছ; তোমার কর-পঙ্কজের পলাশ-পালিরূপ অঙ্গুলি নিচয় নিজের নৃত্য-কৃত্যের নিমিত্ত লঘু-প্রকৃতি মুরলীকে ঈষৎ গৌরব

স্নপিতঃ স্মিতামৃত পৃষন্তিরর্চ্চিতঃ
শিখরপ্রভ দ্বিজনিজার্চ্চিষাং চয়ৈঃ।
অধরোঽনুরাগধুরয়া ন চাধরঃ
কথমেতু বিম্বতুলনা পরাভবং ॥৬৮॥
বলভিন্মণিক্রম নবাঙ্কুরাঽগ্রতো
রবিজাম্বু বুদ্‌বুদ যুগেন পার্শ্বয়োঃ

তব অধরস্মিতরূপামৃতবিন্দুভিঃ স্নপিতঃ এবং মাণিক্য-প্রভ-দন্তস্য নিজার্চিষাং সমূহৈঃ। পক্ষে শ্রেষ্ঠপ্রভ ব্রাহ্মণস্য নিজকান্তি সমূহৈরর্চ্চিতঃ এবং নাম্না অধরোঽপি অনুরাগাতিশয়েন ন চাধর ন ন্যূনঃ অতএব এবম্ভূতস্তবাধরঃ বিম্বতুলনারূপ পরাভবং কথং এতু ।৬৮॥

বলভিন্মণিক্রমস্য ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিতবৃক্ষস্য নবীনাঙ্কুরঃ। এবং তস্যাগ্রতঃ উভয় পার্শ্বে রবিজায়াঃ যমুনায়াঃ শ্যামবুদ্‌বুদদ্বয়েন ঈষত্তিরশ্চীনতয়া যদি তাদৃশা-

দানে সমাদৃত করায় তোমার অধর-সুধা পর্য্যন্ত আস্বাদন করিতেছে। হবে না কেন? লঘুচেতা নীচব্যক্তি মহজ্জন কর্ত্তৃক অতি অল্প মাত্র সমাদর পাইলেই সহসা অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়া থাকে; ইহা প্রসিদ্ধ কথা ॥৬৭॥

আর তোমার ঐ মৃদুমন্দ হাস্যামৃত বিন্দু পরিসিক্ত অধর মাণিক্য প্রভ দশনাবলির মদির ছটায় অতি শোভনীয়রূপে সমর্চ্চিত, অথবা যেন মনে হয়, শ্রেষ্ঠ প্রভাশালী ব্রাহ্মণের নিজ কান্তি নিচয় দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া শোভা পাইতেছে। সুতরাং উহা নামে অধর হইলেও অনুরাগাতিশয্যে কিন্তু অধর অর্থাৎ ন্যূন নহে। অতএব এমন অনুপম তোমার অধর, সামান্য বিম্বফলের তুলনারূপ পরাভব কিরূপে পাইতে পারে? ফলতঃ তুচ্ছ বিম্বফলের সহিত তোমার ঐ সুন্দর অধরের তুলনাই হইতে পারে না ॥৬৮॥

ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত বৃক্ষের নবীন অঙ্কুর এবং তাহার অগ্রভাগে উভয় পার্শ্বে যদি দুইটী শ্যাম জলবুদ্‌বুদ ঈষৎ বক্রভাবে যোজনা করা যায়, তাহা হইলে তোমার নাসিকার ও নাসাপুটের উপমার যোগ্য

দরতির্যগেব যদি যুজ্যতে তত
স্তব নাসিকাপ্যুপময়া ময়ার্চ্যতে ॥৬৯॥
সমসন্নিবেশ নবপল্লবোপম
শ্রবসোর্মণী মকর কুণ্ডলত্বিষা।
মৃদুগণ্ড মণ্ডল মদ্ভুটচ্ছটা
পতিতেক্ষণাঃ কুলভ্রুবোঽন্ধতাং ॥৭০॥
রসিকত্ব-লাস্য-রুচি সত্যসন্ধতা-
শ্রিত সারতাদি নিজধর্ম্ম বিন্দুভিঃ।

স্ফুরঃ যুজ্যতে তদা তব নাসিকাপি ময়া উপময়া অর্চ্চ্যতে। অত্র নাসাস্থানীয়োঽস্ফুরঃ। নাসাপুটস্থানীয়ো বুদ্বুদঃ ॥৬৯॥

সমসন্নিবেশনবপল্লবোপমকর্ণয়োর্যে মণিময়-কুণ্ডলে তয়োস্ত্বিষাং যা মৃদুগণ্ড-মণ্ডলে উদ্ভটচ্ছটা তস্যাং পতিতেক্ষণাঃ কুলভ্রুবঃ ব্রজসুন্দর্যাস্তস্যাং চাকচিক্যেন অন্ধতাং অন্তঃ প্রাপ্তঃ ॥৭০॥

রসিকত্বাদি নিজধর্ম্মবিন্দুভিঃ করণৈর্যৈন তব নেত্রদ্বয়েন ঝষাদি কৃতার্থতাং সাধু যথা স্যাত্তথাগমিতং প্রাপিতং। তত্র রসিকত্ববিন্দুনা ঝষঃ কৃতার্থতাং

মনে করিতে পারি অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির বৃক্ষের অঙ্কুরকে তোমার নাসা স্থানীয় এবং যমুনার জলবুদ্‌বুদকে তোমার নাসাপুট স্থানীয় বলা যাইতে পারে ॥৬৯॥

ব্রজ সুন্দর! সম-সন্নিবেশ নব পল্লবের ন্যায় তোমার মনোহর শ্রুতিমূলে যে মণিময় মকর কুণ্ডল শোভা পাইতেছে তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বলদ্যুতি তোমার কমনীয় গণ্ডমণ্ডলে বিম্বিত হইয়া এক অসামান্য উদ্ভটছটা বিকীর্ণ করিতেছে, তৎপ্রতি ব্রজসুন্দরীগণের দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তাহার চাকচিক্যে তাঁহাদের নয়ন অন্ধতা প্রাপ্ত হয় ॥৭০॥

রসিক শেখর! তোমার ঐ অপূর্ব্ব নয়ন যুগল, রসিকতা, লাস্য, রুচি, সত্যসন্ধতা সারগ্রাহিতাদি বিবিধগুণের সাগর স্বরূপ। তোমার নয়ন এই সকল নিজ ধর্ম্মের বিন্দু দিয়াই যথাক্রমে মীন, খঞ্জন, পদ্ম

ঝষ খঞ্জনাম্বুজ-চকোর-ষট্পদা-
স্তপি যেন সাধু গমিতং কৃতার্থতাং। ৭১।।
শ্রুতি বর্ত্মবর্ত্ত্যপি তদীক্ষণ-দ্বয়ং
তব মাস্তৃতি স্তুতি সদা সতীব্রতং।

প্রাপিতঃ। কবিপরম্পরায়াং ঝষস্য রসিকত্ব প্রসিদ্ধেঃ। এবং নাট্য-বিন্দুনা খঞ্জনঃ। কান্তিবিন্দুনা অম্বুজং। সত্য সন্ধতা বিন্দুনা চকোরঃ। স্রিতসারত্ব-বিন্দুনা ভ্রমরঃ ॥৭১॥

তব তৎ ঈক্ষণদ্বয়ং শ্রুতিবর্ত্মবর্ত্তি। এতেন নয়নস্য দীর্ঘত্বমায়াতং। শ্লেষেণ

চকোর ও ভ্রমরাদিকে যথোচিত রূপে কৃতার্থ করিয়াছে। মীনের এত রসিকতা—এত প্রেমিকতা যে, জলছাড়া হইয়া মীন ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারে না, এত বড় প্রেমিক মীনও তোমার নয়নের সহিত তুলিত হইতে পারে না। যেহেতু—তোমার নয়নের রসিকতা-সিন্ধুর বিন্দু লইয়াই ত মীনের এই রসিকত্ব? অহো! সাগরের সহিত কি বিন্দুর তুলনা হয়? খঞ্জনাদির সম্বন্ধেও ত এই কথা? তোমার নয়নের লাস্য-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র পাইয়াই চটুল নটনপর খঞ্জনের নৃত্য-কলা-পারিপাট্যের এত সুখ্যাতি? আর কমলের যে এত কমনীয় কান্তি এত সুষমা-মাধুরী উহা তোমার ঐ নয়ন-রুচি-সাগরের অতি ক্ষুদ্র বিন্দু-কণারই বিকাশ মাত্র। সুতরাং কমলই বা কিরূপে উপমার যোগ্য হইতে পারে? কোটি-চন্দ্রনিন্দি প্রিয়ামুখচন্দ্রের সুধাপানেই তোমার নয়নের যে অগাধ সত্যসন্ধতা তাহার বিন্দুমাত্র লাভ করিয়াই চকোর-নিচয় কেবল চাঁদের সুধাপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং তোমার নয়নের সহিত চকোরেরও তুলনা হইতে পারে না। আর ঐ মধুব্রত সকল যে ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিয়া কেবল মকরন্দ গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেছে, উহারা তোমার নয়নের সার গ্রাহিতা ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র লাভে কৃতার্থ হইয়াই যখন ঐরূপ সারগ্রাহিতা শিক্ষা করিয়াছে তখন উহারাও ত তুলনার যোগ্য হইতে পারে না। ॥৭১॥

অতি লম্পটং তরলতার মুচ্ছল-
জলবীচিমজ্জদিব রাগ-সাগরে ॥৭২॥
(যুগ্মকং)

অলিকার্দ্ধচন্দ্র মলকালিবেষ্টিতং
চল চিল্লিকার্ম্মুখভৃতো মনোভুবঃ।
নিশিতার্দ্ধ চন্দ্রমিব ভর্মচিত্রকং
সকৃদেব বীক্ষ্য তব কা ন কম্পতে ॥৭৩॥

বেদমার্গবর্ত্মানি মাদ্যতি মত্তং ভবতি। এবং সদা সতীব্রতংক্ষতি খণ্ডয়তীতি বিরোধো দ্রষ্টব্যঃ। তরলা চঞ্চলা তারা যস্য। বিরোধ পক্ষে তরলত্বং রাতি গৃহ্লাতি অতি চঞ্চলমিত্যর্থঃ। পুনশ্চানুরাগ-সাগরে উচ্ছলন্ যো জলবীচিস্তত্র মজ্জদিব। নেত্রস্য স্বাভাবিক সদা জলপূর্ণত্বেন প্রতীয়মানত্বং শোভাধায়কং ভবতীতি ভাবঃ ॥৭২॥

অলকরূপ ভ্রমরেণ বেষ্টিতং তব অলিকরূপার্দ্ধচন্দ্রং চঞ্চলচিল্লিরূপ কার্ম্মুক-ভৃতঃ কন্দর্পস্য পুষ্পময় তীক্ষার্দ্ধচন্দ্রামিব। কথম্ভূতং স্বর্ণেন চিত্রং যস্য। ললাটোপরি তিলকাদিকমেব অস্ত্রোপরি স্বর্ণ চিত্রস্থানীয় মিতি বোধ্যং ॥৭৩॥

আহা! তোমার ঐ নয়ন দু'টী, "শ্রুতিপথবর্ত্তি" অর্থাৎ বেদ-মার্গানুগামী হইয়াও প্রমত্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বদা সতীগণের সতী-ব্রত ধ্বংস করিতেছে ইহা অতীব বিরুদ্ধ কথা। যাঁহারা শ্রুতিপথা-নুবর্ত্তী তাঁহারা কি কখন এরূপ অধর্ম্মচারী হন?—না রমণীর সতীধর্ম্ম নাশ করেন? অতএব "শ্রুতিপথবর্ত্তি" এই বাক্যের এস্থলে "আকর্ণ বিস্তৃত" এই অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। চঞ্চল তারকা-বিশিষ্ট তোমার ঐ নয়ন, অতি লম্পট এবং স্বাভাবিক সর্ব্বদা অশ্রুজল-ভারে ঢল ঢলরূপে শোভিত থাকায় মনে হয়—অনুরাগ-সাগরে উচ্ছলিত জলতরঙ্গে যেন মগ্ন হইয়া রহিয়াছে ॥৭২॥

ব্রজযুবরাজ! তোমার চঞ্চল অলক-ভৃঙ্গাবলি-বেষ্টিত ও গোরোচনা-চিত্রিত তিলক শোভি-ললাটরূপ অর্দ্ধচন্দ্র-ফলক দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, চঞ্চল চিল্লি-কার্ম্মুকধারী মন্মথের স্বর্ণাঙ্কিত

ন কচা অমী কিল মৃণালতন্তবো
মৃগনাভিভিঃ শুচিরসৈর্যদঞ্চিতাঃ।
নিজ চামরার্থমসমেষু ভূভৃতা
কুটিলাবভুবুরিতি যৎ স তদ্গুণঃ ॥৭৪॥
নিখিলাঙ্গরূপযশঃ এব চন্দ্রমা-
স্তস্য মন্দহাস্যবপুরাস্য-মণ্ডলে।
সমুদিতা সর্ব্বভুবনাধিপান্তরা
লয়মধ্যমপ্যপি তনোতি কৌমুদীং ॥৭৫॥

যৎ যস্মাৎ মৃণালতন্তবঃ মৃগনাভিভিঃ শৃঙ্গাররসৈ রঞ্জিতা। তথা চ শৃঙ্গার-রসেনার্দ্রীভূতৈঃ মৃগনাভিভী রঞ্জিতেত্যর্থঃ। তত্র কারণ মাহ। অসমেষুঃ পঞ্চেষুঃ কন্দর্পস্তদ্রূপেণ ভূভৃতা রাজ্ঞা নিজ চামরার্থমেবাঞ্চিতাঃ। কুটিলা ভবন্তি ইতি যৎ তস্য কুটিল কন্দর্পস্য গুণতব কারণং ॥৭৪॥

তব নিখিলাঙ্গস্থিতরূপস্য উৎকর্ষস্বরূপ যশ এব চন্দ্রমাঃ তব মন্দহাস্যমেব বপুর্যস্য তথাভূতঃ সন্ মুখমণ্ডলে সমুদিতা সর্ব্বভুবনাধিপানাং ব্রহ্মরুদ্রাদীনাং অন্তঃকরণরূপালয়স্য মধ্যমপ্য মধ্যে কৌমুদীং জ্যোৎস্নাংতনোতি। তথা চ ব্রহ্মরুদ্রাদয়ঃ সদা তব মন্দহাস্যস্য ধ্যানং কুর্ব্বন্তি ॥৭৫॥

সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র শরই শোভা পাইতেছে। সুতরাং তোমার ঐ ললাট একবার মাত্র দেখিয়াই কোন্ কুলাঙ্গনা না কম্পিত হয়? ॥ ৭৩ ॥

মরি! মরি! ঐ যে কুঞ্চিত কেশ-কলাপ, উহাকে কেশ বলিয়া মনে হইতেছে না ত? কন্দর্পরাজ যেন নিজ চামরের নিমিত্ত মঞ্জু মৃণালতন্তু সমূহকে প্রথমতঃ শৃঙ্গাররসে ভিজাইয়া পরে মৃগনাভি দ্বারা রঞ্জিত করিয়াছে। আর ঐ কেশ-কলাপ যে কুটিল দৃষ্ট হইতেছে, কুটিল কন্দর্পের গুণই উহার কারণ। যেহেতু কুটিলের সঙ্গদোষে সকলেই কুটিল হইয়া থাকে, ইহাই স্বভাবের রীতি ॥৭৪॥

তোমার নিখিলাঙ্গস্থিত রূপে মাধুরীর উৎকর্ষ স্বরূপ যশ-চন্দ্রমাই মৃদুহাস্যরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া তোমার মুখমণ্ডলে সমুদিত হইয়াছে এবং নিখিল ভুবনাধিপ ব্রহ্মা রুদ্রাদির হৃদয়ালয় মধ্যে স্বীয়

ব্রজমীন জীবন! জগদ্বিমোহন!
ত্বামৃতীড্যসে তব তু জীবিতেশ্বরী।
কুরুতে ভবন্তমপি মোহিতং স্বরু-
ক্কণিকাং কিরন্ত্যহমিমাং কথং স্তবে ॥৭৬॥
অতি শোণ সান্দ্র নবকুঙ্কুমদ্রব-
চ্ছুরিতস্থগাস্থ কনকাম্বুজন্মনী।

হে ব্রজমীন-জীবন! হে জগন্মোহন! ত্বং ময়া ইড্যসে। ভবতু জীবিতেশ্বরী রাধিকা স্বকীয়কান্তিকণিকাং কিরন্তী সতী ভবন্তমপি মোহিতং কুরুতে। অতএব ইমাং কথং অহং স্তবে ॥৭৬॥

কলাবিদা বিধিনা ভবৎ কৃতে তব নিমিত্তং অনয়া স্বর্ণ কমলাদিরূপার্থ সংহৃত্যা রাধিকারূপ নবকেলিকল্পলতিকা রচিতেতি পঞ্চমশ্লোকেন সহান্বয়ঃ। অর্থসমূহ মেবাহাতিশোণেতি। বহুভিঃ শ্লোকৈঃ। প্রথমত শ্চরণারবিন্দং বর্ণয়তি। বাহ্লীকদেশস্থাতিশয়নিবিড়কুঙ্কুমযুক্তাধোমুখকমলদ্বয়ং। জানুদ্বয়ং বর্ণয়তি। দ্বে মণিসম্পুটে সুভগত্বেনাভিবাদিতে বন্দিতে। কথম্ভূতে কুসুমেষোঃ কন্দর্পস্থ তূনপ্রসঙ্গেন স্বর্ণনির্ম্মিত নিষঙ্গেণ সহ সঙ্গতে। এতেন জঙ্ঘাদ্বয়মপি বর্ণিতং ॥৭৭॥

জ্যোৎস্নাধারা বিস্তার করিতেছে। ফলতঃ ব্রহ্মারুদ্রাদিও তোমার মন্দহাস্যের সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন ॥৭৫॥

হে জগন্মোহন! হে ব্রজবাসীরূপ মীনের জীবন স্বরূপ! আমি তোমাকে এইরূপে স্তুতি করিলাম বটে, কিন্তু ঐ যে তোমার জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধিকা স্বীয় সুকুমার কান্তিকণা বিকীরণ করিয়া তোমাকে বিমোহিত করিতেছেন, আমি কিরূপে উঁহাকে স্তুতি করিব? ॥৭৬॥

আমরি! ঐ যে নবকেলি-কল্প-লতিকাটী তোমার বামপার্শ্ব অলঙ্কৃত করিয়া শোভা পাইতেছেন উহা বিশ্বশিল্পী বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—উনি কেবল তোমার জন্যই রচিত হইয়াছেন। বাহ্লীকদেশস্থ অতিশয় লোহিতবর্ণ গাঢ় কুঙ্কুম দ্রবযুক্ত অধোমুখ কমলদ্বয়ের ন্যায়

কুসুমেষু হাটক নিষঙ্গ সঙ্গতে
মণি সম্পুটে সুভগতাভিবাদিতে ॥৭৭॥
ক্রমপীন হেমরুচিরৈক মূলভাক্
কদলীদ্বয়ং সম মধোমুখং ততঃ।
অমৃতোদপানমথ বৃত্তবীচিভি-
স্তিসৃভিঃ স্বমেব রভসেন বেষ্টিতং ॥৭৮॥
নলিনৈকপত্রমধি মধ্যরাজিত-
স্মরলেখপংক্তি করকে নিরন্তরে।
বিষবল্লিকে কিশলাদৃতে দরঃ
শরদিন্দু রঙ্করহিতঃ স্ফুরৎকলঃ ॥৭৯॥

একমূলভাক্ স্বর্ণকদলীদ্বয়ং সমং অধোমুখঞ্চ। এতেন উরুদ্বয়ং অমৃতস্য উদপানং কূপঃ এতেন নাভিদেশঃ। মধ্যদেশস্থানীয়ং স্বতিসৃভিস্ত্রিবলিস্বরূপ বর্ত্তুলাকারবীচিভিঃ রভসেন বেগেন বেষ্টিতং ॥৭৮॥

শ্রীরাধিকায়া উদররূপ কমলস্যৈকপত্রং কীদৃশং? অধিমধ্যং পত্রস্য মধ্যদেশে রাজিতা রোমাবলীরূপস্মররেখপংক্তির্যত্র। নিরন্তরে অব্যবহিতে স্তনরূপকরকে। বাহুদ্বয়রূপবিষবল্লিকে। কথম্ভূতে হস্তরূপ কিশলয় দ্বয়াভ্যাং আদৃতে। দরঃ কণ্ঠস্থানীয়শঙ্খঃ। স্ফুরৎকলঃ মুখরূপ পূর্ণচন্দ্র ইত্যর্থঃ ॥৭৯॥

চরণ দুটী। জঙ্ঘাদ্বয় যেন কন্দর্পের স্বর্ণ নির্ম্মিত তূণের সহিত সঙ্গ লাভ করিয়াছে এবং জানুদ্বয় যেন তাহারই উপরিবর্ত্তি দুইটি সৌভাগ্য-বন্দিত মণি-সম্পুট ॥৭৭॥

উরুদ্বয় দেখিয়া মনে হয়, যেন ক্রমস্থূল দুইটী সুবর্ণকান্তি কদলী-তরু একই মূলদেশ হইতে সমভাবে অধোমুখে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাভিদেশ—অমৃতের কূপ এবং মধ্যদেশস্থিত ত্রিবলী রেখাই যেন ঐ অমৃতকূপের বর্ত্তুলাকার তরঙ্গত্রয় সবেগে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে ॥৭৮॥

শ্রীরাধিকার উদর ঠিক কমলের একটী পত্রের তুল্য এবং সেই পত্রের মধ্যদেশে বিরাজিত রোমাবলীই স্মরলেখা শ্রেণীর ন্যায়

স্ফুটবন্ধুজীব-নব-কুন্দ কোরকৈ-
স্তিল পুষ্প নীল-নলিনালি-পল্লবৈঃ।
অয়মর্চ্চিতোঽভ্র পটলী যমানুজা
তন্ধোরণীযুগিতি যার্থ সংহতিঃ ॥৮০॥
বিধিনা নয়ৈব রচিতা কলাবিদা
নবকেলি কল্পলতিকা ভবৎ কৃতে।

অয়ং মুখচন্দ্রঃ বন্ধজীবপ্রভৃতিভিরর্চ্চিতঃ। দন্তস্থানীয়াঃ কুন্দাঃ। নাসাস্থানীয়ং তিলপুষ্পং। নেত্রস্থানীয়ে নীলনলিনে। অলকস্থানীয়োঽলিভ্রমরঃ। তেন ভ্রমর সহিত পুষ্পেণৈব পূজনং জ্ঞেয়ং। কর্ণস্থানীয়ঃ পল্লবঃ। কেশস্বরূপমেঘপটলী। কথম্ভূতা, যমানুজায়া যমুনায়াস্তন্বোরণীযুক্। ধোরণী তড়াগাদীনাং জলনির্গমনার্থং ক্ষুদ্রপ্রণালী। নানার্থোঽয়ং শব্দঃ। এতেন বেণী বর্ণিতা ॥৮০॥

এবম্ভূতায়া রাধায়া মধুরিমাণং ভবান্নুপভুজ্য ননু পূর্ণকামতমতাং অগাৎ? অপিতু পূর্ণকামতমতামগাদিত্যর্থঃ ॥৮১॥

শোভনীয়। বক্ষঃদেশে পীন পয়োধর যুগলই, অব্যবহিত দুইটী দাড়িম্বফল। কর-কিশলয়যুক্ত বাহু-যুগল যেন, দুইটী সুঠামে মৃণাল লতিকা। শঙ্খই উঁহার কণ্ঠস্থানীয় এবং অকলঙ্ক শারদপূর্ণচন্দ্রই বদন-মণ্ডলের শোভা সম্পাদন করিয়াছে।৭৯॥

এই মুখচন্দ্র বন্ধুজীবাদি পুষ্পদ্বারা অর্চ্চিত। উহার অধরে প্রফুল্ল বন্ধুজীবের শোভা, দন্তে কুন্দ-কুসুমের,নাসায় তিলপুষ্পের এবং নয়নে নীল নলিনের মাধুরী বিকসিত। অলকাবলিই—ভ্রমর শ্রেণী। এস্থলে ভ্রমর যুক্ত পুষ্পের দ্বারাই অর্চ্চিত বুঝিতে হইবে। পল্লবই কর্ণ স্থানীয়, নবজলধরই কেশ স্থানীয় এবং যমুনার ক্ষুদ্র পয়ঃ প্রণালীর শোভা মাধুরী সংগ্রহ করিয়াই যেন বেণী রচনা করা হইয়াছে ॥৮০॥

আহা! এইরূপেই বুঝি নিখিল কলাবিদ্ বিধাতা যাবতীয় শোভার সার মাধুরী সংগ্রহ করিয়া তোমার নিমিত্ত এই নব কেলি-

উপভুজ্য যন্মধুরিমাণ মাত্মনো

নমু পূর্ণকামত্বমতাং ভবানগাৎ ॥৮১॥

(কুলকং)

প্রণবানি দেবি ! নখরান্ পদোঃ সদো-

চ্ছলদংশুভিঃ শকলিতেন্দু নিন্দিনঃ।

নমিতং হ্রিয়াস্তিক কৃতস্থিতে হরি-

স্তব বক্ত্রমেকমপি যেষু বীক্ষ্যতে ॥৮২॥

ভবদাস্য সৌরভ-পতন্মধুব্রতা-

বলি বারণায় করধারিতাম্বুজা।

হে দেবি ! তব নখরান্ প্রণবানি। কথম্ভূতান্ সদা উচ্ছলৎ কিরণৈঃ খণ্ডিতচন্দ্রনিন্দিনঃ। অন্তিকে কৃষ্ণস্য নিকটে কৃতা স্থিতির্যয়া এবম্ভূতায়াস্তব হ্রিয়া নমিতং একমপি বক্ত্রং হরিঃ যেষু নখরেষু বীক্ষতে ॥৮২॥

যোগপীঠারোহণ সময়ে অষ্টসখীনাং যথাযোগ্য স্থানে স্থিতিঃ শ্রীরূপগোস্বামি-মতানুসারেণাহ। ভবদিতি। কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন পরশ্লোকস্থানুদক্ষিণোত্তর দিশৌ ললিতায়া দক্ষিণস্যাং দিশি উত্তরস্যাং দিশি তুঙ্গবিদ্যয়া সহ তথা ইন্দু-

কল্প-লতিকা শ্রীরাধিকাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ? এই শ্রীরাধার মধুরিমা আস্বাদন করিয়া তুমি সর্ব্বতোভাবে পূর্ণকামতা লাভ কর নাই কি ? তুমি অবশ্য পূর্ণকামতা লাভ করিয়াছ ॥৮১॥

দেবি ! তোমার চরণ কমলের নখনিকর সর্ব্বদা উচ্ছলিত কিরণ নিচয় দ্বারা খণ্ডিত সুধাংশুকেও নিন্দা করিতেছে ঐ অপূর্ব্ব নখচন্দ্র-সমূহকে প্রণাম করি। তুমি নাগরবরের নিকটে থাকিয়া যখন লজ্জা-সঙ্কোচে অবনতমুখী হও, তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার এক বদন-কমল প্রতিনখ-চন্দ্র-মুকুরে বিম্বিত দেখিয়া উল্লসিত হন ॥৮২॥

যোগপীঠ আরোহণ সময়ে অষ্টসখীও যথাযোগ্যস্থানে আরোহণ করিয়া তোমাদের কেমন সুন্দর পরিচর্য্যা করিতেছে। * তোমরা

* এস্থলে যোগপীঠারোহণ সময়ে অষ্টসখীর অবস্থান শ্রীরূপ গোস্বামীর মতানুসারে কথিত হইয়াছে।

ললিতা পুরো লষতি তুঙ্গবিদ্যয়া
ধৃতবীণয়া সহ তথেন্দুলেখয়া ॥৮৩॥

অনুদক্ষিণোত্তরদিশৌ বিশাখয়া
সহ চিত্রয়া ব্যজন চারুচালনৈঃ।
ব্যতিদর্শনোপধিকর্ম্মে বিন্দবঃ
সহসাস্তুতাং দধতি বাং সদোদিতাঃ ॥৮৪॥

সিচয়াঞ্চলেন কলিতেন পাণিনা
প্রণয়াশ্রুমার্জ্জন পরাপি বামিয়ং।

লেখয়া সহ ললিতা লষতি। তথা চ সম্মুখে স্থিতায়া ললিতায়া দক্ষিণপার্শে বীণা সহিতা তুঙ্গবিদ্যা উত্তরপার্শ্বে ইন্দুলেখেত্যর্থঃ ॥৮৩॥

রাধাকৃষ্ণয়োরনুদাক্ষিণোত্তরদিশৌ বিশাখয়া সহ চিত্রয়া বং ব্যজনচারুচা লনৈঃ করণৈঃ বাং যুবয়োঃ পরস্পরদর্শনোত্থঘর্ম্মবিন্দবঃ সহসা অস্তুতাং দধতি ॥৮৪॥

অভিতঃ স্থিতা অনুজয়া সুদেব্যা সহ রঙ্গদেবী পাণিনা গৃহীতেন বস্ত্রাঞ্চলেন

যোগপীঠে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া অবস্থান করিতেছ। আর উহার অষ্ট-দলে অষ্টসখী বিরাজ করিতেছে; তোমাদের সম্মুখে পূর্ব্বদিগ্দলে ললিতা সখী তোমার বদন-কমল-সৌরভে উন্মত্ত হইয়া পতিত ভ্রমর সকলকে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত কর-কমল ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে অর্থাৎ ঈশান কোণস্থিত দলে তুঙ্গ-বিদ্যা এবং ললিতার বামভাগে অগ্নিকোণস্থিত দলে ইন্দুলেখা বীণা বাজাইতেছেন ॥৮৩॥

হে ব্রজনাগরী-নাগরেন্দ্র। তোমাদের উভয়ের দক্ষিণদিক স্থিত-দলে বিশাখা এবং বামভাগে অর্থাৎ উত্তরদিকস্থিত দলে চিত্রা অবস্থান করিয়া সুচারু চামর সঞ্চালন দ্বারা তোমাদের পরস্পর দর্শন জন্য সর্ব্বদা যে ঘর্ম্ম বিন্দু নিচয় উদ্গত হইতেছে তাহা ক্ষিপ্র-ভাবে নিরস্ত করিতেছে ॥৮৪॥

তোমাদের অতি নিকটে বায়ুকোণস্থিত দলে রঙ্গদেবী এবং নৈঋত-কোণস্থিত দলে তাহার অনুজা সুদেবী অবস্থান করিয়া স্বয়ং অশ্রু-

স্বদৃশৌ ধৃতাশ্রুবিততী ব্যধাদহো
সহ রঙ্গদেব্যানুজয়াঽভিতঃ স্থিতা ॥৮৫॥
অনুপৃষ্ঠদেশ মনুরাগিণৌ যুবা
মনল্প প্রমোদয়তি চম্পবল্লিকা।
তপনীয় কান্তি জয়ি নাগবল্লিকা-
দলবীটিকাঃ প্রদদতী মুখাব্জয়োঃ ॥৮৬॥
প্রণয়াদ্রিরাজধুরয়া হৃদ্দৃঢ়য়া-
বগতেন সাহসভরেণ সন্তরং।

বাং যুবয়োঃ প্রণয়াশ্রু মার্জনপরাপি সা স্বদৃশৌ আনন্দেন ধৃতাশ্রুবিততী ব্যধাৎ ॥৮৫॥

যুবয়োর্মুখাব্জয়োঃ স্বর্ণকান্তিজয়িপর্ণদল নির্ম্মিতবীটিকাঃ প্রদদতী চম্পকবল্লী পৃষ্ঠদেশে স্থিতা সতী অনুরাগিণৌ যুবাং অনল্পং প্রমোদয়তি ॥৮৬॥

মহোর্ম্মিমতি তব রূপবিহারাখ্যে সমুদ্রে অঙ্গনাবৃন্দং হৃদ্দৃঢ়য়া প্রণয়রূপ পর্ব্বতরাজস্য ধুরয়া ভারেণ সহাবগতেন সাহসভরেণ সন্তরং সৎ অতিবেলং শীঘ্রং অধিকং তত্র নিমজ্জৎ যৎ তস্মাৎ তত্তস্মাৎ মাদৃশাং গিরা কিং বর্ণিতং ভবতীতি

ধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে কর-কমলে বস্ত্রাঞ্চল লইয়া তোমাদের প্রণয়াশ্রু মার্জ্জন করিতেছে ॥৮৫॥

তোমাদের পৃষ্ঠদেশে—পশ্চাদিক্‌স্থিত দলে চম্পকলতা অবস্থান পূর্ব্বক অনুরাগ-রসমগ্ন তোমাদের বদন-কমলে স্বর্ণকান্তিজয়ি-তাম্বূল-বীটিকা অর্পণ করিয়া তোমাদিগকে অনল্প প্রমোদিত করিতেছে ॥৮৬॥

হায়! যাহারা প্রণয়-গিরিরাজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে জানিয়াও সাহসভরে তোমার রূপ ও লীলা সমুদ্রে সন্তরণ করিতে উদ্যত হইয়া অবশেষে সহসা তাহাতে অধিকরূপে নিমগ্ন হইয়া গেল, সেই আত্মঘাতিনীদের গুণ-বর্ণনা করা সাধু ব্যক্তিগণের কদাচ উচিত হয় না। পরন্তু সেই অঙ্গনাবৃন্দকে যখন কন্দর্প-কুম্ভীরে ধারণ করিয়াছে, তখন তাহারা আত্মঘাতিনী নিশ্চয়ই ত! তথাপি

তব রূপকেলিজলধৌ মহোর্ম্মিম-
ত্যধিকং নিমজ্জদতিবেলমেব যৎ ॥৮৭॥
তদনঙ্গ-নক্রধৃত মজ্জনার্ব্বুদং
কিমু বর্ণিতং ভবতি মাদৃশাং গিরা।
কমলাদ্রিজাদিভিরপীহ মৃগ্যতে
সুচিরং যদীয়পদবী দবীয়সি ॥৮৮॥
(যুগ্মকং)

ইতি লব্ধ বর্ণমুদয়দ্বিবর্ণতং
রভসেন রুদ্ধগিরমীক্ষয়ন্ শুকং
বন-পালিকাং সরসগোস্তনী ফলৈ
রমুতর্পয়ন্ মুদমধত্ত মাধবঃ ॥৮৯॥

পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। ন হি আস্বাদিতানাং বর্ণনং সত্যমুচিতং ভবতীতি ভাবঃ। পক্ষে এতাদৃশ সৌভাগ্যবতীনাং বর্ণনং কিং মাদৃশানাং বরাকাণাং গিরা ভবতি? অপি তু ন ভবত্যেব। দবীয়সী দূরবর্ত্তিনী যা সা পদ মার্গঃ মৃগ্যতে। পক্ষে সমুদ্রে মগ্নানাং তাসাং উদ্ধরণায় মদীয় পদবী মৃগ্যতে ॥৮৭—৮৮॥

ইতি লব্ধবর্ণং বিচক্ষণং শুকং রভসেন হর্ষেণ উদয়ন্তী বিবর্ণতা যস্য তথাভূতং রুদ্ধগিরং তং ভোজয়িতুং বনপালিকাং বৃন্দাং ঈক্ষয়ন্ মাধবঃ সরসদ্রাক্ষাফলৈঃ শুকং বৃন্দাদ্বারা অনুতর্পয়ন্ স্বয়ং মুদং অধত্ত ॥৮৯॥

উহাদের এই দূরবর্ত্তিনী পদবী অর্থাৎ অনুরাগ-মার্গ কমলা ও গিরিজা প্রভৃতিও চিরকাল অন্বেষণ করিয়া থাকেন ; এমন সৌভাগ্যশালিনী-গণের গুণ বর্ণনা করা মাদৃশ ক্ষুদ্র শুকের ভাষায় সম্ভব হয় কি? কখনই নয়। পক্ষান্তরে সেই সমুদ্র-মগ্নগণের উদ্ধারের নিমিত্তই তাঁহারা মদীয় পদবী অন্বেষণ করেন ॥৮৭॥৮৮॥

এই প্রকার গুণ বর্ণনা করিতে করিতে বিচক্ষণ শুক সহসা বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং হর্ষভরে তাহার কণ্ঠরোধ উপস্থিত হইল—শ্রীরাধার গুণ বর্ণনায় আর তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শ্রীকৃষ্ণ তখন বনপালিকা বৃন্দাদেবীকে শুকের সেই অবস্থা দেখাইয়া এবং

অতি সৌভাগ্যাস্পদে মভূৎ সভাজনৈঃ
শুক এব ভব্য সুহৃদালি সংসদঃ।
অনুভাব্য ভাগবতমাধুরীং পরী-
ক্ষিতমেব যৎ স্বমকরোদসৌ কৃতী ॥৯০॥
কলগান গতবর কৌশলাবধি
ব্যতিবেদনেন বিজিগীষয়ৈব কিং।

ভব্যানাং সুহৃদালীনাং ললিতাদীনাং সংসদঃ সভাজনৈঃ অভিনন্দনৈঃ শুকঃ অতি সৌভাগ্যাস্পদং অভূৎ। অসৌ শুকঃ ভগবতোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ মাধুরীং তাদৃশ সংসদঃ সভাস্থজনান্ অনুভাব্য স্বং পরীক্ষিতং পরীক্ষণ কর্ম্মভূতং অকরোৎ। পক্ষে শুকদেবঃ ভব্য সুহৃৎ শ্রেণিসংসদঃ শ্রীভাগবত-মাধুরীং অনুভাব্য পরীক্ষিতং রাজানাং স্বং স্বীয়মকরোৎ। সংসদ ইতি পদং ষষ্ঠ্যেক-বচনান্তং দ্বিতীয়া বহুবচনান্তঞ্চ ॥৯০॥

তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ বীণামুরলিকে করপদ্মস্থহংসিকে ইব রেণতুঃ গানং চক্রতুঃ। তথা চ কৃষ্ণঃ মুরলীমবাদয়ৎ রাধিকা তু বীণামিত্যর্থঃ। তত্র উৎপ্রেক্ষা

শুককে দ্রাক্ষা ফল সকল বৃন্দা দ্বারা পরিতৃপ্তভাবে ভোজন করাইয়া নিজেও প্রমোদিত হইলেন ॥৮৯॥

প্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা ব্যাসনন্দন শুকদেব যেরূপ ভব্য সুহৃদ্ জনমণ্ডলীর সভায় শ্রীভাগবত মাধুরী অনুভব করাইয়া রাজা পরীক্ষিতকে অতি নিজ জন করিয়াছিলেন সেইরূপ এই কৃতী শুকও ললিতাদি ভব্য সুহৃদ-পারিষদ্‌গণের অভিনন্দনে অতিশয় সৌভাগ্য-ভাজন হইলেন। যেহেতু এই বিচক্ষণ শুকই ভাগবত-মাধুরী অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মাধুরী তাদৃশ সভাস্থ জনগণকে অনুভব করাইয়া আত্ম-পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। কৃতীব্যক্তি পরীক্ষা দিয়া সভাস্থ সভ্যজনগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইলেই সৌভাগ্যাস্পদ হইয়া থাকেন ॥৯০॥

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের কর-কমলস্থিত যথাক্রমে বীণা ও মুরলী কল হংসীর ন্যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া রণিত হইতে লাগিল অর্থাৎ

অথ বল্লকী মুরলিকে তয়োঃ করা-
ম্বুজ হংসিকে ইব চিরেণ রেণতুঃ ॥৯১॥
সলিলাশ্মতাশ্ম সলিলধারয়োঃ কৃতিঃ
কৃতিতাং ততান কিয়তী মহো তয়োঃ।
যদভেদদর্শিমুনি হৃৎপবেরপি
দ্রববৃষ্টিরাশ্বজনি সত্য লোকতঃ ॥৯২॥
ক্ষণতোহথ রত্নসদন-প্রবিষ্টয়োঃ
স্মরতল্পজ-তলোপবিষ্টয়োঃ।

নাহ। কলগান গতং যৎ অনবরং শ্রেষ্ঠং কৌশলং তস্যাবেদবোধিবেদনেন পরস্পরজ্ঞাপনেন বাজগায়য়েব কিং রেণতুঃ ॥৯১॥

তয়োর্বীণাগান মুরলীগানয়োঃ সলিলস্য অশ্মত্বং প্রস্তরস্য সলিলত্বং তয়োঃ কলাঃ করণং কিয়তীং অতিতুচ্ছাং প্রাকৃতাং কৃতিত্বং ততান। উৎকৃষ্টকৃতিত্ব নাহ। অহো আশ্চর্য্যং যৎ যস্মাৎ সত্যলোকতঃ অভেদদর্শিনাং মুনীনামপি হৃদয়রূপ বজ্রস্য দ্রববৃষ্টিঃ বর্ষাতুলেন আশু অজনি ॥৯২॥

শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধাও বীণায় ঝঙ্কার তুলিলেন। আমরি! সেই সুমধুর স্বর-লহরীর শ্রুতি-স্পর্শে বোধ হইল—যেন এই কল-সঙ্গীতের বর-কৌশলাবলি পরস্পর পরস্পরকে জিগীষা বশতঃই ঐ বীণা ও মুরলী এরূপ মধুর ভাবে শব্দিত হইতেছে ॥৯১॥

অহো! কি আশ্চর্য্য! সেই বীণা ও মুরলীর অমিয়ধারাবর্ষি মধুর গানে সলিল শিলাময় হইল এবং কঠিন শিলাও দ্রবীভূত হইয়া সলিলই প্রায় হইল; ইহা উঁহাদের পক্ষে অতি তুচ্ছ কৃতিত্বের বিস্তার!! ইহা অপেক্ষাও উঁহাদের আরও উৎকৃষ্ট কৃতিত্ব আছে। ঐ দেখ, বীণা ও মুরলীতে মেঘমল্লার রাগ আলাপ করায় বর্ষাকালোচিত বারি-বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—উহা সত্যলোক হইতে অভেদদর্শী মুনিগণের কঠিন হৃদয়-বজ্রের দ্রব-বৃষ্টিই কি ধরার উপর সহসা বর্ষিত হইতেছে? ॥৯২॥

স্মর সিন্ধুবীচিভর মজ্জিতা তয়ো-
র্ললিতাদিকালি ততিরাপ বাঞ্ছিতং ॥৯৩॥

কাঞ্চীকুণ্ডলহার মৌলিকটকৈঃ শয্যাতপত্রালয়ৈ-
র্বল্লীবৃক্ষমৃগদ্বিজৈর্বহুবিধৈর্নানা কলা কল্পিতৈঃ।

রত্নমন্দিরং প্রবিষ্টয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ স্মরসিন্ধুবীচিভরেণ মজ্জিতা ললিতাদি সখীততিঃ বাঞ্ছিতং আপ। কথম্ভূতয়োঃ সুখজনকো যো শয্যাপ্রসিদ্ধৈকদেশঃ তত্র উপবিষ্টয়োঃ তল্লজেত্যস্যামরেণ প্রসিদ্ধার্থত্বাৎ ॥৯৩॥

অনন্তর শ্রীরাধাশ্যাম রত্ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সুখময় কেলি শয্যার উপর পরমানন্দে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে উভয়ে আনন্দ-সিন্ধুর তরঙ্গ রঙ্গে নিমজ্জিত হইলে ললিতাদি সখীগণ বাঞ্ছিত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন ॥৯৩॥

তারপর শ্রীরাধাশ্যামের সেবাপর সেই পরিজনগণ পুষ্পনিচয় দ্বারা কাঞ্চী, কুণ্ডল, হার, মুকুট, কটক প্রভৃতি ও বিবিধ শিল্প-

তদুচিত গৌরচন্দ্র।—"কাঞ্চন কমল—কান্তি কলেবর, বিহরই সুরধুনী-তীর। তরুণ তরুণ তরু, তরুহেরি তোড়ই, কুন্দ কুসুম-করবীর॥ সহচর সকল, সখাগণ সঙ্গহি, সরস রভস রসে ভোর। গজবর গমন গন্ধিগতি-মন্থন, গোপতে গদাধর কোর॥ অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ। পূরব প্রেম, পরমানন্দে, পুরিত পুলকাবলময় অঙ্গ ॥ধ্রু॥ নিরুপম নদীয়া—নগর-পুর নিতি-নিতি, নব নব করত বিলাস। দীনে দয়া করু, দুরিত দুঃখ হরু কহত হি গোবিন্দ-দাস॥ (পঃ কঃ তঃ)

তথাহি পদ।—"ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর। সঙ্গহি সখীগণ আনন্দে ভোর॥ সখী এ কহে পুনঃ হের সখি। দোঁহে দোঁহা দরশনে অনিমেখ আঁখি॥ তরু সব পুলকিত ভ্রমরেরগণ। সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুলবন। শ্রমভরে বৈঠল মাধবী কুঞ্জ। রাইমুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ॥ লীলা কমল হি কানু তাহা বারি। মধুসূদন গেও কহত উচারি॥ এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর। কহ রাধা-মোহন অনুরাগ ওর॥ (পঃ সঃ)

পৌষ্পেরেব মুদা ব্যধুঃ পরিজন-শ্রেণ্যস্তয়োঃ স্বামিনোঃ
সেবাং স্বাদিত বন্যমূলফলয়ো স্তাম্বূলপূর্ণাস্তয়োঃ ॥৯৪॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে কল্পতরুতল-লীলাস্বাদনো
নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥১২॥

পরিজনশ্রেণ্যঃ পুষ্পনির্ম্মিতৈঃ কাঞ্চী-শয্যা ছত্রগৃহ-বৃক্ষলতা প্রভৃতিভিঃ তয়োঃ স্বামিনোঃ সেবাং ব্যধুঃ ॥৯৪॥

ইতি টীকায়াং দ্বাদশঃ সর্গঃ ॥ ১২ ॥

নৈপুণ্যসহকারে বহুবিধ বল্লী, বৃক্ষ, মৃগ-বিহঙ্গাদি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা হর্ষভরে সেই অধিস্বামী যুগলের সেবা-সম্পাদন করিলেন ; পরে সেই প্রেমিক যুগল বনজ ফলমূল ভোজন করিলে তাঁহাদের বদন-কমলে সহর্ষে তাম্বুল বীটিকা অর্পণ করিলেন ॥৯৪॥

ইতি কল্পতরুতল লীলাস্বাদন নাম
দ্বাদশ সর্গের মর্ম্মানুবাদ ॥১২॥

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

অথ পুনরপি ভ্রাম্যন্ বৃন্দাবনং বনজেক্ষণঃ
ক্ষণপরবশো হেমন্তেষ্টং প্রদেশমুপব্রজন্ ।
তরুগণ ঘনচ্ছায়াচ্ছন্নাং শ্রিতামপি তাং জহৌ
সরণিমথ সা মম্লৌ মন্যে তদীয় বিয়োগতঃ ॥১॥
নিজ নিজ বপুঃ সঙ্কোচ্যাশু প্রসার্য্য বরাম্বরা-
ণ্যলঘুজঘনা রোমাঞ্চাঢ্যা মুখোদিতশীৎক্রিয়াঃ।

অথানন্তরং বনজেক্ষণঃ কৃষ্ণঃ উৎসবপরবশঃ সন্ তথা হেমন্তেষ্টং বৃন্দাবনস্থ ভাগবিশেষং উপব্রজন্ সন্ তরুগণঘনচ্ছায়াচ্ছন্নাং সরণিং পূর্ব্বং গ্রীষ্মভয়াৎ আশ্রিতামপি অধুনা শীতভয়াৎ জহৌ। সা সরণিঃ শ্রীকৃষ্ণবিয়োগেন মম্লৌ ইতি অহং মন্যে। ম্লানি জ্ঞানং তু মনুষ্যাণাং গমনাগমনাভাবাদুৎপন্নেন তৃণাদিনেতি জ্ঞেয়ং ॥১॥

স ঋতুর্হেমন্তঃ। তাসাং রাধাদীনাং সঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গম ইবাভবৎ। শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গম সাধর্ম্ম্যমাহ। অলঘুজঘনাস্তাঃ কথম্ভূতাঃ, নিজনিজ বপুঃ সঙ্কোচ্য

অনন্তর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ উৎসবানন্দে মগ্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় হেমন্তেষ্ট নামক বন-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে গ্রীষ্মের প্রখর রবি-কর সন্তাপ ভয়ে যে নিবিড় তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন বনপথ বিশেষ প্রীতিপ্রদ বলিয়া আশ্রয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে শীতভয়ে সে পথ পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে মনে হইতে লাগিল, ঐ পথ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে যেন ম্লান হইয়া গেল। মনুষ্যের গমনাগমন না থাকিলে তৃণাদি উৎপন্ন হইয়া যেরূপ পথের ম্লানতা উৎপাদন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের গমনাগমন অভাবে সেই তরুচ্ছায়াস্তৃত বনপথ উদ্‌গত তৃণাঙ্কুর নিচয়ে ম্লান ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল ॥১।

আহা! সেই হেমন্ত ঋতু, তখন অলঘু-জঘনা শ্রীরাধাদি

গতিমপি জহুর্জাড্যাক্রান্তাঃ সুসংহতজানবঃ
স ঋতুরভবত্তাসাং সদ্যো হরেরিব সঙ্গমঃ॥২॥
ইহ সখি! তুষারাংশোরংশো নিশাতি সমেধতে
হ্রসতি দিবসো ভাগো ভা গোপতে রপি তাম্যতি।

শীতভয়াৎ বস্ত্রাণি প্রসার্য্য চ মুখোদিত শীৎক্রিয়াঃ। জাড্যাক্রান্তা শীতাক্রান্তা স্তা গতিমপি জহুঃ। সঙ্গমপক্ষে আনন্দজাড্যাৎ। পুনশ্চ শীতাৎ সুসংহতে একত্রীকৃতে দ্বে জানুনী যাভিঃ। এবং কৃষ্ণসঙ্গেঽপি তস্য লাম্পট্যভয়াৎ জানুনো রেকত্রীকরণং বোধ্যম্॥২॥

শ্রীকৃষ্ণঃ রাধাং আহ। ইহ তুষারাংশোশ্চন্দ্রস্য অংশো ভাগঃ নিশা অনিশং বর্দ্ধতে। গোপতেঃ সূর্য্যস্য ভাগো দিবসঃ হ্রসতি, অতএব তস্য ভা কিরণং

ব্রজসুন্দরীদের পক্ষে প্রথম প্রিয়-সঙ্গমের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমকালে উঁহারা বাম্য বশতঃ যেরূপ তনু-সঙ্কোচ করিয়া বস্ত্র দিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুসংবৃত করেন, সেইরূপ সম্প্রতি উঁহারা শীতভয়ে স্ব স্ব তনু-সঙ্কোচ করিয়া আশু বারম্বার প্রসারণ করিতে লাগিলেন এবং পুলকাঞ্চিতা হইয়া মুখে শীৎকার করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে এরূপ রোমাঞ্চ ও শীৎকার ইহাঁদের অতি স্বাভাবিক এবং তৎকালে তাঁহার লাম্পট্যভয়ে যেরূপ জানুদ্বয় একত্র সংহত করিয়া থাকেন ও আনন্দ-জাড্য বশতঃ গমনে অসক্ত হইয়া পড়েন, সেইরূপ সম্প্রতি শীতের প্রাবল্যে উঁহারা জানুদ্বয় একত্র সংহত করিতে লাগিলেন ও অতিমাত্র শীতাক্রান্ত হইয়া আর চলিতে সমর্থ হইলেন না॥২॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে তাদৃশ শীতার্ত্তা দেখিয়া কহিলেন—"প্রিয় সখি! এই সময়ে তুষারাংশু চন্দ্রের ভাগ রাত্রি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সূর্য্যের ভাগ দিবা প্রতিদিনই হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং তাঁহার কিরণমালাও ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। হে কান্তে! এই জন্যই যখন তোমার তড়িৎ-প্রভ তনু-লতা সম্প্রতি কম্পান্বিত হইতেছে এবং "অতনুকৃতা" অর্থাৎ

তন্বুরপি ধৃতোৎকম্পা শম্পাসমাপ্যতনূদ্ধুতা
হিমমহিমভিঃ কান্তে! কাংতে গমিষ্যতি বা দশাং ॥৩॥
তদিহ মম হৃদেশ্মন্যস্মিং স্বহৃৎকলিকালিভি-
স্তদুচিত নিবাসার্থং কোষ্ণীকৃতে নিভৃতেক্ষণং।
প্রবিশ সহসা জাড্যং দূরে বিহায় বিহারিণী-
ত্যতিজবভুজ দ্বন্দ্বৈনৈনাং চকর্ষ স হর্ষদঃ ॥৪॥
নহি নহিনহীত্যুক্তেনাপি প্রিয়েণ দৃঢ়ং বলা-
দুরসি রসিকা সা বাহুভ্যাং স্তবব্যত বল্লভা।

তাম্যতি। হে কান্তে! বিদ্যুৎসমা তে তব তন্বুরপি অধুনৈব ধৃতোৎকম্পা এবং অতনূদ্ধুতা অত্যন্তম্লানা। পক্ষে অতনুঃ কন্দর্পস্তেন উদ্ধুতা। পশ্চাৎ হিমমহিমভি হিমাতিশয়ৈঃ কাং দশাং গমিষ্যতি ॥৩॥

তত্তস্মাৎ স্বহৃৎকলিকাভিঃ ত্বদ্বিষয়কোৎকণ্ঠাশ্রেণিভিঃ। পক্ষে উৎকণ্ঠারূপ সখীভিঃ কোষ্ণীকৃতে মম হৃদেশ্মনি জাড্যং দূরে বিহায় সহসা প্রবিশ। হে হারিণি! মনোহারিণি! ইতি উক্ত্বা স হর্ষদঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অতিজবভুজদ্বন্দ্বেন এনাং রাধাং চকর্ষ ॥৪॥

রাধয়া নহি নহীত্যুক্তেনাপি প্রিয়েণ কৃষ্ণেন বক্ষঃস্থলে বাহুভ্যাং অসৌ

অত্যন্ত ম্লান হইয়া যাইতেছে অথবা কন্দর্প কর্তৃক বিকম্পিত হইতেছে তখন হিমাতিশয্য বশতঃ তোমার যে কি দশা ঘটিবে, তাহাই ভাবিতেছি।৩॥

ভাল, এখন এক কাজ কর, এই যে আমার হৃদয়-আবাস ত্বদ্বিষয়িণী উৎকণ্ঠারূপ সখী সমূহ দ্বারা ঈষৎ উষ্ণীকৃত হইয়াছে, হে মনোহারিণি! আমার অতি নিভৃত হৃদয়-ভবনই তোমার এই শীত-কালোচিত নিবাসের সম্পূর্ণ উপযোগী, অতএব এখনই জড়তা দূরে পরিহার করিয়া শীঘ্র আসিয়া প্রবেশ কর।"—এই বলিয়াই সেই হর্ষদ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সবল বাহু-যুগল সবেগে প্রসারিত করিয়া শ্রীরাধাকে বক্ষের মাঝে আকর্ষণ করিলেন ॥৪॥

সরম-সঙ্কোচে শ্রীরাধা 'না না' বলিয়া যতই বাধা প্রদান করিতে

শিথিল রসনা বন্ধাবন্ধো স্তদূরুবিমর্দ্দিতা-
দপতদবনৌ বংশী রোষাদি বাদর লাঘবাৎ ॥৫॥
ত্বমসি কঠিনে ! শীতা গীতাশ্রয়াপ্যুরুদোষভূ
স্তদুচিত ফলং বিশ্বোদ্বেজিন্যবাপ্নুহি সাম্প্রতং।
ইতি ললিতয়া সা বেণ্যগ্রে নিবধ্য নিজহ্নুবে
স্মর মধুমদাত্তাং তৎস্বামী চিরাদপি নাস্মরৎ ॥৬।

রসিকা বল্লভান্যবন্দাত। বক্ষঃস্থলে ধারণ সময়ে তস্যা রাধায়া উরুদেশ বিমর্দ্দিতাৎ বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শিথিলিত রসনাবন্ধাৎ বংশী অবনৌ রোষাদিব পপাত। রোষে কারণ মাহ। অদর লাঘবাদুরুদেশাঘাতরূপ লাঘবাৎ তদ্রূপানল্লাৎ লঘুতাং প্রাপ্য। পক্ষে স্বনিষ্ঠাতিলাঘবেন ॥৫॥

মুরলীং হস্তে আদায় ললিতা আহ। হে কঠিনে! কাষ্ঠজাতিত্বাৎ শীতকালে ত্বং শীতা অসি ন তু কদাপি উষ্ণা। অতএব মধুরগানাশ্রয়াপি উরু দোষভূঃ। হে বিশ্বোদ্বেজিনি! ত্বং তদুচিত ফলং সাম্প্রতং অবাপ্নুহি। ইত্যুক্ত্বা ললিতয়া সা নিজহ্নুবে অপহ্নুতাং চকার। তাং মুরলীং শ্রীকৃষ্ণঃ স্মর-মধুমদাৎ ন অস্মরৎ ॥৬॥

লাগিলেন, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তৎই সেই রসিকামণিকে বল্লভাকে বল পূর্ব্বক বাহুপাশে হৃদয়ের মাঝে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। সময়ে শ্রীরাধার উরুদেশের বিমর্দ্দনে শ্রীকৃষ্ণের রসনা বন্ধন শিথিলিত হইয়া যাওয়ায় তৎ-সংস্থিত বংশী যেন রোষভরে ভূমিতলে পতিত হইল। শ্রীরাধার উরুদেশের আঘাতরূপ অনল্প লঘুতা প্রাপ্তি কিম্বা স্বনিষ্ঠার অতি লাঘবতাই বংশীর এই রোষের কারণ বুঝিতে হইবে ॥৫॥

ললিতা ভূমিতল হইতে মুরলীটি হাতে লইয়া কহিলেন—"হে কঠিনে! মুরলি! তুমি নীরস কাষ্ঠজাতি বলিয়া শীতকালে অতিমাত্র শীতল হইয়া থাক, কদাপি উষ্ণ হও না। অতএব সুমধুর কল-সঙ্গীতের আশ্রয় স্বরূপ হইলেও তুমি যে বহু দোষের আকর, তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। হে বিশ্ববিক্ষোভবিধায়িনি! তুমি

সময় বিদথৈতাভ্যঃ সার্দ্ধং প্রিয়েণ বিহারিণা
সরস মটবীপালী-পালী প্রমোদধুরাধিরা।
অরুণ কপিশশ্যামান্ শ্লক্ষান্ সুবর্ণরসাঞ্চিতান্
লঘু লঘু লঘূনীশারাণাং চয়ান্ সমুপাহরৎ ॥৭॥
কুরুবকঘটাঝিণ্টীশ্রেণী কুরুণ্টক মণ্ডলৈ
র্দ্দতমুত্তনূমাং তে কান্তে! যতো দধিরে রুচঃ।

অথ সময়বিৎ অটবীপালীবনদেবী তাসাং পালীশ্রেণী লঘুন্ রেজাই ইতি প্রসিদ্ধানাং নীশারাণাং চয়ান্ প্রিয়েণ হরিণা সার্দ্ধং তাভ্যঃ রাধাদিভ্যঃ সরসং লঘু চ যথাস্যাত্তথা সমুপাহরৎ। কথম্ভূতান্ শ্লক্ষান্ কোমলান্। "নীশারঃ স্যাৎ প্রাবরণে হিমানিলনিবারণে" ইত্যমরঃ। কথম্ভূতা প্রমোদাতিশয়ং দধাতীতি সা॥ ৭॥

শ্রীকৃষ্ণঃ রাধিকামাহ। কুরুবকস্য 'রক্তপিয়াবাসা' ইতি খ্যাতস্য ঘটা। ঝিণ্টীশ্রেণী 'শ্যামপিয়াবাসা' শ্রেণী। কুরুণ্টকঃ 'পীতপ্রিয়াবাসা'। হে

একণে তাহার সমুচিত ফল ভোগ কর। এই বলিয়া সেই মুরলীকে নিজ বেণীর অগ্রে বাঁধিয়া গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু সেই মুরলী স্বামী শ্রীকৃষ্ণ স্মর-মধুমদে প্রমত্ত থাকায় বহুক্ষণ যাবৎ সেই মুরলীর বিষয় তাঁহার স্মরণ-পথে উদিত হইল না। ৬।

অনন্তর বন ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরাধাশ্যাম শীতার্ত্ত হইয়া পড়িলে সময়াভিজ্ঞা বৃন্দাবন-পালিকা বৃন্দাদেবী পরমানন্দভরে বন-বিহারী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ললিতাদি সকলকেই অরুণ, কপিশ,শ্যামবর্ণ ও সুবর্ণরস-রঞ্জিত সুকোমল নীশার (রেজাই) নামে প্রসিদ্ধ লঘুভার শীতবস্ত্রনিচয় সরসভঙ্গীতে ধীরে ধীরে উপহার প্রদান করিলেন ॥৭।

শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব শোভা মাধুরী দেখিতে দেখিতে প্রমোদ পুলকিত প্রাণে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়-বল্লভা শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"কান্তে! ঐ দেখ, রক্তবর্ণ কুরুবকের ঘটা, শ্যাম-শোভনা ঝিণ্টীর শ্রেণী ও পীতবর্ণ কুরুণ্টক মণ্ডল কেমন শোভা পাইতেছে।

তদদরমদামোদৈ রেষাং সদেহ বিরাজিনাং
নব সুমনসাং মালা মালালয়ত্যধিকং ন কিং ? ॥৮॥
কলয় মহিলে ! নারঙ্গাখ্যা লতা তব সন্নিধা-
বপি নিজফলদ্বন্দ্বং নৈবাবৃণোত্যতি গর্ব্বিণী।
স্বকুচ-সুষমাং কঞ্চুক্যাস্ত্বং দরাপি করাগ্রতঃ
প্রকটয়সি চেদেষা গর্হাম্বুনিধৌ নিমজ্জতি ॥৯॥

কান্তে ! এতৈঃ কর্ত্তৃভিঃ তে তবহৃদয়কন্দর্পতনূনাং রুচঃ যদ্ যস্মাদ্ধধিরে। হৃদয়স্যানুরাগিত্বেন রক্তত্বং। কন্দর্পস্য শৃঙ্গারাত্মকত্বেন শ্যামত্বং। তত্তস্মাৎ অনল্পপ্রমোদৈঃ সদা ইহ বৃন্দাবনে বিরাজিনাং এষাং নবপুষ্পানাং মালা মা মাং কিং অধিকং ন লালয়তি ? স্পৃহাং—কারয়তি। লল ইপ্সায়াং ধাতুঃ ॥ ৮ ॥

হে মহিলে ! রাধে ! কলয় পশ্য। নাগরঙ্গাখ্যা লতা তব সন্নিধাবপি নিজফলদ্বন্দ্বং নৈবাবৃণোতি। যতোঽতিগর্ব্বিণী। অতো যদি ত্বং স্বকুচ সুষমাং কঞ্চুক্যাঃ সকাশাৎ করাগ্রেণ প্রকটয়সি তদা এষা নিন্দাম্বুনিধৌ নিমজ্জতি ॥ ৯ ॥

আমরি ! উহারা যেন যথাক্রমে তোমার হৃদয়ের হৃদয়স্থিত কন্দর্পের এবং তোমার তনু-লতার কান্তি ধারণ করিয়াছে। তোমার অনুরাগি হৃদয়ের রক্তবর্ণতা যেন ঐ কুরুবকগণ রক্ত কুসুম রূপে ধারণ করিয়াছে। কন্দর্পের শৃঙ্গারাত্মক শ্যামবর্ণতাকেই ঝিণ্টী শ্রেণী শ্যাম কুসুমরূপ ধারণ করিয়াছে এবং পীতবর্ণ কুরুণ্টক মণ্ডলই তোমার তনুর পীতকান্তি ধারণ করিয়াছে। অতএব বিপুল প্রমোদ সহকারে এই বৃন্দাবনে বিরাজিত এই সকল নবপুষ্প সমূহের মালা কি আমাকে অধিক স্পৃহান্বিত করিতেছে না ? ॥৮॥

হে মহিলে ! রাধে ! ঐ দেখ, নাগরঙ্গ-লতা কেমন গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে, তোমার নিকটও নিজের ফল দু'টী আবৃত করিতেছে না। উহা বোধ হয় তোমার বক্ষোজ-কমলের বর-মাধুরী বিন্দু-মাত্রও দেখে নাই, তাই নিজ ফল যুগলের এমন গৌরব করিতেছে।

ইতি নিজ গিরা রাধারালেক্ষণ স্মিতবিন্দুভিঃ
স্নপিত দৃগতো বন্যামন্যাং বিবেশ স কেশবঃ।
শিশির সুখদাং যামাসন্না ব্রজাখিলপদ্মিনী
রবিরতরবিদ্যোতো দ্যোতোঽধিনোদভিপদ্ম ভাঃ ॥১০॥

(বিশেষকং)

শিশির পৃতনা ধাবদ্দুর্গা-পিতুর্বরভূভৃতো
রবি পরিভবায়াসৌ বিভ্যং সুতস্য দিশংগতঃ।

ইতি নিজগিরা রাধায়া যৎ অরালেক্ষণং কুটিলেক্ষণং স্মিতবিন্দুশ্চ তৈঃ স্নপিত দৃক্ শ্রীকৃষ্ণঃ অতো বনভাগাৎ অন্যাং শিশিরসুখদাং বন্যাং বন সমূহং বিবেশ। যাং শিশিরসুখদাং আসন্নাঃ প্রাপ্তা স্তা ব্রজাখিল পদ্মিনীঃ অবিরতরবিদ্যোতঃ সূর্য্যকিরণঃ দ্যোতঃ স্বর্গাৎ অভিপদ্য অধিনোৎ অসুখয়ৎ ॥১০॥

সূর্য্যস্য দক্ষিণায়নে এবং মাঘাদৌ উত্তরদিশি গমনে চ কারণং কৃষ্ণো বর্ণয়তি। দুর্গাপিতুর্বরভূভৃতো হিমালয়স্য শিশিররূপপৃতনা সেনা সূর্য্যস্য

অতএব কঞ্চুলিকার মধ্য হইতে তোমার ঐ পয়োধর-সুষমা যদি করাগ্র দ্বারা ঈষন্মাত্র প্রকটিত কর, তাহা হইলে এই লতা এখনই নিদ্রাসাগরে নিমজ্জিত হইবে ॥৯॥

রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের এই সরস রহস্যালাপে শ্রীরাধার অধরপল্লবে মৃদু হাসির জ্যোৎস্না খেলিয়া গেল। তিনি কুটিলপাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন—নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নকমল যেন সেই স্মিতামৃত-বিন্দুতে অভিষিক্ত হইল। অনন্তর কেশব সেই হেমন্তেষ্ট বনবিভাগ হইতে অপর শিশির-সুখদ বন-বিভাগে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র রবি-কিরণ অবিরত আকাশ হইতে নিপতিত হইয়া সেই নিখিল ব্রজ-পদ্মিনী-গণের সুখবর্দ্ধন করিতে লাগিল ॥১০॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, সূর্য্যের দক্ষিণায়ন এবং ব্যাজচ্ছলে মাঘাদিতে উত্তরায়ণের কারণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।—"প্রিয়ে! এই মাঘ-

অথধৃতবলো যুদ্ধায়াযাত্যুদঙ্মুখ এষ যং-
স্তদিয় মধুনা স্ববিক্রান্তেশ্চয়ং চিনুতেতমাং ॥১১॥
ইতি কুতুকতো নির্ব্বর্ণ্যাগ্রে চলল্লনা-সখঃ
স খলু পরমানন্দং কুন্দৈরবাপ বিলোকিতৈঃ।

পরাভবায় অবাবৎ। দুর্গাপিতুরিতি দুর্গায়াঃ স্বকন্যায়া বচনাদি বেত্যাং-প্রেক্ষা ব্যঙ্গ্যা। তস্যা বিন্ধ্যবাসিনীত্বাদ্বিন্ধ্যারবিপ্রতিপক্ষত্বাৎ বিন্ধ্যস্য প্রীত্যর্থমেব তয়াপি স্ব পিতা, তং পরাভবে নিযুক্ত ইতি কাব্যলিঙ্গানুমানেপুনবঙ্গে। অসৌ সূর্য্যঃ বিভ্যৎ সন্ সাহায্যার্থং সুতস্য যমস্য দক্ষিণদিশং গতঃ। অথ ধৃতবল এব সূর্য্যঃ মাঘাদৌ যুদ্ধায় উত্তরাভিমুখো যদ্ যস্মাদায়াতি। তত্তস্মাৎ ইয়ং শিশিররূপপৃতনা স্ববিক্রান্তেশ্চয়ং সমূহং চিনুতে একত্রীকরোতীত্যর্থঃ। এতেন মাঘে শিশিরাধিক্যে কারণমিতি বর্ণিতং ॥১১॥

স কৃষ্ণঃ বিলোকিতৈঃ কুন্দৈঃ পরমানন্দমবাপ। প্রেষ্ঠায়া রাধায়াঃ প্রসাধনকৃৎ কৃষ্ণঃ যদা তানি কুসুমানি ব্যচিনুত তদা কুন্দবল্লীং পরিহাসতুঃ কারণ ঈষদাবৃতং মুখং ঘৃণয়া কুণিতনাসিকং চক্রে ॥১২॥

মাসে শীতাধিক্যের কারণ তুমি জান না কি? সূর্য্য বিন্ধ্যাচলের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ঘোর শত্রু; তাই বিন্ধ্য-বাসিনী দুর্গা বিন্ধ্যাচলের প্রীতির নিমিত্ত সেই সূর্য্যের পরাভবের কথা স্বীয় জনক গিরিরাজ হিমালয়কে জ্ঞাপন করিলে দুর্গার পিতা হিমালয় সূর্য্যের পরাভবের নিমিত্ত শিশির-সেনা সমূহকে নিযুক্ত করেন, তাহাতে সূর্য্য অতিশয় ভীত হইয়া স্বীয় পুত্র যমের সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত দক্ষিণদিকে আগমন করেন। অনন্তর বলশালী হইয়া মাঘমাসাদিতে যেমন উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, অমনই তাহা দেখিয়া হিমালয়ের শিশির-সেনাগণ স্ব স্ব বিক্রম সমূহ একত্রীভূত করিতেছে। এই কারণেই মাঘমাসে এত শীতাধিক্য হইয়া থাকে ॥১১॥

এই প্রকারে কৌতুকভরে শীত ঋতু বর্ণন করিতে করিতে ললনা-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন এবং কুন্দ-কুসুম-সুষমা দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রিয়তমার প্রসাধন

ব্যচিনুত যদা তানি প্রেষ্ঠা প্রসাধনকৃত্তয়া
দরকরবৃতং সাস্যং চক্রে প্রকুঞ্চিতনাসিকং ॥১২॥
কিমপি দধতী বক্তুং রাধে! হ্রিয়া স্মিতমিশ্রয়া
বৃতমপি ঘৃণাব্যঞ্জি স্বালীদৃশেক্ষয়সেহত্র মাং।
ইতি গিরিভৃতা পৃষ্টাপ্যাহ স্বয়ং সহসা ন সা
যদি সপদি তং কৌন্দ্যাগ্রেহপি স্ফুটং ললিতাভ্যধাৎ ॥১৩॥
ত্রিভুবনজনৈঃ পুণ্যশ্লোকা মহানিতি কীর্ত্তসে
স্পৃশসি চ ধৃতোৎকণ্ঠঃ কৌন্দীং লতামিহ পুষ্পিণীং।

হে রাধে! ত্বং স্মিতমিশ্রয়া হ্রিয়াবৃতমপি ঘৃণাব্যঞ্জিতমুখং করেণাপি দধতা আচ্ছাদয়ন্তী সতী কিং মাং স্বালীঃ অত্র দৃশা ঈক্ষয়সে। ইতি কৃষ্ণেন পৃষ্টাপি সা রাধা যদি সহসা স্বয়ং ন আহ তদেব সপদি তৎক্ষণে ললিতা কুন্দবল্ল্যগ্রে স্ফুটং অভ্যধাৎ ॥১৩॥

পক্ষে পুষ্পিনীং রজস্বলাং। ইয়মপি কুন্দবল্লী চিরায় ইষ্টে ত্বয়ি বিষয়ে

করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই সকল কুসুমগুচ্ছ চয়ন করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীরাধা কুন্দবল্লীকে পরীহাস করিবার জন্য স্বীয় কর-কমল দ্বারা ঈষৎ বদনাবৃত করিলেন এবং ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সখীদিগকে সেই কুন্দলতা-স্পর্শ দেখাইতে লাগিলেন ॥১২॥

তদ্দর্শনে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ, মৃদুহাস্য করিতে করিতে কহিলেন—মিশ্রিত লজ্জায় তোমার বদনখানি আবৃত হইলেও আবার ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবে বদন-কমল করতলে আচ্ছাদন করিতেছ কেন? এবং এমন করিয়া আজ সখীগণকেই বা কেন আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেছ?" গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেও শ্রীরাধা যদিও স্বয়ং সহসা কোন উত্তর প্রদান করিলেন না, কিন্তু তখনই ললিতা কুন্দলতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ্যে শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥১৩॥

"ওহে রসিকেন্দ্র! ত্রিভুবনের সকল লোকই তোমাকে অতি পুণ্যশ্লোক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। তুমি আজ উৎকণ্ঠা

ইয়মপি চিরায়েষ্টে নেষ্টে স্বয়ীশ। নিবারণে
যদতি মৃদুলা ক্লান্তা হন্তাতনুগ্র শিলীমুখৈঃ ॥১৪॥
জগতি ললিতে! শুদ্ধাঃ সন্তি ক বা নু ভবাদৃশঃ
স্বকুলবলিতং ধর্ম্মং মর্ম্মব্যথামিব যা জহুঃ।
ন নিজ সমতাং তাঃ প্রাপ্স্যন্তি ক চাপ্যতিমার্গণ
শ্রমমিহ তদ্বাগুজ্জেষেবং বৃথা বত কুর্ব্বতে ॥১৫॥
ইতি নিগদিতং কৌন্দ্যাঃ সর্ব্বা অজীহসদুচ্চকৈ
রহহ কিমিয়ং স্বং নঃ শঙ্কাস্পদী কুরুতেতমাং।

নিবারণায় ন ইষ্টে ন সমর্থা। যদ্ যস্মাদতনোঃ কন্দর্পস্য উগ্র শিলীমুখৈ-র্বাণৈঃ ক্লান্তা অতি মৃদুলা চ ॥১৪॥

কুন্দবল্লী আহ। যা ভবাদৃশঃ স্বকুলধৃতং ধর্ম্মং মর্ম্মব্যথামিব জহুঃ। তা ভবদ্বিধা নিজসমতাং কুত্রাপি ন প্রাপ্স্যন্তি। অতএব উদ্ভিজ্জেষু লতাদিষু অতিমার্গন শ্রমং বৃথা কুর্ব্বতে ॥১৫॥

ইতি কৌন্দ্যা নিগদিতং সর্ব্বাঃ সখীঃ অজীহসৎ হাসয়ামাস। রাধিকাহ।

সহকারে এই পুষ্পিনী কুন্দলতাকে স্পর্শ করিতেছ কেন? সত্য বটে যদিও এই অতি মৃদুলা কুন্দলতা সম্প্রতি অতনু-শিলিমুখ অর্থাৎ অকুসুম ভ্রমর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্লান্ত হইয়াছে কিন্তু তুমি ইহার চির ইষ্ট বন্ধু সুতরাং তোমাকে নিবারণ করিতেও পারিতেছে না। পক্ষান্তরে শ্লেষে কুন্দলতাকে পুষ্পিনী অর্থাৎ রজস্বলা এবং অতনু শিলিমুখাক্রান্তা অর্থাৎ কন্দর্পের উগ্রশরে নীপিড়িতা কহিলেন ॥১৪॥

কুন্দলতা তাহা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় সলাজ পরীহাস ব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন—"ললিতে! তোমাদের ন্যায় পবিত্রা রমণী আর এ জগতে কোথায় আছে? যেহেতু তোমরা নিজের কুলধর্ম্ম মর্ম্ম-ব্যথার ন্যায় অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছ। তোমরা তোমাদের নিজের মত আর কোন রমণী এজগতে কোথাও পাইবে না। অতএব এই লতাজাতিতে অন্বেষণ শ্রম তোমাদের বৃথা মাত্র ॥১৫॥

কুন্দলতার এই কথা শুনিয়া সখীগণ সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া

যদিহ ললনাস্বেষৈবৈকাঃ প্রকুপ্যতি নির্ভরং
তদমলধিয়ঃ সভ্যা অভ্যূহয়ন্ত্যপি কারণাং ॥১৬॥
(যুগ্মকং)

ইতি পুরুপরীহাসানামামুদারমুদাবহা-
ন পরিকলিতান্ শ্রুত্যা শ্রুত্যাকলয্য চলন্ পুরঃ।
অলভত রসাসারৈঃ সারৈরসাল শিখাঙ্কুর
শ্রুতমধুকণৈঃ ক্লিন্নাঃ স্বিন্না ইবাত্তিমুদাবনীঃ ॥১৭॥

নোহস্মাকং মধ্যে ইয়ং কুন্দবল্লী স্বমেব শঙ্কাস্পদী কুরুতে। অস্মাভিস্তু লতা এব উক্তা। যদ্ যস্মাদিহ ললনাসু মধ্যে একা কুন্দবল্লী নির্ভরং কুপ্যতি। তত্তস্মাৎ অমলধিয়ঃ সভ্যাঃ অস্য কারণং অভ্যূহয়ন্তি ॥১৬॥

আসাং রাধাদীনামিতি। উরুপরীহাসান্ শ্রুত্যা শ্রবণেন পক্ষে বেদে নাপরিকলিতান্ কৃষ্ণঃ শ্রুত্যা শ্রবণেনাকলয্য পুরোঽগ্রে চলন্ সন্ বসন্ত-সংযুক্ত অবনীঃ ভূমিঃ অলভৎ। পরীহাসান্ কথম্ভূতান্ উদারানন্দবহান্। অবনীঃ কথম্ভূতাঃ আম্রবৃক্ষস্য শিখায়াঃ অগ্রভাগে স্থিতাৎ অঙ্কুরাৎ স্রবন্মধুকৈনঃ করণৈঃ ক্লিন্নাঃ অতএব স্বিন্না এব। কথম্ভূতৈঃ কণৈঃ রসানামাসারৈঃ ধারাসম্পাতস্বরূপৈঃ অতএব সারৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ ॥১৭॥

উঠিলেন। শ্রীরাধা তখন অধর পুটে সে হাসির রেখা ঈষৎ চাপিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন—"আহা! দেখ, আমাদের মধ্যে কেবল এই কুন্দলতাই নিজেকে যেন কত শঙ্কান্বিতা মনে করিতেছে। আমরা ত কুন্দ নামক লতার কথাই বলিলাম, তাহাতে এই ললনাগণের মধ্যে একা কুন্দলতাই বা কেন অধিক কোপ প্রকাশ করিল? অতএব অমলবুদ্ধি সভ্যগণই ইহার কারণ নির্ণয় করুন।১৬॥

আহা! শ্রীরাধাদির এই পরীহাস শ্রুতিরও অগোচর এবং উদার আনন্দ প্রবাহ স্বরূপ। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণপুটে পান করিতে করিতে প্রমোদিত মনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর বসন্ত সুখদ নামক বনভূমিতে উপনীত হইলেন। এই স্থান সুরসাল রসাল তরু শিখাস্থিত তরুণাঙ্কুর হইতে ক্ষরিত উৎকৃষ্ট রসের আসার স্বরূপ মকরন্দ কণা দ্বারা অভিষিক্ত ও ক্লিন্ন ॥১৭॥

বিটপি গৃহিণো বল্ল্যা কান্তাবলী বলিতাশিষঃ
শুভমধুদিনেষূচ্চৈঃ পর্ব্বোৎসবং কলয়ন্ত্যমী।
পরভৃতমুখৈরাজীবার্থং দ্বিজৈঃ প্রতিবাসরং
মধুরস্তুতিভির্যেষাং বাট্যাং সহর্ষমদাট্যতে ॥১৮॥
অজনি মদনো রাজা মন্ত্রী মধুর্মলয়ানিলো
নিখিলবিজয়ী সেনানীন্দ্রশ্চরা ভ্রমরা ইহ।

শ্রীকৃষ্ণ আহ। অত্রস্থলে বিটপিনো বৃক্ষা এব গৃহিণো গৃহস্থাঃ বল্লীরূপকান্তা শ্রেণ্যা বলিতাঃ সম্পন্না আশিষঃ কামনা যেষাং গৃহস্থানাং তথাভূতাঃ। এবমমী বৃক্ষরূপগৃহস্থাঃ শুভবসন্তদিনেষু উচ্চৈঃ পর্ব্বণি পৌর্ণমাস্যাদৌ উৎসবং কুর্ব্বন্তি। গৃহস্থাঃ খলু পর্ব্বণি শ্রাদ্ধাদ্যুৎসবং কুর্ব্বন্ত্যেবেতিভাবঃ। পক্ষে পর্ব্বণাং গ্রন্থীনাং উৎকৃষ্টং সবং প্রসবং কুর্ব্বন্তি। গ্রন্থির্না পর্ব্বপরুষো ইত্যমরঃ। বৃক্ষা হি বসন্তে গ্রন্থ্যাঙ্কুরাদি প্রসবং কুর্ব্বন্তি। পরৈরেব ভৃতং মুখং যেষাং এবম্ভূতৈস্তচ্ছৈঃ সদা পরগৃহভক্ষণপরায়ণৈঃ। যেষাং গৃহস্থানাং বাট্যাং প্রতিদিনং আজীবার্থং সহর্ষং অদাট্যতে। পক্ষে পরভৃতৈঃ কোকিলৈর্দ্বিজৈঃ পক্ষিভিঃ ॥১৮।

তখন শ্রীকৃষ্ণ তথাকার বনমাধুরী দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়তমে! দেখ দেখ! এখানকার তরুসকল যেন এক একটি গৃহস্থ, আর লতিকাগুলি যেন উহাদের গৃহিণী। উহারা তত্র পুষ্প-পল্লব শ্রীসম্পন্না হইয়া ঐ গৃহস্থগণের কেমন মঙ্গল কামনা করিতেছে। গৃহস্থ সকল পৌর্ণমাসী প্রভৃতি পর্ব্ব দিবসে যেরূপ শ্রদ্ধাদি উৎসব করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বৃক্ষ সকলও শুভ বসন্ত দিবসে উৎকৃষ্ট পর্ব্বোৎসব করিতেছে অর্থাৎ গ্রন্থি সমূহের উৎকৃষ্ট প্রসব করিতেছে। বসন্তকালেই বৃক্ষ বল্লীর গ্রন্থি-অঙ্কুরাদি উদ্গত হইয়া থাকে। আবার ঐ দেখ, সর্ব্বদা পর গৃহে ভক্ষণ-পরায়ণ দ্বিজগণ নিজ জীবিকার্থ যেরূপ গৃহস্থের বাটীতে প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া থাকে সেইরূপ ঐ পরভৃত অর্থাৎ কোকিল প্রভৃতি দ্বিজ অর্থাৎ পক্ষিগণ জীবিকার নিমিত্ত ঐ সকল বিটপী-গৃহস্থের বাটীতে মধুর স্তুতি গান করিয়া সহর্ষে পুনঃ পুন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥১৮।

পিকপরিষদঃ প্রাপুর্দণ্ডেঽধিকার মদক্ষিণা
ব্রজকুলভুবো দণ্ড্যাঃ কারাঃ কৃতা গিরিগহ্বরাঃ ॥১৯॥
কলয় পুরতঃ কান্তে! গোবর্দ্ধনোঽখিলভূভৃতাং
নৃপতি বলবচ্ছক্রং শক্রং চিরসা নিরস্য কিং।
নিজ নিজ রুচা তত্যা গর্ব্বাদিভিঃ কর স্তুতয়া
যদয়মধুনোপাস্কক্রে বিনিহ্নুতে বিগ্রহৈঃ ॥২০॥

ইহ ভূমৌ কন্দর্প এব রাজা অজনি। মন্ত্রী বসন্তঃ। মলয়ানিল এব নিখিলবিজয়ী সেনানীন্দ্রঃ। ভ্রমরা এব চরাঃ। কোকিলপরিষদ এব দণ্ডেঽধিকারং প্রাপুঃ। অদক্ষিণা বামা ব্রজসুন্দর্য্য এব দণ্ড্যাঃ। গিরিগহ্বরাঃ কারাঃ কৃতাঃ ॥১৯॥

হে কান্তে! অগ্রে কলয়। গোবর্দ্ধনঃ কিং অখিলপর্ব্বতানাং শক্রং শক্রং চিরসা চিরকালং নিরস্য অখিলভূভৃতাং রাজা অভবৎ। চিরসা চিরাৎ চিরেণেত্যাদি স বিভক্ত্যন্তং পদমব্যয়মিতি বোধ্যং। যদ্ যস্মাৎ সুমেরু প্রভৃতিভিঃ করস্বরূপয়া নিজকান্তীনাং শ্রেণ্যাং অয়ং গোবর্দ্ধনঃ অধুনা উপাসাঞ্চক্রে। কথম্ভূতৈঃ নিহ্নুতঃ বিগ্রহা দেহা অথবা স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধানি যৈঃ মহারাজাগ্রে ক্ষুদ্রাণাং রাজ্ঞাং নিজবৃহদ্বপুঃ প্রাকট্যা নৌচিত্যাৎ ॥২০॥

এই স্থানের রাজা কন্দর্প, মন্ত্রী বসন্ত, মলয়-পবনই নিখিল-বিজয়ী সেনানীন্দ্র, ভৃঙ্গনিচয় অনুচর, কোকিলকুলই সভাসদ ও দণ্ডাধিকারী, অদক্ষিণা অর্থাৎ অননুকূল ব্রজসুন্দরীগণই দণ্ডনীয়া এবং গিরি-কন্দরই এই কন্দর্প রাজ্যের কারাগৃহ ॥১৯॥

হে কান্তে! ঐ দেখ সম্মুখে নিখিল পর্ব্বতগণের চির শত্রু দেবরাজ ইন্দ্রকে চিরকালের জন্য নিরস্ত করিয়া ঐ যে সম্মুখে গোবর্দ্ধন, অখিল অচলের অধিপতিরূপে কেমন সুন্দররূপে বিরাজ করিতেছে। যেহেতু সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বতগণ যেন মহারাজার অগ্রে ক্ষুদ্ররাজার নিজ বৃহদ্‌বপু প্রকটন একান্ত অনুচিত বোধে দেহ গোপন করিয়া কর-স্বরূপ স্ব স্ব কান্তিমালা উপহার দিয়া এই গোবর্দ্ধনের সম্প্রতি উপাসনা করিতেছে ॥২০॥

ক্বচন কনকপ্রস্থাৎ স্বস্থা প্রসর্পতি জাহ্নবী
ক্বচিদিহ গুহা বিদ্যোতন্তে হিমৈর্বিহিতালয়াঃ ।
ক্বচন শিখরৈর্বীথীং রোদ্ধুং রবেরভিলষ্যতে
ক্বচন রজতগ্রাবৈঃ সিংহাসনান্যপিভান্তিনৌ ॥২১॥

ইহ সখি ! পরা রাসস্থল্যস্তিকে পরিচীয়তা
মন্তুরজনি যা যুষ্মৎ কেলিবিলাস-কলৈকভূঃ ।
ক্ষণমিহমণী বেদ্যাং বিশ্রম্যতাং তদিতি ব্রুবন্
হরিরুপ বিবেশাথো নিম্নে মধুনি বনাশ্রিপা ॥২২॥

সর্ব্বেষাং পর্ব্বতানাং করদানমেবাহ। ক্বচন গোবর্দ্ধনস্য কনকপ্রস্থাৎ সুবর্ণসানুস্থানাৎ সুমেরুশোভারূপজাহ্নবী প্রসর্পতি। কথম্ভূতা স্বস্মিন্ সুমেরৌ স্থিতা। পক্ষে স্বর্ণদী। ক্বচিদিহ গোবর্দ্ধনে হিমালয়চিহ্নরূপে হিমৈর্বিহিত-স্থানা গুহা বিদ্যোতন্তে। ক্বচন গোবর্দ্ধনস্য শিখরৈরবেবীথীং রোদ্ধুং অভিলষ্যতে। অত্র সূর্যমার্গরোধো বিন্ধ্যপর্ব্বতচিহ্নং। ক্বচন হে রাধে! নৌ আবয়োঃ রজতপ্রস্তরৈঃ সিংহাসনানি ভান্তি। ইদং কৈলাস-চিহ্নং ॥২১॥

হে সখি! রাসৌলীতিখ্যাতা পরা রাসস্থলী অন্তিকে পরিচীয়তাং। তত্তস্মাৎ ক্ষণং বিশ্রম্যতাং ॥২২॥

হে বল্লভে! প্রসিদ্ধ সকল পর্ব্বতই এই গোবর্দ্ধন গিরিরাজকে করদান করিয়া থাকে। ঐ দেখ, গোবর্দ্ধনের সুবর্ণময় সানুদেশ হইতে স্বর্গস্থা বা সুমেরু স্থিতা জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছেন—উহাই সুমেরুর শোভা। কোথাও বা ঐ গোবর্দ্ধনের গুহা নিচয় হিম-মণ্ডিত আলয়-রূপে শোভা পাইতেছে; উহাই হিমালয়ের চিহ্ন। কোথায় গোবর্দ্ধনের তুঙ্গ শিখর-নিকর রবি-পথকে রোধ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এস্থলে সূর্য্যমার্গ রোধ বিন্ধ্যপর্ব্বতের চিহ্ন এবং কোথায় বা হে রাধে! আমাদের রজতময় প্রস্তরের সিংহাসন শোভা পাইতেছে, ইহাই কৈলাশের চিহ্ন ॥২১॥

হে সখি! এইখানেই 'রাসৌলী' নামে খ্যাত পরা রাসস্থলী—

রজতচষকক্লপ্তে শস্তে মধুন্যধুতাননা
নিহিত দৃগিদং কীদৃক্ স্যাদিত্যপাত্তমিষা তৃষা।
প্রিয়মুখ-সুধাং মাধ্বীং স্বাদ্বীং ততোঽপি মৃগস্যমূ-
মধয়দধিকং রাধাবাধামিহ প্রতিবিম্বিতাং ॥২৩॥

শস্তে প্রশস্তে মধুনি নিহিত দৃক্ রাধা কৃষ্ণস্য মুখপ্রতিবিম্বদর্শনার্থং অধুতাননা। তৃষা তৃষ্ণয়া প্রিয়মুখসুধাং ততোঽপি মধুতোঽপি স্বাদ্বীং মৃগশস্তী সা অমূং প্রতিবিম্বিতাং মুখসুধাং অধিকমধয়ৎ। কথম্ভূতাং অবাধামিতি সম্পূর্ণলোচনাভ্যাং দ্রষ্টুং শক্যত্বাৎ ॥২৩॥

ঐ যে ঐ গিরিরাজেরই নিকটে অবস্থিত, চিনিতে পারিয়াছ ত! ইহাই প্রতি রজনী তোমার কেলিবিলাস-কলার জন্মস্থান। অতএব এখানে ঐ মণি-বেদীতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করি এস।'

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই মণিবেদীর উপর উপবেসন করিলেন। অনন্তর বনদেবী বৃন্দা তাঁহাদের ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত মধু আনয়ন করিলেন ॥২২॥ *

তখন শ্রীরাধা রৌপ্য-নির্ম্মিত পানপাত্রস্থিত প্রশস্ত মধুর উপর নয়ন ন্যস্ত করিয়া এই মধু কেমন মনোরম দেখি, এই অভিপ্রায়ে অকম্পিত বদনে যেমন দৃষ্টিপাত করিলেন তাহাতে প্রতিফলিত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বদন-বিম্ব দেখিতে পাইলেন। আমরি! প্রিয়তমের এই বিম্বিত বদন-সুধা বুঝি এই মধু অপেক্ষাও অধিক স্বাদু, এই বিবেচনা করিয়া সেই প্রিয়-মুখ-বিম্বামৃত সতৃষ্ণভাবে সম্পূর্ণ দৃষ্টির সহিত অবাধে পান করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

* তথাহি পদ।—রতন মন্দিরে, দুহুঁ নাগর নাগরী, বৈঠল সখীক সমাজ। নাগর ইঙ্গিত করল বৃন্দাসখী তুরিত হি বুঝল কাজ॥ যোহি নিন্দয়ে সীধু, বাসিত বর মধু, তবহি আগে আনি দেল। আগে ভোজন করি, সকলে ভুঞ্জায়ল, যতনহি কৌতুক কেল। কো কঁহু প্রেম-তরঙ্গ। সমজাই প্রেম, মধুর মধুরাধিক, ভাবে পুনঃ মধুপান রঙ্গ। ঢলি ঢলি পড়ত, খসত অবলাগণ, সহজই বৈঠি না পারি। এতেক হি নিজ নিজ, কুঞ্জ-মন্দিরে শয়ন করত বরনারী॥

ব্রজকুলভবা মুৎকণ্ঠাগ্নিজ্বলন্মনসাং বিধে!
হ্রিয়মিহ সৃজন্নোঽভূঃ শাপাস্পদং কতিশো ন কিং।
যদিদমসৃজো মাধ্বীকং তচ্চিরায় নিরাগস
স্তব স্তুতিশতং কুর্ব্বে ধন্যেত্যুবাচ হৃদৈব সা ॥২৪॥
সখি! যদধুনৈবাস্যাব্জং মে বলাৎ পিবসি স্ফুটং
মধু পুনরিদং পীত্বা কিম্বা ন বেদ্মি করিষ্যসে।

হে বিধে! উৎকণ্ঠাগ্নিজ্বলন্মনসাং ব্রজকুলভুবাং নোঽস্মাকং হ্রিয়ং সৃজন্ সন্ কতিশঃ শাপাস্পদং কিং ন অভূঃ। অধুনা তু যদ্ যস্মাৎ ত্বং ইদং মধু অসৃজঃ ততস্মান্নিরপরাধস্য তবাহং স্তুতিশতং কুর্ব্বে ইতি সা রাধা মনসৈবোবাচ ॥২৪॥

স্বমুখপ্রতিবিম্বে রাধায়া মুখপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণ আহ। পুনরিদং মধু পীত্বা ত্বং কিং করিষ্যতে ইতি নিগদতা কৃষ্ণেন এতাং রাধাং পরাঙ্মুখীং

তারপর মনে মনে বিধাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন —"হে বিধে! যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠানলে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে সেই ব্রজকুলরমণী আমাদের লজ্জার সৃষ্টি করিয়া তুমি কয়েকবার অভিসম্পাত ভাজন হও নাই কি?—আমরা লজ্জাবশতঃ ভাল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুখ দর্শন করিতে পারি নাই বলিয়া তোমাকে কতবার অভিশাপ প্রদান করিয়াছি। কিন্তু তুমি এই যে মাধ্বীক সৃষ্টি করিয়াছ ইহাতে প্রতিবিম্বিত প্রিয়মুখচন্দ্র সম্প্রতি অবাধে অবলোকন করিয়া যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাতে তোমাকে চির নিরপরাধে বলিয়াই বোধ হইতেছে। অতএব আমি তোমার শত শত স্তুতি করি।২৪॥

অনন্তর সেই পানপাত্রস্থিত মধুতে স্বমুখ প্রতিবিম্বের সহিত শ্রীরাধার মুখ-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হর্ষব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন —"হে সখি! রাধে! তুমি যখন এখনই বলপূর্ব্বক আমার মুখ-কমল স্পষ্ট পান করিতেছ, তখন জানি না পুনরায় এই মধু পান করিলে কি করিবে?" শ্রীকৃষ্ণ যেমন এই কথা বলিলেন অমনই

ইতি নিগদতা কৃষ্ণেনৈতাং বিধায় পরাঙ্মুখীং
মধু মধুরিমৈবাসৌ তাৎকালিকেঃ কিমপাস্তত ॥২৫॥
পিব পিব পিবেত্যোষ্ঠস্যাধো দধার সসারঘং
চষকমসকৃৎ কৃষ্ণো রাধোচ্ছলদ্ ভ্রুবলৎস্মিতং।
নহি নহিলহীত্যাস্যাম্ভোজং তিরোশ্চয়তি স্ম সা
তদপি স চলাপাঙ্গোরঙ্গী বলাৎ সমপায়য়ৎ ॥২৬॥
তদনু ললিতাদ্যালীবৃন্দে তথৈব নিপায়িতে
দধতি নয়নারুণ্যং বাঢ়ং প্রমাদ্যতি মাদ্যতি।

বিধায় মধুনি দ্বয়োর্মুখপ্রতিবিম্বরূপোঽসৌ তাৎকালিকো মধুরিমা অবৈদগ্ধ্যেন কিং অপাস্যত কিং দূরীকৃতঃ ॥২৫॥

স সারঘং মধুসহিতং চষকং। সা রাধা উচ্ছলদ্ভ্রু এবং বলৎ স্মিতং যথা স্যাত্তথা মুখাম্ভোজং তিরোঽঞ্চয়তিস্ম। রঙ্গী অয়ং চলাপাঙ্গঃ কৃষ্ণঃ ॥২৬॥

প্রমাদ্যতি বস্ত্রাদৌ অসাবধানা ভবতি মাদ্যতি মত্তা ভবতি। নিজ হ্রিয়াং

শ্রীরাধা সেই পানপাত্র হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তখন মনে হইল—অহো! শ্রীকৃষ্ণ অবৈদগ্ধ্য প্রকাশ করিয়াই মধুতে প্রতি-ভাত উভয়ের মুখ-প্রতিবিম্বের তাৎকালিক মধুরিমা দূরীকৃত করিলেন কি? ॥২৫॥

অনন্তর রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সেই মধুপূর্ণ পান পাত্র লইয়া "ধর ধর প্রিয়ে! পান কর" বলিয়া শ্রীরাধার ওষ্ঠের নীচে ধারণ করিলেন। শ্রীরাধা ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে 'না-না-না' বলিয়া স্বীয় বদন-কমল ফিরাইয়া লইলেন। তথাপি সেই চপলাঙ্গ রঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক মধু পান করাইলেন ॥২৬॥

তারপর ললিতাদি সখীগণকেও এই প্রকারে বলপূর্ব্বক মধুপান করাইলেন। ইহাতে তাঁহাদের নয়ন অতিশয় অরুনবর্ণ ধারণ করিল বস্ত্রাদি অসাবধান হইতে লাগিল, ইহাঁরা তখন বাস্তবিকই প্রমত্তা হইয়া পড়িলেন। লজ্জার বেগ খণ্ডিত হইয়া পড়িল। তখন পুনরায় পরস্পর পরস্পরকে মধুপান করাইতে লাগিলেন এবং কান্তা

দ্যতি নিজস্ত্রিয়া মোহেনাহং স্তোকং পুনশ্চ নিপায়য়-
ত্যতি মধুমদোদ্ভ্রান্তা কান্তাপ্যঘূর্ণত। কীর্ণধী: ॥২৭॥
প-পতিত সূ-সূ-সূর্য্যো ভূ ভূ বিঘূর্ণতি দ্রু-দ্রুমো
ন নটতি ত-তত্র স্তা অস্মান্ র-রক্ষ পি-পি-প্রিয় ।
ইতি যুগপদেবাস্য স্কন্ধে ভুজে হৃদি পৃষ্ঠতো
ঽপ্যলগ্ন্ ললভুনি: সঙ্খ্যানাবিকীর্ণকচা: স্ত্রিয়: ।২৮॥

খণ্ড: দ্যতি খণ্ডয়তি । পুনশ্চ পরস্পরং মধু পায়য়তি কান্তা রাধা মধুমদোদ্ভ্রান্তা অতএব কীর্ণধী: বিক্ষিপ্তধী: সতী অঘূর্ণত ॥২৭॥

হে প্রিয়! অস্মান্ রক্ষ। ইতি যুগপদেব অস্য কৃষ্ণস্য পৃষ্ঠাদৌ অলগ্ন্ যথাযথাপথা ললভু: ॥২৮॥

শ্রীরাধাও মধু মদে উদ্ভ্রান্তা ও বিক্ষিপ্তবুদ্ধি হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন ॥২৭॥ *

তখন সেই ব্রজসুন্দরীবৃন্দ সকলেই মধু পানে উদ্ভ্রান্ত হইয়া কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"ঐ সূ সূ-সূর্য্য-বি-বি-ঘূর্ণিত হ-হ-হইতেছে —ত-ত তরুসকল—না-না—নাচিতেছে—পি-পি-প্রিয়তম ! এ—এখন আ-আ-আমাদিগকে র-রক্ষা কর—"

এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রজাঙ্গনাগণ স্খলিত-বাসে বিকীর্ণ কেশে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের কেহ স্কন্ধে কেহ ভুজে কেহ বক্ষে কেহ বা পৃষ্ঠদেশে অতিশয় সংলগ্ন হইলেন ॥২৮॥ †

* "অপরূপ মধুপানরীত। রাধা শ্যাম সবহুঁ, সখীগণ সঞে, পিবইতে মাতল চিত ॥ কাহুক গলিত চিকুর কোই চিরহি কোই পড়ল মোতি মাতি। কাহুক কোর মুকুট মুরলী খসি, মুখ সঞে ক্ষিতি গড়ি যাতি ॥ রাইক বেণী গলিত, কুচ অম্বর, শ্যাম উপর পড়ু ভোরি। উদ্ধবদাস পাশ রহি হেরইতে, তনু মন ভৈগেল ভোরি ॥ (পঃ কঃ তঃ)

† তথাহি পদ।—নবীন কিশোরী সখী নব মধুপানে। মদো প্রেমে ভ্রান্ত-নেত্র প্রলাপত ক্ষণে ॥ ল-ল-ল ললিতে প-প-পশ্য রাধাচ্যুতে। স স-স সকল সঙ্গ লালসা যাইতে ॥ বিবিধ বিপিন মম মহীর সহিতে। গ-গ-গ গগন কোন ল-ল ল-লম্বিতে ॥ বিকচ অম্বুজ জিনি মুখ-পদ্মগণ। তারপর মত্তভৃঙ্গ করে

স চ রসানিধিঃ প্রত্যঙ্গং তৎকুচৈরভিপীড়িতঃ
স্বনিবিড় ভুজাপীড়ং শ্লিষ্যন্ বলাদভিচুম্বিতঃ।
চপলমধুর গ্রীবাভঙ্গং চুচুম্ব চতুর্দ্দিশং
পিহিত-বদনা দাস্যো হাস্যোদয়ং কতিরুদ্ধতাং ॥২৯॥
অয়ি চঞ্চলদৃশঃ! স্বস্বামিন্যঃ কিমদ্য বিশিক্ষিতাঃ
যুগপদিহ মামেকং সর্ব্বা ইমা বিজিগীষবঃ।
যদহহ বলাৎ কুর্ব্বন্ত্যোষো মহাননয়োঽথবা
নহি ভবথ পার্ষ্ণিগ্রাহা কিং ন দিষ্টমলঘি্দং।৩০॥

প্রত্যঙ্গং তাসাং কুচৈরভিপীড়িতঃ অথ চ স্ব নিবিড় ভুজাপীড়ং যথাস্যাত্তথা আশ্লিষ্যন্ কৃষ্ণঃ বলাৎ ব্রজসুন্দরীভিরভিচুম্বিতঃ সন্ চপলমধুর গ্রীবাভঙ্গং যথাস্যাত্তথা চতুর্দ্দিশং তাঃ ব্রজসুন্দরীঃ চুচুম্ব ॥২৯॥

অয়ি চপলদৃশঃ! কিঙ্কর্য্যঃ! ইমা বিজিগীষবঃ মাং বলাৎ কুর্ব্বন্তি।

অনন্তর রসনিধি শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজসুন্দরীদের উরজ-কমল দ্বারা প্রতি অঙ্গ নিপীড়িত হইয়া নিজ নিবিড় ভুজ যুগলের দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন-পাশ আবদ্ধ করিয়া নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। পানোন্মত্তা ব্রজরামাগণও বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তখন চঞ্চল মধুর গ্রীবাভঙ্গী করিয়া চারিদিকে সেই ব্রজসুন্দরীদের বদন কমলে পুনঃ পুন চুম্বন রেখা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সহচরীগণ বস্ত্রাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া হাস্য বেগ সম্বরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আর কতবার রোধ করিবেন? ॥২৯॥

কিঙ্করীগণকে হাসিতে দেখিয়া চপল চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন —"ওগো চপলাক্ষি! কিঙ্করীগণ! তোমাদের স্বামিনী সকল আজ

আকর্ষণ॥ মধুপানে মত্ত হৈলা রাধা নিতম্বিনী। মদন স্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি॥ সেবাপরা সখী তারা নানা সেবা করে। দোঁহাকে লইয়া গেলা শয়নের ঘরে॥ কুসুম শয্যাতে দুহুঁ করল শয়ন। নিজ নিজ কুঞ্জে শুইলেন সখীগণ॥" (পঃ কঃ তঃ)

অথ মধুমতী স্বং গত্বাঽজীগ্রহন্মধুসংভৃতং
চষকমসকৃৎ সোঽপ্যাদায় স্বকুঞ্চিত পাণিনা।
স্বমধরমমূর্মধ্যে মধ্যে বিদংশতয়ার্পয়ন্
পিপিব পিপিবেত্যেতস্তাষানুকার মপায়য়ৎ ॥৩১॥
বয়মিহ দিনে কিম্বা রাত্রৌ স্ত্রিয়ঃ পুরুষাস্নু বা
কলিতবসনাঃ কিম্বা নগ্নাস্তথা করবাম কিং।

এষোঽধিকোঽনয়ঃ। অথবা যৎ যস্মাৎ যূয়ং পাষ্ণিগ্রাহাঃ সহায়া নহি ভবথ? ইদং মম অলঘ্বদিষ্টং মহদ্ভাগ্যং কিং ন? অপিতু মহদ্ভাগ্যমেব ॥৩০॥

অথ মধুমত্তো কাচিৎ কিঙ্করী শ্রীকৃষ্ণমপি মত্তং কর্ত্তুং তং মধুপাত্রং অজীগ্রহৎ। সোঽপি কৃষ্ণোঽপি পাত্রমাদায় অমূর্ব্রজসুন্দরীঃ স্ব মধুরং বিদংশতয়া মধ্যে মধ্যে অর্পয়ন্ তাসাং পিব পিবেতি ভাষায়া অনুকরণং যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা অপায়য়ৎ ন তু কৃষ্ণেন পীতং ॥৩১॥

গৃহীতবসনা নগ্না বা ইতি কিমপি ন জানানা ন জ্ঞাতবতীঃ। কিন্তু অনন্বিতভাষিণী স্তা অসৌ কৃষ্ণঃ কিঙ্করীঃ সংদর্শ্য অরময়ৎ ॥৩২॥

কিরূপ শিক্ষার পরিচয় দিতেছে দেখ, ইহারা সকলে মিলিতা হইয়া একাকী আমাকে জয় করিবার অভিলাষে বল প্রয়োগ করিতেছে। অহো! একার উপর এরূপ সকলে মিলিয়া বল প্রয়োগ, অতীব অন্যায় কার্য্য। তবে যে তোমরা উহাদের পশ্চাতে থাকিয়া সাহায্য করিতেছ না ইহাই আমার মহাভাগ্য। ॥৩০॥

অনন্তর মধুমতী নাম্নী এক কিঙ্করী শ্রীকৃষ্ণকেও মধুপানোন্মত্ত করিবার অভিলাষে মধুপাত্র লইয়া তাঁহার সমীপে ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্চিত হস্তে তাহা গ্রহণ করিয়া স্বীয় অধর বিদংশ মধ্যে এক একবার সংলগ্ন করিতে লাগিলেন এবং "পান কর, পান কর" এইরূপ ভাষার অনুকরণ করিয়া ব্রজসুন্দরীদিগকে পুনঃপুন পান করাইতে লাগিলেন, কিন্তু চতুর স্বয়ং পান করিলেন না ॥৩১॥

তখন অতিরিক্ত মধুপানে প্রমত্তা ব্রজাঙ্গনাগণ "আমরা রমণী কি পুরুষ, আমরা এখানে দিবসে কি রাত্রিতে, কলিত-বসনা কি স্খলিত-বসনা কিম্বা কি করিতেছি ইত্যাদি কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ইতি কিমপি তা নো জানানা অনন্বিতভাষিণী-
ররময়দশৌ সংদর্শ্যাগ্রে স্থিতা অপি কিঙ্করীঃ ॥৩২॥
ন পিবসি কথং কিঞ্চিত্ত্বং চ প্রিয়েত্যভিভাষিতোঽ
বদদপি তুলস্যা সাগাস্যৈরতং মধুসংভৃতৈঃ।
কনকচষকৈরস্ম্যশ্রান্তং পিবন্ন কিমীক্ষসে
পরিচর তদেত্যাস্মান্ স্বেদাপ্লুতান্ মৃদুবীজনৈঃ ॥৩৩॥
স্ম স্ববিধ মথাপ্যানেতুং তা বিলক্ষ্য বিশঙ্কিতা-
চষক পটলীমাস্যে ধৃত্বাঽভিনীত নিপীতিকঃ।

হে প্রিয়! শ্রীকৃষ্ণ! ত্বং কিঞ্চিন্মধু কথং ন পিবসি? ইতি কিঙ্করীভিরভিভাষিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাঃ প্রত্যবদৎ। হে তুলসি! আসাং তব স্বামিনীনাং মধুসংভৃতৈর্মুখৈঃ কনকচষকৈঃ করণৈরহং অশ্রান্তাং নিরন্তরং মধু-পিবন্নস্মি ত্বং কিং ন ঈক্ষসে? তস্মাদত্র এত্য স্বেদপ্লুতানস্মান্ পরিচর ॥৩৩॥

মধুপানে বিশঙ্কিতা অতএব দূরেস্থিতাঃ স্বনিকটমানেতুং তা বিলক্ষ্য দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঃ স্বমুখে চষকশ্রেণীং ধৃত্বা অভিনীতপীতিকঃ। ময়ি মত্তে সতি

তাঁহাদের বাক্যের শৃঙ্খলা একবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিঙ্করীগণ সম্মুখে অবস্থান করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐ আচরণ দেখাইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

শ্রীতুলসী মঞ্জরী হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয়তম! তুমি কিঞ্চিন্মাত্র মধুপান করিলে না কেন?" শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর করিলেন—"তুলসি! আমি ঐ যে তোমার স্বামিনীগণের মধু পূর্ণ বদনরূপ কনক-চষকস্থিত মধু নিরন্তর পান করিতেছি, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? এক্ষণে এই দেখ, স্বেদজলে আমাদের অঙ্গ আপ্লুত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র আসিয়া মৃদু বীজন দ্বারা আমাদের পরিচর্য্যা কর" ॥৩৩॥

শ্রীতুলসী প্রভৃতি সেবাপরা মঞ্জরীগণ বড়ই শঙ্কটে পড়িলেন। পাছে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও ঐরূপ বিড়ম্বনায় পাতিত করেন, এই আশঙ্কায় নিকটে যাইতে পারিতেছেন না অথচ তাঁহাদের

অরুণনয়নোদ্‌ঘূর্ণাভ্যাসী শ্লথীকৃতগাত্রক:
সমজনি যদা তর্হ্যেবৈতা হসন্ত উপাযযুঃ ॥৩৪॥
অথ চতুরয়া কৌন্দ্যা দ্বারে কবাটিকয়াবৃতে
প্রকটিতবলে লোলে কৃষ্ণে নিরুদ্ধ্য নিরুদ্ধ্য তাঃ।

আসাং সন্নিকটাগমনে শঙ্কা স্থাস্যতীত্যভিপ্রেত্যপানাভিনয়ঃ কৃতঃ। ন তু তৎ পীতং। এবং সহজারুণনয়নে মধুপানজনস্য ঘূর্ণাভ্যাসী কৃষ্ণঃ যদা যত্নেন শ্লথীকৃতগাত্রঃ সমজনি তদৈব এতা হসন্ত্যঃ উপাযযুঃ ॥৩৪॥

অথ চতুরয়া কুন্দবল্ল্যা দ্বারে কবাটিকয়াবৃতে সতি প্রকটিত বলে অথচ লোলে অস্মিন্ কৃষ্ণে তাঃ কিঙ্করীঃ নিরুদ্ধ্য নিরুদ্ধ্য নানা গিরা মধুরাণি তাসাং

সেবাবসরের শুভ সুযোগ উপস্থিত। সুতরাং শ্রীতুলসীমঞ্জরী প্রভৃতি কিছুক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চতুর চূড়ামণি তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেন, উঁহারা মধুপানে বিশেষ শঙ্কিতা হইয়াই দূরে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং নিকটে আনিবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া স্বীয় মুখে চষকপাত্র সকল ধারণ পূর্ব্বক পানের অভিনয় করিতে লাগিলেন। "আমি (শ্রীকৃষ্ণ) মধু পান করিয়া প্রমত্ত হইলে আমার নিকট আগমনে উঁহাদের শঙ্কা থাকিবে না,"—এই অভিপ্রায় করিয়াই পানাভিনয় করিতে লাগি-লাগিলেন, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্রও মধুপান করিলেন না। অথচ অভ্যাস-বশতঃ সহজেই তাঁহার নয়নদ্বয় সহসা অরুণিম হইয়া উঠিল, মধু পান জন্য উদ্‌ঘূর্ণায় তিনি ঘন ঘন টলিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের এই মত্ততার ভাণকে সত্য মনে করিয়া সেই সেবাপরা মঞ্জরীগণ তখন হাসিতে হাসিতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥৩৪॥

অমনই সুচতুরা কুন্দলতা শুভাবসর বুঝিয়া কুঞ্জদ্বারে কপাট রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা আর বাহিরে আসিতে পারিলেন না; বিদগ্ধ নাগরবরের সবল আলিঙ্গন-পাশে একে একে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং বিক্রম-বিড়ম্বি অধরপুটে প্রাণকান্তের পুনঃপুন সপ্রেম

ধয়তি মধুরাণ্যস্মিন্ দীনাননানি নানাগিরা-
তনুরপি ধনুর্ধুন্বন্মন্যে ননর্ত্ত সমূর্ত্তিভৃৎ ॥৩৫॥
স্বয়মপি পপৌ পৌনঃ পুন্যাদপায়য়দেব তা-
স্ত্রিবিধ সরকোদ্ভূতা ভ্রান্তি স্তদপ্যরক্ষি স্ম যাঃ।
স্মর-রণবিয়দ্ভূষং কান্তং সকান্তমিমাবাধুঃ
শ্রমকণলসন্মুক্তামাল্য-চ্যুতং মৃদুবীজনৈঃ ॥৩৬॥

দীনাননানি ধয়তি সতি স মূর্ত্তিভৃৎ অতনুঃ কন্দর্পঃ ধনুর্ধুন্বম্ সন্ ননর্ত্ত ইতি মন্যে ॥৩৫॥

অধুনা কৃষ্ণঃ স্বয়ং পাপৌ। এবং তাঃ কিঙ্করীঃ অপায়য়ৎ। সরকঃ মধু ত্রিবিধং পৈষ্টং গৌড়ং পৌষ্পঞ্চ তথা চ তৎপানে উদ্ভূতা কৃষ্ণস্য ভ্রান্তির্যাঃ কিঙ্করীঃ অবতি ইমাঃ কিঙ্কর্য্যঃ কান্তাসহিতং স্মররণে বিয়দ্‌ভূষং বিগলদ্‌ভূষণং কান্তং কৃষ্ণং শ্রমজলকণরূপমুক্তামাল্যেনচ্যুতং রহিতং মৃদুবীজনৈরাধুঃ চক্রুঃ। তথা চ মধুপানজন্য ঘূর্ণাবশাৎ শ্রীকৃষ্ণো যাঃ কিঙ্করীঃ মধুপায়য়িতুং শক্তস্তা এব স্ব যুথেশ্বর্য্যাদীনাং বীজনৈঃ পরিচর্য্যাং চক্রুরিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

চুম্বনের সরস মুদ্রাঙ্কন লাভ করিয়া ধন্য হইতে লাগিলেন, কিন্তু তখন সেই সেবাপরা ব্রজবালাগণ "না-না-না" মধুর বাক্যে নিষেধ করিতে থাকিলেও রসিকশেখর তাঁহাদের সেই শঙ্কা-সঙ্কুচিত বদন-কমলের মধুর রসাস্বাদনে বিরত হইলেন না। পরন্তু তখন মনে হইল—কন্দর্প, অতনু হইয়াও নিজ ফুলধনু-ধুনন করিতে করিতে মূর্ত্তিমান হইয়া যেন নাচিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত অতিরহঃ সম্ভোগ-লীলানন্দে নিমগ্ন হইলেন ॥৩৫॥

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গৌড়, পৈষ্ট ও পৌষ্প এই ত্রিবিধ মধু পুনঃ পুন পান করিতে লাগিলেন এবং সেই কিঙ্করীগণকেও পুনঃপুন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেই মধু পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে ভ্রান্তি উপস্থিত হইল, সেই ভ্রান্তিই তখন কিঙ্করী-গণকে সেই মধুপানের দায় হইতে রক্ষা করিল। অনন্তর এই কিঙ্করীগণ, কান্তের সহিত কন্দর্পরণে বিগলিত-ভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে

মধুরস পরিপাক-প্রক্রমে সম্বিদিন্দৌ
মদভর তমসেষন্মুচ্যমানে প্রিয়াণাং।

প্রিয়াণাং মধুরসপরিপাকস্য প্রক্রমে আরম্ভে সম্বিদিন্দৌ জ্ঞানরূপচন্দ্রে-মদভরতমসা মত্ততাতিশয়রূপরাহুণা ঈষন্মুচ্যমানে সতি সুরত-রত্নানাং পরস্পর-দানাৎ অপূর্ব্ববিস্তৃতানন্দানুভূতির্হেতোঃ অকৃতমধুপানা আলিপাল্যঃ ব্যস্ময়ন্।

মৃদুব্যজন দ্বারা অতি কমনীয়রূপে পরিচর্য্যা করিয়া তদীয় শ্রম-জনিত স্বেদাম্বুকণারূপ মুক্তামালাকে ধীরে ধীরে অপসারিত করিতে লাগিলেন। মধুপান জন্য ঘূর্ণাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কিঙ্করীকে মধুপান করাইতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা তখন স্ব স্ব যূথেশ্বরী-দিগের বীজন দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥ *

কৃষ্ণ-প্রিয়াগণের মধুর শৃঙ্গার রস পরিপাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবার প্রারম্ভেই মধুপান জন্য মত্ততাতিশয় রূপ রাহু কর্ত্তৃক তাঁহাদের জ্ঞান চন্দ্র সম্পূর্ণ গ্রস্ত হইয়াছিল, পরে সেই জ্ঞানচন্দ্র ঈষৎ মুক্ত হইলে অর্থাৎ মত্ততা অবসানের সঙ্গে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর এরূপ অপূর্ব্ব সুরত-রত্ন সমূহ বিনিময় করিতে লাগিলেন যে যাঁহারা তদ্দর্শনে মধুপান করিয়া উন্মত্তা হন সেই সখীগণ তাহাতে বিপুল আনন্দানুভব করিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ফলতঃ অতিরিক্ত মধুপানে মত্ততা জন্য অজ্ঞানদশায় সুরত-সুখের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণপরে মত্ততা ঈষৎ অপগত হইলে যেমন কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইল অমনই

* তথাহি।—"সেবন-পরায়ণা সহচরী আই। চামর বীজন বীজই তাই। বাসিত বারি কোহ সখী দেল। বদনক চরবণ তাম্বূল নেল॥ পুন দোহেঁ আলসে শুতলি তাই। রতিরণ-শ্রমে ভোরি নিন্দ যাই॥ ক্ষেণে এক জাগিয়া উঠল কান। সখীগণ কুঞ্জহি করল পয়ান॥ সব সখীগণ সঙ্গে রতি-রণ কেল। ইহ অপরূপ কোই বুঝই না ভেল। আওল কানু পুন রাইক পাশ। মাধব হেরইতে অধিক উল্লাস॥" (পঃ কঃ তঃ)

স্মরতপটিম রত্নান্যোন্যদানাদপূর্ব্ব
প্রথিমমুদমভূতের্ব্যস্ময়ম্নালিপাল্যঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে মধুপানলীলা-
নুমোদনো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥১৩॥

তথা চ মধুপানাতিশয়মত্ততাজন্যা জ্ঞানদশায়াং ন স্মরতসুখং কিন্তু কতিপয়-ক্ষণানন্তরং তস্য কিঞ্চিৎ পরিপাকাজ্জাতং মত্ততায়া ঈষন্ন্যূনত্বং তেন ॥৩৭॥

ইতি টীকায়াং ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥১৩॥

তখন পরস্পর স্মরত সুখের অমিয়-উৎস, সহস্র ধারে উথলিয়া উঠিয়া সেই অকৃত্ত-মধুপানে সখীগণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিল ।।৩৭।।

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে তাৎপর্য্যানুবাদে মধুপান
লীলাস্বাদন নাম ত্রয়োদশ সর্গ ।।১৩।।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

—:০:—

নিদাঘসুভগং বনং বনজনিন্দিপদ্ভ্যাং ভ্রমন্
বিলোক্য মধুমঙ্গলং কথয় কস্য হেতোঃ সখে।
চিরং বিরস মেককো হা বিহায়ৈব নো
রসাল-পনসাটবী-তটভুবীতি তং সোঽব্রবীৎ ॥১॥

বয়স্য! রসিকোঽহমিত্যলঘু মন্যসে স্বং যত-
স্তদস্য বিবদে ত্বয়া বদ রসো ভবেৎ কীদৃশঃ?

বনজং পদ্মং। হে সখে! মধুমঙ্গল! নোঽস্মান্ বিহায় আম্রপনসাটবী তটভুবি বিরসং যথাস্যাত্তথা একেকো বাসসি? ইতি তং মধুমঙ্গলং স কৃষ্ণঃ অব্রবীৎ ॥১॥

মধুমঙ্গল আহ। হে বয়স্য! কৃষ্ণ! যতস্ত্বং 'অহংরসিক' ইতি অলঘু মন্যসে তত্তস্মাদদা ত্বয়া সহ বিবদে বিবাদং করোমি। রসঃ কীদৃশো ভবেদিতি বদ রস-লক্ষণং বদেত্যর্থঃ। তথা চ তব বৈদুষীং পাণ্ডিত্যং মম চ তাং বৈদুষীং ইমে সাক্ষিস্বরূপা-রসাল গুরুশাখিনঃ আম্ররূপ বৃহদ্বৃক্ষাঃ। পক্ষে রস শাস্ত্রং গৃহ্ণন্তি যে গুরব তে এব বেদশাখিনঃ বিদন্তু। কথম্ভূতা দ্বিজকুলৈঃ পক্ষিকুলৈঃ পক্ষে ব্রাহ্মণকুলৈঃ স্তুতাঃ ॥২॥

রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণ, প্রফুল্ল কমল-বিনিন্দ-চরণে নিদাঘ সুভগ নামক সুরম্য বনবিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় একাকী মধুমঙ্গলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন—"ওহে! সখে! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল এই আম কাঁঠালের বাগানের মধ্যে একাকী বিরসভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন বল [illegible]

[illegible]

বিদন্তু তব বৈদুষীং মম চ তামিমে সাক্ষিণো
রসালগুরুশাখিনো দ্বিজকুলস্তুতা বস্তুতঃ ॥২॥
সখে! পশুপ-নাগরী-নয়ন-বেল্লিত ক্রীত! য-
দ্বনে ভ্রমসি নিষ্ফলে বিকচ মালতীমল্লিকে।
তথাপি রসিকাগ্রণী র্যদিহ ঘুষ্যসে ভান্তি তৎ
প্রসিদ্ধজনবর্ত্তিনো গুণতয়ৈব দোষা অপি ॥৩॥
অহং তু পনসাশ্রয়ো রসনিধীকৃত স্বোদর-
স্তদপ্যরসিকোঽভবং তব মতে ধৃতাহংকৃতে!

হে সখে! কৃষ্ণ! হে পশুপ-নাগরী-নয়ন-কম্পনেদ্ ক্রীত! যদ যদ্যপি বিকসিত মালতী মল্লিকাযুক্তে অতএব নিষ্ফলে বনে ভ্রমসি, তথাপি জনৈ স্তং রসিকাগ্রণী র্ঘুষ্যসে তত্তস্মাৎ ভবদ্বিধ প্রসিদ্ধ জনবর্ত্তিনো দোষা অপি গুণতয়ের ভান্তি ॥৩॥

পনসাশ্রয়ো রসেন নিধীকৃতং সমুদ্রীকৃতং উদরং যেন তথাভূতোঽহং তদাপি তব মতে অরসিকো ভবামি। হে ধৃতাহংকৃতে! তদেব ত্বং কৃতাং রসিকতা প্রথাং অহং লভে ॥৪॥

আমার পাণ্ডিত্য কতদূর, তাহা দ্বিজকুলস্তুত অর্থাৎ বিহঙ্গকুল-বন্দিত বৃহৎ শাখাবিশিষ্ট এই আম্র বৃক্ষ সকল সাক্ষী স্বরূপে অবগত হউক অথবা ব্রাহ্মণকুল প্রশংসিত রসশাস্ত্রাভিজ্ঞ গুরু স্বরূপ বেদশাখাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ সাক্ষী স্বরূপে অবগত হউন।২॥

"ওহে সখে! তুমি গোপনারীগণের নয়নকোণ-কম্পনে ক্রীত হইয়া তাহাদের সঙ্গে, বিকসিত মালতী মল্লিকা পুষ্পের নিষ্ফল বনে বিচরণ করিতেছ, তথাপি লোকে তোমাকে 'রসিকশিরোমণি' বলিয়া ঘোষণা করে। অতএব এখন দেখিতেছি তোমার মত প্রসিদ্ধ [illegible] দোষ সমূহও [illegible] প্রতিভাত হইয়া থাকে।৩॥

[illegible]

ভ্রমন্নিহ বনে বনে ত্বদনুগো বুভুক্ষাতুরো
ভবামি যদি তল্লভেরসিকতা-প্রথাং ত্বৎকৃতাং ॥৪॥
জগত্রিতয়-দুর্লভাতুলফলৈব বৃন্দাটবী
তব ত্বমপি নিত্যতদ্বিহরণপ্রিয়ঃ খ্যাপ্যসে।
পরন্তু তদুদিত্বরামৃতরসৈকতানো ভবা-
নভূন্ন তদিয়ং সখে! মম সখেদতা নাপরা ॥৫॥
নিদাঘ দিবসে বটো! শিশিরনির্ঝরাম্ভো রসৈ-
র্নটৎ সরসিজানিলৈ র্মধুর মল্লিকা-সৌরভৈঃ।

জগত্রয়ে দুর্লভা অপরাতুলফলা এবম্ভূতা তব বৃন্দাটবী। এবং ত্বমপি "নিত্যং বৃন্দাবন-বিহরণ প্রিয়" ইতি জনৈঃ খ্যাপ্যসে। পরন্তু তস্মিন্ বৃন্দাবনে উদিত্বরঃ উৎপন্নশালো যোঽমৃতরসস্তদেকতান তদেকচিত্তো ভবান্ ন অভূৎ। হে সখে! ইয়মেব মম সখেদতা ন অপরা ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। নিদাঘেতি। নিদাঘ দিবসে শীতল নির্ঝর জল প্রভৃতিভি র্নব বনলাদি সর্বেন্দ্রিয়ানন্দদায়িকা ইয়মটবী। অতএবাস্মিন্ বনে অহং ভ্রমামি। অরসিকস্ত্বং হে বটো! ন তু সখে! ॥৬॥

হইয়া তোমার সঙ্গে নিষ্ফল বনে বনে ভ্রমণ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার নিকট রসিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতাম; নতুবা উদরে আম্রাদি রসের সমুদ্র খেলিলেও ত তোমার মতে রসিকত্ব হইতে পারিব না? ॥৪।

তোমার এই বৃন্দাবন ত্রিজগতের মধ্যে দুর্লভ ও অতুল ফল-বিশিষ্ট এবং তুমিও 'নিত্য বৃন্দাবনবিহরণ-প্রিয়' বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত; কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বৃন্দাবনে এমন উৎপন্ন-শীল অমৃতরসে তোমার চিত্ত আদৌ ঐকতানতা প্রাপ্ত হইল না? হে সখে! ইহাই আমার মহাদুঃখ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই দুঃখ নাই ॥৫॥

বটুর কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পরিহাস-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"ওহে ঔদরিক! এই নিদাঘ দিবসে বৃন্দাবন ভ্রমণে নির্ঝরের শিশির সলিল দ্বারা আমার রসনেন্দ্রিয়, কমল-কানন

পলাস-নবপল্লবৈ র্বন কপোত মঞ্জুস্বনৈ
র্মেয়মখিলেন্দ্রিয়-প্রমদ সাধিকৈকাটবী ॥৬॥
বহির্মরকতদ্যুতিঃ কমলরাগনিন্দি প্রভা
দ্রবামৃতভৃতান্তরা পরিমলপ্রদিম্নোঃ স্বনিঃ।
রসাল পদবাচ্যতা মুপগতা ফলানাং ততি-
র্মদিন্দ্রিয়-সতৃষ্ণতাং সপদি কৃষ্ণ! চক্রেতমাং ॥৭॥
পুর: কলয় মাধব! দ্যুতিমতী মতীত্যাটবী-
রিমা অপি জগত্রয়ী মুকুট নূত্নরত্নপ্রভাঃ।

বটুরাহ। আম্রফলানাং ততিঃ বহির্মরকতদ্যুতিরিতি নেত্রস্য। রসাল পদবাচ্যতা মুপগতেতি শ্রবণেন্দ্রিয়স্য ॥৭॥

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণমাহ। হে মাধব! ইমাঃ অটবীঃ অতীত্য দ্যুতিমতীং ইহ

বিলাসী মন্দ মারুত হিল্লোল দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয়, মধুর মল্লিকাপুষ্প সৌরভ দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, পলাশের নব পল্লব দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় এবং বন্য কপোতের মঞ্জুধ্বনি দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় এইরূপে আমার নিখিল ইন্দ্রিয় পরম প্রমোদিত হইয়া থাকে; অতএব বৃন্দাটবীই আমার একমাত্র প্রমোদ-সাধিকা। ওহে বটু! তোমার মত অরসিক এই বন ভ্রমণের মর্ম্ম কি বুঝিবে বল? ।৬।

বটু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সরস বাগ্‌ভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"ওহে কৃষ্ণ! তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়-প্রমোদের কথা ত শুনিলাম, এক্ষণে আমার পঞ্চেন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা শুন। ঐ যে সুপক্ক রসাল ফল সকল দেখিতেছ, উহারাই আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রমোদ সাধক। উহাদের ঐ বাহিরের হরকতদ্যুতি, উহাই আমার নয়নানন্দকর, উহার অভ্যন্তরস্থ পদ্মরাগনিন্দি অমৃত দ্রবই রসনা-নন্দকর, পরিমলই ঘ্রাণের ও মৃদুতাই ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রীতিপ্রদ এবং ফল নিচয়ের মধ্যে 'রসাল' এই নামই আমার বিশেষ কর্ণানন্দকর। এই জন্যই উহারা আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা এরূপ সতৃষ্ণ করিয়া থাকে ॥৭॥

বিলাস-নিবহাবনীমিহ বনীমিমাং বাং ন বাঙ্-
মহাকবি পতেরপি প্রভবতীব যদ্বর্ণনে ॥৮॥
ইতি প্রমদমেদুর স্ফুরদমন্দবৃন্দা-বচঃ
সুধাংশুকিরণোচ্ছলদ্বিপুলতর্ষ কীলালধী।
উদিতরপুরুত্বরং রস পুরঃসরং প্রাপতুঃ
স্ব কেলি সদনায়িতং প্রিয়তমৌ স্বকুণ্ডদ্বয়ং ॥৯॥

রাধাকুণ্ড নিকটে ইমাং বনীং ক্ষুদ্রবনীং পুরঃ কলয়। কথম্ভূতাং জগদিতি। পুনশ্চ যুবয়োঃ বিলাস সমূহস্য অবনী 'অব রক্ষণে ধাতুঃ'। বিলাস সমূহস্য ভূমিশ্চ। মহাকবিপতেরপি যদ্বর্ণনে বাক্য ন প্রভবতি ইব ॥৮॥

ইতি প্রণয়েন মেদুরং স্নিগ্ধং যৎ স্ফুরদমন্দং বৃন্দাবচস্তদেব সুধাংশুশ্চন্দ্র স্তৎ কিরণেন উচ্ছলদ্বিপুলতৃষ্ণঃ এব কীলালধি জলধির্যয়ো রেবম্ভূতৌ প্রিয়তমৌ রাধাকৃষ্ণৌ উদিতরা উদয়শীলা পুরুত্বরা মহাত্বরা যত্র তদ্ যথাস্যাত্তথা। এবং রসপুরঃসরং যথাস্যাত্তথা স্বকেলি সদনমিবাচরিতং স্ব কুণ্ডদ্বয়ং প্রাপতুঃ ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ ও মধুমঙ্গলকে এইরূপ পরস্পর বাগ্বিলাসে প্রবৃত্ত দেখিয়া লীলা সহায়িনী বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া স্বীয় বনমাধুরী দেখাইতে লাগিলেন, কহিলেন—"মাধব! এই কানন অতিক্রম করিয়া ঐ সম্মুখে রাধাকুণ্ডের নিকট শোভন ক্ষুদ্র বনের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। উহা ক্ষুদ্র হইলেও ত্রিজগতের মুকুটের নূতন প্রভার ন্যায় শোভাশালী। বিশেষতঃ তোমাদের উভয়ের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) বিলাস নিবহের রক্ষক স্বরূপা ও বিলাসভূমি। সুতরাং এই কাননের গুণ মাধুরী বর্ণন করিতে মহাকবিপতির বাক্যও সমর্থ হয় না ॥৮॥

বৃন্দার এই প্রণয়-স্নিগ্ধ অমন্দ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের হৃদয়ে এক প্রবল তৃষ্ণা জাগরিত হইল; যেন বৃন্দার সেই বচন-সুধাংশুর কিরণ সম্পাতে তাঁহাদের হৃদয়ে এক বিপুল তৃষ্ণা-জলধি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রিয়তম যুগল সমুদিত অতিশয় ত্বরা পূর্ব্বক রস পুরঃসর সেই স্ব কেলি-ভবনতুল্য স্বকুণ্ডদ্বয়তটে অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডতটে গিয়া উপনীত হইলেন ॥৯॥

ইহাপি লভতে প্রথামধিকমেব রাধা-সরঃ
ক্রমেণ ললিতাদিভির্যদভিতো নিকুঞ্জাবলী।
হরিৎসু ধনদেশ্বরান্তক-শচীশ-নীরাধিপা-
নলাস্রপ নভস্বতাং নিজনিজাখ্যয়াঙ্গীকৃতা ॥১০॥

ইহাপি কুণ্ডদ্বয়মধ্যেঽপি রাধাকুণ্ডং অধিকং যথাস্যাত্তথা খ্যাতিং লভতে। যস্য রাধাকুণ্ডস্যাভিতঃ দিগধিষ্ঠাতৃ দেবতানাং ধনদেত্যাদি নভস্বৎ পর্য্যন্তানাং হরিৎসু দিক্ষু বিদিক্ষু চ যা কুঞ্জাবলী বর্ত্ততে সা ললিতাদি সখীভি র্ললিতাকুঞ্জ বিশাখা কুঞ্জেত্যাদি নিজ নিজ সমাখ্যয়া অঙ্গীকৃতা। তত্র ঈশ্বরঃ ঈশানঃ। অন্তকো যমঃ। শচীঃ ইন্দ্রঃ। নীরাধিপঃ বরুণঃ। অস্রং রক্তং পাতীতি অস্রপো নৈঋতঃ। ক্রব্যাদোঽস্রপ আসর ইত্যমরঃ। নভস্বান্ বায়ু। তথাচ উত্তরেশান দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমাগ্নিকোণ নৈঋত বায়ু কোণাদি দিগ্বিদিক্ষু ক্রমেণ ললিতা-বিশাখা-চম্পকলতা-চিত্রা তুঙ্গবিদ্যা-ইন্দুলেখা-রঙ্গদেবী-সুদেবীনাং কুঞ্জা জ্ঞাতব্যাঃ। ক্রমো যথা। উত্তরস্যাং দিশি ললিতাকুঞ্জঃ। উত্তর পূর্ব্বয়ো মধ্যে ঈশান কোণে বিশাখা কুঞ্জঃ। দক্ষিণস্যাং দিশি চম্পকলতা কুঞ্জঃ। পূর্ব্বস্যাং দিশি চিত্রা কুঞ্জঃ। পশ্চিমস্যাং দিশি তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জঃ। পূর্ব্ব দক্ষিণয়ো মধ্যে অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা কুঞ্জঃ। দক্ষিণ পশ্চিময়ো মধ্যে নৈঋত কোণে রঙ্গদেবী কুঞ্জ পশ্চিমোত্তরয়ো মধ্যে বায়ুকোণে সুদেবী কুঞ্জঃ ॥১০॥

এই কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ডই অধিক খ্যাতি সম্পন্ন। এই কুণ্ডের চারিপাশে দিগধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের দিকে দিকে যে সকল মনোরম কুঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে উহারা ললিতাদি সখীগণের নিজ নামানুসারে বিখ্যাত। ধনপতি কুবের যে দিকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সেই উত্তর দিকে ললিতার কুঞ্জ, ঈশান কোণে বিশাখার কুঞ্জ, যম যে দিকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সেই দক্ষিণদিকে চম্পকলতার কুঞ্জ। ইন্দ্র যে দিকের অধিপতি সেই পূর্ব্বদিকে চিত্রার কুঞ্জ, বরুণ যে দিক্‌পতি সেই পশ্চিমদিকে তুঙ্গবিদ্যার কুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখার কুঞ্জ, নৈঋত কোণে রঙ্গদেবীর কুঞ্জ এবং পশ্চিমোত্তর বায়ুকোণে সুদেবীর কুঞ্জ ॥১০॥ *

তথাহি পদ। —অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গে। বৃন্দা-রচিত বিপিন দুহু

প্রতিক্ষণ মুপাসিতা বিপিন পালিকা পালিভিঃ
প্রসূনমণি দর্পণ প্রবলতোরণোপস্কৃতা।
বিলাসিবরয়ো র্মধূৎসবনিকাম হিন্দোলন
প্রসূণরণ নিহ্নবাপ্লব জলস্থল ক্রীড়নৈঃ ॥১১॥
সুধামদ বিমর্দ্দকৃৎ ফলপরঃ শতাস্বাদনৈ
র্মিথোঽক্ষকেলিনর্ম্মভি বিবিধহাস্যলাস্যাদিভিঃ।
কবিত্বরসচর্ব্বণৈ র্বিবিধমান তন্মার্জ্জনৈঃ
সদা সুভগতাস্পদং নিখিল দৃঙ্মনোমোহিনী ॥১২॥

মধূৎসবো হোলিকা ক্রীড়া। প্রসূন রণঃ পুষ্প নির্ম্মিত কন্দুকৈ যুদ্ধ লীলা। নিহ্নবো লুক্‌লুকানীতি প্রসিদ্ধো লীলাবিশেষঃ। আপ্লবা জলক্রীড়া ॥১১॥

অক্ষ কেলি দ্যুতক্রীড়া। বিবিধা মানা স্তেষাং মার্জ্জনং শান্তিঃ ॥১২॥

উদ্যান-পালিকাগণ এই সকল কুঞ্জে অনুক্ষণই অবস্থান করেন এবং বিবিধ কুসুম স্তবক, মণিদর্পণ ও তোরণাদি দ্বারা উহাদিগকে সুন্দররূপে সাজাইয়া থাকেন। বিলাসি-যুগল অর্থাৎ শ্রীরাধাশ্যাম এই শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ও নীরেই মধূৎসব অর্থাৎ হোলি, হিন্দোল পুষ্প নির্ম্মিত কন্দুকযুদ্ধলীলা, লুকোচুরী খেলা ও জলক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥১১॥

এই স্থানে সুধা-গর্ব্ব-বিমর্দ্দন নানাজাতীয় শত শত সুস্বাদু ফলের আস্বাদ পাওয়া যায়, এই খানেই শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর অক্ষক্রীড়া-নর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং পরস্পরের বিবিধ হাস্য

বিলসয়ে করে কর, কর ধরি কত রঙ্গে। ললিতানন্দদ কুঞ্জে, যাই দুহু বৈঠল, চিত্রা-সুখদ সব সহচরী মেলি। ক্ষণে এক রহি পুনঃ, মদন সুখদ নাম কুঞ্জহ সখীসহ মেলি। কুঞ্জে পুন ভ্রমি ভ্রমি চলু চম্পক লতা কুঞ্জে। সুদেবী রঙ্গদেবী কুঞ্জে যাই দুঁহু করু কত আনন্দ পুঞ্জে॥ পূর্ণ ইন্দু সুখদ নামে, কুঞ্জহিতহি কত কত কৌতুক খেল। তুঙ্গবিদ্যা সখী কুঞ্জক হেরইতে, সহচরীগণ লই গেল॥ এমইতে সকল কুঞ্জ দুহু হেরল ষড় ঋতু শোভন রীতে। ঐছন কুসুম সুষমবর দ্বিজগণে উদ্ধব দাস রসগীতে॥ (পঃ কঃ তঃ)

তথা তটচতুষ্টয়ী বিবিধ রত্ন সোপানভৃ-
ত্তদন্যমণিভিঃ ক্রমাদিহ তথাবতারাঃ কৃতাঃ।
তরু দ্বিতয়কুট্টিমদ্বয় বিরাজিতচ্ছত্রিকা
সদোলন চতুষ্কিকা যদুপরিস্থ পার্শ্বদ্বয়ী ॥১৩॥
ধনেশদিশি তীর্থতঃ কলিতু সেতু মধ্যে সরঃ
বিধূপলগৃহং বিভাত্যমল মঞ্জু কুঞ্জাবৃতং।

তথারাধাকুণ্ডস্যোত্তর দিগ্বর্ত্তি তটচতুষ্টয়ী সিড়ী ইতি প্রসিদ্ধং বিবিধরত্ন নির্ম্মিতং সোপানং বিভর্ত্তি। ইহ সোপান মধ্যে তদন্যমণিভির্যাদৃশ মণিনা সোপানস্য নির্ম্মাণং কৃতং তদন্য মণিভি র্ঘাট ইতি প্রসিদ্ধা অবতারাঃ কৃতাঃ। যেষা মবতারাণা মুপরিস্থ পার্শ্বদ্বয়ী তরুদ্বয় বিশিষ্ট কুট্টিমদ্বয়ং বিরাজিতৌ ছত্রৌ যত্র তথাভূতা। এবং হিন্দোলন-লীলার্থং দোলন সহিতৌ চতুষ্কো যত্র তথাভূতা ॥ ৩।

মধ্যেসরঃ সরোবরস্য রাধাকুণ্ডস্য মধ্যে চন্দ্রকান্তি মণিনা নির্ম্মিতং অশে

লাস্যে এই স্থান মুখরিত হইয়া থাকে। অপূর্ব্ব কবিত্বরসের আস্বাদ এখানেই সম্পাদিত হয়, শ্রীরাধার বিবিধ প্রকার মান এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে সেই মানভঞ্জন এই শ্রীরাধাকুণ্ডতীরেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব এই রাধাকুণ্ড, সকল সৌভাগ্যের আস্পদ এবং সর্ব্বদা নিখিলজনের নয়ন-মনোহর ॥১২॥

এই কুণ্ডের চারিদিকে চারিতটে বিবিধ রত্ন নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী শোভা পাইতেছে; এই সকল সোপানের মধ্যে যে মণিরত্ন নিচয় দ্বারা তট সংলগ্ন সোপান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য-বিধ মণিরত্ন নিচয় দ্বারা ঘাট নামক প্রসিদ্ধ অবগাহনাদির নিমিত্ত সোপান সকল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সকল অবতরণিকা অর্থাৎ ঘাটের উপরিস্থ উভয় পার্শ্বে তরুদ্বয় বিশিষ্ট দুই দুইটী করিয়া মণি-কুট্টিম বিরাজিত এই কুট্টিমের উপরে ছত্রিকা এবং ছত্রিকার উপর হিন্দোল লীলার নিমিত্ত দোলার সহিত দামবদ্ধ চতুষ্ক তরু শাখা-সংলগ্ন হইয়া কেমন সুন্দর শোভিত রহিয়াছে ॥১৩॥

অনঙ্গযুত মঞ্জরীং স্বভগিনীং স্বনামাঙ্কিতং।
শুচৌ তদধিশায়য়ন্ত্যগভৃতা সুখে মজ্জতি ॥১৪॥
তথাগ্নি হরিদ্দিগগতঃ কনকসেতুবন্ধোঽঘভিৎ
সরো মিলনহেতুকো নিখিল তীর্থ খেলাস্পদং।

মধ্যাং গৃহং বিভাতি। ননু কুণ্ড মধ্যে কথং সর্ব্বাসাং গমনাগমনং সম্ভবতি? তত্রাহ। ধনেশ দিশি উত্তরস্যাং দিশি যত্তীর্থা বর্ত্ততে তস্মাৎ। কৃতঃ সেতুবন্ধো যত্র তথাভূতং গৃহং যদধি যস্মিন্ গৃহে শুচৌ গ্রীষ্মে শ্রীরাধিকা স্বভগিনীং অনঙ্গ-মঞ্জরীং অগভৃতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ শায়য়ন্তী সতী স্বয়ং সুখে মজ্জতি ॥১৪॥
তথা অগ্নিকোণাদিন্দ্রদিগ গতঃ সঙ্গম ইতি প্রসিদ্ধঃ স্বর্ণ নির্ম্মিত সেতুবন্ধোঽস্তি কথম্ভূতঃ রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণকুণ্ডস্য মিলন প্রয়োজনকঃ। ততঃ সেতু-

---

এই রাধা-সরোবরের মধ্যস্থলে অমল মঞ্জু কুঞ্জাবৃত চন্দ্রকান্তমণি নির্ম্মিত যে কেলিভবন বিদ্যমান আছে, উহা শ্রীরাধার ভগিনী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর গৃহ। যদি বল, ঐ গৃহ যখন জলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তখন ঐ গৃহে সকলের গমনাগমন ত অসম্ভব? না, তাহার উপায় আছে। উত্তরদিকের ঘাট হইতে ঐ গৃহে যাইবার জন্য একটী সেতু সংলগ্ন আছে। গ্রীষ্মকালে শ্রীরাধা এই মনোরম স্নিগ্ধ কেলিভবনে স্বীয় ভগিনী শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীকে গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের সহিত শয়ন করাইয়া স্বয়ং সুখ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ১৪॥

আবার পূর্ব্বদিক্ ও অগ্নিকোণের মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যাম কুণ্ডের মিলন-সাধক সুবর্ণ নির্ম্মিত এক পাপ-নাশক সেতুবন্ধ আছে। এই সেতুবন্ধের পরেই যে সুমহান্ শ্রীশ্যামকুণ্ড বিদ্যমান, উহা নিখিল তীর্থের বিহারাস্পদ এবং এই ভূমণ্ডলে নিরুপম খ্যাতিযুক্ত। যেরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডের দিগ্বিদিকে ললিতাদি সখীগণের কুঞ্জ বিরাজিত আছে সেইরূপ শ্রীশ্যামকুণ্ডের দিগ্বিদিগেও সুবলাদি সখাগণের কুঞ্জ বিরাজমান। শ্রীশ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে সুবলানন্দকুঞ্জ, সুবল এই কুঞ্জ শ্রীরাধাকে প্রদান করিয়াছেন। ইহারই নিম্নে মানস-পাবন ঘাটে শ্রীরাধা, সখীগণ সঙ্গে নিত্য স্নান করিয়া থাকেন। উত্তরদিকে

ততোঽস্তি সুবলাদ্যরীকৃত নিকুঞ্জমালাবৃতং
ক্ষিতৌ নিরুপমাং প্রথাং গতমরিষ্টকুণ্ডং মহৎ ।১৫॥
নটন্তি শিখিনস্তটে মদকলাঃ কলাপাঞ্চিতা
রটন্ত্যধিজলং কলং স্ব-রতিশংসিকা হংসিকাঃ ।

বন্ধাৎ পরত্র নিরুপমাং খ্যাতিং প্রাপ্তং কৃষ্ণকুণ্ডং অস্তি। কথম্ভূতং যথা রাধা-কুণ্ডস্য দিগ্বিদিক্ষু ললিতাদি সখীনাং কুঞ্জাঃ সন্তি। তথৈব সুবলাদীনাং কুঞ্জ শ্রেণীবৃতং ॥১৫॥

মদকলা মত্তাঃ শিখণ্ডিনঃ কুণ্ডতটে নৃত্যন্তি। কথম্ভূতাঃ কলাপৈ নৃর্ত্যসময়ে বিস্তৃত পিঞ্ছে রঞ্জিতা। তথা অধিজলং জলে হংসিকাঃ কলং রটন্তি। কথম্ভূতা স্বস্য যা রতী রমণং তস্যাঃ শংসিকাঃ কামোন্মত্তাঃ সত্যঃ জলে শব্দং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ এবং ভ্রমরাঃ নভসি আকাশে পুঞ্জিতাঃ সন্তঃ ভ্রমন্তি। ইতি এষাং শিখণ্ডি প্রভৃতীনা মীক্ষণেন বিলক্ষণোৎসবং বিভর্ত্তি। যঃ কঞ্জেক্ষণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স প্রেয়সীং প্রাহ ॥১৬॥

মধুমঙ্গলানন্দদ কুঞ্জ ; মধুমঙ্গল এই কুঞ্জ ললিতাদেবীকে প্রদান করিয়াছেন। ঈশানকোণে উজ্জ্বলানন্দদ কুঞ্জ, উজ্জ্বল এই কুঞ্জ বিশাখাকে প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বদিকে অর্জ্জুনানন্দদ কুঞ্জ, অর্জ্জুন এই কুঞ্জ চিত্রাসখীকে দিয়াছেন ; অগ্নিকোণে গন্ধর্ব্বানন্দদ কুঞ্জ, গন্ধর্ব্ব এই কুঞ্জ ইন্দুলেখাকে প্রদান করিয়াছেন। দক্ষিণে বিদগ্ধানন্দদ কুঞ্জ, বিদগ্ধ এই কুঞ্জ চম্পকলতাকে প্রদান করিয়াছেন। নৈঋতে ভৃঙ্গানন্দদ কুঞ্জ,ভৃঙ্গ এই কুঞ্জ রঙ্গদেবীকে প্রদান করিয়াছেন। পশ্চিমদিকে কোকিলানন্দদ কুঞ্জ, কোকিল এই কুঞ্জ সুদেবীকে প্রদান করিয়াছেন ॥১৫॥ *

কমলেক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডতীরে অবস্থান করিয়া দেখিলেন— উন্মত্ত ময়ূর সকল পিঞ্ছ বিস্তার করিয়া কুণ্ডতটে কেমন নৃত্যকলা বিস্তার করিতেছে, জলমধ্যে হংসিকানিচয় কামোন্মত্তা হইয়া মধু

* এই অষ্ট প্রাণপ্রিয়সখার অষ্ট কুঞ্জের বিবরণ "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" গ্রন্থের ক্রমানুসারে এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

ভ্রমস্ত্যমলগুঞ্জিতা নভসি পুঞ্জিতাঃ ষট্পদা
ইতীক্ষণ বিলক্ষণ ক্ষণভৃদাহ কঞ্জেক্ষণঃ ॥১৬॥
পিক-প্রকর-টিট্টিভ প্রচয় চাতক শ্রেণয়ো
মরাল পরিষৎ শুকাবলি-সমূহহারীতকৈঃ।
সহৈব যুগপৎ পৃথক্ স্বরতয়া লপন্তো মম
শ্রবোঽপি বিদধত্যমী সরসমর্থষট্কগ্রহং।১৭।
প্রফুল্ল নবমালিকা মৃদুলমল্লিকা যূথিকাঃ
সরোরুহ কুরুণ্টক প্রবর কুন্দবল্লীরলিঃ।

অমী পিকসমূহ টিট্টিভ সমূহাদয় সরসং যথাস্যাত্তথা। অর্থ ষট্ক গ্রহং ষড়্ ঋতুৎপন্নানাং এষাং শব্দরূপার্থানাং গ্রহঃ গ্রহণং যত্র তথাভূতং মম শ্রবঃ কর্ণং বিদধতি। সমূহৈঃ সমূহযুক্তৈঃ হারীতকপক্ষিভিঃ। তাদৃশ শ্রেণয়ং কথম্ভূতাঃ হংসসভা শুকশ্রেণীসমূহ হারীতকৈঃ সহ যুগপৎ একস্মিন্ কালে স্বরতয়া লপন্তঃ। তথাচ রাধাকুণ্ডে একস্মিন্নেব কালে ষড়্ ঋতূনাং সমাগমো বোধ্যঃ। তথাচ বসন্ত কালে কোকিলো বদতি গ্রীষ্মে টিট্টিভঃ। বর্ষায়াং চাতক ইত্যাদি ॥১৭।

আলিঃ ভ্রমর ভিন্ন ভিন্নত্বং প্রফুল্লা অপি নবমালিকা প্রভৃতি বল্লীঃ সদা

কলধ্বনি করিতেছে, আকাশে পুঞ্জিত ভ্রমর সমূহ অমল গুঞ্জন সহকারে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত দৃশ্য-বৈচিত্র্য অবলোকন পূর্বক পরমানন্দ লাভ করিয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে কহিলেন— ॥১৬॥

"প্রিয়ে! ঐ দেখ, তোমার কুঞ্জে যুগপৎ ষড় ঋতুর সমাগম হইয়াছে; বসন্তের পিকপ্রকর, গ্রীষ্মের টিট্টিভনিচয়, বর্ষার চাতক শ্রেণী, শরতের মরালপংক্তি, হেমন্তের শুকাবলী এবং শীতের হারীতক বৃন্দ এককালে মিলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ সরস স্বর-ঝঙ্কার তুলিয়া আমার কর্ণ বিনোদন করিতেছে। এক এক ঋতুতে এক একজাতীয় পক্ষীর স্বর শুনিতে পাওয়া যায়, এ যে এককালে ষড়্ ঋতুৎপন্ন ষড়্জাতীয় পক্ষীর সরস শব্দার্থ আমার শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিতেছে ॥১৭॥

সদা পিবতি কশ্চন ক্বচিদনেকভার্য্যো গৃহী
যথর্ত্তু গমনব্রতং প্রতিদিনং ক্রমাদ্বিন্দতে ॥১৮॥
বরাঙ্গি ! পরিতস্তুষী পরিত ত্রব যুষ্মৎ সর
স্তরুব্রত্তীতি-সংহতি বিপুল তুঙ্গ শাখা-শতৈঃ।
মিথো বলয়িতৈ স্তথা বৃণুত সাধু মধ্যে দিনং
প্রভাকর মরীচয়ো ন সলিল স্পৃশঃ সূর্যথা ॥১৯॥

পিবতি। যথা কশ্চন অনেক ভার্য্যা যুক্তা গৃহী "ঋতাবেব ভার্যা মহং গচ্ছেয়ং নান্য কালে" ইতি নিয়ময়ং প্রত্যহমেব প্রাপ্নোতি। ভার্য্যাণাং বহুত্বাৎ প্রত্যহ মবশ্য মেকস্যা ঋতু সমাগমো ভবতীতিভাবঃ ॥১৮॥

হে বরাঙ্গি ! কুণ্ডস্য পরিত শ্চতুর্দ্দিক্ষু পরিত স্তুষী যুষ্মৎ সর তরুলতাসমূহঃ মিথো বলয়িতৈ বেষ্টিতৈঃ শাখা শতৈ স্তথা সাধু যথা তথা অবৃন্নত। যথা দনস্য মধ্যে সূর্য্য মরীচয়ো ন কুণ্ডস্য সলিল স্পৃশঃ স্যুঃ ॥১৯॥

প্রিয়তমে ! দেখ, দেখ ? চটুল অলিবরের কেমন প্রেম-সৌভাগ্য দেখ ! নবমালিকা প্রভৃতি কুসুমনিচয় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রফুল্ল হইলেও এস্থলে সেই সকল পুষ্পবল্লী যুগপৎ প্রস্ফুটিত হওয়ায় সর্ব্বদা তাহাদের মধুপান করিয়া ষড়্ঋতুর উৎসব লাভ করিতেছে। বসন্তে নবমালিকা, গ্রীষ্মে মৃদুল মল্লিকা,বর্ষায় যুথিকা শরতে সরোজ, হেমন্তে কুরুণ্টক এবং শীতে কুন্দবল্লী বিকসিত হইয়া থাকে। কিন্তু তোমার কুণ্ডের তীরে ও নীরে এই সকল পুষ্প যুগপৎ প্রস্ফুটিত হওয়ায় রসিকভ্রমর পরে পরে অনায়াসে সকলেরই মধুপান করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন কোন বহু ভার্য্যাবিশিষ্ট ধার্ম্মিক গৃহী, কেবল ঋতুকালেই ভার্য্যাগমন করিয়া থাকেন, অন্য সময়ে গমন করেন না, এই রীতি অনুসারে যেমন ভার্য্যার বহুত্ব হেতু অবশ্য প্রত্যহই ঋতু-সমাগম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই অলিবরও যেন ঐ ধার্ম্মিক গৃহীর ন্যায় যথাক্রমে ঋতু-গমন-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছে ॥১৮॥

হে বরাঙ্গি ! তোমার সরোবরের চারিদিকে যে সকল বৃক্ষ

তথাপ্যম্বু চতুর্দ্দিশং চতুরনাবৃতদ্বারতো
বিশদ্ভি রনিলৈঃ সদার্থিভি রথাপ্ততৎ সৌরভৈঃ।
উদার নলিনীগণাদলিপতি ব্রজানাং পুন-
ভ্রূভঙ্গুরণতর্জ্জনৈরপি ন মার্দ্দবং ত্যজ্যতে ॥২০॥
প্রফুল্ল কমলাননা চল নবীনমীনেক্ষণো-
চ্ছলনমধুরিমোর্ম্মিজ প্রতনুফেণ মঞ্জুস্মিতা।

নন্বেবং চেৎ জলে বায়োঃ সঞ্চারোঽপি মাস্তু তত্রাহ। তথাপি অম্বু চতুর্দ্দিশং চতুর্দ্দিক্ষু অনাবৃত চতুর্দ্বারতো বিশদ্ভিঃ পবনৈঃ সদা অর্থিভিঃ যাচকৈঃ অতএব কুঞ্জস্থোদার পদ্মিনীগণাৎ প্রাপ্য তৎ সৌরভৈঃ ভ্রমরপতিব্রজানাং ভ্রূভঙ্গুরণতর্জ্জনৈঃ করণৈরপি ন মার্দ্দবং ত্যজ্যতে। তথাচ যাচকৈ রিবানিলৈ মার্দ্দবং মান্দ্যং ন ত্যজ্যতে। তিরস্কারেঽপি ন ক্রুধ্যত ইত্যর্থঃ। এতেন বায়ো মান্দ্যমানীতং ॥২০॥

হে প্রিয়ে! ত্বমিব তব সরসী অর্চ্চিতা পূজিতা ময়া ঈক্ষ্যতে। রাধিকা সাদৃশ্যমাহ। সরসী কথম্ভূতা। প্রফুল্লেতি। উচ্ছলন্মাধুর্য্যং যত্র এবম্ভূতোর্ম্মিজন্য

বল্লরী বিরাজিত রহিয়াছে, ঐ দেখ, উহারা পরস্পরের বিপুল তুঙ্গ শাখাবলী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এমন সুন্দরভাবে তোমার সরোবরকে আবৃত করিয়াছে, যাহাতে দিবসের মধ্যভাগেও প্রভাকরের কিরণ-মালা ঐ সরোবরের জল স্পর্শ করিতে পারিতেছে না ॥১৯।

তবে কি জলে বায়ু-সঞ্চার পর্য্যন্ত নাই? এরূপ আশঙ্কা করিও না। কুণ্ডের চারিদিকে যে চারিটী অনাবৃত দ্বার রহিয়াছে; ঐ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া মৃদুল পবন যাচকরূপে প্রবেশ করিয়া উদার-স্বভাব কমলিনী কুলের নিকট ভিক্ষাস্বরূপ তাহাদের সৌরভ প্রাপ্ত হইতেছে; তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রমরগণ ভোঁ ভোঁ শব্দে যেন সেই যাচক পবনকে তর্জ্জন করিতেছে। তথাপি অনিল নিজের মৃদুতা পরিত্যাগ করিতেছে না। তিরস্কারেও ক্রুদ্ধ হইতেছে না। সদ্ যাচকদিগের স্বভাবই এইরূপ জানিবে ॥২০॥

প্রিয়তমে। এখন দেখিতেছি, তুমি যেমন রমণীয়া, সেইরূপ

ভ্রমদ্ভ্রমরমণ্ডলী ললিত বেণিকা চক্রযুক্
কুচেলিত রুচেক্ষ্যতে ত্বমিব তে সরস্তক্ষিতা ॥২১॥

বিস্তৃতফেণেন মঞ্জুস্মিতা। ভ্রমর মণ্ডলী এব বেণির্যস্যাঃ। ইলিতা স্তুতা রুচা কান্তির্যস্যাঃ ॥২১॥

তোমার সরসীও রমণীয়া ও সুপূজিতা। * আ মরি! তুমি যেমন প্রফুল্ল কমলাননা, সেইরূপ প্রফুল্ল কমল, তোমার সরসীর আননরূপে শোভা পাইতেছে। হে কান্তে! তুমি যেমন চঞ্চল নব-মীনলোচনা সেইরূপ সলিল-সঞ্চারি চঞ্চল মীনই তোমার সরসীর নয়ন স্বরূপ; উচ্ছলিত মাধুর্য্য-তরঙ্গ সম্ভূত সূক্ষ্ম ফেণ-রেখার ন্যায় তোমার মন্দ-মঞ্জু হাসি, সেইরূপ মনোহর তরঙ্গ-সম্ভূত সূক্ষ্ম ফেণরাশিই তোমার সরসীর মৃদু মধুর হাসি। ভ্রমণশীল ভ্রমর-মণ্ডলীর ন্যায় তোমার মস্তকের মনোহর বেণী, সেইরূপ তোমার সরসীতে যে ভ্রমরমণ্ডলী নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, ঐ ভ্রমরপংক্তিই তোমার সরসীর বেণী স্বরূপা, তুমিও যেমন চক্রবাক্-কুচা অর্থাৎ তোমার বক্ষোজ যুগল যেরূপ চক্রবাক্-মিথুনের ন্যায় পরস্পর ঘন সন্নিবিষ্টরূপে শোভা পাইতেছে, সেইরূপ ঐ যে, তোমার সরসী-বক্ষে যে চক্রবাক্ মিথুন ক্রীড়া করিতেছে, উহারাই তোমার সরসীর পয়োধর স্বরূপ এবং তোমার উজ্জল কান্তির ন্যায় তোমার এই সরসীও উজ্জল কান্তি বিশিষ্টা হইয়া সুশোভিতা রহিয়াছে ॥২১॥

* যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণো রত্যন্ত বল্লভা ॥"
উজ্জ্বলে, শ্রীরাধা প্রকরণে ॥

"কৃষ্ণের প্রিয়সী যথা রাধিকা সুন্দরী। তেমতি শ্রীরাধাকুণ্ড অতিপ্রিয়-করি ॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই দোঁহা মূর্ত্তি। দুহু কুণ্ড সঙ্গমে দোঁহায় মনোবৃত্তি ॥ রত্ন সিংহাসন সেই সঙ্গম উপরে। তমালের তরুতলে সদাই বিহরে ॥ রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড তীরের যে শোভা। বর্ণন না হয় যাথে রাধাকৃষ্ণ লোভা ॥ অষ্টসখী কুঞ্জ কুণ্ড তাহাতে বেষ্টিত। মহিমা সমান রাধাকুণ্ডের উচিত ॥" ভক্তমাল।

প্রিয়ে ! সুরতরঙ্গিণী ত্বমসি ভানুজা সর্ব্বদা
ক্বচিত্ত্বয়ি সরস্বতী সরসয়ন্ত্যদেতি শ্রুতীঃ।
ত্বমেব মম নর্ম্মদা স্ফুরসি বাহুদাপ্যংসতঃ
সদা তু সরসী ভবস্যুদিত পূর্ণতাবিস্কৃতিঃ ॥২২॥
অতো ঘনরসৈর্ঘনপ্রণয়তো ঘনদ্যোতিনীং
নিজাপঘন-মণ্ডলীং সুজঘনে ! হবনেনেজ্মহং।

হে প্রিয়ে ! ত্বং সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা অপি। পক্ষে সুরতেষু রঙ্গিণী ভানুজা যমুনা। পক্ষে বৃষভানোঃ কন্যা। ক্বচিদংশে ত্বয়ি সরস্বতী শ্রুতীর্ব্বেদান্। পক্ষে কর্ণান্ সরসয়ন্তী সতী উদেতি। নর্ম্মদা নদী। পক্ষে নর্ম্মাণি দদাসি। অংসেন বাহুদা নদী। পক্ষে অংসে স্কন্ধে বাহুং দদাসি। অংসঃ স্কন্ধে বিভাগে চেতি দন্ত্যান্তবর্গেতি বিশ্বঃ॥ অংশেন তত্তন্নদী ভবসি পূর্ণতাবিষ্কৃতি ত্বং সদা তু সরসী কুণ্ডং ভবসি ॥২২॥

অতঃ হে সুজঘনে ! মম নদী সরোবর স্বরূপায়া তব ঘনরসৈর্জলৈঃ। পক্ষে নিবিড় শৃঙ্গাররসৈঃ করণৈঃ মেঘবৎ দ্যোতিনীং মম অপঘনমণ্ডলীং হস্তপদাদি

নাগরবর শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে আবার বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়ে! তুমি সুর-তরঙ্গিণী—গঙ্গা,—তুমিই সর্ব্বদা সুরত-রঙ্গিণী অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে রঙ্গিণী, তুমি ভানুজা—যমুনা—আবার তুমিই বৃষভানু-তনুজা, কখন বা শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে অতিমাত্র সরস করিয়া তোমাতে সরস্বতীর উদয় হয়, আবার কখন বা শ্রুতি অর্থাৎ কর্ণকে অতীব সরস করিয়া অপূর্ব্ব রসবতীরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাক। হে রঙ্গিণি ! তুমি আমার নর্ম্মদা—প্রসিদ্ধ নদীরূপা, আবার তুমিই আমার নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাসদায়িনী এবং তুমিই অংসে বাহুদা—বিভাগান্তরে বাহুদা নামক নদী বিশেষ এবং তুমিই আমার স্কন্ধে বাহুপ্রদানকারিণী। অতএব তুমি অংশতঃ গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা প্রভৃতি পুণ্য-তরঙ্গিণী স্বরূপা, কিন্তু তুমি পূর্ণতা আবিষ্কার পূর্ব্বক সর্ব্বদা এই কুণ্ড-স্বরূপা হইয়াছ ॥২২॥

অতএব হে সুজঘনে ! তুমি যখন অংশতঃ ও পূর্ণতঃ সর্ব্বোত্তম পুণ্য তীর্থস্বরূপা, তখন এস, তোমার ঘনরস দ্বারা অর্থাৎ সলিল দ্বারা

ইতি ক্বণিতকঙ্কণং মধুভিদা করং কর্ষতা
দ্যুতী রদরবর্ষতা বিজহসে রসেন প্রিয়া ॥২৩॥

(কুলকং)

ইয়ং ন সরসী ভবত্যগধরাতি বাম্যোপলা
জহীতি তদিমামিতি ব্রজবিধোঃ করাত্তাং বলাৎ।
বিমোচ্য বিপিনাধিপানয়দতঃ পরত্র স্থলেহ
স্বরাদি পরিধ্যাপয়ন্ত্যোদরনীর খেলোচিতং ॥২৪॥

শরীরশ্রেণীং অহং অবনেনেজ্মি। শুদ্ধং করোমি। ইতি ক্বণিতং কঙ্কণং যথাস্যাত্তথা ক্রিয়ায়াঃ করং কর্ষতা তেনৈব দ্যুতীঃ কান্তীঃ অনল্পং বর্ষতা কৃষ্ণেন প্রিয়া রাধা রসেন করণেন বিজহসে ॥২৩॥

ইয়ং সরসী ন ভবতি অপি তু অগধরা পর্বতভূমিঃ অতি ব্যামা। অতিশয় প্রাতিকূল্যা উপলা যস্যাং সা। বামৌ বক্তপ্রতিপৌ দ্বাবিত্যমরঃ। পক্ষে হে অগধর। অতি বাম্যং উপলাতি আধিক্যেন গৃহ্লাতীতি সা ন সরসী ভবতীতি চিঃ ॥২৪॥

পক্ষে শৃঙ্গারস দ্বারা আমার এই মেঘ-শ্যামল হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-নিচয়কে পরম প্রীতিভরে শুদ্ধ করি,—এই বলিয়া ঋিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার কঙ্কণ-ক্বণিত কর-কমল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহাতে উভয়ের মধ্যে বিপুল শোভা মাধুর্য্যের অমল উৎস উথলিয়া উঠিল। শ্রীরাধা রসভরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

ঠিক, এই সময়েই বিপিনাধিপা বৃন্দাদেবী হাসিতে হাসিতে তথায় আগমন করিয়া কহিলেন—"ওহে গিরিধর। তুমি যাঁহার ঘনরসে অঙ্গশুদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইনি সে সরসী নহেন, পরন্তু বাম্যরূপ বহুল উপলখণ্ড-মণ্ডিত নীরস পর্ব্বতভূমি। অতএব এখানে রসের সম্ভাবনা নাই, ইহাকে পরিত্যাগ কর।"—এই বলিয়া ব্রজ-নাগরেন্দ্রের কর-কমল হইতে শ্রীরাধাকে বিমুক্ত করিয়া বৃন্দা

হরের্নয়নষট্পদ স্তরুদলাবলিচ্ছিদ্রতঃ
প্রবিশ্য নিভৃতং কুচাম্বুজনি কোরকাবগ্রহীৎ।
প্রিয়া তু বিবৃতাঙ্গ্যতো নিখিলদিক্ষুতচ্ছঙ্কয়া
দৃশং চকিত মা দধৌ পরিদধৌ চ চীনাংশুকং ॥২৫।
পরস্পর বিকর্ষণাচ্চপলতা লতা এব তা
ধুতা অতনুবাত্যয়া নিপতিতাঃ সরস্যম্ভসি।

নয়নরূপ ষটপদঃ স্তনদ্বয় রূপ পদ্মকোরকৌ অগ্রহীৎ। প্রিয়া রাধা তু বিবৃতাঙ্গী বস্ত্রেণানাবৃতত্বাৎ ব্যক্তাঙ্গতঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শঙ্কয়া নিখিলদিক্ষু চকিতং যথাস্যাত্তথা দৃশং দধৌ ॥২৫॥

জলক্রীড়ার্থং পরস্পর বিকর্ষণাদ্ধেতো শ্চাপল্যস্য লতা স্বরূপাঃ অতএব কন্দর্প বাত্যয়া ধুতাঃ কম্পিতা স্তাঃ প্রিয়াঃ কুণ্ডস্যাম্ভসি নিপতিতাঃ সত্যঃ বভুঃ।

তখন জল-বিহারোপযোগী বস্ত্রাদি পরাইবার নিমিত্ত কুঞ্জান্তরে লইয়া গেলেন ॥২৪॥

বিলাসিনীমণি শ্রীরাধা যখন সেই নিভৃতস্থানে জলবিহার যোগ্য বসন পরিধান করিতে লাগিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনতিদূরে গুপ্ত ভাবে থাকিয়া তরুদলাবলির ছিদ্রপথে প্রিয়তমার সেই অনবদ্য নয়নমাধুরী দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-ভৃঙ্গ প্রথমেই শ্রীরাধার বক্ষোজ-কমলকোরকের উপর গিয়া পতিত হইল, শ্রীরাধা বিবৃতাঙ্গী হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বস্ত্রাবরণ না থাকায় "শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিতেছেন" এই আশঙ্কায় সকলদিকেই চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে সূক্ষ্ম চৈনিক বসন পরিধান করিয়া এক অনুপম শোভা ধারণ করিলেন ॥২৫॥

অতঃপর সখীগণ সকলেই জলবিহারোচিত বেশ-বিন্যাস করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড তটে আসিয়া সমবেত হইলেন এবং জল ক্রীড়ার নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে করিতে জলমধ্যে পতিত হইতে লাগিলেন—'আমরি! তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, তাঁহারা চাপল্যের লতাস্বরূপ কন্দর্প-পবনে কম্পিতা হইয়া সরসী-

প্রিয়া ঘনরসপ্রিয়া ঘনরস প্রবৃত্তাজয়ঃ
প্রিয়াঙ্গ সুষমালিহোঽপ্যলমনঙ্গলীঢ়া বপুঃ ॥২৬॥
মিথো গ্রথিত পাণিভির্মৃদুমৃদু প্রসুন্নাস্তসা
মৃদগ্রতর বর্ত্তুল স্তননিভোর্ম্মি মালা স্থলাং।

কথম্ভূতাঃ ঘনরসঃ জলং পক্ষে শৃঙ্গার রসঃ স এব প্রিয়ঃ যাসাং। পুনশ্চ ঘনরসে প্রবৃত্তা আজির্যুদ্ধং যাসাং। পুনশ্চ প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য সুষমাং লিহন্তীতি তথাভূতা অপি অলমতিশয়েন শোভাদর্শনাদ্ভূতেনানঙ্গেন লীঢ়া আস্বাদিতাঃ ॥২৬॥

জলমধ্যে সুদৃশাং রাধাদীনাং বিস্তৃত মণ্ডলীমধ্যগঃ অতএব সহস্রদল কমলস্য

সলিলে নিপাতিতা হইতেছেন। অনন্তর ঘনরস-প্রিয়া অর্থাৎ সলিল-প্রিয়া—পক্ষে শৃঙ্গার-রসপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াগণ, ঘনরসের রণে অর্থাৎ জলক্রীড়ারণে পক্ষে অনঙ্গরস রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রিয়-তমের শ্রীঅঙ্গ-সুষমা মাধুরী পুনঃপুন নয়ন-পুটে লেহন করিতে করিতে তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গও শ্রীকৃষ্ণদর্শনোদ্ভূত অনঙ্গ কর্ত্তৃক অতিশয় আস্বাদিত হইতে লাগিল ॥২৬॥ *

জলমধ্যে সুলোচনা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর করাম্বুজ গ্রথিত

* তথাহি পদ।—জলকেলি আধে। চলু ধনি রাধে॥ উতরল তীরে। পহিরল চীরে॥ যুবতী সমাজে। শোভে যুবরাজে॥ সরসি সলিলে। বৈঠহি শীলে॥ করিণী সঙ্গে। করিবর রঙ্গে॥ দুঁহু দুঁহু মেলি। করু জল কেলি॥ সখীগণ নিপুণা। বেঢ়ল হঠিনা॥ কেহ দেই নীরে। কেহো সেই চীরে॥ কেহ দেয় তালি। কেহ বলে ভালি॥ কানু মুখ মোরি। জল দেই জোরি॥ কেহ কেহ হারি। কেহ দেই গারি॥ ভাগি ভাগি দূরে। চমকি নেহারে॥ কানু করে বেঢ়ি। ধরল কিশোরী॥ সলিল অগাধা। লেই চলু রাধা॥ কানুক অঙ্গে। ভাগত সঙ্গে॥ নিরখিত কাণ। হানে পাচবাণ॥ ধরি করে বুকে। চুম্ব দেই মুখে॥ ধনি কুচ জোর। হাসি দেই মোর॥ হরি পুন সাধা। আনলি রাধা॥ রাখলি তীরে। আপনহি নীরে॥ পহু সনী ঠারে। চললু বিহারে॥ কমলিনী ঠামে। মিললি শ্যামে॥ সখীগণ মেলি। করু কত কেলি॥ নাগর সঙ্গে। কত রসরঙ্গে॥ কিয়ে ভেল শোভা। শেখর লোভা॥

ররাজ সুদৃশাং হরিবিতত মণ্ডলী মধ্যগঃ
সহস্রদল কর্ণিকাদ্যুতিজিদূঢ় মঞ্জুস্মিতঃ ॥২৭॥
অঘান্তকর! দুস্ত্যাজব্রত! যদীক্ষণস্পর্শন
প্রয়োজনতয়া ব্রজে মলিনয়েঃ কুলস্ত্রীঃ সদা।
জলাৎ প্রকটিতো ইমে সুলভতাং গতা স্তে কুচা
স্তদত্ত নয়নে তথা করতলে ত্বমুল্লাসয় ॥২৮

কর্ণিকাদ্যুতিজিৎ কৃষ্ণঃ ররাজ। কথম্ভূতানাং পরস্পর গ্রথিত পাণিভিঃ করৈঃ মৃদু মৃদু প্রসূনানি প্রেরিতানি অম্ভাংসি যাভিঃ। পুনশ্চ জলানাং মৃদুপ্রেরণাৎ উচ্চ বর্ত্তুলস্তনসদৃশ তরঙ্গমালাং সৃজন্তীতি তথাভূতানাং ॥২৭॥

হে অঘান্তকরেতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া স্ত্রীণাং পাপকর! হে দুস্ত্যাজ-ব্রত! যেষাং স্তনানামীক্ষণ স্পর্শন প্রয়োজনতয়া ত্বং ব্রজে সদা কুল-স্ত্রী মলিনয়েঃ তে কুচাঃ অধুনা জলাৎ প্রকটিতা অতএব সুলভতাং গতাঃ তত্তস্মাদত্ত ত্বং ॥২৮॥

করিয়া জলের উপর মৃদু মৃদু আঘাত দ্বারা উচ্চ বর্ত্তুলাকার স্তন সদৃশ তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রজসুন্দরীগণ বিস্তৃত মণ্ডলী বদ্ধ হইয়া বিরাজিত হইলে মঞ্জু মৃদুহাস্যোৎফুল্ল শ্রীকৃষ্ণ সেই মণ্ডলের মধ্যভাগে বিরাজ করিতে লাগিলেন—যেন নীলমণি কর্ণিকাযুক্ত সহস্রদল কনক-কমল শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল ॥২৭॥

তখন ক্রীড়ানিরতা ব্রজবধূগণ বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া শ্লেষব্যঞ্জক সরস বাক্যে কহিলেন—"ওহে অঘান্তকর!—না না, কুলস্ত্রীগণের পাপকর! হে দুস্ত্যজব্রত! তুমি যে স্তনের দর্শন স্পর্শনের নিমিত্ত ব্রজের কুলনারীগণকে সর্ব্বদা মলিন ও কলঙ্কিত করিয়া থাক, এই দেখ, ধূর্ত্তরাজ! সেই তোমার লোভনীয় স্তন সকল আজ জল হইতে প্রকটিত হইয়া অতীব সুলভ হইয়াছে। ইহা অবশ্য তোমার ভাগ্য বলিতে হইবে। অতএব এই স্তন সকল দর্শন করিয়া এবং করতলে স্পর্শ করিয়া তুমি পরম উল্লসিত হও ॥২৮॥

ইতি স্মরমতঙ্গজোন্মথিতধীরিমাণঃ স্ত্রিয়ো
যথাভিদধুরোমিতি প্রিয়তমোঽথ পপ্রচ্ছ তাঃ।
ইমে নু কিমিমে কুচা ইতি তদা লঘিম্না ভরা-
জ্জলেষু তদুরস্সু চ ন্যধিত পাণিপঙ্কেরুহং ॥২৭॥
অথাপসরতি ব্রজে মৃগদৃশাং তটে তন্মুখী
স্বয়ং পয়সি খেলয়ন্ত্যলঘুদৃক্-সফর্যৌ চলে।

নমু তাঃ স্ত্রিয়ঃ সত্যঃ কথমেবং ব্রুয় স্তত্রাহ। স্মর রূপ মতঙ্গজেন উন্মথিতঃ দূরীকৃতো ধীরিমা ধৈর্য্যং যাসাং তাঃ স্ত্রিয়ঃ যথা অভিদধু স্তথৈব ভণিতুক্তা প্রিয়তমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাঃ পপ্রচ্ছ। জলে হস্তং দত্ত্বা আহ ইমে কুচা স্তনে হস্তং দত্ত্বা আহ অথবা ইমে কুচাঃ ॥২৭॥

শ্রীকৃষ্ণ-ভয়াৎ মৃগদৃশাং ব্রজে সমূহে অপসরতি সতি স্বয়ং তটে তন্মুখী কুন্দবল্লী অথচ জলে স্বনয়ন রূপ সফর্য্যৌ খেলয়ন্তী সতী আহ। কথম্ভূতা তয়ো

অহো! পরম লজ্জাবতী কুলবধূগণের মুখে এ কি কথা! সহসা এমন নির্লজ্জতা তাহাদের উদয় হইল কেন?—কন্দর্প-মাতঙ্গ যে তাঁহাদের ধৈর্য্য তরুবরকে উন্মথিত করিয়াছে! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের এই নির্লজ্জ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যে "হাঁ তাহাই হউক" এই বলিয়া একবার তাঁহাদের বক্ষস্থলে স্তন মণ্ডলের উপর স্বীয় কর-কমল অর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "ওগো! সুন্দরীগণ! ইহাই কি স্তন?" আবার জলে মৃদু-তরঙ্গমালার উপর কর-কমল সমর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"না ইহাই স্তন?" এইরূপ একবার তরঙ্গমালার উপর এবং পুনরায় তাঁহাদের উরোজ-কমলের উপর পুনঃ পুন কর-কমল অর্পণ করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

অমনই তখন মৃগ-নয়না ব্রজাঙ্গনা-ব্রজ শঙ্কা-সরমে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদু হাস্যের লহরী তুলিয়া মণ্ডলী-বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ সরিয়া যাইতে লাগিলেন। আর কুন্দলতা সরসী তটে থাকিয়া স্বীয় চঞ্চল লোচন-সফরী দু'টীকে সেই জলমধ্যে খেলাইতে লাগিলেন। ফলতঃ পলায়ন-পরা ব্রজযুবতীদের সেই ক্রীড়ারঙ্গ দেখিতে

অনঙ্গমদরঙ্গিণোঃ সলিল-সঙ্গরে বৈদুষীং
তয়োর্বিবিদিষন্ত্যলং সপদি কুন্দবল্ল্যব্রবীৎ ॥৩০॥
রুচা জলধরো ভবান্ জলধরা রমণ্যঃ করৈঃ
জলাজলি যুধা ক্ষণং তনু হরে! ক্ষণং যৌবতৈঃ।
ক্রমেণ ভজ জিস্তুবোঃ প্রথিত কর্ত্তাকর্ম্মতে
তয়োর্গময়ত প্রিয়াঃ সপদি কর্ত্তৃতা কর্ম্মতে ॥৩১॥

অনঙ্গ মদরঙ্গিণোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সলিল যুদ্ধে বৈদুষীং পাণ্ডিত্যং বিবিদিষন্তী ॥৩০॥

হে হরে! ভবান্ রুচা কান্ত্যা জলধরঃ। তব রমণ্যস্তু করৈর্হস্তৈঃ করণৈর্জলধরা অতঃ ক্ষণং যৌবতৈঃ জলাজলি যুদ্ধেন ক্ষণমুৎসবং তনু। ত্বং ক্রমেণ জিস্তুবোঃ জি জয়ে ষ্টুঞ্ স্তুতৌ ইত্যেতয়োর্ধাত্বোঃ। প্রথিত কর্ম্মতা কর্ত্তৃত্বে ভজ। কর্ত্তৃতা কর্ম্মতে বক্তব্যে দৈবাৎ কৃষ্ণপক্ষাশ্রিতা কুন্দবল্লী-মুখাৎ বৈপরীত্যেন তাদৃশবাণী নির্গতা। এবং তব প্রিয়াঃ তয়োর্জিস্তুবোঃ কর্ত্তৃতা কর্ম্মতে ত্বং গময়ত প্রাপয়ত। তত্রাপি দৈবাৎ বৈপরীত্যেনোক্তিঃ ॥৩১॥

দেখিতে পরম প্রীতিভরে কুন্দলতা পুনরায় অনঙ্গ-মদ-রঙ্গী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের জলক্রীড়ারণের পাণ্ডিত্য দেখিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥৩০॥

"ওহে হরি! তুমি কান্তিতে জলধর, আর তোমার ঐ রমণী-কুলও কর-কমলে জলরাশি ধারণ করিয়া জলধরা, অতএব ক্ষণকাল ঐ যুবতীদের সহিত জলাজলি যুদ্ধ করিয়া আনন্দ বিস্তার কর এবং তুমি যথাক্রমে জি ধাতুর কর্ম্ম ও স্তু ধাতুর কর্ত্তা হও"। শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষাশ্রিতা কুন্দলতার বলিবার ইচ্ছা ছিল—"জি ধাতুর কর্ত্তা হও" অর্থাৎ তুমি উহাঁদিগকে এই জলযুদ্ধে জয় কর এবং "স্তু ধাতুর কর্ম্ম হও" অর্থাৎ উহারা জলযুদ্ধে পরাজিতা হইয়া তোমাকে স্তুতি করুক, কিন্তু দৈবক্রমে কুন্দলতার মুখ হইতে বিপরীতভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল—"হে মাধব! তোমার প্রেয়সীগণ জি ধাতুর কর্ত্তা ও স্তু ধাতুর কর্ম্ম হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হউক" ॥৩১॥

কিমুক্তমিতি মাধবে বদতি সা বিপর্য্যাসতঃ
পপাঠ গুরু সম্ভ্রমাদভিদধু স্ততঃ সুভ্রুবঃ।
ঋতৈব সহসোদগাদহহ যাত্ত তামন্যথা
ব্যধাদিহ সরস্বতী তব বশা সুভদ্রাঙ্গনা ॥৩২॥
জয়ে সতি পণগ্রহে বহুবলাৎকৃতেঃ কর্ত্তৃতা
সুখানুভব মেষ্যথ প্রকটমেব যদ্বাঞ্ছত।

বৈপরীত্যং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণ আহ। সা কুন্দবল্লী গুরুসম্ভ্রমাৎ বিপর্য্যাসতঃ। পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে কর্ত্তৃতা কর্ম্মতে পপাঠ। অথ সুভ্রুবো ব্রজসুন্দর্য্যঃ অভিদধুঃ। যা বাণী আদৌ ঋতা সত্যা এব সহসা উদগাৎ। তাং সরস্বতীং সুভদ্রাঙ্গনা কুন্দবল্লী সুভদ্রস্য তব ভ্রাতুরঙ্গনা। পক্ষে তব সুমঙ্গলা স্ত্রী অন্যথা ব্যধাৎ যতস্তব বশীভূতা। শ্লেষেণ সুভদ্রস্য বলীবর্দ্দস্যাঙ্গনা। ফলতো গবী তত্রাপি বশা বন্ধ্যা ইতি পরিহাসশ্চ বোধ্যঃ। "উক্ষা ভদ্রো বলীবর্দ্দ, বশা বন্ধ্যা চে ত্যমরঃ" ॥৩২॥

কৃষ্ণ আহ। যুষ্মাকং জয়ে সতি চুম্বনাদি পণগ্রহে বলাৎকৃতেঃ। কর্ত্তৃতা-

স্বপক্ষীয়া সখী কুন্দলতার মুখে এই বিপরীত কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুন্দ! তুমি এ কি কথা বলিতেছ?' কুন্দলতা অত্যন্ত সম্ভ্রম সহকারে সেই পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনঃপুন শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে জি ধাতুর কর্ত্তৃত্ব ও স্তু ধাতুর কর্ম্মত্ব পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সেই পরীহাস-রসিকা ব্রজসুন্দরীগণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"মাধব! যে বাণী সহসা সত্যরূপে অগ্রে উদিত হইয়াছেন, অহো! সেই বাণীময়ী সরস্বতীকে তোমার বশা—বশীভূতা সুভদ্রাঙ্গনা অর্থাৎ তোমার ভাই সুভদ্রের অঙ্গনা এই কুন্দলতা এক্ষণে অন্যথা করিতেছে কেন? পক্ষান্তরে "বশা" ও ও সুভদ্রাঙ্গনা" এই দুইবাক্যে ব্রজসুন্দরীগণ কুন্দলতাকে অত্যন্ত পরীহাস করিলেন। সুভদ্রাঙ্গনা অর্থাৎ বলীবর্দ্দের (ষাঁড়ের) স্ত্রী —গবী, তাহাতে আবার বশা—বন্ধ্যা।৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধে এই তীব্র শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যের মর্ম্ম

অহং যদি ভজৈজিতো বিধিবশেন তৎকর্ম্মতা
ব্যথানুভবিতাং তদা ক নু পলায্য বিন্দেয় শং ॥৩৩॥
পণাস্তু ভবিতাত্র কঃ প্রথমমেতদাখ্যাহি ন-
স্তমিত্যঘভিদাহুতা প্রণিজগাদ নান্দীমুখী।
স্মৃতৌ লিখিত মাদিতো ধনমথো ধনী গৃহ্যতে
ততস্তু জয়িনা জিতো দৃঢ়তয়া জনো নহ্যতে ॥৩৪॥

(যুগ্মকং)

জন্ম সুখানুভবং যূয়ং এষাথ। যদ্ যস্মাত্তদর্থমেব জয়ং বাঞ্ছথ। যুষ্মাভির্জিতোঽহং বিধিবশেন যদি তস্য জয়স্য কর্ম্মতা ব্যথানুভবিতাং ভজৈ তদা ক নু পলায্য শং কল্যাণং বিন্দেয় ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণঃ নান্দীমুখীং প্রত্যাহ। নোঽস্মান্ এতৎ আখ্যাহি ইতি কৃষ্ণেনাহূতা নান্দীমুখী প্রণিজগাদ। আদৌ ধনং গৃহ্যতে পশ্চাৎ ধনীজনঃ জয়িনা জিতো দৃঢ়তয়া নহ্যতে বধ্যতে ॥৩৪॥

অবগত হইয়া কিঞ্চিৎ রোষ-রুক্ষ উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—"গর্ব্বিতাগণ। এই জলযুদ্ধে তোমাদের জয় লাভ হইলে, বহুবল প্রকাশপূর্ব্বক চুম্বনাদি পণ গ্রহণ জন্য তোমাদেরই সুখানুভব হইবে, এই জন্যই কি তোমরা প্রকাশ্যরূপে জয় বাঞ্ছা করিতেছ? হায়! আমি যদি বিধি-বিড়ম্বনা বশতঃ তোমাদের কর্তৃক পরাজিত হইয়া জি ধাতুর কর্ম্মত্বই লাভ করি, তাহা হইলে আমার ভাগ্যে কেবল ব্যথানুভব লাভই হইবে। তখন কোথায় পলায়ন করিয়া সুখ লাভ করিব, তাহাই ভাবিতেছি ॥৩৩॥

অনন্তর অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ নান্দীমুখীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই জল-বিহারে জয় পরাজয়ের জন্য কি পণ ধার্য্য হইবে, তাহা তুমি নির্ণয় করিয়া বল।" নান্দীমুখী সহাস্যে কহিলেন—"নাগরেন্দ্র! স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে ধনীজন ক্রীড়ায় পরাজিত হইলে জয়ী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে তাহার নিকট ধন গ্রহণ করিয়া পরে তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া থাকে ॥৩৪॥

বয়ংস্ম ধনিনো ধনং পদক কিঙ্কিণী কঙ্কণা-
ত্বমন্দমিহ বন্ধনং ভুজভুজঙ্গপাশৈর্ভবেৎ।
ইতি প্রিয়গিরা প্রিয়াশ্চটুলচারুচিল্লীধনু
বিধুননপুরঃসরাঃ কতি ন হুঙ্কৃতী স্তেনিরে ॥৩৫॥
পরস্পরবিসজ্জিতাঙ্গুলি করদ্বয়েনাম্বুভিঃ
প্রগৃহ্য পিহিতৈঃ পুনঃ করভ-পীড়নাচ্চালিতৈঃ।
শরৈররুণ পঙ্কজেষুধি-মুখাৎ স্বয়ং নিঃসৃতৈ-
রিব প্রিয়মিমাঃ স্থিতাঃ পরিত এব তং বিব্যধুঃ ॥৩৬॥

কৃষ্ণ আহ। বয়মেব ধনিনঃ স্ম। ধনং তু পদকেত্যাদি। অমন্দবন্ধনং ইহ ভুজরূপ ভুজগপাশৈর্ভবেদিতি :কৃষ্ণস্য গিরা চটুলচারুচিল্লীরূপ ধনুর্বিধুনন পুরঃসরাঃ রাধাদ্যাঃ প্রিয়াঃ কতি হুঙ্কৃতীর্ন তেনিরে ॥৩৫॥

পরিত স্থিতা ইমা রাধাদ্যাঃ অরুণপদ্মরূপস্য তূণ ইতি প্রসিদ্ধস্য ইষুধের্মুখাৎ সকাশাৎ স্বয়ং নিঃসৃতৈঃ শরৈরিব হস্ত-কমলাৎ নিঃসৃতৈ রম্বুভিস্তং প্রিয়ং বিব্যধুঃ। জলক্ষেপ প্রকারমাহ। অম্বুভিঃ কথম্ভূতৈঃ পরস্পর বিসজ্জিতা অঙ্গুলয়ো যত্র এবম্ভূত করদ্বয়েন আদৌ প্রগৃহ্য পশ্চাৎ পিহিতৈঃ তদনন্তরং পুনঃ করভ পীড়নাচ্চালিতৈঃ ॥৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"আমরাও ত ধনী, আমাদের পদক, কিঙ্কিণী কঙ্কণ প্রভৃতি অতি মূল্যবান ধন। আবার ভুজরূপ ভুজঙ্গ পাশে বন্ধনও ত এস্থলে মন্দ হইবে না। অতএব আমি যদি পরাজিত হই তাহা হইলে এই ব্রজসুন্দরীগণ আমার পদকাদি ধন লইয়া পরে ভুজপাশে বন্ধন করিবে, আর উহারা যদি পরাজিতা হয়, তাহা হইলে আমি অগ্রে উহাদের পদকাদি ভূষণ লইয়া পরে আমার এই ভুজ-ভুজঙ্গ-পাশে সুদৃঢ় বন্ধন করিব। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তখন সেই ব্রজসুন্দরীগণ চটুল চারু ভ্রূধনু কম্পন করিয়া কতই না হুঙ্কার করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

তারপর মণ্ডলীবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরাধাদি ব্রজরামাগণ পরস্পর সজ্জিত অঙ্গুলিযুক্ত অর্থাৎ অঞ্জলিবদ্ধ

স চাপি সময়া স্থিতো লঘুতয়া ভ্রমন্ সর্ব্বতো-
মুখো মদন সর্ব্বতোমুখ শরানিবাস্তন্মুহুঃ ।
প্রিয়াঃ শত সহস্রশো যুগপাদেক এবৌজসা
জিগায় রভসাদিমাঃ পুনরিতোঽপসস্রুর্ভিয়া ॥৩৭॥
জিতাঃ কিল জিতা হি হী বিফলগর্ব্বিতা গোপিকাঃ
প্রতি স্বধন-গোপিকাঃ কিমধুনা পলায্য স্থিতাঃ ।
প্রমথ্য তদিমাঃ সখে ! পদক-কিঙ্কিণী-কঙ্কণা-
ন্যুদস্য পরিগৃহ্য মৎকরতলোপরি স্থাপয় ॥৩৮॥

স চ সর্ব্বতোমুখঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাসাং সময়া মধ্যে স্থিতঃ লাঘবেন ভ্রমন্ গন্ মদন সর্ব্বতোমুখ শরান্। পক্ষে জলরূপশরানিব মুহুরস্যন্ ক্ষিপন্ প্রিয়াঃ জিগায়। সর্ব্বস্যাং দিশি মুখং যস্য সঃ। ইমাস্তু ভয়েনাপসস্রুঃ ॥৩৭॥

মধুমঙ্গল আহ। প্রতি স্বধনানাং গোপিকাঃ। উদস্য উত্তার্য্য পশ্চাৎ পরিগৃহ্য ॥৩৮॥

করদ্বয় দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া মণিবন্ধ-পীড়ন-কৌশলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে এমন ভাবে সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন প্রিয়াগণের অরুণ কর-পঙ্কজরূপ তূণ হইতে অসংখ্য শরধারা স্বয়ং নিঃসৃত হইয়া প্রিয়তমের বরাঙ্গ বিদ্ধ করিতেছে ॥৩৬॥

সর্ব্বতোমুখ শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ব্রজসুন্দরীদের মধ্যভাগে অবস্থান করিয়া অতীব লঘু গতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে মদনের সর্ব্বতো-মুখ শরের ন্যায় তাঁহাদের অঙ্গে জলধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি একাকী যুগপৎ সহস্র প্রেয়সীগণকে স্ববিক্রমে পরাজিত করিলেন। তখন ব্রজরামাগণ ভীত হইয়া অতি দ্রুত-বেগে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

মধুমঙ্গল শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"সখে! সখে! তোমারই জয়! তোমারই জয়! হা! হাঃ! গোপিকাগণের বৃথাই গর্ব্ব-প্রকাশ! ঐ দেখ! বুঝি গোপিকাগণ এক্ষণে পদক কিঙ্কিণী-

যথাদ্য মথুরাপুরাত্ত্বরিতমেব বিক্রীয় তা-
স্ত্বতিপ্রিয়সিতোপলাততি মুপাহরিষ্যাম্যহং।
বটাবিতি তটস্থিতে ব্রুবতি তর্জ্জনীং ধুন্বতী
ততর্জ্জ ললিতাপ্যরে! কুটিল! তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং ॥৩৯॥
অথৈত্য মধুসূদনে ধয়তি তা বলাৎ পদ্মিনী-
রপাঙ্গশর-পঞ্জরান্তরমপি প্রবিশ্যোজসা।
স ঝঙ্কৃতি মণিময়াভরণ মাদদানে মৃগী-
দৃশাং কলকলেঽপ্যলং শিখিপিকৈঃ প্রবুদ্ধীকৃতে ॥৪০॥

তানি ভূষণানি বিক্রীয়। তটস্থিতে মধুমঙ্গলে ইতি ব্রুবতি সতি তর্জ্জনীং ধুন্বতী ললিতা তং মধুমঙ্গলং ততর্জ্জ ॥৩৯॥

অথ মধুসূদনে আগত্য পদ্মিনীনা মপাঙ্গরূপ শর-পঞ্জর মধ্যে ওজসা বলেন প্রবিশ্য তাঃ রাধাস্থাঃ পদ্মিনীর্বলাৎ ধয়তি সতি। এবং তাসাং সঝঙ্কৃতি যথাস্যাত্তথা মণীময়াভরণং শ্রীকৃষ্ণে আদদানে সতি। এবং মৃগীদৃশাং অলঙ্করণ সময়ে পরস্পর কোলাহল শব্দে অলং অতিশয়েন শিখিপিকৈঃ প্রবুদ্ধীকৃতে সতি। মনুষ্য কোলাহল শ্রবণেন ভয়াৎ ময়ূর কোকিলাদয়ঃ উচ্চশব্দং কুর্ব্বন্তি। তথাচ তেষাং উচ্চশব্দৈঃ রাধাদীনাং কোলাহলোঽতিশয় প্রবৃদ্ধোভবতীত্যর্থঃ ॥৪০॥

বলয়াদি স্বধন গোপন করিতে করিতে পলাইয়া যাইতেছে। সখে! তুমি শীঘ্র উহাদের অঙ্গ হইতে পদক কঙ্কণাদি খুলিয়া আমার করতলে প্রদান কর ॥৩৮॥

আমি এখনই সত্বর মথুরাপুরে যাইয়া উহাদের ঐ অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া অতিপ্রিয় সিতোপলা (শর্করা খণ্ড) ক্রয় করিয়া আনিব।” তটে থাকিয়া মধুমঙ্গল এই কথা বলিলে, ললিতা তর্জ্জনী অঙ্গুলী কাঁপাইয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন—‘ওরে কুটিল। থাক্ থাক্, আর বেশী বাড়বাড়িতে কাজ নাই!’ ॥৩৯॥

অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ সমীপবর্ত্তী হইয়া শ্রীরাধাদি পদ্মিনীগণের অপাঙ্গ-শর পঞ্জর মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া সবলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং যখন তাঁহাদের অঙ্গ

করাকরি নখানখি স্মরমৃধে প্রবৃত্তে হ্রিয়াং
ভিয়াং চ নিচয়ে পুনর্ঘনরসোর্মিভিঃ প্লাবিতে।
ক্ষণৈ স্ত্রিচতুরৈ র্মিথো ভুজভুজঙ্গবন্ধাচ্চ্যুতাঃ
প্রলূন নলিনৈ র্ব্যতিপ্রহরণাঃ প্রিয়া রেজিরে ॥৪১॥

(যুগ্মকং)

ততঃ শ্বসিত সঞ্চলচ্চলদলচ্ছদাভোদরা
গিরা স্খলিত গদ্‌গদাক্ষরভৃতৈতয়া নান্দীমুখীং।

হ্রিয়াং ভিয়াঞ্চ সমূহে ঘনরসঃ শৃঙ্গাররসঃ স এব জলং তস্যোর্মিভিঃ প্লাবিতে সতি ত্রিচতুরগণনানন্তরং পরস্পর ভুজরূপ ভুজঙ্গ বন্ধাৎ চ্যুতাঃ প্রিয়াঃ কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতয়ঃ প্রলূননালনৈঃ ছিন্ন নলিনৈঃ করণৈঃ পরস্পর প্রহরণা সত্যঃ রেজিরে প্রিয়শ্চ প্রিয়াশ্চ প্রিয়া ইত্যেক শেষঃ ॥৪১॥

হইতে মণিময় আভরণ সকল খুলিয়া লইতে লাগিলেন তখন সেই অলঙ্কার সমূহ সুমধুর স্বরে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। আবার সেই মৃগনয়নাগণের অলঙ্কার হরণ সময়ে 'কেহ আমার হার হইল' কেহ 'আমার পদক লইল' কেহ 'আমার কাঞ্চী লইল, ছাড় ছাড় ধৃষ্ট! বড় ব্যথা লাগিতেছে' ইত্যাদি পরস্পরের কোলাহল শব্দের সহিত শিখি-পিকাদির শব্দ মিলিত হইয়া কোলাহলকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ফলতঃ সেই অসংখ্য ব্রজরামাদের কোলাহল শ্রবণে ময়ূর কোকিলাদিও উচ্চ শব্দ করিতে থাকায় তখন সেই মিলিত কোলাহল শব্দ অতিশয় বাড়িয়া উঠিল ॥৪০॥

বিদগ্ধরাজ, শ্রীরাধাদি প্রেয়সীগণের সহিত করাকরি নখানখি কন্দর্প-রণে প্রবৃত্ত হইলে ভয় ও লজ্জা তখন শৃঙ্গার রসরূপ জলের তরঙ্গ নিচয়ে প্লাবিত হইয়া গেল। অনন্তর বিদগ্ধরাজ ও ব্রজাঙ্গনা-গণ পরস্পর ভুজ-ভুজঙ্গপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিন চারি ক্ষণ পরে তাঁহারা এই আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া কুণ্ড হইতে প্রফুল্ল কমলনিকর তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

জগাদ কিমপি প্রিয়প্রতিহৃতোত্তরীয়াবলা-
ততির্বিগতভূষণাপ্যতনুমাধুরীং বিভ্রতী ॥৪২॥
কুচান্ বিগত কঞ্চুকান্ নখরবিক্ষতান্ দোর্দ্বয়ৈঃ
পিধায় তিমিতায়তালকলিপি প্রলিপ্তাননা।
নিবধ্য শশিশেখরান্ বিসমিষোগ্রপাশৈর্ব্বভৌ
বনঙ্গপৃতনৈব সা নখলু পদ্মিনী-সংহতি ॥৪৩॥

ততো বস্ত্রালঙ্কারহরণানন্তরং অবলাততিঃ এত্য নান্দীমুখীং কিমপি স্খলিত গদ্গদাক্ষরভৃতা গিরা জগাদ। কথম্ভূতা স্বসিতেত্যাদি ॥৪২॥

তিমিতায়তালক রূপলিপিনা অক্ষরেণ প্রলিপ্তাননা অবলাততিঃ নখরবিক্ষতান্ কুচান্ দোর্দ্বয়ৈঃ পিধায় বভৌ। অত্রাপহ্নুতিমাহ। হস্তরূপ বিসং মৃণালং তন্মিষেণাগ্রপাশৈঃ কুচরূপ শশিশেখরান্ মহাদেবান্ নিবধ্য সা অবলাততিঃ অনঙ্গপৃতনা মহাদেব প্রতিপক্ষস্থ কন্দর্পস্থ সেনা এব তু পদ্মিনী সংহতিঃ ॥৪৩॥

তারপর শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীব্রজসুন্দরীদের উত্তরীয় বসন ও ভূষণাদি হরণ করিয়া লইলে তাঁহারা বিগত ভূষণা হইয়াও অনির্ব্বচনীয় বিপুল মাধুরী ধারণ করিলেন। মন্দ-পবনান্দোলিত অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় তাঁহাদের উদর শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহারা এই অবস্থায় নান্দীমুখীর নিকট গমন করিয়া স্খলিতার গদ্গদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥৪২॥

আমরি! মরি! এই সময়ে সেই ব্রজকুল-কমলিনীগণের আর্দ্র অঙ্গ-মাধুরী যেমন নয়ন মনোমুগ্ধকর তেমনই অপূর্ব্ব। উঁহারা বিগত কঞ্চুক নখরেখাঙ্কিত স্ব স্ব পয়োধর যুগলকে লজ্জাবশতঃ বাহুযুগল দ্বারা আবৃত করিয়াছেন উঁহাদের বদন কমলে আর্দ্র আয়ত অলকাবলি প্রলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, দেখিলে উঁহাদিগকে পদ্মিনী সংহতি বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু বোধ হয় যেন উঁহারা বাহুরূপ মৃণালের উগ্রপাশ দ্বারা নখাঙ্করূপ শশাঙ্কবলিত কুচ-শম্ভুকে বন্ধন করিয়া মহাদেবের প্রতিপক্ষ কন্দর্পসেনার ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥৪৩॥

অনেন শঠনীতিনা কিমিতি নান্দি! নঃ খেলয়-
স্ত্যভূর্নিকৃতিবল্লরীত্যুদিতয়া যৌবতৈঃ।
অনীতিমকরোঃ কথং গিরিধরেত্যথাকারিতঃ
সমেত্য সহসাননঃ স সহসাহ তাং সাহসাৎ ॥৪৪॥

মমাদ্য জয়িনঃ পণগ্রহকৃতে গতস্য স্ফুটং
সুবর্ণ নলিনাবলী মলিভিরাবৃতাং জিঘ্রতঃ।
রথাঙ্গমিথুনং তথা করযুগেন খেলাবশা-
দ্বিকৃষ্য দধতঃ কথং কথয় কোঽপরাধোঽভবৎ ॥৪৫॥

হে নিকৃতি বল্লরি! শাঠ্যলতে! নান্দি! শঠনীতিনা অনেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ নো অস্মান্ খেলয়ন্তী অভূঃ ইতি যৌবতৈরুদিতয়া তয়া নান্দ্যা হে গিরিধর! কথং ত্বং অনীতিমকরোদিতি আকারিতঃ আহূতঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ সমেত্য নান্দী নিকটে আগম্য। সহসা তাং নান্দীং কৃতাপরাধোঽপি সাহসাৎ আহ। সহসাননঃ হাস্যসহিতাননঃ ॥৪৪॥

জলক্রীড়ায়াং জয়িনোঽতএব পণগ্রহণার্থং গতস্য মম কোঽপরাধোঽভবৎ কথয়। কথম্ভূতস্য অলিভিরাবৃতাং স্ফুটং স্বর্ণকমল শ্রেণীং জিঘ্রতঃ। ন তু আসাং মুখশ্রেণীং, পুনশ্চ চক্রবাকমিথুনং খেলা বশাৎ করযুগেন বিকৃষ্য দধতঃ। নতু আসাং স্তনযুগং ॥৪৫॥

অতঃপর সেই ব্রজযুবতীগণ নান্দীকে কহিলেন—"হে শাঠ্যলতে নান্দি! এই অনীতিজ্ঞের সহিত তুমি আমাদিগকে খেলা করাইলে কেন?"

এই কথা শুনিয়া নান্দী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"গিরিধর! তুমি কেন এমন অনীতির কার্য্য করিলে বল?"

শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে নান্দীমুখীর নিকটে আগমন করিয়া কৃতাপরাধ হইয়াও সাহস পূর্ব্বক নান্দীমুখীকে বলিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

"নান্দীমুখি! জলবিহারে আজ আমরাই জয়লাভ হওয়ায় আমি পণগ্রহণের জন্য অলিগণাবৃত প্রফুল্ল কনক কমলশ্রেণীর গন্ধই

হরে ! বদসি নানৃতং যদিহ সাক্ষিতাং স্বাধর-
স্তনালিষু ধৃতৈঃ ক্ষতৈর্দধতি গোপিকাঃ কোপিকাঃ।
প্রতীহি ন হি নান্দ্যমূঃ কুসৃতি-সম্পুটী সোহথবা
কৃতোহপ্যবিদুষা ময়া ভজতু মন্তুরত্যল্পতাং ॥৪৬॥

নান্দী আহ। হে হরে! নানৃতং অযথার্থং ন বদসি। যদ্ তস্মাৎ ইহ গোপিকাঃ কোপিকাঃ স্বাধরস্তনশ্রেণীষু ধৃতৈঃ ক্ষতৈঃ করশৈঃ সাক্ষিতাং দধতি। কৃষ্ণ আহ। হে নান্দি! কুসৃতেঃ শাঠ্যস্য সম্পুটোঃ অমূঃ রাধাদ্যাঃ ন হি প্রতীহি। ইমাঃ প্রতি প্রত্যয়ং মা কুরু। অথবা অবিদুষা স্তন-চক্রবাকায়া বিশেষমজানতা ময়া সোহপরাধঃ কৃতোহপি মন্তুরপরাধঃ অল্পতাং ভজতু। অজ্ঞানকৃতত্বাৎ ॥৪৬॥

আঘ্রাণ করিয়াছি, উহাদের মুখ মকরন্দের আঘ্রাণ করি নাই ত? চক্রবাক্ মিথুনকেই ক্রীড়াকৌতুক বশে করযুগলে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়াছি, উহাদের বক্ষোজ যুগলকে স্পর্শও করি নাই। ইহাতে আমার কি অপরাধ হইয়াছে বল?" ॥৪৫।

শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত বাক্ বৈদগ্ধ্য শ্রবণ করিয়া নান্দীমুখী হাস্য করিতে লাগিলেন। কহিলেন—কৃষ্ণ! তুমি যে কেমন সত্য কথা বলিতেছ, তাহার সাক্ষীর জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। ঐ ত গোপিকাগণের অধরে দশন ক্ষত উরোজে নখাঙ্ক এবং তোমার কথায় যখন উহারা কোপিকা হইয়া রহিয়াছেন, তখন ইহারাই ত তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ফলতঃ তোমার বাক্য যে যথার্থ নহে তাহা এই সকল সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে না কি?"

শঠ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আত্মদোষ ক্ষালনার্থ কহিলেন—"নান্দি! শ্রীরাধাদি ঐ সকল গোপিকা শাঠ্যের সম্পুটস্বরূপা, তুমি উহাদের কথা কদাচ বিশ্বাস করিও না। বহুক্ষণ জল ক্রীড়া-বশতঃ শীতে কম্পিত হইয়া উহারা নিজে নিজে অধর দংশন করিয়াছে এবং সন্তরণ কালে মৃণাল কণ্টকেই উহাদের উরোজে ক্ষতচিহ্নের

ইয়ং চ কুলজাতভিঃ পটিমভি স্তদৈবাশু মাং
মুখান্য মুখানি নঃ কিল কুচাঃ কুচা অপ্যমী।
ইতীহ পরিচায়য়ন্ত্যরুতরোচ্চগীর্ভি ন হি
ন্যষিধাদপি সাম্প্রতং কিমিতি দম্ভিনাং কুপ্যতি ॥৪৭॥
কলির্বিরমতাদলং পণভৃতা পুনঃ খেলয়া
পরন্তু জলমণ্ডুকধ্বনিষু কীদৃশী চাতুরী।

ইয়ং চ কুলজাতিভিঃ স্বপটিমভিস্তদৈবৈবতানি পদ্মানি কিন্তু নোঽস্মাকং মুখানি মুখানি এবং নৈতে চক্রবাকাঃ কিন্তু অস্মাকং কুচাঃ কুচা ইতি উরুতরোচ্চগীর্ভিঃ পরিচায়য়ন্তী সতী মাং নহি ন্যষিধ্যদপি। সাম্প্রতং দম্ভিনী ইয়ং কিমিতি কুপ্যতি ॥৪৭॥

নান্দী আহ। কলিঃ কলহঃ বিরমতাৎ বিরমতু পণভৃতা খেলয়া অলং ব্যর্থং। কিন্তু জলমাণ্ডুকধ্বনিষু যুষ্মাকং কীদৃশী চাতুরী ভবেৎ। তত্র মম

উদয় হইয়াছে। অতএব আমার দ্বারা সকল ক্ষতচিহ্ন সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা মিথ্যা করিয়া উহারা তোমার নিকট জানাইতেছে। অথবা স্তন ও চক্রবাকের বৈশিষ্ট্য আমার জানা না থাকায় যদি মুগ্ধতাবশতঃ আমার দ্বারা এই কার্য্য হইয়াই থাকে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত বলিয়া আমার এই অপরাধ অল্প হওয়াই উচিত ৪৬॥

বিশেষতঃ উহাদের স্তনাধার খণ্ডনে আমার কোন দোষই নাই। কারণ এই কুলাঙ্গনাগণ সেই সময়ে ইহা কনক-কমল নহে—ইহা আমাদের মুখ—মুখ, ইহা চক্রবাক্ যুগল নয়—ইহা আমাদের স্তন—স্তন, এইরূপ অতি উচ্চবাক্যে আমাকে পরিচয় করাইয়া দিয়া একবারও নিষেধ করে নাই, এক্ষণে কিজন্য এই দম্ভিনীগণ আমার উপর অনর্থক কুপিতা হইয়াছে? ॥৪৭॥

নান্দীমুখী কহিলেন—"তোমরা এখন কলহে নিবৃত্ত হও। পণ রাখিয়া খেলারও প্রয়োজন নাই। পরন্তু জলমণ্ডুকবাদ্যে তোমাদের কেমন চাতুরী, তাহা অদ্য আমার দেখিবার অভিলাষ হইয়াছে।" নান্দী এই কথা বলিলে তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি জলের উপর

ভবেদিতি তয়োদিতা বধুরমী জলাহত্যম্বু
স্ফুরদ্বিবিধবাদনং বিবিধ তালনাট্যক্রমৈঃ ॥৪৮॥
প্রতিধ্বনিষু তত্তটে মুদির গর্জ্জিত-ন্যক্কৃতি
ক্ষমেষু বলিতেষ্বথো ভ্রমতি চাতকানাং গণে।
বটাবপি হিহী গিরা ফলিত কক্ষতালং রসাৎ
সমং নটতি কেকিভির্ললিত কূজনৈরুন্মদৈঃ ॥৪৯॥
স্তুবত্যগগণে মুহুর্মধুপ-ঝঙ্কৃতৈঃ সক্ষর-
ম্মরন্দ মিষতো মুদারিতমশ্রুধারাধরে।

দিদৃক্ষা বর্ত্ততে। ইতি তস্যা নান্দ্যা উদিতা অমী রাধাকৃষ্ণাদয়! জলস্থাঘাতেন বিবিধবাদনং ব্যধুঃ ॥ ৪৮ ॥

মেঘগর্জ্জিত ন্যক্কৃতিক্ষমেষু প্রতিধ্বনিষু বলিতেষু সৎসু অথ তত্তটে মেঘশব্দ শাঙ্ক্যা চাতকানাং গণে ভ্রমতি সতি এবং তদ্দৃষ্ট্বা বটৌ মধুমঙ্গলে ললিতকূজনৈঃ কেকিভিঃ সহ গৃহীত কক্ষতালং যথাস্যাত্তথা নটতি সতি ॥৪৯॥

বাদ্যং শ্রুত্বা ভ্রমরঝঙ্কৃতৈঃ করণৈঃ বৃক্ষগণে মুহু স্তুবতি সতি কথম্ভুতে ক্ষর-

---

আঘাত করিয়া বিবিধ তাল-নাট্যক্রমে বিবিধ বাদ্য ধ্বনি উৎপন্ন করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

ইহার প্রতিধ্বনি শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে প্রতিহত হইয়া মেঘমন্দ্রের গর্ব্বকেও ধিক্কার দিতে লাগিল। তখন প্রকৃত মেঘশব্দ ভ্রমে সেই কুণ্ডতটে চাতকগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল। উন্মদ ময়ূরগণও ললিত কূজন করিতে করিতে নাচিতে লাগিল, তদ্দর্শনে মধুমঙ্গলও প্রমোদভরে হী হী শব্দ করিতে করিতে ময়ূরের নৃত্যের তালে তালে কক্ষতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল ॥৪৯॥

আহা! সেই বাদ্য মাধুরী শ্রবণ করিয়া তটবর্ত্তি বৃক্ষবল্লরীগণও মুহুর্ম্মুহু মধুপ ঝঙ্কৃতি ছলে যেন উহাঁদের স্তুতি করিতে লাগিল। এবং ক্ষরিত মকরন্দধারা ছলে যেন অবিরত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই রসের সিন্ধু শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সরোবরে জল-ক্রীড়া সমাপন করিয়া তটে গিয়া উপনীত হইলেন। অমনিই

সমাপ্য রসসিন্ধবঃ সরসি নীরকেলীস্তটং
গতাঃ সপদি কিঙ্করী বিততিভির্ব্বভুঃ সেবিতাঃ ॥৫০॥
প্রবিশ্য মণিমন্দিরং বিপিনপালিকাহ্বাহৃতা
রসাল পনসাদিকাঃ ফলততীঃ সুধানিন্দিনীঃ।
ঘণপ্রণয়তো মিথঃ সমুপভোজিতা যোজিতাঃ
স্মরেণ সহসা রদচ্ছদন সীধুনঃ স্বাদনে ॥৫১॥

মরন্দ মিষাৎ মুদা অবিরত মঞ্জধারাধরে। রসসিন্ধবো রাধাকৃষ্ণাদয়ঃ সরসি জলকেলীঃ সমাপ্য তটং গতাঃ তৎক্ষণে কিঙ্করীভিঃ সেবিতাঃ সন্তঃবভূঃ ॥৫০॥

বৃন্দয়া আহৃতাঃ ফলততী কৃষ্ণাদিভিঃ পরস্পরং প্রণয়তঃ উপভোজিতাঃ। তথা চ কৃষ্ণেন তাঃ উপভোজিতাঃ। এবং তাভিশ্চ কৃষ্ণ উপভোজিত ইত্যর্থঃ। পশ্চাত্তাঃ স্মরেণ সহসা অধরামৃতস্য স্বাদনে যোজিতাঃ। সর্ব্বত্রৈকশেষো বোধ্যঃ ॥৫১॥

সেবাপরা কিঙ্করীগণ তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন ॥৫০॥ *

অনন্তর তাঁহারা সকল মণিমন্দিরে প্রবেশ করিলে, বন-পালিকা বৃন্দাদেবী রসাল পনসাদি যে সকল সুধানিন্দি ফল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সময়োচিত ফল সকল তাঁহাদের ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। নিবিড় প্রণয়বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর পরস্পরকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণকে প্রীতিভরে ভোজন করাইতে লাগিলেন এবং শ্রীগোপিকাগণও শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিভরে ভোজন করাইতে লাগিলেন। পরে

---

* তথাহি পদ।—কুণ্ডে সিনান করল দুহুঁ মেলি। সহচরীগণ সঙ্গে করি জলকেলি॥ বসন বিভূষণ পাহিরণ কেলি। নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে চলি গেলি॥ রতন পীঠোপরি কিশোরী কিশোর। বৈঠল দুহুঁজন আনন্দ বিভোর॥ বৃন্দাদেবী যোগায়ত তথাই। বহু মত ফলমূল বিবিধ মিঠাই॥ ভোজন করু দুহুঁ সখীগণ সঙ্গে। মধুসূদন কবে হেরব রঙ্গে॥

লাবণ্যামৃত-পুরপূর্ণমধুর প্রত্যঙ্গবাপী রস-
ব্যাত্যুক্ষী রভসক্রমেন মৃদুলং তল্পং শ্রিতাঃ কৌসুমং।

অধুনা সম্ভোগমাহ। লাবণ্যরূপ জলস্য প্রবাহেণ পূর্ণ মধুর প্রত্যঙ্গস্বরূপায়াঃ বাপ্যাঃ সরসঃ সকাশাৎ শৃঙ্গার রস স্বরূপ জলস্য ব্যাত্যুক্ষী রভসেন পরস্পর

তাঁহারা সহসা কন্দর্প কর্ত্তৃক পরস্পর অধর সুধারসাস্বাদনে নিযুক্ত হইলেন ॥৫১॥ *

এইরূপে তাঁহারা রাধাকুণ্ডের জলকেলি সমাপন করিয়া লাবণ্যামৃত-প্রবাহপূর্ণ মধুর প্রত্যঙ্গরূপ সরোবরে কন্দর্প-রস ক্রীড়ায় ব্যাপৃত হইলেন। সম্ভোগানন্দ রসের পরস্পর সেচনবেগে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সুকোমল কুসুমতল্পে শিথিলাঙ্গে শয়ন করিলে সেবা কুশলা কিঙ্করীগণ তাম্বুল, ব্যজন জল, দর্পণ, বেষ বিন্যাস ও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

---

* তথাহি।—রতন ভবনে, কুঞ্জদাসীগণে, ফল মূল আনি কত। সংস্কার করি, থালি ভরি ভরি, রাখল বিবিধ মত॥ বাদাম ছোহারা, দ্রাক্ষা মধুরা, কডলা কেশর বেল। দাড়িম নারঙ্গা, খর্জ্জুর ছোলঙ্গা, সালু পীলু নারিকেল॥ খরমুজা ক্ষিরিণী, বদরী বাঁরিণী, কদলা কন্দমূল। আম্র পনস বিবিধ সুরস, আত, আনারস কুল॥ পেহারা মৃণাল, তাল পাণিফল, টেটি মিঠি করকটি। বিবিধ মিঠাই, ধরল তথাই নানামত পরিপাটি॥ বাতসা বুন্দিয়া, নাড়ু মনোহরা মিছরী নবাত ফেণি। ছেনা পানা সরভাজা, সরকরা খণ্ডামণ্ডা পদ্মচিনি অমৃত কেলিকা লড্ডুকা অধিকা, কর্পূর কেলিকা আর। রসালা মাখনে, রাখিল যতনে, নানামত পরকার॥ দেখিয়া নাগর, রসের সাগর, বটুরে আনিলা তথা। দ্বিজের কুমার, দেখি উপহার, সঘনে ঢুলায় মাথা॥ তারে করি বামে, সুবলে ডাহিনে, বাসলা রসিক রায়। দেয়ত সুমুখী সঙ্গে সব সখী, শেখর দাঁড়িয়ে চায়॥

তাম্বূলব্যজনাম্বুদর্পণলসন্নেপথ্য সম্বাহনৈ-
র্দাসীভিঃ পরিচর্য্যমাণবপুষঃ কান্তৌ নিদদ্রুঃক্ষণং ॥৫২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে জলবিহার
লীলাস্বাদনো নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥১৪॥

সেচন বেগেন জাতো যঃ ক্লমস্তেন কৌসুমং তল্পং শ্রিতাঃ কান্তাঃ ক্ষণং নিদদ্রুঃ। নেপথ্যং বেষাদি ॥৫২॥

ইতি টীকায়াং চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥১৪॥

অতঃপর নিদ্রার কমনীয় অঙ্কে তাঁহারা কিছুক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥৫২। *

ইতি তাৎপর্য্যানুবাদে জল বিহার লীলাস্বাদন
নাম চতুর্দ্দশ সর্গ। ১৪ ॥

তথাহি পদ। —সব সখীগণ দঙ্গে, রাই সুধামুখী, কানুক ভোজন শেষ। ভুঞ্জয়ো কত, পরমানন্দ কৌতুকে, গুণমঞ্জরী পরিবেশ॥ অপরূপ ভোজন কেলি। করিয়া আচমন, নিভৃতে নিকেতন চলু সব সহচরী মেলি। রতন পালঙ্কপর, সুতল রাই কানু, প্রিয়সখী তাম্বুল দেল। ক্ষণে এক নিন্দে নিন্দায়লি দুহুঁজন বলরাম হরষিত ভেল ॥

পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।

—ঃ০ঃ—

সীধুপান জল খেলন দোলা-
ন্দোলনাদি কুতুকৈ র্বলবত্বাৎ ।
এষ এব নলিনীরিব পদ্মা
যদ্বিজিত্য সখি ! নঃ প্রজগল্‌ভে ॥১॥
তদ্বলোপধিকতঃ স্ফুটমন্য-
দ্ধীপ্রধান মধুনা ললিতে ত্বং ।
খেলনং বিমৃশ যৎ প্রভবিষ্য-
ত্যস্য গর্ব্ব-চুলুকীকরণে দ্রাক্ ॥২॥

শ্রীরাধিকা ললিতাং প্রত্যাহ। মধুপান জলক্রীড়া হিন্দোলাদি কৌতুকে এষঃ কৃষ্ণঃ বলবত্বাৎ যদ্ যস্মাৎ নোঽস্মান্ বিজিত্য প্রজগল্‌ভে। যথা পদ্মী হস্তী নলিনীর্বিজিত্য ॥১॥

তত্তস্মাৎ হে ললিতে ! বলোপাধিকতঃ খেলনাৎ অন্যৎ বুদ্ধি প্রধানং খেলনং অধুনা বিমৃশ। যৎ খেলনং অস্য কৃষ্ণস্য গর্ব্বচুলুকী করণে দ্রাক্ প্রভবিষ্যতি। এতেন কৃষ্ণাপেক্ষয়া স্বেষাং বুদ্ধ্যাধিক্যং সূচিতং ॥২॥

লীলাময়ী শ্রীরাধা অন্যবিধ লীলাবতারণের-অভিলাষে প্রিয়সখী ললিতাকে কহিলেন—"সখি ! মধুপান, জলক্রীড়া ও হিন্দোলাদি লীলা-কৌতুকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলশালী বলিয়া করীরাজ যেরূপ কমলিনীগণকে পরাভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ অনায়াসে আমাদিগকে পরাভব করিয়া অত্যন্ত-প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়াছেন ॥১॥

অতএব হে ললিতে। যে খেলায় বল প্রয়োগের প্রয়োজন, সেরূপ খেলায় আমরা কদাচ শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং যাহাতে বুদ্ধি-বলে আমরা জয়লাভ করিতে পারি, তুমি যুক্তি করিয়া এমন একটী খেলা স্থির কর—যে খেলায় শ্রীকৃষ্ণের গর্ব্বনাশ অবশ্য হইতে পারিবে ॥২॥

দ্যুতকেলি জয়-কৈরব চান্দ্র-
জ্যোতিরেব সখি! রাজসি রাধে।
কিং তুনোতু পরিভূতি তমিস্রং
নিত্যমেব ধৃতগর্ব্ববতী নঃ ॥৩॥
ইত্থমালিকৃত মন্ত্রণয়োচে
রাধয়া প্রিয়তম! প্রভবিষ্ণো!।
নর্ত্তকীং ন কিমুরীকুরুষে ত্বং ॥৪॥
(কলাপকং)

ললিতা আহ। হে সখি! দ্যূতক্রীড়ায়াং জয়রূপকৈরবস্য কুমুদস্য চান্দ্র-জ্যোতিঃ স্বরূপা ত্বং রাজসি কিং পরাভবরূপ তমিস্রং অন্ধকারঃ নিত্যং ধৃত-গর্ব্ববতী নোঽস্মান্ তুনোতু। ন হি চান্দ্র জ্যোৎস্নোদয়েঽন্ধকার স্তিষ্ঠতীতি ভাবঃ ॥৩॥

ইত্থং আল্যা সহ কৃতমন্ত্রণয়া রাধয়া উচে। হে প্রিয়তম! হে প্রভবিষ্ণো! পাশকযুদ্ধস্য চাতুর্য্যরূপনৃত্যস্থলে জিগীষারূপ নর্ত্তকীং ত্বং কিং ন উরীকুরুষে? তথা চ তস্যাঃ সঙ্গকরণে কৃতনর্ত্তকীসঙ্গস্য তব সঙ্গোঽস্মাভি ত্যাজ্য অকরণে চ পরাজয়ঃ স্বয়মেব ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥৪॥

শ্রীরাধার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা নিজেদের বুদ্ধিতাৎপর্য্যের আধিক্য সূচিত হওয়ায় ললিতা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সহাস্যে কহিলেন—"সখি! রাধে! পাশা-ক্রীড়ায় জয়-কুমুদের চন্দ্রজ্যোতি স্বরূপে তুমি যখন বিরাজ করিতেছ, তখন পরাভব রূপ অন্ধকার নিত্য গর্ব্বান্বিত হইয়া আর কিরূপে আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করিবে, বল? জ্যোৎস্নার উদয়ে অন্ধকার কি থাকিতে পারে? কখনই না।৩॥

প্রিয়সখী ললিতার সহিত এইরূপ মন্ত্রণা পূর্ব্বক শ্রীরাধা গর্ব্বোৎফুল্ল হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে প্রিয়তম! হে প্রভাবিষ্ণো! পাশক-ক্রীড়া-রণের চাতুর্য্য-রঙ্গস্থলে তুমি জিগীষা-নর্ত্তকীকে অঙ্গীকার করিতেছ না কেন?"

সত্যমালি! হৃদি নর্ত্তয়সে তাং
কিন্তু মৎ করতলাম্বুজপট্টে।
যর্হি বৎস্যতি নৃপো জয়নামা
সা হ্রিয়ৈষ্যতি তদা নিলয়ং দ্রাক্ ॥৫॥
ইত্যঘারি-গদিতং মদিরাক্ষী-
চিল্লি-বল্লি-দরবেল্লিত ভঙ্গ্যা।
সাবধীর্য্য সপরিচ্ছদ সারী-
রানিনায় তরসৈব সুদেব্যা।৬॥

(যুগ্মকং)

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে আলি! সত্যং ত্বং হৃদি তাং জিগীষা নর্ত্তকীং নর্ত্তয়সে কিন্তু মৎকরতলাম্বুজপট্টে রাজাসনে যর্হি জয় নামা রাজা বৎস্যতি তদা সা জিগীষা নর্ত্তকী নিলয়ং গৃহং। পক্ষে নিতরাং লয়ং নাশং এষ্যতি ॥৫॥

চিল্লিরূপা যা বল্লী তস্যা ঈষৎ কম্পভঙ্গ্যা শ্রীকৃষ্ণস্য গদিতং সাবধীর্য্য সম্যগবজ্ঞায়। সুদেব্যা দ্বারা আনিনায় ॥৬॥

শ্রীরাধার এই ব্যঙ্গোক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে,—তুমি নর্ত্তকীর সঙ্গ করিলে তোমার সঙ্গ আমাদের ত্যাজ্য হইবে আর যদি জয়াশা রূপ ঐ নর্ত্তকীর সঙ্গ না কর, তাহা হইলে স্বতঃই তোমার পরাজয় হইবে ॥৪॥

চতুর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার বাক্যের-মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন—"প্রিয়তমে! সত্য বটে, তুমি নিজেই হৃদয়-প্রাঙ্গনে জিগীষা-নর্ত্তকীকে নাচাইয়েছে, কিন্তু আমার করতল রূপ কমল-রাজপাটে যখন জয় নামক রাজা আসিয়া উপবেশন করিবেন, তখন তোমার ঐ জিগীষ্য-নর্ত্তকী লজ্জায় আশু নিলয় প্রাপ্ত অর্থাৎ গৃহ গামিনী হইবে অথবা নিতান্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥৫॥

মদির-নয়না শ্রীরাধা, ভ্রূ-লতার ঈষৎ কম্পনে ভঙ্গী সহকারে শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য সম্যক্‌রূপে অবজ্ঞা করিয়া তখনই সখী সুদেবীর দ্বারা সপরিচ্ছদ পাশার সারি তথায় আনয়ন করিলেন ॥৬॥

নান্দ্যভূদ্বনপয়া সহ সাক্ষি-
ণ্যক্ষকেলি সভিকাজনি কৌন্দী।
ইষ্টদায় মুপদেষ্টু মুদক্ষ-
স্তাগরাজত বটুর্ললিতা চ ॥৭॥
পাণি শোণ জলজোদর রঙ্গে
ঝঙ্কণদ্বলয় মুচ্ছলদঙ্গ্যাঃ।
যর্হি পাশক কুশীলব যুগ্মং
লব্ধ নৃত্যমধিভূমি চুকূর্দ্দ ॥৮॥
তর্হি কঙ্ক কুচয়োরু রুচয়োচি-
বীচি মজ্জিত দৃশোঽপি বকারেঃ।

বৃন্দয়া সহ নান্দীমুখী সাক্ষিণী অভূৎ। অক্ষকেলৌ সভিকা দ্যূত-প্রবর্ত্তিকা কুন্দবল্লী অজনি অভূৎ। সভিকা দ্যূতকারকা ইত্যমরঃ। দশবামঞ্চ বিদ্ধ প্রভৃতীষ্টদায়মুপদেষ্টুং উদয়ং প্রাপ্য বদ্ধাগ্ যস্য তথাভূতো বটু মধুমঙ্গলঃ কৃষ্ণপক্ষে অরাজত। শ্রীরাধিকা পক্ষে তথাভূতা ললিতা অরাজত ॥৭॥

পাশকনিক্ষেপ সময়ে ঝঙ্কণদ্বলয়ং যথাস্যাত্তথা উচ্ছলদঙ্গ্যা রাধায়াঃ পাণিরূপ শোণকমলস্য উদররূপ যন্নৃত্যস্থলং তত্র লব্ধনৃত্যং পাশকরূপ নর্ত্তকযুগলং যদা অধিভূমি ভূমৌ চুকূর্দ্দে ॥৮॥

শ্রীরাধাশ্যাম পাশাক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাপক্ষে এবং নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণপক্ষে সাক্ষিণী হইলেন। কুন্দলতা অভিকা অর্থাৎ দ্যূত-প্রবর্ত্তিকা হইলেন। "দশ বাম বিদ্ধ্য" প্রভৃতি বলিয়া উপদেশ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইষ্টদায় মধুমঙ্গল হইলেন এবং শ্রীরাধার পক্ষে সেইরূপ ললিতা বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

পাশক নিক্ষেপ সময়ে শ্রীরাধার অরুণ কর-কমলের উদর-রঙ্গস্থলে পাশক দুইটী যখন কুশিলব নামক শিশু নটদ্বয়রূপে নাচিতে নাচিতে ভূমিতলে কূর্দ্দন করিতে লাগিল, তখন হস্তস্থিত কঙ্কণ বলয়াদি-মধুর মধুর শব্দিত হইতে লাগিল ॥৮॥

পাশক গ্রহণ চালন চাতু-
র্য্যাপ নেষদপি ভঙ্গ-কলঙ্কং ॥৯॥ (যুগ্মকং)

কর্হিচিদ্দশদশেতি কদাচিৎ
সা বিন্দুর্বিন্দুরিতি প্রসরদ্গীঃ।
পাতয়ন্ত্যলঘু দায়মভীষ্টং
মূর্ত্তিমত্যজনি কিং ন জয়শ্রীঃ ॥১০॥

যৎ প্রিয়ে। দশদশেতি নিকামং
প্রার্থনং তদুপহাস করং তে।

তদা কক্ষাদিষু মজ্জিতদৃশোঽপি বকারেঃ পাশকগ্রহণ-চাতুরী ঈষদপি ভঙ্গ-কলঙ্কং ন আপ। তত্রাভ্যাসাতিশয়াৎ ইতি ভাবঃ ॥৯॥

দশদশেত্যাদি প্রসরন্তি গীর্যস্যাঃ সা রাধা অভীষ্টং দায়ং পাতয়ন্তী সতী মূর্ত্তিমতী জয়শ্রীঃ কিং ন অজনি? অপি তু অজনি এব ॥১০॥

দেবনে দ্যূতক্রীড়ায়াং ত্বং তাবৎ স্মর। বিস্তিরেব পতিতা ন তু দশেতি। ততো দশদশেতি তব নিকামং যথাস্যাত্তথা প্রার্থনং উপহাসকরং। তেন কৃত

তাহাতে উচ্ছলিতাঙ্গী শ্রীরাধার কক্ষ ও বক্ষোজযুগলের এমন অপূর্ব্ব সুষমা-মাধুরী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল যে, তাহাতে শ্যামসুন্দরের নয়ন দুটী অপলকভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিলেও অতিশয় অভ্যাসবশতঃ পাশক গ্রহণ ও চালন-চাতুরীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ না হওয়ায় তাঁহাকে কলঙ্কিত হইতে হইল না ॥৯॥

শ্রীরাধা কখন দশ দশ এই বাক্য পুনঃ পুন বলিতে বলিতে পাশক নিক্ষেপ করিতেছেন, কখন বা "বিন্দু বিন্দু" বলিয়া পাশক নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভীষ্টদায় পাতিত করিয়া মূর্ত্তিমতী জয়-শ্রীস্বরূপা হইতেছেন ॥১০॥

শ্রীরাধা পুনঃপুন "দশ দশ বলিয়া পাশক নিক্ষেপ করিবার কালে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ পরীহাস-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন "দশ দশ" বাক্যে "দংশন কর, দংশন কর" এই অর্থ সূচিত করিয়া কহিলেন—

বিত্তিরেব পতিতা স্মর তাব-

দ্দেবনে তব কুতো জয়বার্ত্তা ॥১১॥

সণরকা গময়িতুং নিজকোষ্ঠে-

ষ প্রভুঃ স্বতনু শৃঙ্খলিতাঃ স্বাঃ।

ঘাতয়ং শ্চরবিধিং বিমৃশংস্তাঃ

খেলতিস্ম হরিরাত্ত জিগীষঃ ॥১২॥

তব জয়বার্ত্তাপি। পক্ষে দশদশেতি নিতরাং কামস্থাধর-দংশরূপস্য প্রার্থনং উপহাসকরং। যতঃ স্মরস্য তাবদ্দেবনে তাবৎ প্রমাণ ক্রীড়ায়াং প্রয়োগাতিরেকে ইত্যর্থঃ। বিত্তিশ্চেতনৈব পতিতা লুপ্তা ইত্যর্থঃ। কুতো জয়স্যেতি সূচ্যমানে বিপরীতরতাবিত্যর্থঃ ॥১১॥

স্বাঃ স্বীয়াঃ সারিকাঃ প্রিয়া কোষ্ঠাৎ নিজকোষ্ঠেষু গময়িতুমপ্রভুঃ অসমর্থঃ যতঃ রাধয়া স্বকোষ্ঠে তাঃ শৃঙ্খলিতাঃ বদ্ধাঃ। অতঃ পাশকখেলায়াং বিধিদ্বয়ং বর্ত্ততে। তত্র প্রথমে গমবিধৌ অসামর্থ্যাৎ দ্বিতীয়ং চরবিধিং বিমৃশন্ গৃহীত্বা

"প্রিয়তমে! দ্যূতক্রীড়ায় স্মরণ করিয়া দেখ, তোমার বিত্তি নামক দায় পতিত হইয়াছে, দশ পতিত হয় নাই। অতএব বারম্বার দশ দশ বলিয়া প্রার্থনা করা বড়ই উপহাস কর। এই ক্রীড়ায় তোমার জয়ের বার্ত্তা কোথায়?"

ফলতঃ পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে,—"প্রিয়ে! তুমি বারংবার 'দশেচ্ছ অধর দংশন কর' "অধর দংশন কর" বলিয়া প্রার্থনা করিতেছ, ইহা অতীব উপহাস কর। যেহেতু কন্দর্প ক্রীড়ায় বিরীত রতি সম্ভোগাতিশয্যে তোমার বিত্তি অর্থাৎ চেতনা বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং তোমার জয়ের সম্ভাবনা কোথায়? ॥১১।

শ্রীরাধা নিজের কোষ্ঠে সারিকা বদ্ধ করিয়া রাখিলে, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার কোষ্ঠ হইতে নিজ কোষ্ঠে স্বীয় সারিকা আনিতে সমর্থ হইলেন না। পাশা খেলার দুইটী বিধি আছে। গমবিধি ও চর-বিধি। প্রথমতঃ গম বিধিতে অসমর্থ হইয়া দ্বিতীয় চরবিধি বিচার

ইষ্টদায় পাতনেন সুধীঃ সা
রাধিকা যদি জিগায় তদা তং।
আলয়ো বিংসিতুং প্রখরত্বং
লেভিরেঽতি মৃদবোঽপি নিতান্তং ॥১৩॥
কিং বটো মুখমবাঞ্চয়সি ত্বং
সা হিহীতি নটনারভটী তে।
কাগমৎ ক নু সিতোপলিকার্থং
কঙ্কণ-প্রকর-বিক্রয় ভঙ্গী ॥১৪॥

বিজিগীষা যেন তথাভূতো হরিঃ তাঃ স্ব সারিকা রাধাদ্বারা পাতয়ন্ খেলতিস্ম ॥১২—১৩॥

জলক্রীড়া সময়ে অস্মাকং পরাভবং দৃষ্ট্বা হিহীত্যুক্ত্বা সা নটনস্যারভটী ক্ক অগমৎ। এবং তস্মিন্ সময়ে তটে স্থিত্বা স্বীয়বস্ত্রং প্রসার্য্য হে কৃষ্ণ! সর্ব্বাসাং কঙ্কণাদ্যলঙ্কারাণাং মহ্যং দেহি। মথুরায়াং বিক্রয়ং কৃত্বা সিতোপলামানেষ্যামীত্যেবং রূপা বিক্রমভঙ্গী বা ক্ক অগমৎ। মিশ্রি ইতি প্রসিদ্ধায়া মৎস্যণ্ডিকায়াশ্চরম-পাকবিশেষঃ সিতোপলা ॥১৪॥

পূর্ব্বক জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ সারিকাগুলিকে শ্রীরাধা দ্বারা পাতন করিয়া খেলারম্ভ করিলেন ॥১২॥

ইষ্টদায়-পাতন-কুশলা শ্রীরাধা, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিলে, অতি মৃদুস্বভাবা হইয়াও সখীগণ হাস্য করিতে করিতে নিতান্ত প্রখরভাব অবলম্বন করিলেন ॥১৩॥

এবং বটু মধুমঙ্গলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"বটু! এখন মুখ আনত করিতেছ কেন? জলক্রীড়া সময়ে আমাদের পরাভব দেখিয়া হি হি শব্দ করিতে করিতে নৃত্য করিয়াছিলে এখন সে পারিপাট্য কোথায় গেল? এবং সেই সময়ে রাধাকুণ্ড তীরে থাকিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল প্রসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলে—'ওহে কৃষ্ণ! সকলের কঙ্কণাদি অলঙ্কার আমায় দাও, মথুরায় বিক্রয়

আলয়ঃ শৃণুত ভো! গিরিমূর্দ্ধ্নি
সাম্প্রতং নবসিতোপলিকালীং।
অস্য মূর্দ্ধ্নি বহু বর্ষত তস্যাঃ
স্বাদমেত্বয়মিহৈব নিকামং ॥১৫॥
ন ব্রবীষি কিমরে! কিমপি ত্বং
কৈতবেহদ্য পরিভূতিভৃতস্তে।
ক্ষান্ত্যচাপলশমৈর্মুনিধর্ম্মৈঃ
কিং বটুত্বমপি সত্যমিবাভূৎ ॥১৬॥
কৌস্তুভং পণিতমানয় তস্য
প্যানয়ে বিনিময়েন বিচিত্রাং।

উপলিকা শিলাকণস্তস্যাঃ শ্রেণীং। তস্যাঃ স্বাদং বহুবর্ষত, অয়ং বটুঃ তস্যাঃ স্বাদং নিকামং এতু ॥১৫॥

কৈতবে দ্যূত কর্ম্মণি পরাভবভৃত স্তব ক্ষান্ত্যাদিধর্ম্মৈঃ কিং বটুত্বমপি সত্যমিবাভূৎ ॥১৬॥

করিয়া সিতোপলা কিনিয়া আনি।" সেই আমাদের অলঙ্কার বিক্রয়ের বিক্রম ভঙ্গীই বা এখন কোথায় গেল ॥১৪॥

রসিকামণি শ্রীরাধাও তখন সহাস্যমুখে পরীহাস ভঙ্গীতে কহিলেন—"শুন সখীগণ! এই বটু বড়ই সিতোপলা প্রিয়; অতএব পর্ব্বতশিখর হইতে তোমরা কতকগুলি নব নব সিতোপলা অর্থাৎ শুক্লবর্ণ শিলাখণ্ড আনিয়া উহার মাথার উপর বেশ করিয়া বর্ষণ কর, ইহাতে যথেষ্টরূপে তাহার আস্বাদ অনুভব করুক ॥১৫॥

চপল মধুমঙ্গল অপ্রতিভ হইলেন। সহসা এই বাক্যের কোন উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। সখীগণ তাঁহাকে এইরূপ নীরবে অবস্থান করিতে দেখিয়া সোল্লাসে পুনরায় কহিলেন—"ওহে বটু! কথা কহিতেছ না যে? পাশা খেলায় পরাভব হওয়ায় আজ তোমার ক্ষমা, ধৈর্য্য, শান্তি প্রভৃতি মুনিধর্ম্মের উদয়ে বটুত্ব কি সত্যই প্রকাশ পাইল? ॥১৬॥

কঙ্কণালি মথবামুমনেক
ক্ষালনৈঃ প্রিয়সখী হৃদি ধাস্যে ॥১৭॥
কাননং ন হি গবামিদমেত-
ন্মারণং ন বকবৎসল-বকীনাং।
অক্ষবেদন মিদং তু সভায়াং
স্যাদ্বিদগ্ধজন বুদ্ধি পরীক্ষা ॥১৮॥
ইত্থমালি-খরধার সরস্ব-
ত্যস্ত পাটর তরুর্বটুরুচে।

পণিতং কৌস্তভং আনয়। তস্য মথুরায়াং বিনিময়েন কঙ্কণালীং আনয়ে। অথবা তস্যাপাবিত্র্য-নিরাকরণায় বহুক্ষালনৈঃ প্রিয় সখ্যা হৃদি ধারয়িষ্যামি ॥১৭-১৮॥

খরস্তীক্ষ্ণোধারঃ প্রবাহো যস্যাস্তথাভূতা সখীনাং সরস্বতী বাণ্যেব সরস্বতী

তারপর শ্রীকৃষ্ণ কৌস্তুভ পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। উহাতেও শ্রীকৃষ্ণ হারিয়া গেলেন। সখী-সমাজে একটা সোল্লাস উচ্চহাসির লহরী খেলিয়া গেল। সখীগণ কহিলেন—"এবার কৌস্তুভ লইয়া এস, এই কৌস্তুভ বহু রমণীর বক্ষোজ স্পর্শ করায় অপবিত্র হইয়াছে, সুতরাং মথুরায় গিয়া কৌস্তুভের বিনিময়ে উত্তম কঙ্কণ আনয়ন করিয়া আমাদের প্রিয়সখীর করে উপহার দিব অথবা উহাকে পুনঃপুন প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া প্রিয়সখীর বক্ষ ভূষিত করিয়া দিব" ॥১৭॥

ওহে বটু। সখার পক্ষাবলম্বন করিয়া এতক্ষণ যে বড় দম্ভ প্রকাশ করিতেছিলে; বলি, সে দম্ভ এখন কোথায়? নির্ব্বুদ্ধি! ইহাতে আর গোচারণের স্থান নয় এবং বক-বৎস্য-বকী মারণের তুচ্ছ আস্ফালনও নহে, ইহার নাম পাশা খেলা, ইহাতে সভাস্থলে বিদগ্ধ-জনের বুদ্ধি পরীক্ষা হয় ॥১৮॥

সখীগণের এই প্রকার খর-প্রবাহযুক্তা বাণীরূপ সরস্বতী নদী বটুর বাক্ পটুতা তরুকে সমূলে উৎপাটিত করিলে বটু ভয় সঙ্কুচিত

তস্য কর্ণমনু সংশৃণুষে তৎ
কৌস্তুভং মম সমর্পয় হস্তে ॥১৯॥
চেৎ স্বকৃত্য মিষতোঽপসৃতে ময্যা-
ক্রমং কমপি হন্ত বিধিৎসেৎ।
একেকেঽপি ভবতি ব্রজরামা-
সংহতি ব্রজপুরন্দরসূণৌ ॥২০॥
তন্নিবেদ্য নিখিলং ব্রজরাজ্ঞীং
মঙ্ক্ষু তাদ্বিকট শাসন পাশৈঃ
হ্রী-তমিস্র কুহরেঽদ্য নিবধ্য
বাহুভূর্ণ কিমুপাতয়িতাস্মি ॥২১॥

নদাতি পরম্পারিত রূপকং। তস্যা অন্তঃ পাটবরূপ তর্কর্ষস্য তথাভূতো বটুস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণমনু কর্ণে হে সখে! সংশৃণুষে ।১৯॥

স্ব কৃত্যমিষেণ ময়ি অপসৃতে সতি চেদ্ যদি ব্রজরামা সংহতিঃ একেকেঽপি ভবতি ত্বয়ি কমপি আক্রমং বিধিৎসেৎ ॥২০॥

তদা মঙ্ক্ষু শীঘ্রং ব্রজরাজ্ঞীং অখিলবৃত্তান্তং নিবেদ্য তস্যা আজ্ঞারূপ বিকট পাশৈঃ লজ্জারূপান্ধকার-কুহরে নিবধ্যোবাভূঃ কিং ন পাতয়িতাস্মি? ইতি সখ্যাঃ আবয়িত্বৈব মিথ্যা ভয়মুৎপাদয়ামাস ॥২১॥

চিত্তে প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কহিলেন—সখে! আমার কথা শুন, তুমি এইদণ্ডে কৌস্তুভমণি আমার হস্তে প্রদান কর ॥১৯।

আমি বিশেষ কোন কার্য্য-ব্যপদেশে উহা লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাই। হায়! তাহাতে এক গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে। ওহে ব্রজরাজ-নন্দন! পাছে তোমাকে একাকী পাইয়া এই ব্রজসুন্দরীগণ কোনরূপে আক্রমণ করে। ইহাতেও আশঙ্কা নাই ॥২০॥

তাহা হইলে ব্রজরাজ-মহিষীর নিকট শীঘ্র সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া তাহার অলঙ্ঘনীয় শাসন পাশে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া উহাদিগকে লজ্জারূপ অন্ধকার-কন্দরে নিশ্চয়ই নিক্ষেপ করিব।” এইরূপে মধুমঙ্গল সকলেরই হৃদয়ে মিথ্যা ভয় উৎপাদন করিলেন ।২১।

ধিক্ ধিয়া-রহিত ! কিং স্বমভৈষী-
রস্মি জিষ্ণুরধুনৈব বিজিষ্যে।
মাতি মৌঢ্যময়-চেষ্টিত-ভঙ্গ্যা
খ্যাপয়াজ্ঞতম ! মৎ পরিভূতিং ॥২২॥
কিং হিত-প্রকথনেঽপ্যতিকুপ্য-
স্যস্তু কৌস্তুভহৃতি স্তব হস্তাৎ।
যাম্যহং যুবতি-পাল্যাপি রঙ্কী-
কৃত্য নৃত্যমপি কারয়তু ত্বাং ॥২৩॥
চিল্লিকোণ-ধুবনেন মুকুন্দঃ
স্বীয়পক্ষগমিতা ইব সভ্যাঃ।

হে ধিয়া-রহিত ! ত্বাং ধিক্, কিং স্বমভৈষীঃ ? অহং জিষ্ণুরস্মি। অধুনৈব বিজিষ্যে। হে অজ্ঞতম ! মৎ পরাভূতিং মা খ্যাপয় ॥২২॥

অহং যামি যুবতি শ্রেণ্যাপি ত্বাং রঙ্কীকৃত্য নৃত্যমপি কারয়তু ॥২৩॥

মধুমঙ্গলের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অসূয়োগ-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"নির্বুদ্ধে ! তোমায় ধিক্ ! তুমি কেন বৃথা ভয় পাইতেছ ? আমি জিষ্ণু, এখনই উহাদিগকে জয় করিয়া ফেলিব। অজ্ঞতম ! অতি মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার-ভঙ্গী করিয়া আমার পরাভব ঘোষণা করিও না ॥২২॥

ইহাতে মধুমঙ্গল অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"বেশ, হে বয়স্য ! হিত বলিতে যখন তুমি অতিশয় কুপিত হইতেছ, তখন আমার এখানে আর থাকিয়া ফল কি ? এই আমি চলিলাম। তোমার হাত হইতে কৌস্তুভমণিই চুরি যা'ক্, কিম্বা এই ব্রজযুবতীগণ তোমাকে নির্ধন করিয়া নাচাইয়াই ফিরুক্, তাহা দেখিবার আমার আবশ্যকতা নাই।" এই বলিয়া বটু অভিমানভরে গমনোদ্যত হইলে, সকলে মিলিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন ॥২৩॥

প্রাহ পশ্যত ময়ৈব জিতানা-
মপ্যতি প্রখরতাং চপলানাং ॥২৪॥
যদ্যজেষ্যদবলা-ততিরেষা
কিং বধাস্যদিতি বোদ্ধুমনীশঃ।
বিস্মিতোঽস্ম্যথ জগাদ বিশাখা
ত্বদ্ ভ্রুবে নম ইতি প্রহসন্তী ॥২৫॥

ভ্রুভঙ্গ্যা স্বীয় পক্ষপাতিতা ইব সভ্যাঃ প্রাহ। ময়া কর্ত্রা জিতানামাসাং চপলানাং অতিপ্রখরতাং যূয়ং পশ্যত ॥২৪॥

নন্বহো কৃষ্ণ! তব জয়ে সতি উক্তিপ্রত্যুক্ত্যা মধুমঙ্গলস্য তিরস্কার সময়ে ভবান্ কথং তূষ্ণীং তস্থাবিত্যত আহ। জয়ং বিনৈবাবামেতাদৃশো প্রগল্ভতা যদি এষা অবলাততিরজেষ্যৎ তদা কিমকরিষ্যদিতি বোদ্ধুমসমর্থোঽহং বিস্মিতোঽস্মি। তথা চ তদানীং বিস্ময়েনাহং স্তব্ধো বভূবেতি ভাবঃ ॥২৫॥

বিদগ্ধবর শ্রীকৃষ্ণ তখন অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে সভ্যসমূহকে স্বীয় কপট পক্ষপাতিতা জ্ঞাপন করিয়া মিথ্যা বাক্যে কহিলেন—"ওগো সভ্যগণ! আমি এই যুবতীগণকে জয় করিয়াছি, তথাপি এই চঞ্চল-স্বভাবাগণের কত প্রখরতা, দেখ। ॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণের এই সগর্ব্ব বাক্যে সভ্যগণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"কানাই! তোমারই যদি জয় হইবে, তবে মধুমঙ্গলের তিরস্কার সময়ে তুমি নীরবে অবস্থান করিয়াছিলে কেন?" ইহারই প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"জয় না করিয়াই যখন এই সকল অবলাবৃন্দের এতদূর প্রগল্ভতা, তখন ইহারা জয়িনী হইলে যে কি করিবে, ইহা বুঝিতে না পারিয়াই আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম।" অনন্তর হাসিতে হাসিতে বিশাখা কহিলেন—"ওহে চতুররাজ! তোমার ভ্রু-সুন্দরীকে নমস্কার করি, ইহা নৃত্য-ভঙ্গিমা দ্বারা সভ্যগণকে স্বপক্ষপাতী করিয়াছে, ইহা মনে করিয়াই ত তুমি মিথ্যা জয় ঘোষণা করিতেছ? ॥২৫॥

বৈরিণী ভবতি যা কুলধর্ম্ম-
ধ্বংসিকাপি সুহৃদালিরিবাস্ত ।
ত্বদ্‌বচোঽপানৃতয়ন্ত্যুদগাৎ সা
ধিম্বতি সদসি কুঞ্চিতকোণা ॥২৬॥
দেহি কৌস্তুভমিতিস্ফুট নান্দী
বাক্যতো মধুভিদি ত্রপমাণে ।
কুন্দবল্ল্যমুমথাস্তক-কণ্ঠা-
দ্রাধিকোরসি দধৌ স্ময়মানা ॥২৭॥
কৃষ্ণ ! পশ্য কুচমধ্যগতং স্বং
বিম্বিতং মণিবরে বিলসন্তং ।

যা তব কুঞ্চিতকোণা কটাক্ষরূপা-স্ত্রী অস্মাকং বৈরিণী কুলধর্ম্মধ্বংসিকাপি ত্বদ্‌বচোঽনৃতয়ন্তী অতএব নোঽস্মান্ ধিম্বতী সতী অস্ত সুহৃদালিরিব উদগাৎ ॥২৬—২৭॥

কিন্তু তোমার ঐ কুঞ্চিত-কোণা কটাক্ষরূপা রমণী আমাদের কুলধর্ম্ম-ধ্বংসিকা বৈরিণী হইয়াও এক্ষণে তোমারই বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক আমাদিগকে সুখিনী করিয়া প্রিয়সখীর ন্যায় শোভা পাইতেছ ॥২৬॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষের সাক্ষীরূপিণী নান্দীমুখী মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন—"শ্যামসুন্দর ! এবার তুমিই পরাজিত হইয়াছ ; অতএব শ্রীরাধাকে কৌস্তুভ প্রদান কর ।" এই কথায় মিথ্যা-প্রাগল্‌ভ্যকারী মধুসূদন বড়ই লজ্জিত হইলেন। কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে গর্ব্বভরে কৌস্তুভমণি খুলিয়া লইয়া শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলেন ॥২৭॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি, শ্রীরাধার বক্ষঃস্থিত সেই কৌস্তুভ মণিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় কুন্দলতা সহাস্যে সেই সুষমা-মাধুরী শ্যামসুন্দরকে দেখাইয়া কহিলেন—"কৃষ্ণ ! দেখ, দেখ, কি সুন্দর ! শ্রীরাধার বক্ষোজ-মধ্যগত মণিবর কৌস্তুভে তোমার প্রতিবিম্ব কেমন

হন্ত যত্ত্বমদধাঃ স ইদানীং
ত্বাং দধাতি মণিরাট্ প্রণয়েন ॥২৮॥
ধন্য ধন্য ! সুষমাময় ! কৃষ্ণস্ত্বং
তবাস্মি মহসঃ প্রতিবিম্বঃ ।
যত্র রাজসি মমাত্র তু বাঞ্ছে-
ত্যৈতুমিত্যগভৃদুন্মদৃগাসীৎ ॥২৯॥

কুন্দবল্লী আহ। পূর্ব্বং যং ত্বং অদধাঃ স মণিবরঃ ইদানীং ত্বাং প্রণয়েন দধাতি ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে ধন্য ধন্য ! শোভাময় ! কৃষ্ণস্ত্বমেব। অহন্তু তব মহসঃ কান্তেঃ প্রতিবিম্বোঽস্মি তব স্থলে এতুং গন্তুং মম বাঞ্ছেব ইতি অগভৃৎ গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণঃ প্রেমাক্লিন্ন দৃগাসীৎ। উন্দী ক্লেদনে ॥ ২৯ ॥

শোভা পাইতেছে দেখ ! ইতঃপূর্ব্বে যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই মণিরাজ প্রীতিভরে তোমাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছে ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণ কৌস্তুভস্থিত স্বীয় প্রতিবিম্বের অনুপম শোভারাশি দর্শনে বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া কহিলেন—"ধন্য ! ধন্য ! হে সুষমাময় প্রতিবিম্ব ! তুমিই কৃষ্ণ, আমি তোমার কান্তির প্রতিবিম্বমাত্র। এক্ষণে তুমি যেখানে বিরাজ করিতেছ, ঐস্থানে সর্ব্বদা বিরাজ করিতে আমার একান্ত বাঞ্ছা হয়—"এই কথা বলিতে বলিতে গিরিধারীর নয়ন-কমল দু'টী প্রেমাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল ॥২৯॥*

---

* তথাহি পদ।—মনোহর বেশ, রচল সখীগণ, বৈঠল সবে একঠাম। পাশক কেলি-রচল, পুন তৈখনে পুন, করু নিজ নিজ কাম॥ সজনি কানুক বড় বিপরীত। যো ইথে হারব, দখিন গণ্ড নিজ, দেওব দংশন নীত॥ ধ্রু॥ পহিলহি কানু জিত করি ঐছন, কামিনী তহিঁ ভেল ভোর। খেলন পুন কর বাল, রাই বিরচল পাশক জোরহি জোর॥ বামনক্ষ দশ করি, সুন্দরী ডারল, নিজ জিত লয়ে সেই দান। বলে ছলে বাম, গণ্ড পুন দংশই, ভোর বিদগধ কান॥ রাই জিতি পুন মুরলী হারল বলে, কানু কহে ইহ নহে রীত। মঝু মুখ চুম্বন, কিয়ে ভুজ বন্ধন করহ যোই ইহ নীত॥ এত শুনি রাই, কহত শুন নাগর, যা হোক যো মন মান। রাধামোহন হাসি কহত তুহুঁ জানি পুন পিছে কর আন॥ পঃ কঃ তঃ

রাধিকাপ্যয়ম বাঞ্ছিতবক্ত্রা
বীক্ষ্য তাস্তমিমমাত্মকুচান্তঃ।
কঞ্চুকং ত্রপমপিদ্বিষতী সা-
নন্দজাড্যজলধৌ নিমমজ্জ ॥৩০॥
খেলতং রসনিধী! পুনরত্রা-
শ্লেষ এব পণ ইত্যথ কৌন্দ্যা।
কৈতবে ঘটিত এব মুকুন্দ-
স্তাং জয়ন্-গ্রহ-পরিগ্রহ-চঞ্চুঃ ॥৩১॥

রাধিকাপি অয়ং শীঘ্রং অধোবক্ত্রা সতী স্বকুচমধ্যে ভাস্তমিমং কৃষ্ণং বীক্ষ্য ব্যবধায়কং কঞ্চুকং দ্বিষতী ততঃ কঞ্চুকদূরীচিকীর্ষায়াং প্রতিবন্ধকত্বে নোৎপদ্যমানাং লজ্জামপি দ্বিষতী সা॥ ৩০॥

হে রসনিধী! যুবাং খেলতং ইতি কুন্দবল্ল্যা কৈতবে দ্যূতকর্ম্মণি ঘটিতে প্রবর্ত্তিতে সতি। চঞ্চুঃপ্রবীণঃ ॥৩১॥

এদিকে শ্রীরাধিকাও তৎক্ষণাৎ আনত-বদনে অন্যের অলক্ষিত-ভাবে স্বীয় বক্ষোজ অন্তর্বর্ত্তী কৌস্তভ-মণিবরে সেই প্রিয়-প্রতিবিম্ব দর্শনে হৃদয়-স্পর্শের ব্যবধান স্বরূপ কঞ্চুকীকে (কাঁচুলীকে) দূরে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিয়া এবং তৎকালে প্রতিবন্ধকরূপে উপজাত লজ্জার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে করিতে আনন্দ-জাড্য-জলধি মধ্যে নিমগ্ন হইলেন ॥৩০॥

অতঃপর কিছুক্ষণ পরে কুন্দলতা কহিলেন—"হে রসনিধিদ্বয়! এইবার আলিঙ্গন পণ করিয়া তোমরা পুনরায় খেলা আরম্ভ কর।" পুনরায় পাশাক্রীড়া আরম্ভ হইল—শ্রীকৃষ্ণ জয়লাভ করিয়া সেই আলিঙ্গন-পণ গ্রহণে প্রবীণ হইলেন ॥৩১॥*

* তথাহি পদ—বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহে মেলি। বাঢ়ায়ত দুঁহুজন কৌতুক কেলি॥ সখীগণ থির করি কহে পুন বাণী। ঐছনে হারিজিত নাহি মানি॥ নিজ অঙ্গ পণ কর কহে পুনর্ব্বার। হারি জিত তব করিব বিচার॥ এত শুনি দোঁহে পুন বৈঠল তাই। দশমাপঞ্চ দান নিল রাই॥ সাতা দুয়া চৌ পঞ্চ দান নিল কান। তাকু তবহুঁ অঙ্গ চান যত দান॥ ঐছে বিচারি খেলয়ে দুঁহু মেলি। মাধব আনন্দে নিমগন ভেলি॥ পঃ কঃ তঃ

প্রাহ গর্ব্বিণি ! কথং কুটিলভ্রূঃ
সাম্প্রতং ভবসি কুঞ্চিতগাত্রী ।
ন্যায়তোঽস্যয়ি ! জিতা সুকলাপি
ত্বং কিমত্র কৃপণা পণদানে ॥৩২॥
(যুগ্মকং)

চুম্বমগ্লহক দেবন এবং
সা বিজিতা যদিতং প্রজগল্‌ভে ।
প্রাহ সস্মিতময়ং নিজগণ্ডং
তন্মুখাব্জ নিকটে নিদধানঃ ॥৩৩॥
ত্বয়াহং সখি ! গৃহান জিতোঽহং
যত্তয়াত্র সদসীতি ততঃ সা ।

ন্যায়তস্ত্বং জিতা পরাভূতা অতঃ সুকলা-দাত্রী অপি কিমত্র কৃপণাসি ? দাত্রীণাং কার্পণ্যমনুচিতমিতি ভাবঃ ॥৩২॥

চুম্বনমেব মঙো যত্র এবম্ভূতে দেবনে ক্রীড়ায়াং সা কৃষ্ণং বিজিত্য যদি প্রাজগল্‌ভে ; তদা অয়ং কৃষ্ণঃ নিজগণ্ডং দধানঃ সন্ প্রাহঃ ॥৩৩॥

কিন্তু শ্রীরাধিকা তাহাতে ভ্রূ-কুটিল করিয়া সঙ্কুচিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"অয়ি গর্ব্বিণি ! তুমি ন্যায়তঃ পরাজিতা হইয়াছ ; এক্ষণে আলিঙ্গন-পণ দিবার সময় ভ্রূকুটিল করিয়া কুঞ্চিতাঙ্গী হইলে চলিবে কেন ? তুমি দানশীলা হইয়া পণ-দানে কৃপণা হইতেছ কেন ? দাত্রীর পক্ষে এরূপ কার্পণ্য প্রকাশ অনুচিত ॥৩২॥

এই বলিয়া বিদগ্ধরাজ বলপূর্ব্বক পণ আদায় করিয়া লইলে পুনরায় চুম্বন-পণ রাখিয়া ক্রীড়া আরম্ভ হইল । এইবার শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া প্রাগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে ভঙ্গী করিয়া নিজ গণ্ড শ্রীরাধার মুখ-পদ্মের নিকট ধারণ করিয়া কহিলেন ॥৩৩॥

"হে সখি ! আমিও এই সভায় পরাজিত হইয়াছি, এখন তোমার চুম্বন-পণ গ্রহণ কর"—শ্রীকৃষ্ণের এই সরস বাগ্‌ভঙ্গীতে ললিতাদি সখীগণ উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিলেন—সে হাসির বেগ শ্রীরাধাও

স্বাঃ সখীঃ স্মিতমুখীরভিবীক্ষ্য
বাঞ্চলেন পিদধে হসদাস্যং ॥৩৪॥
হাস্যরংহসি দরোপশমে সা
প্রাহ সাহসিক! নাহমজৈষং।
ওমিতিশ্রিতবলঃ পুনরস্যা
এব গণ্ড মসকৃৎ স চুচম্ব ॥৩৫॥
সত্যমীদৃশ পণং নিদিশন্তী
দেবনং ত্বময়ি! দেবর-বন্ধুঃ।
কৌন্দি! মাং হসসি ত্বমিদানীং
খেলনাহমিতি সা বিরতাভূৎ ॥৩৬॥

হসদিত্যাস্যস্য কর্তৃত্বে যেন রুদ্ধমানমপি হাস্যং স্বয়ংপ্রকটোভবতীতি বুধ্যতে ॥৩৪—৩৫॥

হে কৌন্দি! ঈদৃশং পণং দেবনং ক্রীড়াং নিদীশন্তী ত্বমেব খেল ॥৩৬॥

প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না, অধরপ্রান্তে স্বয়ংই প্রকটিত হইয়া উঠিল—তখন শ্রীরাধা বসনাঞ্চলে সে হাস্যফুল্ল মুখ আবৃত্ত করিয়া ঈষৎ গ্রীবা পরিবর্ত্তন করিলেন ॥৩৪॥

অনন্তর সেই উচ্চ হাস্য-তরঙ্গের বেগ কথঞ্চিত উপশম হইলে শ্রীরাধা কহিলেন—"ওহে সাহসিক! আমি তোমায় জয় করি নাই ত?" তখন শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে কহিলেন—"বেশ! আমারই যখন জয় স্বীকার করিলে, তখন আমার প্রাপ্য পণ গ্রহণ করি"—এই বলিয়া বিদগ্ধরাজ বলপূর্ব্বক শ্রীরাধার গণ্ডে পুনঃপুন চুম্বনাঙ্ক প্রদান করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

তদ্দর্শনে কুন্দলতা অধর টিপিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীরাধা ঈষৎ রোষব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"কুন্দলতে! বলি, ও দেবরবন্ধু! এরূপ পণ-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া এখন বেশ হাস্য করিতেছ? তুমি এই প্রকার পণ রাখিয়া তোমার ঐ দেবরের সঙ্গে খেলা কর, আমি আর খেলা করিব না"—এই বলিয়া শ্রীরাধা খেলায় বিরত হইলেন ॥৩৬॥

আলি! বেণুমহতীপণ জুষ্টা
মক্ষকেলি মধুনা রচয়িত্বা।
জিত্বরী ভব ভয়েতি নিদিষ্টা
দীব্যতিস্ম পুনরায়ত-নেত্রা ॥৩৭॥
তত্র সৈব জিতবত্যা বদতঃ
দেহি বেণুমিতি তং স বিচিন্বন্।
তুন্দবন্ধমনু পাণি বিমর্শৈ
র্নাপ্নুবন্ন সখায়মপৃচ্ছৎ ॥৩৮॥
কাহমস্মি চিরমত্র বনান্তে
ত্বং ক পর্য্যটন-কৌতুকমত্তঃ।

হে আলি! পুনশ্চ ত্বং জিত্বরী ভব ইতি তয়া কুন্দবল্যা নিদিষ্টা সা দিব্যতিস্ম ॥৩৭॥
স শ্রীকৃষ্ণঃ তং বেণুং বিচিন্বন্ তুন্দবন্ধে পাণিস্পর্শৈর্ন আপ্নুবন্ সন্ অথ মধুমঙ্গলং অপৃচ্ছৎ ॥৩৮॥

কুন্দলতা তখন মধুর প্রবোধ বাক্যে কহিলেন—"প্রিয়সখি! আর এরূপ পণের প্রয়োজন নাই, এইবার মুরলী ও তোমার বীণা পণ করিয়া পাশা খেলা আরম্ভ কর, তোমারই জয়লাভ হইবে।"—কুন্দলতার এইরূপ নির্দ্দেশ অনুসারে আয়তাক্ষী শ্রীরাধা পুনরায় ক্রীড়ারম্ভ করিলেন ॥৩৭॥

এই খেলায় শ্রীরাধা জয়লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"এবার বেণু দাও।" শ্রীকৃষ্ণ বেণুর অন্বেষণে নিজ তুন্দবন্ধে হস্ত প্রদান করিয়াও বেণু না পাইয়া সখা মধুমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি, সখা! আমার বেণু কোথায় গেল? ॥৩৮॥

মধুমঙ্গল তখন স্বভাব সুলভ পরিহাস ভঙ্গীতে কহিলেন—"বহুক্ষণ হইতে এই বনমধ্যাসীন আমিই কোথায়? আর পর্য্যটন-

দ্যূত-পান-বনিতাস্ত বিষক্তঃ
ক ত্বমস্মি তনুমান্ ক নু ধর্ম্মঃ ॥৩৯॥
কৌস্তুভস্তু গত এব য আসীদ্,
বেণুরেব তব মোহনমস্ত্রং।
সোঽপ্যগাদুপবিশন্নথ রীরী
গীতমাতনু মুখেন সুখেন ॥ ৪০ ॥
আর্য্য! সাধু ভণিতং গতবেণুঃ
কেন কর্ষতু বনং প্রতি রামাঃ।
যাপয়িষ্যতি কথং বত যামা-
নেষ সঙ্কটমিদং তব চাভূৎ ॥৪১॥

পৃষ্টঃ স মধুমঙ্গল আহ। চিরকালং ব্যাপ্যৈব বনেঽস্মাহং বা ক। ভ্রমণ-কৌতুক-মত্তস্ত্বং বা ক। অত্যন্তাসম্ভাবনায়াং ক দ্বয়ং। তনুমান্ ধর্ম্মস্বরূপো ঽহং বা ক ॥ ৩৯ ॥

সোঽপি বেণুরগাৎ গতঃ অধুনা উপবিশন্ সন্ সুখেন গীতং আতনু ॥৪০॥

ললিতাহ। আর্য্যেতি গতবেণুরেশঃ কেন হেতুনা বনং প্রতি —কর্ষতু। কথং যামান্ যাপয়িষ্যতি। তব চ গমনাগমনরূপ দৌত্য-কর্ম্মাণি সঙ্কট মভূৎ ॥৪১॥

কৌতুক-মত্ত তুমিই বা কোথায়? মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ আমিই কোথায়? আর দ্যূত-পান-বনিতাসক্ত তুমিই বা কোথায়? ॥৩৯॥

তোমার কৌস্তুভমণি ত পূর্ব্বেই গিয়াছে, অবশিষ্ট তোমার যে মোহন অস্ত্র বেণুটী ছিল, সেটাও চলিয়া গেল, এখন যেখানে সেখানে বসিয়া কেবল মুখে গোপজাতি-সুলভ "রীরী রীরী" গান করিতে থাক ॥৪০॥

বাকচতুরা ললিতা তেমনই ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন—"আর্য্য! তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ,—তোমার সখার বেণু গিয়াছে এখন কি উপায়ে ব্রজসুন্দরীগণকে এই বনমধ্যে আকর্ষণ করিবেন এবং কি রূপেই বা কালযাপন করিবেন? ব্রজসুন্দরীগণকে তোমার সখার নিকট আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুন গমনাগমনরূপ দৌত্য কর্ম্মের গুরুভার

কিংব্রবীষি ললিতে! ত্বমিহৈকা
প্রেমবত্যসি কৃপালুরতো মে।
সঙ্কটংত্বদপনেষ্যসি ধন্যে-
ত্যস্ময়ন্ত সুদৃশো বটু বাক্যাৎ ॥৪২॥
হং যয়া দ্বিজ! বৃতোঽস্যয়ি! দুর্গা-
দত্তদিব্যবলিভুক্ স্ব পুরোধাঃ।
সা ত্বদৃঢ়তনুরেষ্যতি পদ্মা
সখ্যরুর্দবয়িতা তব সখ্যুঃ॥৪৩॥

বটুস্তাং প্রত্যাহ। হে ললিতে! একা ত্বমেবাত্র শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবতী। ময়ি চ কৃপালুরসি অতো ধন্যা ত্বং মৎ সঙ্কটমপনেষ্যসি। তথাচ কৃপয়া স্বয়মেবাগত্য শ্রীকৃষ্ণেন সহ মিলনং করিষ্যসীতিভাবঃ। ইতি মধুমঙ্গল বাক্যাৎ সর্ব্বাঃ সুদৃশঃ অস্ময়ন্ত হাসাং চক্রু ॥৪২॥

কুপিতা ললিতা আহ। হে দ্বিজ! যয়া বৃতঃ অতএব পুরোধাঃ পুরোহিতঃ সন্ দুর্গায়ৈ দত্তস্য দিব্য বলেঃ পূজোপহারস্য ভোক্তা অসি। সা পদ্মাসখী চন্দ্রাবলী ত্বদৃঢ়-তনুঃ অর্থাত্তব স্কন্ধে আরুহ্য অত্র কুঞ্জে আয়াস্যতি। তব সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অরুঃপীড়াং দবয়িতা। পক্ষে হে দ্বিজ! পক্ষিন্। হে দুর্গয়া আদত্ত! স্ববাহনত্বেন স্বীকৃত ইত্যর্থঃ। বলিভুগ্বায়সঃত্বং যয়া বৃতোঽসি। অস্যা পুরে ধাবতীতি স্বপুরোধা ঔণাদিকঃ ॥৪৩॥

সম্প্রতি তোমারই স্কন্ধে পড়িল দেখিতেছি,—সুতরাং তোমারই মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল ॥৪১॥

মধুমঙ্গল একটু বিনম্র বাক্যে কহিলেন—"কি বলিতেছ ললিতে! তুমিই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবতী এবং আমার উপরেও বিশেষ কৃপাবতী, অতএব তুমিই ধন্যা! কৃপা করিয়া এই ব্রাহ্মণের সঙ্কটটা তোমাকে দূর করিতেই হইবে! তুমি স্বয়ং আসিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হও, তাহা হইলে আর আমাকে গমনাগমন করিতে হইবে না।" বটুর এই শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া সুলোচনা ব্রজ-রামাগণ সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ॥৪২॥

ললিতা তাহাতে কুপিতা হইয়া কহিলেন—"ওহে দ্বিজ! তোমাকে

মুঞ্চ হাস্যমিদমুদ্দিশ বংশীং
কৃষ্ণ! বেদ্মি ন গতির্ললিতে! ত্বং।
ত্বৎসখী কিমহরন্নহি বিষ্ণুঃ
কাপি নাত্র পরবস্তু জিহীর্ষুঃ ॥৪৪॥
সাচ্যুতা মম হৃতৈব ভবত্যা
দোলকেলিমনু তুন্দপটাদ্বা।

শ্রীকৃষ্ণ আহ। মুঞ্চেতি। ললিতাহ। হে কৃষ্ণ! অহং ন বেদ্মি। কৃষ্ণ-আহ। গতিরিতি। ললিতাহ। নহীতি, আসাং মধ্যে কাপি পরবস্তু জিহির্ষুর্নাস্তি ॥৪৪॥

পৌরহিত্যে বরণ করিলে তুমি যাহার পুরোহিত হইয়াও শ্রীদুর্গাদেবীর উদ্দেশে প্রদত্ত দিব্য বলি অর্থাৎ পূজোপহার ভোজন করিয়া থাক, সেই পদ্মাসখী চন্দ্রাবলী তোমার স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক এই কুঞ্জে আসিয়া তোমার সখার কন্দর্প-পীড়া দূর করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে ললিতা শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—"ওহে দ্বিজ! অর্থাৎ ওহে পক্ষিন্! ওহে দুর্গা-কর্ত্তৃক-স্ববলিরূপে-স্বীকৃত! তুমি বলিভুক্ অর্থাৎ বায়স, তোমাকে যে বরণ করে, তুমি তাহারই অগ্রে অগ্রে (ভোজনের লোভে) থাবিত হইয়া থাক।৪৩॥

ললিতার রোষ-কষায়িত পরীহাসবাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ললিতে! এখন হাসি রাখ, আমার বংশী কোথায় বল।"

ললিতা উপেক্ষাব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"ওহে কৃষ্ণ! আমি কি জানি?" শ্রীকৃষ্ণ বিনীতভাবে কহিলেন—ললিতে! তুমিই আমার একমাত্র গতি, তোমার সখী শ্রীরাধা চুরি করিয়াছেন কি না বল?"

ললিতা ঈষৎ তীব্রভাবে কহিলেন—"বিষ্ণু! বিষ্ণু! এরূপ সন্দেহ হ'তেই পারে না। আমাদের মধ্যে পরবস্তু-হরণাভিলাষিণী কেহই নাই ॥৪৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হিন্দোল ক্রীড়ার সময়ে আমার তুন্দবন্ধ হইতে মুরলীটী পড়িয়া গিয়াছিল, তুমি নিশ্চয়ই সেই সময় হরণ করিয়াছ।"

মাধবার্ক-শপথঃ সখি ! পানে
সাধুনঃ কিমু শপেহচ্যুত ! বিষ্ণোঃ ॥৪৫॥
কাঞ্চদম্বুযুধিবা নহি নহ্যে-
বাম্বুজেক্ষণ ! তদেব হি দিব্যং।
তর্হি মে ক নু গতা বত বংশী
কৌতুকং কিমিহ পশ্যত সভ্যাঃ ! ॥৪৬॥
দাতুমপ্রভু মহো ? গ্রহমেষা
ত্বাং নিবধ্য ভুজবল্লরিপাশৈঃ।

দোল কেলৌ মম ভুজবল্লাধিচ্যুতা সা ভবত্যৈব হৃতা। হে মাধব ! সূর্য্য-শপথঃ। হে সখি ! মধুপানে বা কিং হৃতা। হে অচ্যুত ! বিষ্ণোঃ শপথঃ ॥৪৫॥

হে অম্বুজেক্ষণ ! তদেব দিব্যং ॥১৬॥৪৭॥

ললিতা।—মাধব ! সূর্য্যদেবের শপথ ক'রে বলিতেছি, আমি তোমার মুরলী লই নাই।"

শ্রীকৃষ্ণ।—সে সময় না হয়, ঠিক মধুপানের সময় লইয়াছ কি বল ?"

ললিতা।—হে অচ্যুত ! আমি বিষ্ণুর শপথ বলিতেছি, তোমার মুরলী হরণ করি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ।—তবে ঠিক জলযুদ্ধের সময় লইয়াছ ?

ললিতা।—না না অম্বুজেক্ষণ ! আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, তোমার মুরলী কখনই হরণ করি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—"তবে আমার মুরলী কোথায় গেল ?"

ললিতা হাস্য করিয়া উঠিলেন—কহিলেন "ওগো সভাগণ ! ইহা এক মন্দ কৌতুক নয়, দেখ দেখি, উনি নিজে কোথায় মুরলী হারাইয়া আসিয়া শেষে আমাদিগের উপর চৌর্য্যের দাবী দিতেছেন ॥৪৬॥

তখন কুন্দলতা হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"অহো !

যদায়য়ামতি মনোজনৃপাগ্রে
কাত্র যুক্তিরিতি কুন্দলতোচে ॥৪৭॥
হন্ত! কিং ব্রজপুরন্দর-সূনোঃ
কষ্টমেতদবলোকিতুমীশে।
ক্ষমাতোং তদথবা পণহেতোঃ
পীতচেল মুররীকুরু রাধে! ॥৪৮॥
মাধবোঽবদদয়ে! সমধীত
জ্যোতিষাগম! সখে! গণয়াসাং।
কা জহার মুরলীমথ কিঞ্চি-
দ্ভাবয়ন্ স ললিতেতি জগাদ ॥৪৯॥

নান্দীমুখ্যাহ। হন্ত কিং ভুজ-পাশৈর্বদ্ধা রাজাগ্রেশ্রীকৃষ্ণস্য নয়নরূপবষ্টং অবলোকিতু মহং কথমীশে ॥৪৮॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে অধীত-জ্যোতিষাগম! মধুমঙ্গল! গণয়, আসাং মধ্যে কা জহার ॥৪৯॥

তুমি যখন পাশ-ক্রীড়ায় মুরলী পণ রাখিয়া হারিয়াছ, তখন মুরলী দিতে না পারিলে শ্রীরাধিকা তোমাকে বাহুলতা-পাশে আবদ্ধ করিয়া এখনই মন্মথ-রাজের নিকট লইয়া যাইবেন, এক্ষণে ইহারই বা যুক্তি কি? ॥৪৭॥

এই কথা শুনিয়া নান্দীমুখী কহিলেন—"হায়! রাধে! তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে বাহুলতা-পাশে বন্ধন করিয়া কন্দর্প রাজাগ্রে লইয়া গেলে, আমরা তাঁহার সেই কষ্ট কখনই দেখিতে পারিব না। অতএব আমাদের অনুরোধে হয়, তাঁহাকে ক্ষমা কর, নতুবা পণের স্বরূপে উঁহার পীত উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টা হও ॥৪৮॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে কহিলেন—"ওহে সখে! তুমি ত জ্যোতিষাগম সমগ্ররূপেই অধ্যয়ন করিয়াছ, গণনা করিয়া দেখ দেখি, ইহাদের মধ্যে কে আমার মুরলী চুরি করিয়াছে।"

মধুমঙ্গল কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—'ললিতা' ॥৪৯॥

নাহমস্মি কুটিলেতি বদন্তী-
মাহ তাং গিরিধরো রসনাং স্বাং।
কঞ্চুকীং কচ-ততিং চ বিমুক্ত-
গ্রন্থিমীক্ষয়ন্ চেন্মম কা ভীঃ ॥৫০॥
সা ক্রুধা বহু দুধাব নিচোলং
প্রাগথাত্ত চিকুরো হরিরস্যাঃ।
কঞ্চুকীং করধৃতোঽপি নখৈর্দান্
লোচনেঙ্গিত বিদত্যজদেনাং ॥৫১॥

হে কুটিল! নাহমস্মীতিবদন্তীং ললিতাং গিরিধর আহ। হে ললিতে স্বীয়াং রসনাং ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাং বিমুক্তগ্রন্থিং ঈক্ষয় ॥৫০॥

সা ললিতা প্রাক্ শীঘ্রং নিচোলং দুধাব কম্পয়ামাস। অথানন্তরং অস্যা আত্তচিকুরো হরিঃ ললিতয়া করেণ ধৃতো অর্থাৎ নিবারিতোঽপি কঞ্চুকং নখৈর্দান খণ্ডয়ন্ রাধিকাং প্রতি ললিতায়া লোচনেঙ্গিতৈবং কৃষ্ণঃ এনাং ললিতা মত্যাক্ষীৎ ॥৫১॥

ললিতা এই শ্রবণে কহিলেন—"ওহে কুটিল! আমি চুরি করিব কেন?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"শুন ললিতে! তুমি এখন তোমার কঞ্চুকী (কাঁচুলী), কবরী, নিবান্ধ বা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া আমাকে দেখাও, অন্যথায় আমি নিজেই উন্মোচন করিয়া দেখিব ইহাতে আমার ভয় কি আছে ॥৫০॥

এই কথা শুনিয়া ললিতা ক্রোধভরে শীঘ্র স্বীয় পরিধেয় বসন বহুবার কম্পিত করিতে লাগিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সহসা ললিতার কবরী ধারণপূর্ব্বক তাঁহার করপল্লব দ্বারা বারংবার নিবারিত হইয়াও নখদ্বারা বক্ষের কঞ্চুকী খণ্ডন করিতে লাগিলেন। তাহাতে ললিতা নয়নেঙ্গিতে শ্রীরাধাই মুরলী হরণ করিয়াছেন, জানাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ ললিতাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥৫১॥

রাধিকামথ তথৈব বিশাখাং
তত্তদক্ষি-তট-ধুনন-প্রণুন্নঃ।
স ব্যকর্ষদপরা অপি চক্রে
ন ক্ষণাৎ ত্রুটিত-কঞ্চুলিকাঃ কিং ॥৫২॥
তাবদেত্য বনদেব্যথ কাচিৎ
প্রাহ সূর্য্যসদনে জটিলাগাৎ।
তাস্ততো নিখিলকেলি-মুদস্ত
ত্রস্তনেত্র মগুরস্তিক মস্যাঃ ॥৫৩॥
কিংস্থ রে। ক নু বিলম্বমকার্ষিঃ
স্নাতুমত্র যদগাং স্থর-নদ্যাং।

তাস্য মক্ষিতট-ধুননেন প্রণুন্নঃ প্রেরিতঃ সন্ রাধিকাং তথৈব বিশাখাং স ব্যকর্ষৎ। অপরা অপি সখিঃ কিং ক্ষণাৎ ত্রুটিত-কঞ্চুলিকাঃ ন চক্রে ॥৫২॥৫৩॥

এইরূপে ললিতার নয়নেঙ্গিত পাইয়া রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ললিতার ন্যায় শ্রীরাধিকার কঞ্চুকাদি খণ্ডন করিলেন এবং শ্রীরাধিকার নয়নেঙ্গিতের প্রেরণায় বিশাখারও সেই দশা সম্পাদন করিলেন। এইরূপে এক এক জনের নয়নেঙ্গিতের সূচনায় অপর সকল সখীই ছিন্ন-কঞ্চুলিকা হইলেন ॥৫২॥

অতঃপর তৎকালে জনৈকা বনদেবী আসিয়া কহিলেন—"সূর্য্য-মন্দিরে জটিলা আসিয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র ব্রজসুন্দরীগণ সমস্ত ক্রীড়া-কলা পরিত্যাগ করিয়া ত্রস্ত নয়নে জটিলার সমীপে গমন করিলেন ॥৫৩॥ *

* পদ।—রাধা-মাধব, পাশা খেলত, করি কত বিবিধ বিধান। দুহুঁক বচন-রীতি, কেবল পীরিতি, দুহু বর রসিক-নিধান ॥ সখি হে আজু নাহি আনন্দ ওর। দুহু দোঁহা রূপ নয়ন ভরি পিবই দুহু কিয়ে চন্দ্র-চকোর ॥ হাতাহি হাত লাগল, বর খেলত, ভাবি অবশ তনু দেহ। আনন্দ-সাগরে নিমগন দুহুঁ মন, ভুলল নিজ নিজ গেহ ॥ ঐছন সময়ে নিয়োজিত শুক কহে, জটিলাগমন অনাজ। রাধা মোহন পহুঁ চতুর শিরোমণি সাজল দ্বিজবর-রাজ ॥ পঃ কঃ

কিং ন কুন্দলতিকামিহ বীক্ষে
সা গতা মম পুরোহিত হেতোঃ ॥৫৪॥
নৈতি কিং চিরমিয়ং কলয়ারা—
দাগতাং সহপুরোধ সমেনাং।
বিপ্রবেশধর কৃষ্ণ সমেতা
সা গতাথ নিজগাদ চ বৃন্দাং ॥৫৫॥

সুরনদ্যাং মানসগঙ্গায়াং স্নাতুমদ্য অগাং মম পুরোহিতস্য হেতোঃ সা কুন্দলতিকা গতা ॥৫৪॥

ইয়ং কুন্দলতা চিরকালং ব্যাপ্য কথং ন এতি। রাধিকাহ· পুরোহিতেন সহিতাং নিকটে আগতাং এনাং পশ্য ॥৫৫॥

জটিলা সন্দিগ্ধভাবে বধূ শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হারে! এতক্ষণ কি করিতেছিলে; কোথায় এত বিলম্ব হ'ল ?

শ্রীরাধা কহিলেন—"আমরা আজ মানস-গঙ্গাতে স্নান করিতে গিয়াছিলাম।

জটিলা।—তবে কুন্দলতাকে দেখিতেছি না কেন ?

শ্রীরাধা।—সে আমার সূর্য্য-পূজার জন্য পুরোহিত আনিতে গিয়াছে।৫৪॥

জটিলা।—এতক্ষণ হ'ল কুন্দলতা আসিতেছে না কেন ?

শ্রীরাধিকা।—ঐ দেখুন, কুন্দলতা পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

অতঃপর বিপ্রবেশধর শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে কুন্দলতা আসিয়া বৃদ্ধা জটিলাকে কহিলেন। ৫॥

তথাহি পদ।—জটিলাগমন কথা শুনি সশঙ্কিত। সূর্য্যের মন্দিরে সবে হইল উপনীত॥ প্রবেশিল সবে সূর্য্য মন্দির ভিতরে। হেনকালে তথা আসি জটিলা উত্তরে॥ দিনমণি প্রণমিতে আইলা জটিলা। দেখে যত বসিয়াছে আভীরীর বালা॥ কুন্দ তথা দেখি কথা কহে ব্যাজ কেনে। কুন্দলতা কহে বিপ্র না পাই এখানে॥ জটিলা কহয়ে কেনে কোথা গেল বটু। কুন্দলতা কহে তোমার কথায় ভেল কটু॥ আর এক বিপ্র আছে গর্গ মুনির শিষ্য। জটিলা কহয়ে তবে আনহ অবশ্য॥ শুনি কুন্দলতা গেল ব্রাহ্মণ আনিতে মাধব চলিল তার পাছেতে পাছেতে॥ পঃ কঃ তঃ

নাদ্য কোঽপি চির মার্গসাতোঽপি
প্রাপ্যতে দ্বিজসুতো নিজ গোষ্ঠে।
কিন্ত্বয়ং মধুপুরীভব আগা—
দত্র গর্গ কলিতাখিলবিদ্যঃ ॥৫৬॥
এনমেব বহুবর্ণিনমত্র
স্তৌতি পণ্ডিতততির্ম্মতিমন্তং।

পক্ষে গর্গেণ কলিতা জ্ঞাপিতা অখিলা বিদ্যা যস্য সঃ। মধুপুরী ভব ইতি সত্যৈব সরস্বতী ॥৫৬॥

এনং বর্ণিনং ব্রহ্মচারিণং বহু স্তৌতি। পক্ষে বহুরূপিণং শুক্লোরক্ত তথা পীত ইতি তু সরস্বতী। পুরোঽগ্রে বধ্বা হিতত্বয়া বৃণু ॥৫৭॥

"আর্য্যে! আজ বহুক্ষণ ধরিয়া অন্বেষণ করিয়াও আমাদের গোষ্ঠে একজনও দ্বিজপুত্র পাইলাম না, অনেক কষ্টে মধুপুরীবাসী নিখিল বিদ্যাবিদ্ এই গর্গ-শিষ্য বটুকে পাইয়াছি ॥৫৬॥ *

* তথাহি পদ।—জটিলা আসিয়া তবে, কহয়ে সবারে এবে, পুরোহিত আনহ যাইয়া। শুনি পুন কুন্দলতা, হয়ে অতি হর্ষচিতা, সেইক্ষণে চলিলা ধাইয়া॥ দেখে কৃষ্ণ অপরূপ লীলা। ধীর শান্ত কলেবর, সাক্ষাৎ বিপ্রবেশধর, কেহো নাহি লখিতে নারিলা॥ আসি কুন্দলতা দেবী, কহয়ে বৃদ্ধারে ভাবি, মাথুর দেশীয় গর্গছাত্র। ব্রহ্মচর্য্য সদা ধরে, না দেখে অবলা করে, আমার সাধনে আইলা মাত্র॥ শুনি সেই হর্ষমতি, করয়ে মিনতি স্তুতি, ত্বরান্বিতা কহয়ে বধূরে। এই বিপ্র বিজ্ঞবর, সুশীল সর্ব্বগুণধর, পৌরহিত্যে বরহ ইহারে॥ শুনি রাই হর্ষ হৈয়া, ধীরে ধীরে কহে যাঞা, এই মোর মিত্র পূজিবারে। বিশ্বশর্ম্মা নামে খ্যাত, জগত-মঙ্গল গোত্র, পুরোহিতে বরিনু তোমারে॥ তবে সেই বিপ্রবর, কুশাগ্রে কর্ষিয়া কর, রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিল। নমো নমো মিত্রবরে, এই মন্ত্র উচ্চারে, অর্ঘ্য দিয়া পূজা সমর্পিল॥ তবে বৃদ্ধা হর্ষভরে, দক্ষিণা লইতে তারে,পুনঃ পুন যত্নেতে সাধিল। তেহোঁ কহে কার্য্য নাহি, তোমা সবার প্রীতি চাহি, এই মোর দক্ষিণা হইল॥ তবে সেই তুষ্ট হৈয়া, রতন মুদ্রাদি দিয়া, কহে নিত, করাবে পূজন। দণ্ডবৎ প্রণতি কৈলা, রাইকে লইয়া গেলা, সঙ্গে চলু এ যদু নন্দন॥ পঃ কঃ তঃ

তন্ময়াগ্রহশতৈরিহ নীতং
ত্বং পুরোহিত তয়া বৃণু বধ্বাঃ ॥৫৭॥
ত্বং জরত্যবদদন্ত কৃতার্থে—
বাভবং ভবদবেক্ষণ-মাত্রাৎ।
বিপ্রবর্য্য! পরিপূরিতকামাং
মদ্বধূং কুরু সমর্চ্চয় মিত্রং ॥৫৮॥
ধীরতার-নয়নঃ সিতবাসা
দর্ভ-সম্বলিত-পুস্তক-পাণিঃ।
সামগান-মধুর-স্বর-কণ্ঠো
মূর্ত্তিমান্ শম ইবেষ তদোচে ॥৫৯॥
বর্ণিনো যদপি নোচিতমেব
স্ত্রীবিলোকন মথাপ্যতিসাধ্বীং।

বিশেষেণ প্রকর্ষেণ বর্যোতি সরস্বতী। মিত্রং সূর্য্যং। পক্ষে মিত্রং ত্বাং অর্চ্চয় তত এব বধূং পুরিত-কামাং কুরু ॥৫৮॥

এষ শ্রীকৃষ্ণস্তদাউচে। কথম্ভূতঃ ধীরে তারে যয়োস্তথা ভূতে নয়নে যস্য ॥৫৯॥ তথাপি বস্ত্রেণ আচ্ছাদিত তনুং অতি সাধ্বীং কামং বাঞ্ছিতং প্রাতি পুরয়তি

এই মতিমান বহুবর্ণী অর্থাৎ ব্রহ্মচারীকে পণ্ডিতগণ বহুস্তুতি করিয়া থাকেন, আমি অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া ইহাঁকে এখানে আনয়ন করিয়াছি, আপনি বধূর হিতার্থ পুরোহিতরূপে ইহাঁকে বরণ করুন।

এস্থলে "বহুবর্ণী" বাক্যের শ্লিষ্টার্থ বহুবেশধারী এবং শুক্ল, রক্ত, পীতাদি যুগে যুগে বহুবর্ণ-বিশিষ্ট ॥৫৭॥

জটিলা তখন সেই বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"বিপ্র-রাজ! আজ আমি তোমার দর্শন মাত্রেই কৃতার্থা হইয়াছি। সূর্য্য পূজা করাইয়া আমার বধূর মনস্কামনা পূর্ণ কর ॥৫৮॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া, সেই অচঞ্চল তারকাযুক্ত নয়ন, শুভ্র বসনধারী, দর্ভ-সম্বলিত পুস্তক-পাণি, সামগানে মধুরকণ্ঠ, বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শমের ন্যায় কহিলেন ॥৫৯॥

কারয়েস্ত্বত তন্নুমিহ কাম—
প্রাংশুমদ্ যজন মদ্য তু বৃদ্ধে ॥৬০॥
স্বস্তি-বাচন পুরঃসর মেতাং
পূজয়ন্নথ জগাদ নতাক্ষীং।
বাসরে নবরসাদর সেবা—
চার্য্য মত্র বৃণু মাং বিদু মিত্রং ॥৬১॥
ত্বং স্মরার্চ্চণ বিধে রুপচারা—
নাহরস্ত্যলঘু তোষয় ভাবৈঃ।

কামপ্রং অংশুমতঃ সূর্য্যস্য যজনং কারয়ে। পক্ষে কামপূরক কান্তিকং মদ্ যজনমিতি চ্ছেদঃ ॥৬০॥

এতাং পূজয়ন্ পূজয়িতুং জগাদ। বাসরস্য ইনবরঃ প্রভুবরঃ সূর্য্যস্তস্য সাদরসেবাচার্য্যং মাং বৃণু মিত্রং সূর্য্যং চ বিদু সুখয়। পক্ষে বাসরে দিবসে এব নবরসস্য অদরসেবা অনল্পাস্বাদঃ মিত্রং মাং ॥৬১॥

"অয়ি বৃদ্ধে! যদ্যপি ব্রহ্মচারিদিগের পক্ষে স্ত্রীলোক দর্শন করা উচিত নহে, তথাপি তোমার এই অতি সাধ্বী বস্ত্রাবৃত-তনু বধূকে 'কামপূরক-অংশুমৎ-যজন' অর্থাৎ বাঞ্ছা-পরিপূরক সূর্য্যার্চ্চন করাইব।

এস্থলে 'কাম-পূরক অংশুমৎ-যজন' এই শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন—'কাম-পূরক কান্তি-বিশিষ্ট মৎ-যজন' অর্থাৎ আমারই পূজা করাইব ॥৬০॥

অনন্তর বিপ্রবেশী রসিকশেখর স্বস্তিবাচন করিয়া আনতনয়না শ্রীরাধাকে পূজা করিবার নিমিত্ত বলিলেন—"অয়ি সাধ্বি। তুমি 'বাসরেনবর সাদর সেবাচার্য্য' অর্থাৎ বাসরের (দিবসের) প্রভুবর যে সূর্য্য তাঁহার সাদর সেবাচার্য্যরূপে আমাকে বরণ কর এবং মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যদেবকে সুখী কর।

পক্ষান্তরে "বাসরেনবরসাদর-সেবাচার্য্য মিত্র" এই বাক্যে অক্ষর বিশ্লেষণে এই শ্লিষ্টার্থ প্রকাশ করিলেন যে, এই দিবসের মধ্যে নব-রসের অদর অর্থাৎ অনল্প (প্রভূত) আস্বাদক মিত্রস্বরূপে আমাকে বরণ করিয়া সুখী কর ॥৬১॥

বাচ্য মন্ত্র মহমোং জয়সর্ব—
ব্যাপকেশ্বর ! জগদ্ধিতকারিন্ ! ॥৬২॥
[illegible]
ধর্ম্মদায় পরমার্থ সবিত্রে
কামদায় মহসেঽস্তু নমস্তে ॥৬৩॥
সত্ত্বারস্ত কৃপয়া তব ভাস্বদ—
যাগতোঽযুত গবাপ্তিরমুষ্যাঃ।

অর্চ্চন-বিধেরুপচারান্ আহরন্তী সতী মিত্রং স্মর মনন মাত্রং কুরু। ভাবৈ স্তাং তোষয়। পক্ষে কন্দর্পার্চ্চনস্য বিধেঃ। মন্ত্রং তু অহমেব বাচ্য। জয় সর্ব্বেত্যাদি পদং উভয় পক্ষে সঙ্গমনীয়ং ॥৬২॥

হে পদ্মিনীগণ-বিকাশকভানো! পক্ষে পদ্মিনীগণ বিকাশকঃ ভানুঃ কিরণো যস্য। পক্ষে ধর্মদায় ধর্ম-খণ্ডকায় নমঃ। পক্ষে পরমো যঃ সঙ্কল্পোঽর্থস্তস্য সবিত্রে জনয়িত্রে ॥৬৩॥

এক্ষণে অর্চ্চন বিধির উপহার সমূহ সংগ্রহ করিয়া মিত্রে স্মরণ কর এবং ভাবনিবহ দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান কর।”

এস্থলেও মূলের “স্মরার্চ্চন-বিধেঃ” এই বাক্যের শ্লিষ্টার্থ—“কন্দর্প-পূজার বিধান অনুসারে উপচার আহরণ করিয়া তোমার এই মিত্রকে অর্থাৎ প্রাণবন্ধুকে পরিতুষ্ট কর।”

তারপর এই মন্ত্র বলিতেছি পাঠ কর—ওঁ জয় সর্ব্বব্যাপক! ঈশ্বর! জগৎহিতকারিন! ভাস্করেক্ষণ! তমোনুদ! সদা পদ্মিনীগণ-বিকাশক-ভানো! তুভ্যং নমোঽস্তু, ওঁ ধর্ম্মদায় নমঃ, ওঁ পরমার্থ সবিত্রে নমঃ, ওঁ কামদায় নমঃ, ওঁ মহসে তুভ্যং নমঃ।” উক্ত মন্ত্রের শ্লিষ্টার্থ এই যে, হে ঈক্ষণ-তমোনুদ অর্থাৎ হে অদর্শনজনিত দুঃখ-হারিন্! নিত্য পদ্মিনী রমণীগণের প্রফুল্লতা বিধায়িনী কান্তিধারিণ, ধর্ম্মদ—ধর্ম্ম-খণ্ডক, সম্ভোগরূপ পরমার্থ-জনয়িত্রে! কামদ—প্রেমদ ॥৬২॥৬৩॥

কল্য তানবরতং চিরমায়ু—
বৃদ্ধিরিত্য মুময়া বত বৃদ্ধা ॥৬৪॥
[illegible]
বেত্য তত্র মধুমঙ্গল উচে।
সূর্য্যসূক্ত মহমেব পঠামী—
ত্যক্ত পদ্দৃশ মশেষনিবেদ্যে ॥৬৫॥
মূর্খ! লম্পট-সখ! স্বমিহাগাঃ
কিং বটুঃ প্রতিদিনং পুনরেষঃ।

তব কৃপয়া অমুষ্যাঃ পত্যুঃ সূর্য্যযাগাৎ অযুতগবাপ্তিরস্তু। পক্ষে তব পত্যুরিতি সামানাধিকরণ্যাৎ। অযুত কান্তি প্রাপ্তিরস্তু। অনবরতং নিরন্তরং। কল্যতা নৈরুজ্যং। নিরাময়ং কল্য ইত্যভিধানাৎ। পক্ষে কল্যতা সামর্থ্যে তজ্জন্যং নবং নবং রতঞ্চ ॥৬৪॥

এবমস্ত্বিতি শ্রীকৃষ্ণে বদতি সতি তত্র মধুমঙ্গল এত্য উচে অহং পঠামীত্যুক্ত্বা লোভেন অশেষ নৈবেদ্যে দৃশনিক্ষেপং ॥৬৫॥

এইরূপে বটুবেশী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে মিত্রার্চ্চন করাইলে বৃদ্ধা জটিলা অতীব সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন—"হে বিপ্রবর! তোমার আশীর্ব্বাদে এই সূর্য্যযজ্ঞের ফলে আমার বধূ শ্রীরাধার পতির অর্থাৎ অভিমন্যুর অযুত গবাপ্তি অর্থাৎ অযুতসংখ্যক গোধন লাভ হউক, এবং নিরন্তর আরোগ্য ও চিরায়ু বৃদ্ধি হউক; ইহাই আমার প্রার্থনা।
এস্থলে "তব পত্যুঃ" এই বাক্যে "এই বধূর পতি তুমি, তোমার কৃপায় ইহার অপার সুখলাভ হউক এবং 'কল্যতা-নব-রত' এই বাক্যে সামর্থ্য জন্য নবনব ক্রীড়াবিলাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক;" এইরূপ গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥৬৪॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ "এবমস্তু" অর্থাৎ এইরূপই হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঠিক এই সময়েই মধুমঙ্গল তথায় আগমন করিয়া 'আমি সূর্য্যসূক্ত পাঠ করিতেছি" বলিয়া তথায় থরে থরে সাজান বিবিধ নৈবেদ্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥

পূজয়িষ্যতি বধূমতি সৌম্যঃ
শ্যাম ইত্যদরয়জ্জরতী তং ॥৬৬॥
পূর্ণতাং যদি জগাম মহেষ্টি—
দক্ষিণামিয় মদত্ত সুবর্ণম্।
নাগ্রহীদয় মত্থত্য বটুস্ত-
ন্নীতবানথ নিবেদিত মাদ ॥৬৭॥
সাম্প্রতং শৃণু সতী-কুলবর্য্যে!
ভাস্বতে নম ইতীহ পঠন্তী।
উত্থিতা কৃত-পরিক্রমণা ত্বং
ক্ষৌণি-লগ্ন-শিরসা প্রণমামুং ॥৬৮॥
সা তথা বিদধতী তদুদকং
পাটবামৃত রসার্পিত-চিত্তা।

হে লম্পট-সখ! ত্বং কথ মত্রাগাঃ ॥৬৬॥

যদি মহেষ্টিঃ পূর্ণতাং জগাম। তদা ইয়ং বৃদ্ধা সুবর্ণং দক্ষিণামদত্ত। অয়ং ব্রহ্মচারী ন অগ্রহীৎ। বটু স্তত্য সুবর্ণং নীতবান্। নিবেদিতং চ আদ ভক্ষিতবান্ ॥৬৭॥৬৮॥

তদ্দর্শনে জরতী কুপিতা হইয়া মধুমঙ্গলকে কহিলেন—'ওরে মূর্খ! লম্পটের বন্ধু! তুই এখানে আসিয়াছিস্ কেন? এই অতি সৌম্য শ্যামকান্তি বটু প্রতিদিন আসিয়া আমার বধূকে পূজা করাইয়া যাইবেন ॥৬৬॥

এই মহাযজ্ঞ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধা বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণকে সুবর্ণ-দক্ষিণা দান করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করায় মধুমঙ্গল আসিয়া গ্রহণ করিলেন এবং নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥

দক্ষিণান্তের পর বটুবেশী বিদগ্ধরাজ শ্রীরাধাকে কহিলেন—"অয়ি সতীকুল-শিরোমণি! সম্প্রতি যাহা বলিতেছি শুন, 'ভাস্বতে নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্থিত হইয়া প্রথমে প্রদক্ষিণ কর, পরে ভূমিতে মস্তক সংলগ্ন করিয়া উঁহাকে প্রণাম কর ॥৬৮॥

বেণিভুণ্ঠণদিতি ক্ষিতি-পৃষ্ঠে
নোবিবেদ মুরলীং নিপতন্তী ॥৬৯॥
কিং কিমেতদিতি তাং জরতীদ্রা—
গাদদেহপারিচিত্য ধুতাস্যা।
হুংহুমিত্যরুণ-দৃষ্টি রতর্জ—
দ্গর্জ্জ দুদ্যদুরগীব মৃগাক্ষীং ॥৭০॥
শৈল-সানুগতয়া পতয়ালু—
র্বংশিকা ক্রব মলন্তী ময়ার্য্যে।।

তথা নমনং বিদধতী সা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উদঞ্চৎ উদয়ং প্রাপ্নুবৎ যৎ পাটবামৃতং তস্যাস্বাদে অর্পিতচিত্তা সতী বেণিত্তঠণদিতি শব্দং কৃত্বা ক্ষিতিপৃষ্ঠে নিপতন্তীং মুরলী ন বেদ ॥৬৯॥

ধুতাস্যা কম্পিতাস্যা সা অরুণ দৃষ্টিঃ সতী অতর্জৎ। গর্জন্তী উচ্ছলন্তী পন্নগী ইব ॥৭০॥

শৈল সানুগতয়া ময়া পতয়ালুর্বংশিকা অলক্ষি। যমুনায়াং ক্ষেপণায় তৎ স্থানাৎ ইয়ং গৃহীতা কিং ত্বং কুপ্যেঃ ॥৭১॥

শ্রীরাধিকা তাহাই করিলেন এবং বটুবেশী শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রকাশমান পটুতামৃতের আস্বাদে তাঁহার চিত্ত এমনই বিভোর যে, মস্তকাবনত করিয়া প্রণাম করিবার কালে বেণী মধ্য হইতে "ঠনৎ" শব্দ করিয়া ধরাতলে কখন মুরলী পতিত হইয়াছে, তাহা তিনি আদৌ জানিতে পারিলেন না ॥৬৯॥

বৃদ্ধা সেই শব্দ শুনিয়া আগ্রহ ভরে "কি কি পতিত হইল" বলিয়া ত্বরায় মুরলীটা কুড়াইয়া লইলেন এবং উহা শ্রীকৃষ্ণের সেই কুলনাশা মুরলী চিনিতে পারিয়া ক্রোধে বদন কাঁপাইতে লাগিলেন এবং অরুণিম নয়নে 'হুঁ হুঁ' শব্দ করিয়া বিষধরীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে মৃগ-নয়না শ্রীরাধাকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥৭০॥

জরতীর এই রোষোদ্দীপ্ত ভাবদর্শনে শ্রীরাধিকা বিনয়-নম্রবাক্যে

দুঃখদেয় মিতি সুর সুতায়াং
ক্ষেপণায় কলিতা কিমু কুপ্যেঃ ॥৭১॥
হা! কলঙ্কিনি! দুরন্বয়জাতে!
মাং প্রতারয়তি নিত্য মিদানীং।
বৃদ্ধ-সংসদি নিবেদ্য যতে ত্বং
কামুকস্য তব চাপ্যুচিতায় ॥৭২॥
কিং নিদানকমিদং বহু রোষা-
ক্রোশনং তব বধূং প্রতি বৃদ্ধে!
অপ্রসঙ্গবিদ মর্হতি বক্তুং
চেদ্বদাখিল হিতশ্রয়িনং মাং ॥৭৩॥

ত্বং কামুকস্য কৃষ্ণস্য তব চ উচিতায় উচিতশাস্তিং কর্তুং অহং যতে ॥৭২॥
অপ্রসঙ্গবিদং মাং বক্তুং অর্হতি চেৎ বদ ॥৭৩॥

কহিলেন—"আর্য্যে! আমি নিশ্চয় বলছি এই বংশীটা গোবর্দ্ধনের সানুদেশে পড়িয়াছিল, আমি তথায় কুড়াইয়া পাইয়াছি, এই বাঁশীটা আমাদের বড় দুঃখ দেয়, ইহাকে যমুনার জলে ভাসাইয়া দিব বলিয়াই লইয়াছি। অতএব তুমি অনর্থক রাগ করিতেছ কেন? ৭১॥

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আরও রাগে গরগর করিতে লাগিলেন। বিকম্পিত স্বরে কহিলেন—"হা কলঙ্কিনি! হা অসদ্বংশজাতে! সম্প্রতি নিত্যই তুই আমাকে এইরূপে প্রতারিত করিয়া থাকিস্, আজ বৃদ্ধাগোপীদিগের সভায় এই সকল বিষয় নিবেদন করিয়া তোর আর তোর সেই কামুকের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে যত্ন করিব ॥৭২॥

বধূর প্রতি জটিলা এইরূপ তর্জ্জন করিতে লাগিলেন দেখিয়া বটুবেশী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'বৃদ্ধে! তোমার বধূর প্রতি বহু ক্রোধ ভরে এই যে তর্জ্জন করিতেছ ইহার কারণ কি? আমি এই প্রসঙ্গ কিছুই বিদিত নাই, আমি তোমাদের নিখিল হিতকারী, আমার নিকট বলিতে যদি কোন বাধা না থাকে তবে প্রকাশ করিয়া বল ॥৭৩॥

আর্য্য! বিপ্রতনয়! ব্রজরাজং
বেৎসি? হুংস তু পুরেঽপি যশস্বী।
তস্য কোঽপ্যজনি? সুসুরয়ঞ্চ
শ্রূয়তেঽঘবক-কেশিনিহন্তা ॥৭৪॥
তস্য কঞ্চন গুণং শৃণু সাধ্বী
কাপি নাম ধৃতয়েঽপাধিগোষ্ঠং।
ন স্থিতা যত ইয়ন্তু বধূটী
কেবলাস্তি ন চ বেদ্ম্যথ কিং স্যাৎ ॥৭৫॥
সেয়মস্য মুরলী পুনরস্যা
এষ গানমিষ মোহন-মন্ত্রৈঃ।
আনয়ন্ কুলবতীর্ব্বনমোংশ্রী—
বিষ্ণবে নম ইতি প্রকরোতি ॥৭৬॥

হে বিপ্রতনয়! ব্রজরাজং ত্বং বেৎসি? হুংজানামীত্যর্থঃ। স তু মম পুরে যশস্বী প্রসিদ্ধঃ। পুনর্বৃদ্ধা আহ। তস্য পুত্রঃ কোঽপি বর্ত্ততে? শ্রীকৃষ্ণ আহ। অয়মপি অঘবকাদি হন্তৃত্বেন মধুপুরে ময়া শ্রূয়তে ॥৭৪॥

অধি গোষ্ঠং গোষ্ঠে কাপি ন স্থিতা ॥৭৫॥

এষ নন্দপুত্রঃ! অস্যা গানমিষেণ মোহন মন্ত্রৈঃ। কুলবতীরানয়ন্ "ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" ইতি করোতি ॥৭৬॥

জটিলা কহিলেন—"হে আর্য্য! হে বিপ্রনন্দন! তুমি কি ব্রজরাজকে জান? বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হাঁ, জানি বই কি? তিনি আমাদের মধুপুরেও মহাযশস্বী।" জটিলা—"তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়াছে জান?" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হাঁ, হাঁ, যিনি অঘাসুর বকাসুর ও কেশীনিহন্তা, তাঁহার খ্যাতিও মধুপুরে শুনিয়াছি ॥৭৪॥

জটিলা কহিলেন—"তাহার অপূর্ব্ব গুণের কথা বলি শুন, এই গোকুল মধ্যে সাধ্বী বলিয়া পরিচয় দিবার কেহই নাই, কেবল আমার এই বধূটীই আছে, জানিনা ইহার পর কি হইবে" ॥৭৫॥

তারপর মুরলীটী দেখাইয়া কহিলেন—"এই তার মুরলী, এই

ভঙ্কিরা স্মিত বিরাজিত বক্ত্রো
ব্যাজহার মুরলী কিল কীদৃক্ ।
দেহি মহ্যমিতি স স্বকরেহথা—
ওামনীক্ষিতচরীমিব পশ্যন্ ॥৭৭॥
আর্য্য ! কার্য্য বিদুষোঽস্তি তবেচ্ছা
চেদিমাং মণিময়িং নয় দত্তাং ।
যাত্বিয়ং ব্রজবনান্মধুপুর্য্যা
মত্র তিষ্ঠতু সতী-কুলধর্ম্মঃ ॥৭৮॥

বৃদ্ধা বচনেন স্মিত-বিরাজিতবক্ত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ব্যাজহার মুরলীং—অনীক্ষিত-চরীমিব পশ্যন্ করে অধাৎ দধার ॥৭৭॥

হে আর্য্য ! অর্থগ্রহণ রূপকার্য্য বিদুষস্তব যদি ইচ্ছা তদা ময়া দত্তাং মণিময়ীং মুরলীং নয় ॥৭৮॥

মুরলীর গানরূপ মোহন মন্ত্রেই সেই নন্দপুত্র কুলবতীগণকে বনমধ্যে আনয়ন করিয়া—” এই বলিয়া লজ্জাবশতঃ “ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭৬॥

বটুবেশী শ্রীকৃষ্ণ জটিলার এই কথা শুনিয়া এবং তাঁহার ব্রীড়া-সঙ্কোচ ভাব অবলোকন করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন, কহিলেন—“বৃদ্ধে ! মুরলী কিরূপ, কখন দেখি নাই, আমায় দাও দেখি।” জটিলা মুরলী সেই কপট মুরলীধরের হস্তে প্রদান করিলে, তিনি যেন কখনও দেখেন নাই, এই ভাবে মুরলীটী দেখিতে লাগিলেন ॥৭৭।

জটিলা কহিলেন—“হে আর্য্য ! হে অর্থগ্রহণ-রূপ-কার্য্যাভিজ্ঞ ! তোমার যদি মুরলীটী গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তোমাকে এই মণিময়ী মুরলীটী প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। থাক্ এই কুলধর্ম্মনাশা বাঁশীটী ব্রজবন হইতে মধুপুরীতে চলিয়া যাক ; এখানে সতী রমণীদিগের কুলধর্ম্ম বজায় থাকুক ॥৭৮॥

আদিশ ত্ব মধুনা নিজ গেহং
সম্মুখা ক্রতময়ে সময়ে ত্বং।
নিত্য মেহি ধিনু নস্তব ভক্ত্যা
মদ্বধূ মনু গৃহান গুণাব্ধে ॥৭৯॥
ইত্যঘারি-চরিতামৃত-বল্লয়াঃ
সন্ততং ত্রিজগতি প্রারম্ভ্যাঃ।
মধ্যবাসর বিকাস্যরু কেলী-
পুষ্পবৃন্দ মধিগোষ্ঠ মচৈষং ॥৮০॥
প্রীতিরেব সুদৃশাং কুসুমানি
ব্যস্য তানি মদনোঽকৃচ্চ বাণান্।

অধুনা ত্বং আদিশ আজ্ঞাং দেহি সম্মুখা অহং গৃহং অয়ে। ত্বঞ্চ সূর্য্য পূজা সময়ে নিত্যং এহি। তব ভক্ত্যা নোঽস্মান্ ধিনু। পক্ষে অনু অনন্তরং বধূং গৃহাণ স্বীকুরু ॥৭৯॥

মধ্যাহ্নলীলামুপসংহরতি। শ্রীকৃষ্ণস্য লীলারূপামৃত-বল্লয়া গোষ্ঠ-সম্বন্ধি অথ চ মধ্য দিবস বিকাসিকেলিরূপ—পুষ্পবৃন্দং অহং অচৈষং ॥৮০॥

হে বিপ্রবর; আজ্ঞা কর, এক্ষণে বধূকে লইয়া আপন ভবনে শীঘ্র গমন করি। হে গুণসাগর। সূর্য্যপূজা সময় তুমি নিত্য আসিও। তোমার ভক্ত আমাদিগকে সুখী কর এবং আমার বধূর প্রতি অনুগ্রহ করিও ॥৭৯॥

এই সূর্য্যপূজা পর্য্যন্তই মধ্যাহ্নলীলার সমাপ্তি। এইরূপে অঘারি শ্রীকৃষ্ণের ত্রিজগতব্যাপিনী লীলামৃত-বল্লীতে মধ্যাহ্ন সময়ে বিকসিত যে গোষ্ঠ সম্বন্ধীয় ব্রজকেলিরূপ কুসুম-নিচয় চয়ন করিলাম তাহা সুদৃক্ অর্থাৎ জ্ঞানী ও সুনয়না ব্রজাঙ্গনাগণের অতীব প্রীতি-প্রদ। এই কুসুমসমূহ বিস্তার করিয়াই কন্দর্পরাজ তাঁহার পুষ্পবাণ সমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই বাণ সমূহই ব্রজসুন্দরীগণের সর্ব্বদা

তে চ মর্ম্মভিদ এব সদাসাং
তচ্চ শর্ম্ম-ভরিতং প্রিয়-যোগে ॥৮১॥
ইতি হরিমভিবন্দ্য স্বালয়ং সালিমধ্বা
স সমগমদ মন্দোৎকণ্ঠয়া যর্হি বৃন্দা।
প্রিয়সখ ধৃতপাণিঃ সোঽপি তৎপৃষ্ঠবর্ত্ম
প্রহিত নয়ন আপ স্বান্ সখীন্ রক্ষতো গাঃ ॥৮২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে মাধ্যাহ্নিকলীলাস্বাদনো
নাম পঞ্চদশ সর্গঃ ॥১৫॥

তানি কুসুমানি ব্যস্য বিত্তাষ্য কন্দর্পঃ বাণান্ অকৃৎ। তে চ বাণা আসাং ব্রজসুন্দরীনাং সদা মর্ম্মভিদ্ এব ভবন্তি তচ্চ বাণবিদ্ধং মর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ সংযোগে শর্ম্ম ভরিতং সুখপূর্ণ মভূৎ ॥৮১॥

আলিন ইত্যা বধ্বা সমং বৃন্দা যদা অগমৎ তদৈব কৃষ্ণোঽপি গা রক্ষতঃ স্বান্ সখীন্ আপ ॥৮২॥

ইতি টীকায়াং পঞ্চদশঃ সর্গঃ। ১৫ ॥

মর্ম্মভেদী হয়। আবার এই বাণবিদ্ধ মর্ম্ম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সংযোগেই সর্ব্বথা সুখপূর্ণ হইয়া থাকে ।৮০॥৮১॥

অতঃপর নিপ্রবেশা শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদন করিয়া বৃন্দা জটিলা সখীগণের সহিত অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবতী স্বীয় বধূর সহিত যখন নিজালয়ে গমন করিলেন শ্রীকৃষ্ণও তৎকালে স্বীয় প্রিয়সখার হস্তধারণ পূর্ব্বক সসঙ্গিনী শ্রীরাধার পৃষ্ঠবর্ত্মে নয়ন নিহিত করিয়া সখাগণ যথায় গোচারণ করিতেছেন তথায় উপনীত হইলেন ॥৮২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের মর্ম্মানুবাদে মধ্যাহ্নলীলাস্বাদন
নাম পঞ্চদশ সর্গ ॥১৫॥

ষোড়শঃ সর্গঃ।

—০:০—

অথ প্রেম্নঃ স্থেমন্যপি সমজনি ধৈর্য্যরহিতা
প্রিয়া প্রেয়স্যক্ষোরমলকমলদ্বন্দ্বমহসোঃ।
তটাৎ স্বস্থাবাসাৎ প্রবসতি বিদূরেদবথবো
বলাদাক্রম্যাস্যা হৃদয়নগরীং ভেত্তুমবিশন্ ॥১॥

প্রেম্ন স্থেমনি স্থৈর্য্যেপি সতি প্রিয়া ধৈর্য্যরহিতা অজনীতি বিরোধা ভাসালঙ্কারঃ। রাধিকায়া অমলকমলদ্বন্দ্বতুল্য কান্তিবিশিষ্টয়ো রক্ষোস্তটাৎ কথম্ভূতাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য বাসগৃহাৎ তস্মাৎ প্রেয়সি শ্রীকৃষ্ণ বিদূরে প্রবসতি প্রবাসং গতবতি সতি। দবথবস্থিত বিষাদাদি রূপাস্তাপাঃ অস্যাঃ শ্রীরাধিকায়া হৃদয় নগরীং বলাদাক্রম্য ভেত্তুং অবিশন্ ॥১॥

ব্রজ-রঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ দূর প্রবাসে * গমন করিয়াছেন, ভানু-রাজনন্দিনী শ্রীরাধা অমল-কমলদ্বয়-সন্নিভ কান্তি-বিশিষ্ট প্রিয়-বাসভবনরূপ নয়ন-যুগলের তটদেশ হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেছেন। তাহাতে প্রেমের স্থিরতা সত্ত্বেও প্রেমময়ী শ্রীরাধা অতীব ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়িলেন। বিষাদাদি তাপ-নিচয় যেন তাঁহার হৃদয়-নগরী বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া ভেদ করিবার নিমিত্ত তথায় প্রবিষ্ট হইল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দূরে গোষ্ঠে গমন করায় তাঁহার অদর্শনে শ্রীরাধার হৃদয়দেশ বিষাদ-সন্তাপে ভরিয়া উঠিয়াছে ॥১॥

* প্রবাস।—যথা উজ্জ্বল নীলমণৌ –

"পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনো র্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥"

পূর্ব্ব-সঙ্গত নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধানকে বিজ্ঞব্যক্তিগণ প্রবাস কহেন। ইহা অদূর ও সুদূর ভেদে দ্বিবিধ। এস্থলে অদূর-প্রবাসই সূচিত হইয়াছে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন। অদূর প্রবাস; যথা—

কালিয়দমনং গোষ্ঠে নন্দমোক্ষস্তথৈব চ।
কার্য্যানুরোধে রাসে চাপ্যন্তর্দ্ধানং বিদাং মতঃ॥

সখী সংঘাশ্চাসৌষধ মপি নিরোজোবিদধতীঃ
দধান স্বপ্রাণ-প্রিয়-বিরহজাং সংজ্বররুজং।
ক্ষণার্দ্ধং কল্পানাং শতমমনুতে যং গুরু-গৃহং
নিরম্ভস্কং কূপং হ্রিয়মশনিজং জালপটলং ॥২॥
তদালীনাং পাল্যা সমুচিত সপর্য্যাকুলধিয়াং
দ্রবৈঃ পৌনঃ পুন্যান্মলয়জ-ভবৈর্লিপ্তবপুষঃ।
স্তৃতায়াশ্চাক্লিষ্টং বিসকিসলয়ৈঃ সৈন্ধবরসৈঃ
সমীপেহস্যাঃ প্রায়াৎ প্রণয়বিকলা চন্দনকলা ॥৩॥

সখীসমূহস্যাশ্চাসরূপৌষধমপি নিরোজোনিষ্ফলং বিদধতীং শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহজন্যাং সংজ্বররুজং দধানা শ্রীরাধা ক্ষণার্দ্ধং কল্পানাং শতং এবং গুরুগৃহং নির্জলকূপং, এবং হ্রিয়ং অশনি নির্ম্মিত জালপটলং অমনুত ॥২॥

আলীনাং শ্রেণ্যা চন্দনভবৈর্দ্রবৈর্লিপ্তবপুষঃ রাধায়াঃ কথম্ভূতায়াঃ আচ্ছাদিতায়াঃ তস্যাঃ সমীপে চন্দনকলা প্রায়াৎ ॥ ॥

বাস্তবিকই তখন শ্রীরাধা স্বীয় প্রাণ কোটি-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জনিত জ্বরাক্রান্তা হইয়া এমনই ব্যথিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন, যে, প্রিয়সখীগণের মধুর আশ্বাস বাক্যরূপ ঔষধি ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীরাধার পক্ষে তখন ক্ষণার্দ্ধকালও শতকল্পের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তিনি পতি-গৃহরূপ গুরুগৃহকেও নির্জ্জল কূপের ন্যায় এবং রমণী-ভূষণ লজ্জাকেও অশনি-নির্ম্মিত জালের ন্যায় কঠিন ও দুর্বিসহ মনে করিতে লাগিলেন ॥২॥

প্রেমময়ী শ্রীরাধার সেই বিরহ-বিকার দর্শনে সেবাপরা সখীবৃন্দ ব্যাকুল-প্রাণে তাঁহার সমুচিত পরিচর্য্যায় যত্নপরা হইলেন। মলয়জ-ঘর্ষণ করিয়া সেই স্নিগ্ধ সুরভী দ্রব পুনঃ পুন শ্রীঅঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন,—কিন্তু তাহা প্রিয়-বিরহ-সন্তাপে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় কখনও বা কর্পূর-বাসিত জলসিক্ত বিস-কিশলয় দিয়া তাঁহার সেই বিরহ-খিন্ন তনুখানিকে ঢাকিয়া দিতেছেন। এমন সময় প্রণয়-বিকলা "চন্দনকলা" নাম্নী এক সখী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ॥

কুতো বৃন্দারণ্যাৎ কথমিদমগা গোষ্ঠমহিষী
নিদেশাৎ কস্মাৎ স ত্বরিত মশনীয়োপহৃতয়ে।
সুতস্যাস্যাঃ কিং সম্প্রতি স কুরুতে কন্দুকততি-
র্ব্যতিক্ষেপগ্রাহোত্তর বিবিধ খেলাং সবয়সা ॥৪॥
অরে! কিং শ্রীদামন্! বদসি মম দোরর্গলবল-
ত্রুটীলোঠী ঘট্টপ্রাঘটন নিপিষ্টাখিলতনো!

চন্দনকলে! কুত আগতা? বৃন্দারণ্যাৎ। ত্বং ইদং বৃন্দারণ্যং কথং অগাঃ ব্রজেশ্বর্য্যা নিদেশাৎ। কস্মাৎ স নিদেশঃ? অস্যা যশোদায়াঃ সুতস্য কৃষ্ণস্য অশনীয়স্য উপহৃতয়ে বনমধ্যে তস্মৈ দাতুং। স শ্রীকৃষ্ণঃ সম্প্রতি কিং কুরুতে? সবয়সা সহ কন্দুকততেঃ পরস্পরক্ষেপগ্রহণ মেব উত্তরং যস্যা তথাবিধ বিবিধ খেলাং কুরুতে ॥৪॥

বৃন্দাবনে দৃষ্টাং সখ্যা সহ শ্রীকৃষ্ণস্য খেলামাহ। মম দোরর্গলস্য বলবত্তুটো

তাঁহাকে দেখিয়া সখীগণ আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চন্দনকলে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

চন্দনকলা। "বৃন্দাবন হইতে"। সখীগণ—"তুমি এখানে কিজন্য আসিলে?" চঃ কঃ।—"ব্রজেশ্বরীর আদেশে।" সখীগণ।—"তাঁহার আদেশ কি?" চঃ কঃ—ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভোজনের নিমিত্ত শ্রীরাধার দ্বারা শীঘ্র বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আনয়ন করাই তাঁহার আদেশ।" সখীগণ।—এসকল ভোজ্য সামগ্রী কোথায় লইয়া যাইতে হবে? চঃ কঃ।—বন মধ্যে লইয়া গিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে দিতে হইবে।"

সখীগণ।—"তিনি বনমধ্যে কি করিতেছেন?"

চঃ কঃ। তিনি বয়স্যগণের সহিত কন্দুক-নিক্ষেপ-গ্রহণরূপ বিবিধ ক্রীড়ারসে নিমগ্ন আছেন ॥৪॥

সখীগণ কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চন্দনকলে! বল, বল, তুমি সেই ব্রজরাজনন্দনের কিরূপ ক্রীড়ারঙ্গ দেখিয়া আসিলে? তাহা আমাদের নিকট বিস্তার করিয়া বল।"

বিরম্যাজের্নাম্নোঽপ্যপসর মদাড়ম্বরলব
স্ফুটৎকর্ণোহভ্যর্ণাদ্যদি সপদিশং বাঞ্ছসি ভৃশং ॥৫॥
জয়শ্রীঃ শ্রীদাম্নি প্রথিত মহসাং ধাম্নি সহসাং
ব্যরাজীদ্রাজিষ্যত্যবকলয় রাজত্যপি সদা।
তবৈবাংসঃ সাক্ষী ভবতি তদপি ত্বং ভজসি কিং
মুখাটোপী কোপী স্বমহিমবিলোপী চপলতাং ॥৬॥

এবলোঠী লোঢ়া ইতি প্রসিদ্ধস্তস্য হে তথাভূত! আজের্যুদ্ধস্য নাম্নঃ সকাশাদপি বিরম্য মদভ্যর্ণাৎ ত্বং অপসর ॥৫॥

শ্রীদামা আহ। প্রথিতং খ্যাতং মহস্তেজো যেষাং তথাভূতানাং সহসাং বলানাং ধাম্নি শ্রীদাম্নি জয়শ্রীঃ জয়রূপসম্পত্তিঃ ব্যরাজিৎরাজিষ্যতি। অধুনা রাজত্যপীতি কালত্রয়বর্ত্তিত্বং তদপি চপলতাং ভজসি। মুখমাত্র এব আটোপো যস্য ॥৬॥

চন্দনকলা হাস্য-প্রফুল্ল মুখে বলিতে লাগিলেন,—অতঃপর শ্রীদামের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীদাম গর্ব্বভাব প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তীব্র কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—"ওরে শ্রীদাম! তুই কি বলিতেছিস্?—মনে নাই বুঝি? আমার বাহু-অর্গলের প্রান্ত-ভটরূপ নোড়া চালনে তোর সর্ব্বাঙ্গ যে নিষ্পিষ্ট হয়েছিল! আমার আড়ম্বর ঘটার লবমাত্র শ্রবণে তোর কর্ণ-পটহ স্ফুটিত হয়ে গিয়াছিল? এখন যদি মঙ্গল লাভের বাঞ্ছা থাকে, তবে বাহু-যুদ্ধের আর নামটী পর্য্যন্ত না ক'রে আমার কাছ থেকে স'রে পড় ॥৫॥

শ্রীদাম তাচ্ছিল্যভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"কানাই! আর বৃথা বড়াই করিবার প্রয়োজন নাই। কে না জানে, এই প্রসিদ্ধ মহাবলের ধাম শ্রীদামেই জয়-শ্রী নিত্যকাল বিরাজিত, পূর্ব্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে, এখনও বিদ্যমান আছে। ঐ দেখ, তোমার স্কন্ধদেশই তাহার সাক্ষী; (একদা খেলায় জয়ী হইয়া শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন, শ্লেষ ভঙ্গীতে ইহাই কহিলেন); ওহে চতুর চূড়ামণে! তোমার মুখেই কেবল আস্ফালন প্রকাশ! তথাপি তুমি কুপিত হইয়া নিজ মহিমা বিলোপের নিমিত্ত এরূপ চপলতা প্রকাশ করিতেছ? ॥৬॥

বকীং মন্ত্রৈর্বিপ্রা নিধনমনয়ন্ যঃ পুনরঘ
স্তদন্তস্ত্বং সর্বে বয়মপি ন কিং হন্ত জয়িম।
বকঃ কৈর্বা গণ্যো গিরিরপি তদেষ্টঃ স্বয়মহো।
বিয়ত্যস্থাদস্তৌজসি ভবতি গর্বঃ কথমভূৎ ॥৭॥
স ইত্থং তৎপ্রাণার্বুদনিযুত নির্ম্মঞ্ছ্যকিরণো
রণোৎসাহংগতিভণিত পীযূষ-পৃষতৈঃ।
সমং মিত্রৈর্দ্বিত্রৈরূপ সরিদমন্দং বিপুলয়ন্
ক্ষণং নিন্যে মূর্ত্তপ্রণয়-রস এব প্রণয়িভিঃ ॥৮॥

বকীং পুতনাং। তদা গিরিগোবর্দ্ধনঃ ইষ্টঃ পূজিতঃ সন্ স্বয়মেব বিয়তি আকাশে অস্থাৎ। অস্তৌজসি বলরহিত ভবতি ত্বয়ি কথং গর্বঃ সমভূৎ॥ ৭॥
তেষাং শ্রীদামাদীনাং প্রাণার্বুদনিযুত নির্ম্মঞ্ছ্য-কিরণঃস শ্রীকৃষ্ণঃ অহঙ্কার ব্যঞ্জক শব্দরূপপীযূষ বিন্দুভিঃ রণোৎসাহং বিপুলয়ন্ দ্বিত্রৈর্মিত্রৈঃ সমং ক্ষণং-নিন্যে। উপসরিৎ যমুনায়া নিকটে॥ ৮॥

তোমার গর্ব্ব করিবার কি আছে বল দেখি? পুতনাকে বধ করিয়াছিলে? সে ত ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা নিধন করিয়াছিলেন। যদি বল, অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিধন করিয়াছি? কিন্তু তুমি একাই কি তাহার উদরে প্রবেশ করিয়াছিলে? আমরা সকলেইত প্রবেশ করিয়াছিলাম। ইহাতে তোমার একলার কৃতিত্ব কি আছে? বকাসুরকে কেইবা গণ্য করে। যদি বল, গিরি ধারণ করিয়াছি। হায়! তাহাতেও তোমার কি বিশেষ গৌরব আছে? ব্রজবাসিগণ শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা করায় গিরিরাজ স্বয়ংই আকাশে উত্থিত হইয়াছিলেন, তুমি নামে মাত্র তাহার তলে হস্তাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়াছিলে। অতএব তোমার ন্যায় বলহীন জনের পক্ষে কিরূপে এমন গর্ব্ব সমুচিত হইতে পারে? ॥৭॥

যে শ্রীদামাদি প্রিয়সখাগণ প্রাণার্বুদ-কোটী দিয়া যাঁহার পদ-নখ কিরণকে নির্ম্মঞ্ছন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামাদির এইরূপ অহঙ্কার ব্যঞ্জক বচনামৃত-বিন্দু দ্বারা সেই মূর্ত্ত-প্রণয়রস স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ,

(কলাপকং।)

ইতি প্রেষ্ঠাদন্তামৃতসরিতি তৎপ্রাণ-শফরী
ররক্ষেয়ং ক্ষিপ্ত্বা প্রথমমুপকণ্ঠে বিলুঠতীঃ।
সুতস্নেহ-ক্লিন্নব্রজপতি-গৃহিণ্যা অভিমতে
প্রবৃত্তাং চক্রে তামথধৃতমুদং মোদকবিধৌ ॥৯॥
ততঃ স্নাতা চর্চ্চাংশুকতিলক-লীলাম্বুজমক-
র্য্যালঙ্ক-স্রগ্বেণী প্রতিসরবতংসাঞ্জনবতী।
নসি শ্রীমন্মুক্তা চিবুকধৃতবিন্দুঃ কুসুমধৃ
কচা তাম্বূলাস্যা ষড়ধিকদশাকল্পমধুরা ॥১০॥

ইয়ং চন্দনকলা শ্রীকৃষ্ণসোদন্তো বার্ত্তা তদ্রূপামৃতসরিতি উপকণ্ঠে সমীপে বিলুঠতীঃ রাধিকায়াঃ প্রাণ-সফরীঃ ক্ষিপ্ত্বা প্রথমং ররক্ষ পশ্চাৎ যশোদায়া অভিমতে পক্বান্নবিধৌ রাধিকাং প্রবৃত্তাং চক্রে ॥ ৯ ॥

ষোড়শাকল্পমাহ। প্রতিসরঃ হস্তসূত্রং। অবতংসেত্যস্যাকারলোপঃ ॥ ১০ ॥

যশোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দুই তিনজন প্রিয়সখার সহিত যমুনা-তটে ক্ষণকাল অতিবাহিত করিলেন ॥৮॥

তটিনী তটোপান্তে সফরীগণ লুঠিত হইলে তাহাদের যেরূপ সঙ্কট দশা উপস্থিত হয়, আজ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধারও সেইরূপ দশা,—তাঁহারও প্রাণ-সফরী উপকণ্ঠে বিলুঠিত হইতেছে, কিন্তু সখী চন্দনকলা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তাসুধা তরঙ্গিণীর মধ্যে শ্রীরাধার সেই প্রাণ-সফরীকে নিক্ষেপ করিয়া বাস্তবিকই রক্ষা করিলেন। ফলতঃ চন্দন-কলার মুখে শ্রীকৃষ্ণের সমাচার শুনিয়া তখন শ্রীরাধা প্রকৃতই নব-জীবন লাভ করিলেন। অনন্তর চন্দনকলা, পুত্র-স্নেহ-কাতরা ব্রজ-রাজ-গৃহিণী শ্রীযশোদার আদেশ জ্ঞাপন করিয়া প্রমোদিতা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের নিমিত্ত মোদক প্রস্তুতে প্রবৃত্তা করিলেন ॥৯॥

তারপর শ্রীরাধা ষোড়শ আকল্প ধারণ করিলেন। প্রথমতঃ স্নান করিয়া বসন পরিধান করিলেন। * পরে চন্দন-চর্চ্চা, তিলক,

* ধৃত-ষোড়শ-শৃঙ্গারা। উজ্জ্বলনীলমণৌ
স্নাতা নাসাগ্রজাগ্রন্মণি রসিত পটা সূত্রিণী বদ্ধবেণী
সোত্তংসা চর্চ্চিতাঙ্গী কুসুমিত চিকুরা স্রগ্বিণী পদ্মহস্তা।
তাম্বূলাস্যোরুবিন্দু স্তবকিত চিবুকা কজ্জলাক্ষী সুচিত্রা
রাধালক্তোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ স্ফুরতি তিলকিনী ষোড়শাকল্পিনীয়ং ॥

শিরোরত্নগ্রৈবেয়ক পদককেয়ুররসনা
শলাকাতাটঙ্কোজ্জ্বলবলয়হারোর্জিতরুচিঃ।
রণন্মঞ্জীরশ্রীঃকরপদদলোর্ম্মিচ্ছবিমতী
বিরেজে শ্রীরাধাদ্ব্যধিকদশরত্নাভরণী ॥১১॥

যুগ্মকং।

অয়ং যামো যামো ভবতি দিবসান্তঃ কথমিমং
নয়ামো যো শাম্যন্নহি যুগসহস্রৈরপি গতৈঃ।

দ্বাদশাভরণ মাহ। গ্রৈবেয়কং গ্রীবাভূষণং। শলাকাচক্রী শলাকেতি খ্যাতা। তাটঙ্কং কর্ণভূষণং কুণ্ডলাদি ॥ ১১ ॥

অয়ং যামঃ দিবস চতুর্থাংশঃ যামো যম-সম্বন্ধী ভবতি যতো দিবসস্যাপ্যন্তো নাশো যস্মাৎ। কথং ইমং যামং নয়ামঃ। যো যামগতৈরপি যুগসহস্রেন শাম্যৎ। অথবা যামো ন ভবতি কিন্তু মম হৃদয়রূপ কুষ্মাযসা দলনে প্রবৃত্তেন বিধাত্রা লোঢ়া ইতি প্রসিদ্ধঃ কঠিনতর লোঢ় স্পষ্টঃ ॥ ১২ ॥

লীলা-কমল ধারণ, গণ্ডে মকরী অঙ্কন, চরণে অলক্তক রঞ্জন, ও গল-দেশে মালা ধারণ করিলেন, শিরে বেণী, হস্তে প্রতিসর (পঁহুচি) কর্ণে অবতংস (কর্ণভূষণ) নয়নে অঞ্জন, নাসিকায় মুক্তা-বেসর, চিবুকে মৃগমদবিন্দু, কেশগুচ্ছে কুসুম স্তবক, ও শ্রীমুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ॥১০॥

অনন্তর দ্বাদশ আভরণ * পরিধান করিলেন। যথা—শিরোরত্ন, গ্রৈবেয়ক (চিক্), পদক, কেয়ুর, রসনা, চক্রি-শলাকা, কুণ্ডল, বলয়, হার, বাজুবন্ধ নূপুর, করে অঙ্গুরীয়ক ও পদাঙ্গুলিতে পাশুলী—এই দ্বাদশ আভরণে বিভূষিতা হইয়া শ্রীরাধা মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যরাণীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

* দ্বাদশাভরণাশ্রিতা।—
দিব্যশ্চূড়া মণীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতা কুণ্ডলদ্বন্দ্বকাঞ্চী
নিষ্কা শ্চক্রীশলাকাযুগবলয়ঘটাঃ কণ্ঠভূষোর্ম্মিকাশ্চ।
হারাস্তারানুকারা ভুজকটকতুলাকোটয়ো রত্ন কপ্তা
স্তুঙ্গা পদাঙ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভিভূষণৈর্ভাতি রাধা।

বিধাত্রা কিং সৃষ্টো মম হৃদয় কুল্মাসদলন-
প্রবৃত্তেনৈবাসৌ কঠিনতরলোষ্টঃ শঠধিয়া ॥১২॥
ইতি ক্লিষ্টশ্রেত্রোং বিধুরবদনাং মঙ্ক্ষু ললিতা
সমারোহ্য ক্ষৌমং নাগদগদঙ্কারচরিতা।
ত্বমুত্তীর্ণা রাধে! কটুতরমতুঃ খেদজলধিং
দিশং পশ্য প্রাচিং বিশতি সখি! গোধূলিরধুনা ॥১৩॥

ইতি ক্লিষ্টশ্রেত্রাং দুঃখিতবদনাং রাধাং আটালী ইতি প্রসিদ্ধং ক্ষৌমং মংক্ষু শীঘ্রং সমারোহ্য নাগদং উবাচ। স্যাদট্টঃ ক্ষৌমমস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। ললিতা কথং-ভূতা, বিরহজন্যরোগনাশকচরিতং যস্যাঃ। রোগহার্য্য গদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে ইত্যমরঃ। ত্বং খেদজলধিং উত্তীর্ণা অভূঃ। যতো গোধূলি প্রাচীদিশং বিশতি ॥ ১৩ ॥

কিন্তু তাঁহার, কৃষ্ণ-দর্শনোৎকণ্ঠা হৃদয়ে পলে পলে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীরাধা আর সে ভাবাবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রিয়সখীকে কহিলেন—"কি বলিব সখি! এই যাম অর্থাৎ দিবসের চতুর্থাংশ, যেন কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হইতেছে। কত যুগ-সহস্র গত হইয়া গেল, তথাপি ত দিবসের অবসান হইতেছে না। জানিনা সখি! আমি কেমন করিয়া এই সুদীর্ঘ যাম অতিবাহিত করিব? অহো! ইহা কি যম-সম্বন্ধী যাম নহে? তবে কি শঠ-হৃদয় বিধাতা আমার হৃদয়রূপ কীট-দষ্ট শস্য-বিশেষকে নিষ্পেষিত করিবার নিমিত্তই এই শেষ-যামরূপ কঠিনতর শিলাখণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন? ॥১২॥

বলিতে বলিতে শ্রীরাধার নয়ন দু'টি অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল—বিষাদভরে বদনখানি প্রভাত কমলের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। শ্রীরাধার এই বিষণ্ণভাব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাধির ভিষগ্‌রূপিণী শ্রীললিতা অবিলম্বে শ্রীরাধাকে লইয়া প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন এবং মধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন—"রাধে! তুমি তীব্র দুঃখ-জলধি উত্তীর্ণা হইলে, ঐ দেখ সখি! পূর্ব্বদিকে সম্প্রতি গোধূলী দেখা দিয়াছে ॥১৩॥

ন গোধূলির্ভদ্রে ! অনুভব ভবতীদং বিধুরজো
দৃশং তৃপ্ত্যাং দূরাদ্বিশতি কিমবাদিঃ সখি ! দিশং।
যদেতৎ কণ্ঠাগ্নে শমিতদবথুপ্রাণপতগান্
হৃদা নিন্যে মন্যে তদয়ি ! মৃতসঞ্জীবনমিদং ॥১৪॥
মদঙ্গং ত্বৎ প্রেয়োবদন-নলিন-স্বেদকণিকা
হরন্ শৈত্যামোদা বিপুলকরুণঃ প্রাচ্যপবনঃ।

শ্রীরাধা আহ। ইদংবিধুরজ কর্পূরধূলি ভবতি। দূরাৎ শীতলীকরণার্থং মম তৃপ্ত্যাং দৃশং বিশতি। অত হে সখি! পূর্ব্বশ্লোকে দৃশমিত্যযুক্তং। কথং দিশং বিশতীত্যবাদীঃ কিম্বা ইদং কর্পূরধূলির্ভবতি; কিন্তু মৃতসঞ্জীবনং। যদ্-যস্মাদেতদ্রজঃশমিতাঃ শান্তাদবথব স্তাপা যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা প্রাণপক্ষিণঃ কণ্ঠাৎ হৃৎহৃদয়ং আনিন্যে ॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণস্য বদনকমলস্বেদকণিকা হরন্ শৈত্যেন তস্য শরীর সম্বন্ধেনামোদী চ পূর্ব্বদিক্‌সম্বন্ধী পবনঃ মাংস্পৃষ্ট্বা জীবয়তি। অতো যথা নাম্না তথা গুণতোঽপি জগৎপ্রাণো ভবতি ॥১৫॥

গোধূলী সময়ে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়া গোষ্ঠে প্রত্যাগমন করেন, সুতরাং শীঘ্রই প্রিয়তমের দর্শন লাভ করিব, এই ভাবিয়া শ্রীরাধা মনে মনে বড়ই উৎফুল্লা হইলেন। তিনি উল্লাস আবেগভরে প্রিয়-সখী ললিতাকে কহিলেন—"ভদ্রে! তোমার অনুমান ঠিক হয় নাই, উহাত গোধূলি নহে—কর্পূর ধূলি! তাই দূর হইতে এই ধূলি নয়নে প্রবেশ করিয়া আমার তাপিত নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। অতএব হে সখি! পূর্ব্বদিকে গোধূলি প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা কিরূপে বলিলে? আমার মনে হইতেছে, উহা কর্পূরধূলিও নহে—উহা যথার্থই মৃত-সঞ্জীবনী! এইজন্যই আমার যে প্রাণ-বিহঙ্গ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, এই ধূলি সেই প্রাণ-বিহঙ্গের নিখিল সন্তাপ প্রশমিত পূর্ব্বক তাহাকে কণ্ঠ হইতে হৃদয়ে আনিয়া আমাকে সহসা সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল ॥১৪॥

আমরি। পূর্ব্বদিগ্বাহী মন্দ মারুতের স্নিগ্ধ পরশে আমার সর্ব্বাঙ্গ এমন শান্ত-শীতলতায় ভরিয়া উঠিল কেন? সখি! ললিতে! আমার

অহো ! ভাগ্যাং স্পৃষ্ট্বা সপদি ললিতে ! জীবয়তি মাং
জগৎপ্রাণোনাম্না ভবতি গুণতোঽপ্যেষ নিতরাং ॥১৫॥
স্মরন্মাং দীনাং স ব্রজতিলক-সূনুঃ কিমধুনা
পুরোগাঃ কৃত্বা গা দ্রুততরমুপৈতি প্রণয়বান্ ।
কথং বাস্য স্রোতাং ভবতু সমদাক্ষালসগতেঃ
কথং বা হ্রস্বত্বং ত্যজতু স দবীয়ান্ বনপথঃ ॥১৬॥

দীনাং মাং স্মরন্ গাঃ পুরোগাঃ কৃত্বা দ্রুততরং উপৈতি সমদোক্ষা মত্ত বলীবর্দ্দাস্তেষামিব মন্থরগতেরস্য কথংবা স্রোতাং ভবতু । দবীয়ান্ দূরবর্ত্তী বনপথঃ কথং বা হ্রস্বত্বং ত্যজতু । তথাচ দুর্ভাগায়া মম মৃতসঞ্জীবনস্যাপ্যকিঞ্চিৎকরত্বং জাতমিতি ভাবঃ ॥১৬॥

নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমাদের প্রিয়তমের বদন-সরোজের স্বেদশীকর বহন করিয়াই এই পূর্ব্বদিগ্বাহী পবন এমন শৈত্যামোদী হইয়াছে। অহো ! আরও আমার সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই পরম কারুণিক পবন আমাকে একবার স্পর্শ করিয়াই আমার এই মৃতদেহে জীবন সঞ্চার, কারণ। এক্ষণে আশা হইতেছে, তোমাদের প্রিয়তমের অবশ্যই দর্শন লাভ করিব। অতএব এই পবন নামেই কেবল জগৎপ্রাণ নহে, পরন্তু গুণেও যে জগতপ্রাণ, তাহা এক্ষণে বেশ প্রতীত হইতেছে ॥১৫॥

সেই প্রেমময় ব্রজরাজনন্দন এই দীনা অভাগিনীকে স্মরণ করিয়াই কি সম্প্রতি গোধনসমূহকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্রুতবেগে আগমন করিতেছেন ? কিন্তু হায় ! সখি ! তিনি কিরূপেই বা দ্রুত আগমন করিবেন ? তাঁহার গতি যে মত্ত বৃষভরাজের ন্যায় স্বভাবতঃই মন্থর ! দূরবর্ত্তী বনপথের বিস্তারই বা কিরূপে হ্রাস হইবে ? অতএব হে সখি ! যে গোধূলি দর্শন আমার ন্যায় হতভাগিনীর পক্ষে মৃতসঞ্জীবন স্বরূপ হইয়াছিল, প্রিয়তমের আগমন বিলম্বে তাহা অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল—বুঝি বা এ দেহে আর প্রাণ থাকে না ॥১৬॥

মুখাব্জং বিভ্রাণো বিমলতিলকং বেল্লদলকং
রণদ্ভৃঙ্গ স্তোমস্তুতুলসিকাস্রক্ পরিমলঃ।
শ্রিতপ্রেঙ্খৎ পিঞ্ছারুণদর-নতোষ্ণীষ-সুষমা
ধুবন্ বাধাং রাধে! ত্বরিত মধুনৈবৈষ্যতি স তে ॥১৭॥
হিহী পিঙ্গে! ধূম্রে! ধবলি! শবলি! শ্যোনি! হরিণী-
ত্যাহো! তত্তদ্বর্ণগ্রথিতমণি-মালাজপপরঃ।
অসংখ্যা অপ্যেবং সপদি গণয়ন্নাহ্বয়তি গাঃ
স কান্তস্ত্বন্নেত্র জ্বরভরমুপৈষ্যন্ শময়িতুং ॥১৮॥
ইতো বংশীধ্বানাং কলয় সখি! রাধে! কলকলং
ব্রজে রামারাজেরুদিতবিতনোর্ন্মির্জিগমিষোঃ।

ললিতা আহ। চঞ্চলালকং মুখং বিভ্রাণঃ। অথচ শ্রিতশ্চঞ্চলঃ পিঞ্ছো যত্র এবং অরুণবর্ণ শ্চাসৌ ঈষৎ কুঞ্চিতো যঃ উষ্ণীষ স্তস্যসুষমা যত্র তথাভূতঃ স কৃষ্ণ-স্তব বাধাংধুবন্ অধুনা এষ্যতি। উর্ন্মিমৎ কুঞ্চিতং নতামত্যমরঃ ॥১৭॥

স তব কান্তঃ অসংখ্যা অপি গা এবং ক্রমেণ গণয়ন্ ত্বন্নেত্রজ্বরং উপশময়িতুং উপেষ্যন্ আগমিষ্যন্ আহ্বয়তি ॥১৮॥

শ্রীরাধার ব্যাকুলতা দর্শনে ললিতা প্রবোধ বাক্যে কহিলেন—“রাধে,! প্রিয়সখি! এমন অধীরা হইতেছ কেন? তোমার সেই প্রাণবল্লভ, বিমল তিলক শোভিত, চঞ্চল অলকামণ্ডিত বদন-কমল ধারণ করিয়া অলিকুল-গুঞ্জিত তুলসীমালার পরিমলে দিগন্ত প্রমোদিত করিয়া এবং অচঞ্চল শিখিপিচ্ছ-শোভি অরুণবর্ণ দর-কুঞ্চিত উষ্ণীষের সুষমায় সুশোভিত হইয়া তোমার সকল দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবেন ॥১৭॥

অহো! প্রিয়সখি! এক্ষণে তোমার সেই প্রাণকান্ত হিহী পিঙ্গে! ধূম্রে! ধবলি! শবলি! শ্যোনি! হরিণি ইত্যাদি নামানুসারে গোধন সমূহের বর্ণরূপ মণিমালা জপ-পরায়ণ হইয়া অসংখ্য গোযূথকে গণনা করিতে করিতে আহ্বান করিতেছেন এবং অচিরেই তোমার নয়ন-জ্বর শান্তি করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তী হইবেন ॥১৮॥

তদগ্রে সারামে কুসুমমিষতো যাম জরতীং
প্রতার্য্যোত্তুৎকণ্ঠাচুলুকিতধৃতিঃ সা দ্রুতমগাৎ ॥১৯।
ত্বয়া দত্তেনালং শ্রবণমনু পুষ্পেণ যদিহ
স্বয়ং দূরাদ্বংশীধ্বনি-রস-বতং সোঽলগদয়ং।
পতামি তৎপদে সখি! বকুলমালে! জহিহি মা-
মিতো গত্বা কৃষ্ণাম্বুদঘনরসৈঃ স্যাং শিশিরিতা ॥২০॥
প্রিয়স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্জনরস ইতোঽগ্রে বিপিনতঃ
সমেত্যো তং ধাস্যে নিজনয়নয়োঃ সংজ্বরহরং।

বংশীধ্বানাৎ উদিতভাবতনোঃ উদিতকন্দর্পয়ো অতএব গৃহান্নিষ্ক্রিগমিষোঃ বামাশ্রেণেঃ কলকলং কলয়! অতস্তাসামগ্রে স্বীয়ারামে যাম ॥১৯॥

অথ শ্যামাপি উপরাধং রাধায়াঃ সমীপং বনমগাদিতি দ্বিতীয়শ্লোকস্যেনান্বয়ঃ। হে বকুলমালে! ত্বয়া শ্রবণে দত্তেন পুষ্পনির্ম্মিতাবতংসেনালং যদ্যস্মাদিহ শ্রবণে বংশীধ্বনিরসরূপোঽবতংসঃ স্বয়মেবাগগৎ। শিশিরিতা শিশির কৃতা অহং স্যাম্ ॥২০॥

ঐ শুন সখি! কলপদায়ত বংশীধ্বনি শোনা যাইতেছে। আরও শুন রাধে! বংশীধ্বনি শ্রবণে ব্রজরামাগণের হৃদয়ে কন্দর্প-তরঙ্গ উদিত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত গৃহের বাহিরে যাইবার অভিলাষে কেমন কল-কোলাহল করিতেছে, শুন! অতএব ইহাদের অগ্রেই আমরা পুষ্প-চয়নছলে জরতীকে প্রতারিত করিয়া আমাদের পুষ্পোদ্যানে যাই চল!" এই কথা শুনিবামাত্র উৎকণ্ঠায় অধীরা হইয়া শ্রীরাধা সখীসহ সত্বর উদ্যানে গমন করিলেন ॥১৯॥

আবার এদিকে বংশীনিনাদ শ্রবণে ব্যাকুলা হইয়া শ্যামলা স্বীয় বেশবিন্যাসরতা সখী বকুলমালাকে কহিলেন—"বকুলমালে! আর কুসুমাবতংস দ্বারা আমার কর্ণযুগল বিভুষিত করিতে হইবে না, যেহেতু এই দেখ দূর-শ্রুত বংশীধ্বনি-রস রূপ অবতংশ, স্বয়ংই আমার শ্রবণ লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অতএব তোমার পায়ে পড়ি সখি! আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি বাহিরে যাইয়া ঐ শ্যাম-জলদের ঘনরসে শীতল হই ॥২০॥

কিমানৈষি ভস্মৈতদিদমহহানঞ্জ্মি ন দৃশৌ।
বনেনৈতি শ্যামা ত্বরিতমুপরাধং বনমগাৎ ॥২১॥

যুগ্মকং।

বিলম্বং নো ভদ্রে! কুরু জহিহি চন্দ্রাবলি! রুজং
ন ধন্যে! মান্থর্যং কলয় কমলে! যাহি সদনাৎ।
কথং পালি! ক্লামস্ত্বমসি হরেরঙ্গসুষমা-
মৃতে জীবেত্যাল্যো ব্রজমৃগদৃশাং সম্ভ্রমমধুঃ ॥২২॥

বিপিনেঃ অনুবঙ্গমাঞ্জনং সমেতি এতমেব যাহো। অস্ত গৃহস্থিতং ইদং ভস্ম কপমঞ্জনং নেত্রে দাতুং কিং আনৈষীঃ। অহং তু অনেন ভস্মনা দৃশৌ ন আনজ্মি ॥২১॥

ভদ্রায়াঃ কাচিৎ সখী ভদ্রামাহ। হে ভদ্রে! বিলম্বং ন কুরু। এবমেব সর্ব্বত্র সম্বোধনান্তপদং যুথেশ্বরীবাচকং। ইতি আল্যাঃ কথং ব্রজমৃগদৃশাং সম্ভ্রমমধুর্বা-ধ্যামাসুঃ ॥২২॥

সখি! অঞ্জন নামে ভস্ম আনিয়া আমার নয়নে দিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? ঐ ভস্ম দিয়া আমার নয়ন যুগল রঞ্জিত করিবার প্রয়োজন নাই? ঐ যে বিপিন হইতে আমাদের নয়নের সংস্কার-হর প্রিয়তমরূপ স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্জনরস আসিতেছে, উহাই নয়নে ধারণ করিব। এই বলিয়া শ্যামলা আর ভূষণাপেক্ষা না করিয়াই শ্রীরাধার নিকট উদ্যানে গমন করিলেন ॥২১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যাবটের সমীপবর্ত্তী হইলে সখীগণ স্ব স্ব যূথেশ্বরীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে ভদ্রে! আর বিলম্ব করিও না, হে চন্দ্রাবলি! দুঃখ পরিত্যাগ কর, হে ধন্যে! আর আলস্য করিও না, কমলে! গৃহ হইতে সত্বর বাহিরে চল, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, দর্শন কর; হে পালি! আর কেন ক্লেশানুভব করিতেছ? শীঘ্র চল, শ্রীকৃষ্ণের অনুপম অঙ্গ-সুষমামৃত নয়নপুটে পান করিয়া জীবিত হও",—এইরূপে সখীগণ সেই ব্রজসুন্দরীগণের সম্ভ্রম ধারণ করিলেন ॥২২॥

ইতো হম্বা হম্বাধ্বনিভি রুপগোষ্ঠং নিজসুতান্
হ্বায়ন্ত্যোধাবন্তীরখিল সুরভীর্বীক্ষ্য সহসা।
বলঃশ্রীদামাদ্যৈঃ সহসহচরৈঃ সত্বরগতি
র্বিষাদাব্ধেরম্বাঃ প্রথমমুদহার্ষীৎ পুরিবিশন্ ॥২৩॥
ইতঃ প্রেঙ্খৎ প্রান্ত প্রমদমদভারালসদৃশা
কৃশাঙ্গীরানঙ্গাধিভিরভসপূর্ণাসু বিকিরন্।
চলদৃশামারামান্ত্যমসুমনঃ কন্দুকপরি—
গ্রহোদ্বেগাক্ষেপ প্রচিত নব-লাবণ্য-জলধিঃ ॥২৪।

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেয়সীবর্গসহিতমিলন সময়মালক্ষ্য কিঞ্চিন্মিষেণ বলদেব শ্রীদামাদিনাং পুরপ্রবেশমাহ। নিজবৎসান্ হম্বাধ্বনিভিরাহ্বয়ন্তীঃ অথচ ধাবন্তী সুরভীরালক্ষ্য শ্রীদামাদ্যৈঃ সহ বলদেবঃ পুরিবিশন্ সন্ বিষাদ-সমুদ্রাৎ সকাশাৎ অম্ব মাতৃ প্রথমং উদহার্ষীৎ উদ্ধারং চকার ॥২৩॥
চলৎপ্রান্তভাগো যস্যা এবম্ভূতয়া প্রমদমদভারাভ্যাং অলসদৃশা করণেন কৃশাঙ্গীঃ ব্রজসুন্দরীঃ আনঙ্গাষু অনঙ্গসম্বন্ধিনীষু অতিহর্ষ পূর্ণাসু বিকিরন্ সন্ ইতঃপ্রাপ্তঃ। কথম্ভূতঃ। আরামসম্বন্ধী সুমনোভির্নির্মিতস্য কন্দুকস্য অন্যস্মাৎসখ্যাঃ সকাশাৎ পরিগ্রহঃ এবমুদ্বেগঃ কম্পঃ প্রক্ষেপশ্চ তৈঃ প্রচিতঃ ব্যাপ্তঃ নবলাবণ্যরূপ জলধিঃ যেন। পক্ষে রামানাং স্ত্রীণাং শোভনমনোরূপকন্দুকস্য ॥ ৪॥

অতঃপর প্রিয়তমাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-সময় অবলোকন করিয়া বলদেব শ্রীদামাদি কি ছলে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নন্দীশ্বরপুরী প্রবেশ করিবেন, চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গোষ্ঠ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সুরভীসকল হম্বা হম্বা ধ্বনি করিয়া নিজ নিজ বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে শ্রীবলরাম, শ্রীদামাদি সহচরগণের সহিত সত্বর পুরী প্রবেশ করিয়া জননীগণকে বিষাদ-সাগর হইতে প্রথমেই উদ্ধার করিলেন ॥২৩।

যাবটের পথে বীর সত্বরে গমন করিবার কালে শ্রীকৃষ্ণ, প্রমদ-মদ-ভারাকুল অলস নয়নাপাঙ্গ দ্বারা কৃশাঙ্গী ব্রজসুন্দরীগণকে কন্দর্প-সম্বন্ধীয় অতিশয় হর্ষাবর্ত্তে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। চঞ্চলা ব্রজ-রামাগণ তখন উদ্যানের কুসুম-কন্দুক নিচয় তাঁহার প্রতি হর্ষভরে

রুচাধ্বানং নীলোৎপলবনময়ীকৃত্যদৃগলি—
ব্রজানাং কান্তালেমধুররসসত্রং বিরচয়ন্।
ব্রজন্মন্দংমন্দং মুখররসনা নূপুরমলং
চকার শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়সখবৃতো গোকুলভুবং ॥ ২৫ ॥
অনং স্তনস্তেন প্রকটয় চলদ্‌ভৃঙ্গংবিকশ—
দৃগব্জং দেনোহগ্রে পশুপতিরসাবেতি বরদঃ।

রুচা স্বকান্ত্যা অধ্বানং নীলোৎপলবনময়ীকৃত্য কান্তাশ্রেণেনেত্র রূপভ্রমর-শ্রেণীনাং মধুর রসসত্রং বিরচয়ন্ ব্রজভুবং অলঞ্চকার ॥২৫॥

শ্যামাহ। চলদ্‌ভৃঙ্গস্থানায়েনালকেন লসদব্জং প্রকটয়। অগ্রে পশুপতির্মহাদেব

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা সকম্পিতভাবে পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় সখাদের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এইরূপে কুসুম-কন্দুকের গ্রহণ ও নিক্ষেপে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে এক অভিনব লাবণ্য-জলধি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অথবা সেই চঞ্চলা বামা-স্বভাবা ব্রজসুন্দরীদের শোভন মনরূপ কন্দুকের নিক্ষেপ ও গ্রহণ-ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে এক অভিনব লাবণ্য-জলধি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল ॥২৪॥

আমরি। তখন শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় কান্তিতে ব্রজ-পথ যেন বিকসিত নীলেন্দীবর বনময় হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন ব্রজকান্তাগণের নয়ন-ভৃঙ্গ-নিচয়ের নিমিত্তই মধুর রসের এক অপূর্ব্ব সত্র খুলিয়া দিয়াছেন আর ব্রজসুন্দরীগণের নয়ন-ভৃঙ্গ নিকর সে শ্রীঅঙ্গ-মাধুর্য্যামৃত-রস অবাধে পান করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি প্রিয়সখাবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া মন্দ মন্দ গমন করিতেছেন, তাহাতে নূপুর ও কিঙ্কিণী মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, এইরূপে তিনি গোকুলভূমিকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥২৫॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যখন যাবটের নিকটবর্ত্তী শ্রীরাধার উদ্যান সমীপে আগমন করিলেন, তখন হর্ষোৎফুল্লা শ্যামলা শ্রীরাধাকে কহিলেন— "রাধে। আর লজ্জার দণ্ড প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই, চঞ্চল ভৃঙ্গ স্থানীয় অলকাবলি-বিলসিত নয়ন-কমল বিকসিত কর, ঐ দেখ,

অনেনৈতৎপূজাং বিতনু বিতনুদ্রোহপটল—
প্রশান্ত্যৈ বিশ্বাসং ক্ষণমুপনতি ! রাধেতি শুভদং ॥২৬॥

ত্বমেবামুং শ্যামে ! ত্বরিতমুপধাব প্রকটিত
স্ফুরিৎ স্বচ্ছাম্ভোজস্তবকমুপনীয়ার্হণ কৃতে।
মুহূর্ত্তেঽস্মিন্ কামং সুমুখি ! যদি সম্পাদয়তি তে
মহেশোঽহং মজ্জাম্যমৃতজলধৌ তৎস্বয়মহং ॥২৭॥

মৃষা মা ত্বং বাদিঃ বদয় ললিতে ! বল্লিপটলীঃ
সমুৎফুল্লাস্ত্বাং কো মধুকরযুবা পশ্যতি কুতঃ।

এতি। পক্ষে পশুনাং পাতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। অনেন নেত্রকমলেন। বিতনু বিস্তারয়। বিতনুঃ কন্দর্পঃ তৎসম্বন্ধিদ্রোহপটলপ্রশান্ত্যৈ ইমং দেবং অতিশুভদ-বিধি ॥২৬॥

শ্রীরাধা আহ। ত্বমিতি। স্বচ্ছং মনোজ্ঞং। পক্ষে হৃদি ভবং কমলকোরক-স্তনদ্বয়ং অর্হনার্থং উপানীয় অমুং মহাদেবং ত্বমেব উপধাব। অস্মিন্ শুভমুহূর্ত্তে মহেশঃ তব কামং পূজিতঃ সন্ যদি সম্পাদয়তি তদা তদ্ দর্শনাৎ অমৃতজলধৌ অহং স্বয়মেব মজ্জামি ॥২৭॥

শ্যামাহ। ললিতে অয়ং মহেশঃ কস্যাঃ পূজনং গৃহ্ণাতি তদাকথং ব্রজসুন্দরী কলাঃ সমুৎফুল্লাবল্লিপটলোজ্জ্বলা তব সখি মৎপ্রেক্ষ্য পশ্যতি। ললিতাহ।

বরদ পশুপতি দেব তোমার সম্মুখে উপস্থিত। বিকসিত নয়ন-কমল দ্বারা উহার পূজা বিধান কর, তাহা হইলে তোমার কন্দর্পপীড়া নিচয়ের অবশ্য শান্তি হইবে ; এমন শুভক্ষণ সহসা পাওয়া যায় না সখি ! ॥২৬॥

শ্রীরাধা মৃদু হাসিতে হাসিতে শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে কহিলেন,—"শ্যামলে ! প্রস্ফুটকান্তি স্বচ্ছ অর্থাৎ মনোহর কমল কোরকদ্বয়—(শ্লেষে হৃদয়জাত কমল-কোরক স্থানীয় পয়োধর যুগল) উপহার দিয়া পূজা করিবার নিমিত্ত তুমিই ঐ মহাদেবের নিকট শীঘ্র ধাবিত হও। হে সুমুখি ! পূজা পাইয়া এই মহাদেব এই মুহূর্ত্তে যদি তোমার কাম-সম্পাদন করেন তাহা হইলে আমি স্বয়ংই অমৃতজলধিতে নিমগ্ন হইব ॥২৭॥

সখি! শ্যামে! সত্যং ন্যপতদতুলামোদসরিতো
ভ্রমৌ যস্মাদস্ত্যাস্তুদয়মিতইষ্টে ন চলিতুং ॥২৮॥
যদেত্থং সংলাপঃ প্রণয়-সরসী-ধোরণিরিব
শ্রুতি কৃষ্ণস্যারাদশিশিরয়দানন্দপৃষতৈঃ।
তদা শ্রীরাধাস্যং মদিরস্মিতলাস্যং দরদৃশো—
রবাপ্যাগ্রং তস্য দ্রুতমধিলতং নিহ্নুতি সগাহ ॥২৯

যদ্‌যস্মাৎ রাধিকারূপমালত্যাঃ অতুলামোদনদ্যাঃ ভ্রমৌ ন্যপতৎ তস্মাৎ অয়ং ভ্রমরঃ ইতঃ অন্যত্র চলিতুং ন ইষ্টে ন সমর্থঃ ॥২৮।

আসাং ইত্থংসংলাপ কীদৃশঃ। প্রণয়রূপসরোবরস্য ধোরণিঃ জলনিঃসরণার্থং প্রণালিকা ইব অমৃত-বিন্দুভিঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ণৌ যদা অশিশিরয়ৎ তদৈব রাধিকায়া আস্যং কর্তৃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইষদ্দৃশোরগ্রং অবাপ্য লতায়াং নিহ্নুতি সগাহ ॥২৯॥

তখন পরিহাস-রসিকা শ্যামলা শ্রীললিতাকে কহিলেন—"ললিতে! তুমি মিথ্যা বলিও না; সখি! ঐ দেখ, মধুকর-যুবা ব্রজসুন্দরীরূপা প্রফুল্লা বল্লী-পটলী পরিত্যাগ করিয়া তোমার প্রিয়সখিকে দেখিয়াই ঘূর্ণিত হইতেছে কেন? তুমিই বলনা। সুতরাং এই মহেশ কাহার পূজা গ্রহণ করিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না কি?"

ললিতা সহাস্যে কহিলেন—"সখি! শ্যামে! তুমি সত্যই বলিয়াছ? ঐ মধুকর-যুবা, এই শ্রীরাধারূপা মালতীর অনুপম-পরিমল-সরিতের আবর্ত্তমধ্যে পতিত হইয়াই আর চলিতে পারিতেছে না—পরন্তু এ স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবারও ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না ॥২৮॥

শ্যামলা ও শ্রীরাধার মধ্যে পরস্পর এই প্রকার সংলাপ প্রণয়-সরসীর পয়ঃপ্রণালিকার ন্যায় দূর হইতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ যুগল আনন্দ-নির্ঝর কণায় স্নিগ্ধ-শীতল করিল, অমনই মনোহর লাস্যযুক্ত শ্রীরাধার বদন-কমল নয়নাগ্রে চকিতের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াই কুসুমিত লতাবিতানের মধ্যে সহসা লুকাইয়া পড়িল ॥২৯॥

(কলাপকং)

পিপসার্ত্তৌ হা মে দৃগনঘ চকোরাবিহ সুধা-
মুপেতামালক্ষ্যোন্নত বিবৃতচঞ্চূ অভবতাং।
অরে! ধাতর্ধিক্ ত্বাং বলদঘ! যদাভ্যাং সপদি তাং
প্রদায়ৈবাহাষীরিতি হৃদি শুশোচে গিরিধরঃ॥ ৩০॥
বিমুঞ্চ ত্বং লজ্জেক্ষণমপি দৃশঃ কোণমপি মে
যথা তেনৈবাস্যং সকৃদপি বিলিহ্যামঘরিপোঃ।
প্রসীদানন্দাভ্র! ত্বমপি নহি রুন্ধী মম তনো
নমস্তেঽমাং মা কম্পায় চরণয়োস্তেঽহস্মি পতিতা॥৩১॥

পিপাসার্ত্তৌ মম নিরপরাধ-চকোরৌ নিকট প্রাপ্তাং সুধাং আলক্ষ্য উন্নত-বিবৃতচঞ্চূ অভবতাং অরে। ধাতঃ! হে বলদঘঃ মহাপরাধিন্॥৩০॥

হে আনন্দ-মেঘ! ইমং দৃশোঃ কোণং মারুন্ধি। হে অতনো! কন্দর্প॥৩১॥

উদ্দশনে গোবর্দ্ধনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ বিষাদ-খিন্ন হৃদয়ে স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন—“হায়! আমার পিপাসার্ত্ত নয়ন-চকোর যুগলের কোন অপরাধই ত নাই! নিকটে চন্দ্রোদয় দেখিয়া সুধাপান করিবার অভিলাষে কেবল চঞ্চু প্রসারণ মাত্র করিয়াছিল! হাঁরে! মহাপরাধিন্ বিধাতঃ! তোকে ধিক্! তুই আমার নয়ন-চকোর যুগলকে সুধাপান করিতে দিয়া আবার নিজেই তাহা অপহরণ করিলি! তুই দত্তাপহারী—সুতরাং মহাপরাধী॥ ৩০॥

তখন ব্রীড়াকুলবদনা প্রেমময়ী শ্রীরাধাও মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—“লজ্জে! তুমি ক্ষণকালের নিমিত্ত কেবল আমার নয়নের কোণ মাত্র পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি সেই কোণ মাত্র দ্বারাই ঐ অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল একবার মাত্র বিলেহন করি। হে আনন্দ-মেঘ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও—আমার এই নয়ন-কোণকে আনন্দাশ্রুপাতে রুদ্ধ করিও না। হে অতনো—হে কন্দর্প! তোমায় নমস্কার করি, আমার এই তনু-লতাকে কম্পিত করিও না—আমি তোমাদের চরণে পতিত হইতেছি॥ ৩১॥

ইতি প্রেম্না প্রোচ্য স্বগতমতিধার্ষ্ট্যং পুনরিদং
কথং কুর্য্যামিত্থং ব্যমৃষদপি যাবদ্বরতনুঃ।
বিকৃষ্যালাস্থানং পটিমভরতো বল্লিকুহরা-
দুপানীয় প্রেষ্ঠাননচকিতদৃষ্টিং ব্যধুরিমাং ॥৩২॥
অপাঙ্গাভ্যাং যূনোর্নভসি যমুনা ধাতৃতনয়া—
রসৈরেকীভূতা সুরসরিদ্বৃতা চিত্রমদাগাৎ।

ইতি স্বগতং প্রোচ্য স্বয়মুদ্যম্য দর্শনপ্রযত্নরূপধার্ষ্ট্যং কথং কুর্য্যামিতি যাবদ্বরতনু শ্রীরাধা ব্যমৃশৎ তাবৎ আল্যঃ অত্র নির্জ্জন স্থলে কুলাঙ্গনানাং স্থিতির্ন-যোগ্যা কিন্তু গৃহং যাম ইত্যাদি পটিমভরতো বিকৃষ্য বল্লিকুহরাৎ উপানীয় শ্রীকৃষ্ণস্যাননে ইমাং রাধাং চকিত দৃষ্টিং ব্যধুঃ ॥৩২॥

যূনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ শ্যামরক্তবর্ণাভ্যাং অপাঙ্গাভ্যাং আকাশে শ্রীকৃষ্ণস্য রক্তাংশঘটিতকটাক্ষস্থানীয়ৈঃ সরস্বতীরসৈর্জলৈরেকীভূতা রাধায়াঃ শ্যামাংশ ঘটিত কটাক্ষ রূপা যমুনা উভয়োঃশ্বেতিমাংশঘটিত কটাক্ষরূপা সুরসরিৎ গঙ্গাতয়া উতা গ্রথিতা সতী (আশ্চর্য্য) যথাস্যাত্তথা উদগাৎ। যত্র তাদৃশ যমুনায়া এতয়ো-

বরাঙ্গী শ্রীরাধা অনুরাগভরে মনে মনে এই কথা বলিয়া পুনরায় মনো মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এখান হইতে স্বয়ং মুখ তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করা অত্যন্ত ধৃষ্টতার কার্য্য, ইহা কিরূপেই বা সম্পন্ন করি?" প্রিয়সখীগণ শ্রীরাধার এই হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিয়া—"এইরূপ নির্জ্জনস্থানে কুলাঙ্গনাগণের অবস্থিতি করা কদাচ যোগ্য নয়, এস আমরা গৃহে যাই" এই বলিয়া পটুতা সহকারে লতাকুঞ্জের অন্তরাল হইতে টানিয়া আনিয়া শ্রীরাধাকে তখন শ্রীকৃষ্ণের নয়ন পথবর্ত্তিনী করিলেন—শ্রীরাধা চকিত দৃষ্টিতে প্রিয়মুখ-মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

তখন আকাশে শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ-রূপ সরস্বতীর অরুণ জল-প্রবাহের সহিত শ্রীরাধার কটাক্ষ রূপ শ্যামল যমুনা-প্রবাহ মিলিত হইয়া এবং উভয় দিক হইতে প্রবাহের সম্মিলনে শ্বেতিমাংশ ঘটিত কটাক্ষ রূপা সুরধুনী দ্বারা গ্রথিত হইয়া এক বিচিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গম সৃষ্টি করিল। আমরা। এই অপূর্ব্ব ত্রিবেণী-তীর্থে শ্রীরাধাশ্যামের

নিমগ্নৌ যত্রৈতদ্‌হৃদয়করিণৌ দ্রাগুভয়তঃ
প্রবাহায়ামাস্তাং বিকচকমলালীক্ষণততৌ ॥৩৩॥

ততো নিস্পন্দাঙ্গং রসিকমিথুনং তৎপ্রিয়সুহৃ—
দগণো বর্হ্ম-প্রান্তাদিতর জনশঙ্কাকুল-মনাঃ।
বিকৃষ্যারাৎ স্বং স্বং পুরসরণিমানায় রভসাৎ
প্রবুদ্ধং প্রত্যাশাসিত হৃদয়কার্ষীৎ পটিমভিঃ ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়করিণৌ নিমগ্নৌ যস্যাং কথম্ভূতায়াং উভয়তঃ আগমনাদেব উভয়তঃ প্রবাহায়াং। পুনঃ কথম্ভূতায়াং বিকচকমলানামিব আলীক্ষণানাং সখীনেত্রাণাং ততির্যত্র তস্যাং। পক্ষে বিকচানাং কমলানাং অলিততিরুৎসব পরম্পরা যত্র। যদ্বা বিকচকমলেষু অলীনাং ক্ষণঃ উৎসবো যত্র ॥৩৩॥

বহিরঙ্গ-জন শঙ্কাকুল মনঃ তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সুবল ললিতাদি প্রিয় সুহৃদগণঃ আনন্দমূর্চ্ছয়া নিস্পন্দাঙ্গং রসিকমিথুনং ততো বর্হ্ম-প্রান্তাদাকৃষ্য রভসাৎ বেগাৎ স্ব স্ব পুর-সরণিং আনীয় মূর্চ্ছাতঃ প্রবুদ্ধং মিথুনং প্রত্যাশয়া বদ্ধহৃদয়মকার্ষীৎ। শিখরিণী ॥৩৪॥

হৃদয়-ঐরাবত নিমগ্ন হইয়া গেল এবং এই যে উভয় দিক হইতে প্রবাহ বহিতেছে তাহাতে বিকসিত নলিনীর ন্যায় সখীশ্রেণী উৎসব বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর রসিক-রসিকাযুগল পরস্পর দর্শনানন্দে একেবারে নিস্পন্দাঙ্গ হইয়া পড়িলেন,—আত্মহারা হইয়া স্থির নিশ্চল ভাবে যেন পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই জড়িমা দশা দেখিয়া সুবল ও ললিতাদি প্রিয় সুহৃদ্‌গণ বহি-রঙ্গজনের শঙ্কায় আকুলচিত্ত হওয়া ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধাকে সেই প্রকাশ্য পথপ্রান্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া এবং সুবলাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক স্ব স্ব পুর প্রবেশ পথে লইয়া গেলেন পরে তাঁহাদের সেই আনন্দ-মূর্চ্ছা অপসারিত করিয়া বিশেষ পটুতা সহকারে তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়কে প্রত্যাশাবদ্ধ করিলেন। ফলতঃ "অচিরেই তোমাদের মিলন সংঘটিত হইবে" বলিয়া উভয়কে আশ্বাসিত করিলেন ॥৩৪॥

জনন্যা বাৎসল্যং তনুমদিব পিত্রোঃ কিমসবো
বহিষ্ঠাঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বসদনমিয়ায়েতি বিদুষী।
বিশাখাপ্রাহৈষীৎ সপদী তুলসী মঞ্জরি মথ
ব্রজেশ্বর্য্যৈ দাতুং তদভিমতপিযূষবটিকাঃ ॥৩৫॥
বলাৎপাণিঃ নীব্যামহহ মম ধিৎ সত্যয়মযং
বিশাখে! ত্বং বীথ্যাং কলয়সি কিমেতৎ কুতুকিনী।
যদুচ্চৈঃ ক্রোশন্তী সপি ন হি জহাত্যেষবত মাং
সতীনাং মূর্দ্ধন্যাং তদিহ কথয়ার্য্যাং দ্রুতমিতঃ ॥৩৬।

জনন্যা যশোদায়াঃ পিত্রোর্নন্দযশোদয়োর্বহিষ্ঠোঃ প্রাণা ইব শ্রীকৃষ্ণঃ স্বসদনং ইয়ায় ইতি। বিদুষী বিশাখা পিযূষবটিকাঃ ব্রজেশ্বর্য্যৈ দাতুং তুলসীমঞ্জরিং প্রাহৈষীৎ প্রেষয়ামাস। বল্লরিমঞ্জরিঃ স্ত্রিয়ামিত্যভিধানাৎ মঞ্জরী মঞ্জরিশ্চ ॥৩৫॥

শ্রীরাধা উন্মাদেনাত্মানং শ্রীকৃষ্ণেন বলাৎ ক্রিয়মানং মত্বা সখীং প্রত্যাহ বলাদিতি ॥৩৬॥

অতঃপর জননীর বাৎসল্য মূর্ত্তির ন্যায় এবং জনক জননীর বহিঃস্থিত জীবন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভবনে গমন করিতেছেন, ইহা বিদিত হইয়া বিদুষী বিশাখা, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-ভোজ্য পীযূষ-বটিকা শ্রীব্রজেশ্বরীকে প্রদান করিবার নিমিত্ত তুলসীমঞ্জরিকে প্রেরণ করিলেন ॥৩৫॥

রসিকবর শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রেমময়ী শ্রীরাধার দৃষ্টি-পথের অন্তরালে গমন করিলেন, অমনই শ্রীরাধা তদীয় বিরহে উন্মাদিনী হইয়া বিহ্বল-ভাবে বলিতে লাগিলেন—"সখি! বিশাখে! ঐ রমণী-লম্পট পথিমধ্যে বলপূর্ব্বক আমার নীবীর উপর হস্তার্পণ করিবার ইচ্ছা করিতেছে! অহো! তোমরা কি রঙ্গ দেখিতেছ? আমি এত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছি, তথাপি সতীকুল-শিরোমণি—আমাকে ঐ ধৃষ্ট পরিত্যাগ করিতেছে না? যাও সখি! তুমি শীঘ্র গৃহে গিয়া আর্য্যাকে এই কথা বল" ॥৩৬॥

বিলপৈবংরাধা দরবিকসিতাক্ষী সমুদিত-
ক্লমা প্রস্বিন্নাঙ্গীং বিতত‌দবথুর্বেপথুমতী।
তনুং বীক্ষ্যে স্বীয়াং কুসুমশয়ন-ন্যস্তসুষমাং
বিলক্ষালীরাহ স্মরপরিভবদ্‌গাদগদগিরা ॥৩৭॥

ক্ব মে প্রেয়ান্ বাধ্যাং চকর কিমহং নিস্কুটভবং
কিমেতদ্‌বেশ্মাহো! সখি! গুরু পুরস্থঃ ভবতি কিং?
ইয়ং সন্ধ্যা প্রাতঃ কিমজনি কিমহো! স্বিদভব—
ন্নিশীথঃ কিং নিদ্রাপ্যহহ কিমুজাগ্রিম্ন বদ তৎ ॥৩৮॥

বিরহতাপ শান্ত্যর্থং সখীরচিত কুসুমশয়নন্যস্ত সুষমাং তনুং বীক্ষ্য বিলক্ষা অহং গ্রামাদ্‌বহিঃ পুষ্পবাটিকায়াং শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতা আসং কথমত্র পুষ্পশয্যায়াং বিশ্রমানেতি বিস্ময়ান্বিতা সতী আলীরাহ। বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিতে ইত্যমরঃ ॥৩৭॥

অহং বিধ্যাং কিং চকরেতি—স্বস্থ বৈপরীত্যং সম্ভাবনীয়া প্রশ্নঃ। এতদ্ গৃহং কিং তৎ পুষ্পবাটিকা-ভবঃ? ইয়ং কিং সন্ধ্যা? প্রতিদিনং বিহারানন্তরং গৃহাগমনোচিতং প্রাপ্তঃ কিং অজনি?॥৩৮॥

এই প্রকার বিলাপ করিয়া অতিশয় ক্লান্তি-বিশিষ্টা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা পরিতপ্তা শ্রীরাধা কাঁপিতে কাঁপিতে নয়ন-কমল ঈষৎ বিকসিত করিলেন এবং বিরহ-তাপ-প্রশমনার্থ সখীগণ কর্ত্তৃক রচিত কুসুম শয্যায় স্বীয় তনু-লতা বিন্যস্ত দেখিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ভাবিলেন—"গ্রামের বাহিরে এই পুষ্প-বাটিকায় আমি কি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম?—এই পুষ্প-শয্যাতেই বা শুইয়া রহিয়াছি কেন?"—এইরূপ বিস্ময়-বিমুগ্ধা শ্রীরাধা তখন কন্দর্প-প্রভাবোত্থ গদ্‌গদবাক্যে সখীগণকে কহিলেন ॥৩৭॥

"বল সখি! আমার প্রিয়তম কোথায়? আমি এই পথিমধ্যে কি করিতেছি? এই গৃহ কি আমার প্রিয়তমের পুষ্পোদ্যানস্থিত? না আমার গুরুজনের পুরস্থিত? সত্য করিয়া বল সখি! এখন সন্ধ্যা না প্রাতঃকাল? বিহারান্তর প্রতিদিন গৃহাগমনের উপযুক্ত সময়

স্বমারামচ্চামাম্বুজমুখি। সমায়াঃ প্রিয়তমো
রহঃ কুঞ্জে স ত্বামরময়দথাগাৎ স্বভবনং।
চিরাৎ খেদং পিত্রোত্ত্বশমুপশময়্যৈষ্যতি পুন—
র্ব্বিধুঃ স ত্বন্নেত্রোৎপলযুগ-বিকাশার্থ মধুনা ॥৩৯॥
যৎ প্রাগাসীদ্ব্রজে পুরসরো জীবনাদ্বিচ্যুতং দ্রা—
ক্তৈগ্রস্তাপৈর্ব্বিরহরবিনোৎপাদিতান্ত-র্ব্বিদারং।

প্রেমোন্মত্তাং তাং সখী পরিহসতি। হে অম্বুজমুখি! ত্বং আরামাৎ-স্বধামঃ সমায়াঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি কুঞ্জে ত্বাং অরময়ৎ। অথ স্বভবনমগাৎ। বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ ॥ ৩৯ ॥

যৎব্রজরূপসরঃ শ্রীকৃষ্ণরূপজীবনাৎ জলাৎ বিচ্যুতং এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহরূপ সূর্য্যেণ তাপৈঃ করণৈরুৎপাদিতান্তর্বিদারং প্রাগাসীৎ। ফুল্লপঙ্কেরুহতুল্যানি

উপস্থিত হইয়াছে কি? অথবা নিশীথ সময় সমাগত হইয়াছে? অহো! আমি কি নিদ্রিতা না জাগরিতা রহিয়াছি? ॥৩৮॥

শ্রীরাধার সেই প্রেমোন্মত্তা অবস্থা দেখিয়া সখীগণ, ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন। পরিহাস বাক্যে কহিলেন—"হে কমলমুখি! তুমি সম্প্রতি উদ্যান হইতে গৃহে আসিয়াছ, তোমার প্রিয়তম নিভৃত কুঞ্জে তোমার সহিত বিবিধ কেলি-বিলাস করিয়া এক্ষণে নিজালয়ে গমন করিয়াছেন। সেই ব্রজবধু, স্বীয় অদর্শন জনিত জনক জননীর তাপোপশম করিয়া, তোমার নয়নোৎপল-যুগলকে প্রফুল্ল করিবার নিমিত্ত এখনই আগমন করিবেন ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণই ব্রজপুর-সরোবরের জীবন (জল) স্বরূপ। সেই জীবন-বিচ্যুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-সূর্য্যের উগ্রতাপে ইতঃপূর্ব্বে ঐ ব্রজপুর-সরোবর যেন শুষ্ক হইয়া অন্তর্বিদার প্রাপ্ত হইয়াছিল; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-জলধর সমুদিত হওয়ায় আনন্দধারার বর্ষণে তাহা কূলে কূলে

কৃষ্ণাম্ভোদে মিলতি রভসাদেতদানন্দধারা—
সারৈঃ পূর্ণং ত্বরিতমভবৎ ফুল্লপঙ্কেরুহাস্যং ॥৪০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে অপরাহ্নিক
লীলা স্বাদনো নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।

ব্রজবাসিনাং সুখানি যত্র। সরোবর পক্ষে পঙ্কেরুহানাং আস্যাস্থিতির্যত্র। স্বাদাস্বাদনা স্থিতিরিত্যমরঃ ॥ ৪০ ॥

সমাপ্তোঽয়ং ষোড়শঃসর্গঃ।

পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সরোবরের শোভা স্বরূপ কমল স্থানীয় ব্রজবাসিগণের বদন-কমল এক অপূর্ব্ব প্রফুল্লতায় ভরিয়া উঠিল ॥৪০॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্যে মর্ম্মানুবাদে অপরাহ্নিক
লীলাস্বাদন নাম ষোড়শ সর্গ ॥১৬॥

সপ্তদশ সর্গ।

সায়ন্তনী লীলা।

দ্যোভাস্বন্তৌ বিধিরতুলয়ৎ পদ্মিনী নিত্যবন্ধু
কৃষ্ণস্তত্রাবনিময়মযাৎ পাণ্ডুরঃ খং লঘিষ্ঠঃ।
ধাতৈবাপ প্রমিতি মধিকং কিন্তু মৌঢ্যং স একঃ
কো বা হৈমং গণয়তি সুধীঃ শর্ষপার্দ্ধেন সার্দ্ধং ॥১॥
উদ্যন্নক্তং দিনমপি জগল্লোচনানন্দ ধারা—
নির্ম্মাণার্থং স্থিরচর ততেঃ প্রেমধর্ম্মপ্রকাশী।

শ্রীকৃষ্ণস্য গোষ্ঠপ্রবেশ সময়ে স্বর্গাঙ্গনানাং পরস্পরোক্তি মাহ। দ্যাবিতি। মন্দাক্রান্তাছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যস্বরূপৌ দ্যোভাস্বন্তৌ পদ্মিনীনিত্যবন্ধুস্বরূপ সমধর্ম্মং দৃষ্ট্বা বিধিরতুলয়ৎ। পাণ্ডুরঃ শ্বেতঃ সূর্য্যঃ আকাশং অযাৎ যতো লঘিষ্ঠঃ। অত্র-তোলনে স একো ধাতা এব বিস্তৃতং অধিকং মৌঢ্যং আপ। তত্র হেতুঃ কো বেতি ॥ ১ ॥

বিধাতুর্মৌঢ্যে তয়োর্বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতু মাহ। লোচনানামানন্দধারা নির্ম্মাণার্থং নক্তং দিনং ব্যাপ্য উদ্যন্। সূর্য্যস্তু লোচনমাত্র প্রকাশার্থং দিনমাত্রং

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ প্রবেশ কালে বিমান-বিহারিণী দেবাঙ্গনাগণ প্রফুল্ল-চিত্তে পরস্পর এইরূপ সংলাপ করিতে লাগিলেন—'হে সখি! দেখ, শ্রীকৃষ্ণ ও দিবাকর পদ্মিনীগণের নিত্যবন্ধু ও ভাস্বর বলিয়াই বিধাতা ঐ দুইটীকে যেন তুলাদণ্ডে তুলনার্থ ওজন করিয়াছেন, তাহাতে গুরু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবনীতলে বিরাজ করিতেছেন আর লঘুবস্তু বলিয়াই ঐ পাণ্ডুর সূর্য্য ঊর্দ্ধে আকাশে বিরাজ করিতেছে। এই তুলনায় বিধাতার সমধিক মূঢ়তাই প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, কোন্ সুধীব্যক্তি শর্ষপার্দ্ধের সহিত সুবর্ণের তুলনা করিয়া থাকেন? বাস্তবিক পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসুন্দরের সহিত তুলনায় সূর্য্য একটী সামান্য শর্ষপকণা সদৃশও হইতে পারেন না? ॥১॥

মাধুর্য্যাব্ধি র্মৃদুল কিরণো গোপরার্দ্ধপ্রচারী
হারী লোকান্তর সুতমসামভ্রবিভ্রাজিতশ্রীঃ ॥২॥
কষ্টাম্ভোধেঃ পরমতরণী র্ভীরু হৃচ্চক্রবাক—
দ্বন্দ্বস্যারাৎ করবিতরণেনাবনে র্ভাগ্য-রাশিঃ।

ব্যাখ্যা উজ্জ্বল্। স্থিরচরেতি। সূর্য্যস্ত মনুষ্যস্যৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপ্রকাশী। মৃদুলেতি। স তু প্রচণ্ড কিরণঃ। সূর্য্যস্ত গো সংস্রপ্রচারী। কিরণ পরোঽপি গো শব্দঃ। অতএব সহস্রগুরিতি তস্য সংজ্ঞা। লোকানাং জনানাং অন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মভূতানাং বাসনা রূপাণামপি তমসংহারী। সূর্য্যস্ত লোকানাং বাহ্য তমো-মাত্রহারী। অভ্রস্যৈব অভ্রাদপি বা বিভ্রাজিতা শ্রীর্যস্য। সূর্য্যস্ত অভ্রেণ বিগত ভ্রাজিতা আচ্ছাদিতা শোভা যস্য ॥ ২ ॥

সূর্য্যস্ত ভীরুহৃৎ বিরহভয়যুক্তং হৃদয়ং যস্য তস্য চক্রবাক-দ্বন্দ্বস্য কিরণ দানেন কষ্টসমুদ্রস্য নামমাত্রেণৈব তরণিঃ ন তু পরম তরণিঃ। যতোরাত্রি গত

বিধাতাকে কেন মূঢ় বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে, দুইটী সমধর্ম্মা বস্তুর সহিতই তুলনা হইতে পারে। কিন্তু সূর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণ ত সমধর্ম্মী নহেন?—ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে বৈধর্ম্ম্যই দৃষ্ট হয়। দেখ না কেন,—সূর্য্য কেবল দিনমানেই উদয়,হন কিন্তু ঐ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র দিন যামিনী সমুদিত; সূর্য্য লোচন মাত্র প্রকাশক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জগতের নয়নানন্দ ধারাবর্ষী; 'সূর্য্য মনুষ্যের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রকাশী,আর শ্রীকৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গমের প্রেমধর্ম্ম প্রকাশী; সূর্য্য জ্যোতির আকর, শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যের সাগর, সূর্য্য প্রচণ্ড কিরণশালী, শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ-মধুর কিরণমালী; সূর্য্য গো অর্থাৎ কিরণ-পরার্দ্ধ-প্রচারী, শ্রীকৃষ্ণ পরার্দ্ধ গো-চারণকারী, সূর্য্য কেবল লোকের বহিস্তমোহারী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জীবের অন্তঃকরণের সূক্ষ্মভূতা বাসনা-তমসাপহারী, সূর্য্যের আকাশ-শোভাও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে,কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নবজলদ জয়িনী সুষমা নিত্য সমুজ্জ্বলা ॥২॥

ভীরু হৃদয় চক্রবাক্ যুগলের প্রতি স্বীয় কর বা কিরণরাশি বিতরণ করিয়া সূর্য্যদেব তাহাদের ক্লেশ-সমুদ্রের নাম মাত্রই তরণী, পরন্তু পরম তরণী নহেন; যেহেতু সেইচক্রবাক্-মিথুনের রাত্রিগত

মিত্রশ্চিত্রাতুলগুণদ্ যদি কিং গবাধীশ্বরাশা—
পূর্ত্যৈ মজ্জন্ হতভগদৃশো হাজিহাসত্যয়ংনঃ ॥৩॥
ইত্থং স্বঃস্ত্রীজন কলকলৈর্ল্লাঘবং স্বংবিবস্বান্
মেনে শ্রোত্রামৃতমিব কৃতী যত্তদাশানুগামী।

বিরহদুঃখস্য নাশাসামর্থ্যাৎ। স তু ভীরূণাং স্ত্রীণাংহৃৎস্থস্য চক্রেত্যতিশয়োক্ত্যা স্তনদ্বয়স্য হস্তদানেন কষ্ট সমুদ্রস্য পরমনৌকারূপঃ। গবাধীশ্বরয়োর্নন্দযশোদয়ো-বাঞ্ছা পূর্ত্ত্যৈ গচ্ছন্ অয়ং কৃষ্ণঃ হতভগদৃশো নোঽস্মান্ কিং জিহাসতি। পক্ষে গবাধীশ্বরো বরুণস্তদাশায়াস্তদ্দিশ পালনায়। গোশব্দোঽত্র পক্ষে জলবাচী ॥৩॥

ইত্থং স্বর্গস্ত্রীণাং কলকল শব্দেন্নাতং স্বীয়ং লাঘব কৃত্বা সূর্য্যঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়-স্যামৃতমিব মেনে। তত্র হেতুর্যত্তস্মাৎ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে যা আশা পশ্চিমদিক তদনুগামী। স্বর্গাঙ্গনোক্তস্য গবাধীশ্বরাশাপূর্ত্ত্যৈ ইতি শব্দস্য পশ্চিমদিক-পালনায়েত্যর্থং মত্বা পশ্চিমদিক স্বরূপা নাগরী মূঢ়া প্রকৃতার্থ মজানতো কৃষ্ণ-

বিরহ দুঃখ নাশ করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভীরু স্বভাবা গোপাঙ্গনাগণের বক্ষোজ-চক্রবাক্ যুগলে কর-কমলার্পণ করিয়া তাঁহাদের বিরহ-দুঃখ-সমুদ্রের নিত্যই পরম তরণী স্বরূপ। দিবাভাগে সূর্য্যোদয়ে অবনীর যে সৌভাগ্যোদয় হয়, সূর্য্যাস্ত হইলে অবনীর ত সে সৌভাগ্য রাশি আর থাকে না! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে সকল সময়েই অবনীর সৌভাগ্য রাশি পরিস্ফুট। এই অনুপম বিচিত্র গুণের আকর স্বরূপ সূর্য্য যেরূপ দিবাবসানে গবাধীশ্বরের অর্থাৎ বরুণের আশা অর্থাৎ পশ্চিম দিগঙ্গনাগণের পালনার্থ গমন করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ গবাধীশ্বর যুগলের অর্থাৎ শ্রীব্রজরাজ ও শ্রীব্রজেশ্বরীর বাঞ্ছা পূরণ করিবার নিমিত্ত আমাদের স্থায় হতভাগিনীদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন ॥৩॥

সুর-ললনাগণের এইরূপ মধুরাস্ফুট শব্দে সূর্য্য নিজেকে নিতান্ত লঘু মনে করিয়াও সেই কল শব্দকে কর্ণামৃতের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ পশ্চিম দিকে অনুগমন করিতেছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত অভিলাষী সূর্য্য অপার আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু ঐ যে সন্ধ্যা-সমাগমে যে পশ্চিম দিগ্ভাগ

মূঢ়া মত্বাত্মনি বরুণ দিঙ্নাগরী সৌভগং য—
মস্মৈ তেনাপ্রকট যদিয়ং হন্ত! মিথ্যানুরাগং ॥৪॥

কলাপকং।

কৃষ্ণো গচ্ছদ্‌যদনুবিশিখং হর্ম্ম্যাগস্ত্রীজনৈরশ্রু-
স্তিম্যৎ পুষ্পাঞ্জলিকিরিদরোদঞ্চয়ন্ লোচনান্তং।
স্বঃ সুন্দর্য্যঃ পুলকিততনোঽমংসত স্বস্ব ভাগ্যং
তেন স্থানে ক্বচন সুদৃশাং মুগ্ধতা দোগ্ধি মোদং ॥৫॥

আগমনসম্ভাবনয়া আত্মনি যৎ সৌভাগ্যং অমন্যত তেনৈব হেতুনা অন্তঃকরণস্থ মিথ্যানুরাগ প্রকটিতং। অতএব সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিশি রক্তবর্ণং দৃশ্যতে ॥৪॥

হর্ম্ম্যাগত স্ত্রীজনে শ্রীকৃষ্ণোপরি অশ্রুস্তিম্যৎ পুষ্পাঞ্জলি কিরি সতি। পুষ্পাঞ্জলীন্ কিরতীতি পুষ্পাঞ্জলিকিঃ কিরণঃ তস্মিন্। সজলপুষ্পস্পর্শেন শ্রীকৃষ্ণঃ লোচনান্তমীষদূর্দ্ধ্বমঞ্চয়ন্ অনুবিশিখং গলীতিপ্রসিদ্ধায়াং প্রতিবিশিখায়াং যদ্ গচ্ছৎ তেনৈবাস্মান্ পশ্যতীতি মত্বা স্বর্গস্থসুন্দর্য্যঃ স্বভাগ্যমমংসত। ইদং স্থানে যুক্তমেব যতঃ সুদৃশাং ক্বচন বিষয়ে মুগ্ধতা অজ্ঞানমপি আনন্দং দোগ্ধি ॥৫॥

রক্তিমরাগে অরুণিম হইয়াছে, যেন নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের অনুগমনে মূঢ়া বরুণদিক্-নাগরী আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াই এইরূপ অনুরাগ প্রকটিত করিয়াছে। হায়! প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন সম্ভাবনায় তাহার অন্তঃকরণের এই অনুরাগ-প্রকাশ মিথ্যাই হইয়াছে! ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ যে যে বিশিখ অর্থাৎ গলি রাস্তা দিয়া গমন করিতে লাগিলেন তাহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদস্থিতা পুর-ললনাগণ শ্রীকৃষ্ণের উপর অশ্রু-সিক্ত পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সজল পুষ্প-স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিত হইয়া যেমন নয়নান্ত ঊর্দ্ধে বিন্যস্ত করিতেছেন অমনই তদ্দর্শনে বিমানবিহারিণী সুর-সুন্দরীগণ "শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতিই নয়নাপাঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন" মনে করিয়া পুলক-পুষ্পিতাঙ্গে স্ব স্ব ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন দোষ হয় নাই। যেহেতু কোন কোন বিষয়ে সুলোচনাগণের মুগ্ধতাও আনন্দ বিধান করিয়া থাকে ॥৫॥

যাতে পিত্রোর্নয়ন-পদবীং তৎ পুরান্তঃ প্রবিষ্টে
তদ্বাৎসল্যামৃত-জলনিধৌ মজ্জতি শ্রীমুকুন্দে।
তং জ্ঞাত্বাক্ষ্ণোরবিষয় মভূদ্‌ভানু রঙ্গারতুল্য
স্তৎপ্রাপ্ত্যর্থং কিমনু লবণাম্ভোধি মাসীন্নিমঙ্‌ক্ষুঃ ॥৬॥
তদ্বিশ্লেষ জ্বরশমলবেঽপ্যাক্ষমা যর্হ্যভূবন্
গান্ধর্ব্বায়া বিসকিসলয়োশীর-চন্দ্রাম্বুজাদ্যাঃ।
কাপ্যাগত্য ব্যধিত ললিতাদেশতস্তর্হি তস্যা
স্তদ্বৃত্তান্তামৃতরসপৃষৎ সেচনং কর্ণরন্ধ্রে ॥৭॥
সংজ্ঞাং লব্ধ্বা হরিণনয়না সম্ভ্রমাদুত্থিতোচে
তস্যা প্রাপ্তং শ্রবণ-সরুভূরালি। রত্না সমাভূৎ।

পিত্রোরন্তঃপুরঃ প্রবিষ্টে শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য-সমুদ্রে মজ্জতি সতি সূর্য্যস্তং নেত্রয়োরবিষয়ং মত্বা অনুরাগেনাঙ্গারতুল্যঃ সন্ পুনস্তৎ প্রাপ্ত্যর্থং লবণ-সমুদ্রং নিমঙ্‌ক্ষুর্নিমজ্জেচ্ছুরাসীৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য বিশ্লেষ-জ্বরশান্তি লবেঽপি যর্হি এতে অক্ষমাঃ অভূবন তদানীমেব নন্দীশ্বরাৎ কাপি আগত্য ললিতা-নিদেশেন রাধায়াঃ কর্ণরন্ধ্রে শ্রীকৃষ্ণস্য বৃত্তান্তামৃতবিন্দু সেচনংব্যধিত ॥ ৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ-অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক পিতামাতার নয়ন পথবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের বাৎসল্যরূপ অমৃত-সাগরে নিমজ্জিত হইলে সূর্য্যদেব তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় নয়নের অবিষয়ীভূত জানিয়া অনুরাগভরে অঙ্গারতুল্য হইলেন এবং পুনরায় সেই পরমাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্তই যেন পরে লবণ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছুক হইলেন ॥৬॥

এদিকে প্রিয়সখীগণ-সেবিত বিস-কিশলয়, উশীর, কর্পূর, চন্দন কমলাদিও যখন শ্রীরাধার কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত জ্বর-সন্তাপের লেশমাত্রও প্রশমিত করিতে সমর্থ হইল না, সেই সময়ে নন্দীশ্বর হইতে এক সখী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ললিতার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীরাধার কর্ণরন্ধ্রে, শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্তরূপ অমৃতবিন্দু সেচন করিলেন ॥৭॥

অস্যাং স্বপ্নেঽহমভবমধুনাপূর্ব্বপীযূষবৃষ্টিং
বিধস্তোষা তদিহ সখি! মাং শীতলীবোভবীতি ॥৮॥
আয়াতেয়ং সুমুখি! তুলসীমঞ্জরী গোষ্ঠরাজ্ঞ্যা
গেহাৎ সখ্যুস্তব যদবদদ্বৃত্তমস্মাদজাগঃ।
ইত্যুক্তাল্যা বদ পুনরপীত্যম্বুজাক্ষ্যাদিদেশ
প্রেয়ঃ সায়ন্তন গুণ কথাং প্রাহ মধ্যে সভং সা ॥৯॥

হে আলি অশ্রান্তং নিরন্তরং তপ্তা মম শ্রবণরূপা মরুভূমিঃ ধন্যা অভূৎ। অস্যাং মরুভুবি অধুনা স্বপ্নে অপূর্ব্বামৃতবৃষ্টিং অহমন্বভবং। এষা মরুভূমিঃ মাং বিধায় সতী স্বয়ং শীতলীবোভবীতি অতিশয়েন পুনঃপুনর্ভবতি ॥ ৮ ॥

তব সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যদ্বৃত্তান্তং যদদঃ তস্মাদেব ত্বং অজাগঃ মূর্চ্ছাতঃ প্রবুদ্ধা বভূব। আল্যা ইত্যুক্তা সা অম্বুজাক্ষী রাধা পুনরপি তদ্বৃত্তান্তং বদ ইত্যাদিদেশ সা তুলসীমঞ্জরী মধ্যে সভং সভামধ্যে ॥ ৯ ॥

মৃগনয়না শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া কহিলেন—"হে সখি! আমার নিরন্তর উত্তপ্ত শ্রবণ-মরুভূমি আজ ধন্য হইল—আমি সম্প্রতি স্বপ্নে এই শ্রবণ মরুভূমিতে এক অপূর্ব্ব পীযূষ-বৃষ্টি অনুভব করিলাম। বলিব কি সখি! এই মরুভূমি আমাকে সুখী করিয়া নিজেও অতিশয় শীতল হইল ॥৮॥

ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"সুমুখি! ইহা স্বপ্ন নহে,—এই তুলসী মঞ্জরী সম্প্রতি ব্রজরাজ-মহিষীর গৃহ হইতে আসিয়া তোমার প্রাণ-সখা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বৃত্তান্ত তোমার কর্ণে ধীরে ধীরে শুনাইয়াছে, তাহাতেই তোমার বিলুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে।"

প্রিয়সখী ললিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া কমল-নয়না শ্রীরাধা সাগ্রহে তুলসীমঞ্জরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সখি! পুনরায় তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন কর"—প্রাণ শীতল হউক।" শ্রীরাধার আদেশ পাইয়া তুলসী তখন সেই সখীসভামধ্যে প্রিয়তমের সায়ন্তন-গুণ-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৯॥

তাতস্যাগ্রে পদমুপযযাবাদিতো গোপুরাগ্রে
কৃষ্ণো দোর্ভ্যাং পুলকিততনোরুদ্‌গৃহীতোঽথ সম্যক্‌।
নিস্পন্দস্যোরসি চিরময়ং ভ্রাজতে স্ম স্থিরাঙ্গঃ
কৈলাশাদ্রেঃ সরসি বিকসন্নীলপদ্মং যথৈকং ॥১০॥
উষ্ণীষাগ্রং দরবিঘটয়ন্নশ্রুভিঃ সিচ্যমানং
শীর্ষং জিঘ্রন্‌ পিহিতমকরোদাস্যমাস্যব্রজেশঃ।
মন্যে চন্দ্রং বিমলশরদম্ভোদ আবৃত্য তস্য
জ্যোৎস্না-জালৈঃ শমলমকরোদাত্মতাপাপনুত্যৈ ॥১১॥

কৈলাশ স্থানীয়ো নন্দঃ সরোবর স্থানীয়ং বক্ষঃ ॥ ১০ ॥

বক্ষঃ স্থলাস্থিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উষ্ণীষাগ্রং ঈষদ্বিঘটয়ন্‌ শীর্ষং জিঘ্রন্‌ ব্রজেশঃ মস্তক ঘ্রাণ সময়ে স্বমুখেন শ্রীকৃষ্ণস্য মুখং বিনিতং আচ্ছাদিত মকরোৎ। অত্রোৎপ্রেক্ষামাহ। জলাভাবেন সূর্য্যাতপ তপ্তঃ শরৎকালীন শ্বেত মেঘঃ চন্দ্রস্য জ্যোৎস্না জালৈঃ স্বীয়তাপ দূরীকরণায় চন্দ্রং আবৃত্য স্বং অলং অকরোদিতি অহং মন্যে ॥ ১১ ॥

"শুন সখি! গোষ্ঠ হইতে গোপুরাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজরাজের নয়ন পথবর্ত্তী হইলেন, অমনই বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া পুলকিতাঙ্গ হইলেন। এইভাবে ব্রজ-রাজের সেই নিস্পন্দ বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন—তদ্দর্শনে বোধ হইল—আমরি! যেন স্থিরাঙ্গ কৈলাশ-গিরির অন্তর্বর্ত্তী সরোবরে যেন একটী অপূর্ব্ব নীলকমল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে॥১০॥

অনন্তর ব্রজেশ্বর স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিত শ্রীকৃষ্ণের উষ্ণীষের অগ্রভাগ ঈষৎ সরাইয়া দিয়া স্নেহাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে করিতে যখন প্রাণাধিক পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, তখন স্বীয় বদন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বদনখানি আচ্ছাদিত করিলেন। আমরি! সখি! বলিব কি, তাহাতে বোধ হইল সুবিমল শারদীয় শুভ্র মেঘ শশধরের শান্ত জ্যোৎস্নাজালের দ্বারা স্বীয় জলাভাববশতঃ রবিকরজনিত তাপ

যান্তী গেহাদজির মজিরাদ্গেহ মায়ান্ত্যথো যা
শুষ্যদ্বক্ত্রা নিয়দতিরুজৈবাস্তিমং যামমহ্নঃ।
সা গোষ্ঠেশা তরণিতনয়ে নেত্রযুগ্মাৎকুচাভ্যাং
জহ্নোঃ কন্যে অসৃজদিব তং প্রেক্ষ্য সূনুংসমীপে ॥১২॥

শক্তং কর্তুং নলিত-জড়িমা সন্নকণ্ঠী ন বার্ত্তাং
প্রষ্টুং নাপীক্ষিতুমপি যদি প্রাভবৎ সাশ্রুপূর্ণা।
দীপাবল্যা কলিতললিতারাত্রিকংরামমাতে-
বাস্থাঃ ক্রোড়ে করধৃত মুপাবেশয়ৎ তর্হিকৃষ্ণঃ ॥১৩॥

সা যশোদা শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহেন গেহাৎ অজিরং যান্তী অজিরাৎ গেহং যান্তী সতি আতরুজা আতকষ্টেনৈব দিবসস্যান্তিমং যামমনয়ৎ। সা সমীপে শ্রীকৃষ্ণং প্রেক্ষ্য নেত্রদ্বয়াৎ তরণি-তনয়ে দ্বে যমুনে অসৃজৎ। এবং স্তনাভ্যাং জহ্নোঃ কন্যে দ্বে গঙ্গে অসৃজৎ ॥ ১২ ॥

সা যদি অঙ্কে করণ বার্ত্তা প্রশ্নদর্শনাদিকং কর্তুমিত্যাদিষু নপ্রাভবৎ তদা কালতং রোহিণ্যা কৃতং আরাত্রিকং যস্য তংশ্রীকৃষ্ণকরে ধৃত্বা রোহিণ্যেবাস্যা যশোদায়া অঙ্কে উপাবেশয়ৎ ॥ ১৩ ॥

প্রশমনের নিমিত্তই যেন শশধরকে আবৃত করিয়া নিজেকে অপরক্ষত করিল ॥১১॥

আর গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীযশোদা প্রাণাধিক পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে উৎকণ্ঠিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ গৃহ হইতে প্রাঙ্গণে এবং প্রাঙ্গণ হইতে গৃহে যাতায়াত করিতেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বিলম্বে বিবিধ আশঙ্কায় তাঁহার মুখ-কমল শুকাইয়া গিয়াছিল এবং এইরূপে তিনি দিবসের শেষ-যাম অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলে পর যেমন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় সমীপে সমাগত দর্শন করিলেন, অমনিই তিনি নয়ন-যুগল হইতে দুইটা আনন্দাশ্রুর যমুনা-প্রবাহ ও স্তনযুগল হইতে দুইটা দুগ্ধধারার জাহ্নবী-প্রবাহ সৃষ্টি করিলেন ॥১২॥

তখন শ্রীব্রজেশ্বরী জড়িমাদশা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইতে অসমর্থ হইলেন আনন্দ-বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় পুত্রকে

কিং বাৎসল্যামৃত-জলনিধিং জন্মভূমিংবিধুস্তা—
মধ্যাস্তাহো ! কিমু নিজ খনিং প্রেমমাণিক্যরাজঃ।
কিং কস্তুরীদ্রবার্চ্চিততনোঃ স্নেহপীযূষপুত্র্যাঃ
কুক্ষেভূর্ষাহরিমণিরভাদর্পিতঃ সাধুধাত্রা ॥১৪॥
যাবন্মামা কলয় জননীত্যক্ষিধারাং স্বহস্তে
নোন্মৃজ্যাস্থাঃ সমুদমতনোন্নীতিহংসীতড়াগঃ।

বিধুঃ কৃষ্ণঃ চন্দ্রস্থ বাৎসল্যামৃতসমুদ্ররূপজন্মভূমিং কিং অধ্যাস্ত। কিম্বা স্নেহরূপপীযূষস্থ শ্যামবর্ণ কস্তুরীদ্রবেণ যুক্তা যা পুত্তলীতি খ্যাতা পুত্রী তস্যাঃ কুক্ষে বিধাত্রা অর্পিতঃ ভূষারূপ হরিমণিঃ অভাৎ ॥ ১৪ ॥

হে জনানি ! মাং আকলয় ইত্যুক্ত্বা মাতুরক্ষিধারাং স্বহস্তেন উন্মৃজ্য অস্যাঃ মাতুঃ সশ্রীকৃষ্ণঃ যাবৎ মুদং অতনোৎ। তস্যৈ তদুচিত মেব যতো নীতিরূপ

কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলেন না এবং নয়ন-কমল দুটী এমনই অশ্রুভারাকুল হইয়া উঠিল যে, তিনি ভাল করিয়া পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতেও পারিলেন না ; শ্রীযশোদার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া শ্রীরোহিণী দেবী সুন্দর দীপাবলী দ্বারা আরতি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কর ধারণপূর্ব্বক শ্রীযশোদার কোলে উপবেশন করাইলেন ॥১৩॥

আমরি ! তখন যে কি অনির্ব্বচনীয় শোভার উদয় হইল তাহা কি বলিব সখি !—যেন পূর্ণচন্দ্র স্বীয় জন্মভূমি বাৎসল্যামৃত-সিন্ধুর কোলে উপবিষ্ট হইলেন, কিম্বা প্রেম-মাণিক্যরাজ যেন নিজ খনির মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন, অথবা যেন বিধিদত্ত শ্যামবর্ণ কস্তুরীদ্রবার্চ্চিততনু স্নেহামৃত-পুত্তলিকার কুক্ষিদেশের ভূষণ স্বরূপ হরিমণি সুন্দররূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥১৪॥

ক্রোড়ে উপবেশন করিলেও জননীর জড়িমা অপগত হইল না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে কহিলেন—"এই দেখনা মা ! তোমার কোলে বসিয়া রহিয়াছি" এই বলিয়া নীতিরূপ হংসীর তড়াগস্বরূপ অর্থাৎ অতিশয় নীতিপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে জননীর নয়নের স্নেহাশ্রু-

গোধূলীনাং ততিমধিতন্বু ক্ষালয়দ্ভি পয়োভিঃ
স্তন্যৈরেব ব্যরচি রুচিরং লালনং তস্য তস্মৈ ॥১৫॥
আনন্দোর্ম্মিষ্বনুপরমণিষ্বপ্যমুং চেতয়ন্তী
কৃত্যে প্রাবর্ত্তয়দভিমতে যর্হি বাৎসল্যলক্ষ্মীঃ।
তর্হ্যেবাসৌ স্বতনয়-তনুং পাণিনা মৃজ্য দাসী
রস্যাভ্যাঙ্গস্নপনলপনোন্মার্জ্জনাদৌ ন্যযুঙ্ক্ত ॥১৬॥
বৎস! স্বচ্ছ-প্রণয়! সদনে বর্ত্ততে যা নিষণ্ণা
মন্যে নাস্যাং তব দরদয়াপ্যুত্তবেদাকুলায়াং।

হংস্যাস্তভাগস্বরূপঃ। তাবৎ লালনং কর্ত্তুমসমর্থায়া যশোদায়াস্তস্মৈ স্বে পয়োভি লালনং ব্যরচি। কথং ভূতৈঃ গোধূলীনাং ততি অধিতন্বু তনৌ ক্ষালয়দ্ভিঃ॥ ৫॥

আনন্দোর্ম্মিষু অনুপরমণীষু উপরামাভাবং প্রাপ্তাসু অনিবৃত্তাসু কর্ত্তী-ষ্বিত্যর্থঃ। যদা বাৎসল্য লক্ষ্মীঃ অমুং যশোদাং চেতয়ন্তী সতী বাৎসল্যোচিতকৃত্যে প্রাবর্ত্তয়ৎ তদা অসৌ যশোদাঃ দাসীঃ অস্য অভ্যঙ্গাদৌ ন্যযুক্তঃ॥ ১৬॥

হে স্বচ্ছ-প্রণয়! হে বৎস! গৃহে নিষণ্ণা যা মাতা বর্ত্ততে তস্যাং। হে স্বকুল-

---

ধারা মুচাইয়া দিয়া জননীকে পরমানন্দিতা করিলেন। সে সময় স্বয়ং পুত্রের লালন করিতে অসমর্থা হইলেও তাঁহার স্তননিঃসৃত দুগ্ধ-ধারা দ্বারা পুত্রের অঙ্গ-সংলগ্ন গোধূলিসমূহ প্রক্ষালিত করিয়া অতি সুন্দর লালন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

তখন পর্য্যন্ত জননীর আনন্দ-তরঙ্গের বেগ নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বাৎসল্য-লক্ষ্মীর চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় অভিমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিলেন।—সেই সময় শ্রীযশোদা নিজ তনয়ের শ্যামল তনুখানি স্বীয় কর-কমল দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া দাসীগণকে পুত্রের অভ্যঙ্গ-স্নান-মার্জ্জনাদির নিমিত্ত নিযুক্ত করি-লেন ॥১৬॥

অনন্তর স্নেহ-গদ্গদবাক্যে কহিতে লাগিলেন—"হে স্বচ্ছ-প্রণয়! হে বৎস! তুমি গোচারণে গমন করিলে আমি অতীব বিষণ্ণা হইয়া গৃহে অবস্থান করি; বাপধন! তোমার এই আকুলা জননীর উপর

যাতস্তাত! স্বকুল-কমল! ত্বং বনং যৎ স্বতে র-
প্যেনাং সঙ্গেন হত জননীমানয়স্তে কদাপি ॥১৭॥
অহ্নিপ্রাপ্তেঽপ্যপরমমিহাত্যন্তদৈর্ঘ্যেঽপি জাত
ত্বং নায়াসি স্বগৃহমদরাগ্রেড়িতোঽপি স্বপিত্রা।
ক্ষামো ব্যামোহয়সি যদমূন্ ক্ষুৎপিপাসাসহঃ স্ব-
দ্রষ্টন্ বন্ধুংস্তদলমাসুভির্মাতুরেতৈঃ কঠোরৈঃ ॥১৮॥
অম্বাবেহি ভ্রমতি চটুলং প্লাবিতং খেলনাব্ধৌ
বালালীভির্মম সবয়সং স্বং চ ন স্মর্ত্তুমীশং।

কমল! বনং যাতস্ত্বং স্বগণে নেতুং সুচতাং হতজননীং স্বতেরপি সঙ্গেন আনয়সি ॥ ১৭ ॥

অত্যন্ত দৈর্ঘ্যেঽপি অহ্নি উপরমং প্রাপ্তেঽপি ত্বৎপিত্রা আগ্রেড়িতো দ্বিস্ত্রীকৃতোঽপি গৃহং নায়াসি। যতস্ত্বং ক্ষুৎপিপাসাসহঃ অতঃ ক্ষামঃ কৃশঃসন্ বন্ধূন্ মোহয়সি ॥ ১৮ ॥

মধুমঙ্গল আহ। ত্বং অবেহি। বালকানাং পক্ষে স্ত্রীণাং শ্রেণীভিঃ খেলনাব্ধৌ প্লাবিতং মম সবয়সং আত্মানং স্মর্ত্তুং ন ঈশং সমর্থং কিং পুনর্মাং অত এবম্ভূতং

কিছুমাত্র কি দয়ার উদয় হয় না? হে তাত! হে স্বকুল-কমল! তোমার এই হতভাগিনী জননীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিতে কি একদিনও স্মরণ হয় না? ॥১৭॥

বৎস! এই অত্যন্ত দীর্ঘদিন কোনরূপে অবসান প্রাপ্ত হইলেও তোমার পিতা ব্রজরাজ দুই তিনবার তোমাকে শীঘ্র আসিবার জন্য বলিলেও তুমি গৃহে আগমন কর না, অথচ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণতনু হইয়া বন্ধুগণকে সেই অবস্থা দেখাইয়া বিমুগ্ধ ও ব্যথিত করিতেছ। অতএব তোমার জননীর কঠোর প্রাণ ধারণের আর প্রয়োজন কি? ॥১৮॥

শ্রীব্রজেশ্বরীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীমধুসূদন কহিতে লাগিলেন—"মা! বলি শুন, আমার এই অতি চপল বয়স্য 'বালালীর' অর্থাৎ বালকগণের সহিত (শিষ্টার্থ বালা + আলী অর্থাৎ

শিষ্টোঽস্ম্যোকো ন যদি মমিতোঽবারয়িষ্যংতদায়ং
নৈষ্যৎ সংপ্রত্যপি গৃহমিতি প্রাহ রাজ্ঞীং বটুঃ সঃ ॥১৯॥
ত্বত্বংক্রাম্যে কথমপি ন মে মন্যমানা নিষেধং
বালা এব প্রখরনখরাঃ প্রত্যহং বাহুযুদ্ধে।
নীলাম্ভোজাদপি মৃদুবলাদক্ষয়ন্ত্যস্য গাত্রং
তৎ কিং কুর্ব্বে চপলতনয়ে মাত্র কোঽপ্যস্ত্যপায়ঃ ॥২০॥

ইমং শিষ্টোঽহং যদি ইতঃ খেলনাৎ ন অবারয়িষ্যং তদা অয়ং সংপ্রত্যপি সন্ধ্যাকালে ঽপি গৃহং ন ঐষ্যৎ ॥ ১৯ ॥

সরস্বতী পক্ষে বালাস্ত্রীয়ঃ। নীলকমলাদপি মৃদুগাত্রং ॥২০॥

বালা সখীগণের সহিত) ক্রীড়া-সাগরে এমনই প্লাবিত হইয়া থাকেন যে, নিজেকে পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে সমর্থ হন না,—তোমাকে কিরূপে স্মরণ করিবে? তবে দেখ মা! ইহাদের মধ্যে একমাত্র আমিই শিষ্ট, আমি যদি ইহাদিগকে খেলা করিতে নিষেধ না করিতাম তাহা হইলে তোমার পুত্রটী এই সন্ধ্যাকালেও গৃহে আসিত না ॥১৯॥

এই কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী বিস্ময় মুগ্ধভাবে কহিলেন—"বৎস! মধুমঙ্গল! তুমি সত্যই বলিয়াছ? সেই প্রখরনখর-বিশিষ্ট বালকগণ ত আমার নিষেধ মানে না, আহা। প্রতিদিনই বাহুযুদ্ধে তাহারা নীলাম্বুজ অপেক্ষাও অতি সুকোমল আমার কৃষ্ণের অঙ্গে নখক্ষত অঙ্কিত করিয়া দিয়া থাকে, তাই প্রতিদিনই উহার অঙ্গে নখাঙ্কন চিহ্ন দেখিয়া থাকি। অতএব এখন করি কি? এমন চঞ্চল ছেলেকে নিরাপদে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই ত দেখিতেছি না?" ॥২০॥

অনন্তর চন্দনকলা শ্রীরাধাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"সখি! আমি তৎকালে ব্রজেশ্বরী ও মধুমঙ্গলের পরস্পর সংলাপ শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীব্রজেশ্বরীর আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের তৎকালোপযোগী তৈলাভ্যঙ্গাদি সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিলাম। অনন্তর শ্রীরোহিণী দেবী রন্ধনালয়ে গমন করিলেন। শ্রীব্রজেশ্বরী—পৌর্ণমাসী, ধাত্রী

ইত্থং তৎসংলপিত মপি তন্নাহমাকর্ণয়ন্তী
কৃত্যং তাৎকালিক মকরবং যত্তয়াদিষ্ট মিষ্টং।
রোহিণ্যাগাদথ রসবতীং পৌর্ণমাসী কিলিম্বা
ধাত্রীগর্গ্যাদিভিরপি সহালালয়ৎ সা স্বসূনুং ॥২১॥
স্নাতঃ পীতাম্বরভৃদলিক প্রান্তসংনদ্ধকেশঃ
ক্লৃপ্তাং চর্চ্চাং মলয়জরসৈর্ব্বৈজয়ন্তীং চ বিভ্রৎ।
কাঞ্চী-হারাঙ্গদ-বলয়বান্ কৌস্তুভী নূপুরাঢ্য
স্তাটঙ্কং শ্রীরমলতিলক স্তুহি কৃষ্ণো ব্যরাজীৎ ॥২২॥
সার্দ্ধং মিত্রৈঃ সপদি বিহিত স্নানভূষানুলেপং
রামং কৃষ্ণং বটুমপি সুখেনোপবেশ্য ব্রজেশা।
আদাবিষ্টং সুরভি শিশিরং পানকং পায়য়িত্বা
নানাভেদং ত্রিবিধ মথ সা ভোজয়ামাস ভক্ষ্যং ॥২৩॥

ইত্থং অনেন প্রকারেণ তস্যা যশোদায়াঃ সংলপিতং আকর্ণয়ন্তী অহং, যশোদয়া আদিষ্টং কৃষ্ণস্য তাৎকালিকং তৈলাভ্যঙ্গাদি কৃত্যং অকরবং ধাত্রী মুখরা ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

কিলিম্বা ও গার্গী প্রভৃতির সহিত স্বীয় পুত্রের লালন করিতে লাগিলেন ॥২১॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া পীতাম্বর পরিধান করিলেন এবং ললাটের প্রান্তদেশে স্বীয় কুন্তল-পাশ জটাকারে বন্ধন করিলেন, মলয়জ-পঙ্কে বরাঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া কণ্ঠে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিলেন। কাঞ্চী, হার, অঙ্গদ, বলয়, কৌস্তুভমণি, নূপুর ও তাটঙ্কাদি ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া ললাটে শোভনীয় অমলতিলক ধারণ করিয়া যৎকালে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥২২॥

সেই সময় যথাবিহিত স্নান, ভূষণ ও অনুলেপন ধারণ করিয়া মিত্রগণের সহিত শ্রীবলরাম ও বটু তথায় আগমন করিলে শ্রীব্রজেশ্বরী তাঁহাদের সকলকেই সুখে উপবেশন করাইলেন এবং প্রথমেই ইষ্টপ্রদ সুরভি শীতল পানক তাঁহাদিগকে পান করাইয়া পরে নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য ও লেহ্য ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করাইলেন ॥২৩॥

এতদ্ধোঽতিপ্রিয়মিতি যদা সীধুকেল্যাদি তেভ্যো
মুগ্ধৎ পক্বং বটকপটলং পঞ্চভেদং দদৌ সা।
সস্নৌ পঞ্চেন্দ্রিয় মপি তদৈবাস্থ তেষাং প্রমোদৈ—
স্তৎ সৌরভ্যম্রদিমসুরসাখ্যান রূপামৃতাব্জৌ ॥২৪॥
এতদ্‌গন্ধোঽপ্যনুভবপথং যস্য ভাগ্যোদয়াসি—
ত্তস্মৈ স্বর্গো জননি! কিমিতো রোচতে বাপবর্গঃ।
ধিগ্‌ ধাতারং যদয়মুদরং নৈব চক্রে বিভুং মে
যে মা দেহিত্যভিদধতি তান্ সাগসোঽত্র ব্রবীমি ॥২৫॥

এতদ্ বটকঃ বো যুষ্মাকমতি প্রিয়মিত্যুক্তা তদা তেভ্যো দদৌ। তদৈব তেষাং পঞ্চেন্দ্রিয়মপি কর্তৃ সৌরভাদ্যাব্ধৌ সস্নৌ। আখ্যানং সিধুকেলি প্রভৃতি সংজ্ঞা॥২৪॥

হে জননি! তস্মৈ কিং স্বর্গো রোচতে অপি তু ন। যদ্‌যস্মাদয়ং ধাতা মে উদরং বিভুং ন চক্রে। যে ভোজনে অসমর্থা অপি মা দেহিত্যভিদধতি তানহং সাগসঃ সাপরাধান্ ব্রবীমি॥২৫॥

তাঁহাদের ভোজনের সময় শ্রীব্রজেশ্বরী "এই বটক তোমাদের অতিপ্রিয়"—"হে রাধে! ইহা তোমারই প্রস্তুত করা" বলিয়া সীধুকেলী প্রভৃতি পঞ্চবিধ বটক সমূহ শ্রীরাম, কৃষ্ণ-বটু ও বালকগণকে পরম প্রীতিভরে প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের চক্ষু সেই বটকাবলির রূপামৃত সাগরে, কর্ণ—বটকাবলির সীধুকেলি প্রভৃতি নামামৃত সাগরে, নাসিকা—তাহাদের সৌরভ্যামৃত-সাগরে, রসনা—তাহাদের সুরসামৃত-সাগরে এবং ত্বক্—তাহাদের মৃদুতা বা কোমলতা রূপ অমৃত সাগরে প্রমোদভরে অবগাহন করিল॥২৪॥

ভোজন করিতে করিতে পরিহাস-রসিক মধুমঙ্গল কহিতে লাগিলেন—"জননি! এই বটকাবলির সৌগন্ধও যাহার সৌভাগ্যক্রমে অনুভব পথবর্ত্তী হয়, তাহার স্বর্গে বা অপবর্গে রুচি উদয় হয় কি? কখনই না। আর বিধাতাকেও ধিক্, যেহেতু সে আমার এই উদরকে বিভুরূপে অর্থাৎ ব্যাপকরূপে সৃষ্টি করে নাই। আবার যাহারা

ইত্থং সার্দ্ধং কলিতবটু গীর্ব্যাবহাস্তাসমাপ্য
প্রক্ষাল্যাস্যং সুরসখ-পুরাঃ প্রাশ্য তাম্বূলবীটীঃ।
বিশ্রম্যৈব ক্ষণমনুমতো মিত্রবৃন্দেন যাব—
দ্দোগ্ধুং ধেনুর্নিরগ মদসৌ তাবদত্রাহমাগাং ॥২৬॥
ইতোতস্যা মুখবিধুবরাদঞ্চল গ্রন্থিনশ্চ
প্রাপ্তে রাধা সহস বয়সা প্রেয়সস্তৈর ভীষ্টৈঃ।
লীলাকেলামৃতরসভরৈঃ শ্রাবণীরাসনীভ্যাং
মুদ্‌ভ্যাং সিক্তানকৃত শিশিরান্ নিম্নগভ্যোমিবাসূন্ ॥ ২৭॥

কলিতা শ্রুতা বটোগীর্যেন স শ্রীকৃষ্ণঃ পরস্পর পরিহাস বচনং ব্যাবহাসীতয়া সার্দ্ধং সহভোজনং সমাপ্য ॥ ২৬ ॥

এতস্যাস্তলস্যাঃ মুখবিধুবরাৎ প্রাপ্তেঃ লীলামৃতরসৈঃ এবং তস্যাঃ অঞ্চল-গ্রন্থিতশ্চ প্রাপ্তৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভুক্তাবশিষ্টামৃতরসভরৈশ্চ জাতা যা শ্রবণ-সম্বন্ধিনী মুৎ এবং রসনা সম্বন্ধিনী মুৎ তাভ্যাং অসূন্ প্রাণান্ সিক্তান্ অকৃত। নিম্নগাভ্যাং নদীভ্যামিব ॥ ২৭ ॥

ভোজনে অসমর্থ হইয়া 'দিও না' এই কথা বলিয়া থাকে আমি তাহাদিগকে মহাপরাধী বলি ॥২৫॥

এই প্রকার বটুর সরস পরিহাস-বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে এবং পরস্পর পরিহাসবচনের সহিত সহাস্যে বিচারণা করিতে করিতে সেই নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ সহভোজন সমাপন করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন এবং সুরস গুবাক-সমন্বিত তাম্বূলবীটিকা চর্ব্বণ করিতে করিতে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর জননীর অনুমতি ক্রমে সখাগণের সহিত গো-দোহন করিতে গমন করিলেন। তারপর প্রিয়সখি! আমি এখানে আসিলাম ॥২৬॥

এই বলিয়া তুলসী-মঞ্জরী স্বীয় অঞ্চলের গ্রন্থি-বন্ধন উন্মোচন করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ ভোজনাবশিষ্ট প্রদান করিলে শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণ তখন সেই তুলসীমঞ্জরীর বদন-বিধুবর হইতে প্রাপ্ত পরমাভীষ্ট প্রাণবল্লভের লীলামৃত রস এবং তাঁহার

নিঃসৃত্যাসাবথ গুরুপুরাদেত্যকাসারতীরং
তত্রোদ্যানান্তর গতবরক্ষৌম মারুহ্য সালিঃ।
বক্ত্রজ্যোৎস্নামধয়দপরা লক্ষিতা যন্মুরারে—
স্তেনাবিন্দন্মুদমুদয়িনীং চাক্ষুষীমপ্যপারাং ॥২৮॥
আস্ফোদকন্ কুটিল চিকুরাচ্ছাদকোষ্ণীষ রাজে
মুক্তা মুক্তা দর চলতি কিং কানকো সূত্রপংক্তিঃ।

কাসারতীরং পাবন-সরোবরতীরং। আটালীতি প্রসিদ্ধং ক্ষৌমং। অপরৈরলক্ষিতা সতী শ্রীকৃষ্ণস্য যৎ বক্ত্রজ্যোৎস্নাং অধয়ৎ তেনৈব চাক্ষুষীমপি মুদং অবিন্দৎ ॥ ২৮ ॥

মুখস্য উর্দ্ধং অরুন্তঃ যে কুটিলালকাস্তেষামাচ্ছাদকোষ্ণীষরাজে মুক্তয়া আমুক্ত বদ্ধা তোর্‌রা ইতি প্রসিদ্ধা কনক-সম্বন্ধিনী সূত্রপংক্তিঃকিং ঈষচ্চলতি।

অঞ্চল-গ্রন্থি হইতে প্রাপ্ত ফেলামৃত-রস যথাক্রমে শ্রবণ-পুটে ও রসনায় আস্বাদন করিলেন, তাহাতে এমন অনাবিল আনন্দ-প্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল যে, নদী যেরূপ দু'কূল প্লাবিয়া তাহার তট ভূমিকে সুশীতল করে, সেইরূপ শ্রবণ-সম্বন্ধিনী ও রসনা-সম্বন্ধিনী আনন্দ-প্রবাহিনীদ্বয়ও তাঁহাদের প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত সিক্ত ও শীতল করিল ॥২৭॥

অনন্তর শ্রীরাধা সায়ংকালীন স্নান ছলে গুরুপুর অর্থাৎ ভর্ত্তৃ-গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া পাবন-সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন এবং তত্তীরবর্ত্তী উদ্যানের অন্তর্গত সুরম্য অট্টালিকার উপর সখীগণের সহিত আরোহণ করিয়া অন্যের অলক্ষিতা ভাবে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বদন-চন্দ্রের জ্যোৎস্না ধারা নয়ন-চকোরীর দ্বারা পান করিতে লাগিলেন, আমরি! তাহাতে অপর চাক্ষুষ আনন্দোদয়ে বিভোরা হইলেন ॥২৮॥

শ্যাম-সুন্দরের ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধা ভাব-বিহ্বলা হইয়া প্রিয়তমের বদনসুষমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। "মরি! মরি! কি সুন্দর! ঐ দেখ সখি! ব্রজ-বিনোদের মুখ-কমলে

কিম্বা চন্দ্রোপরি ঘনতমোগ্রাসকোদ্যদ্দ্যুরত্ন
দ্যোতে বিদ্যুল্লসতি চপলা ভাবলিপ্রোতমূলা ॥২৯॥
ধর্ম্মধ্বান্তং ব্রজকুলভুবাং ভিন্দতী স্বৈর্ময়ুখৈ
রেভে গণ্ডদ্বয়মনুচলে কুণ্ডলে নাঘশত্রোঃ।
অগ্রে স্থাতুং তরণিযুগলং নেশমেবাননেন্দোঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বং ভজতি নটনৈঃ প্রীণনার্থং যদস্য ॥৩০॥
কন্দর্পো যৎ স্বমকরযুগং কর্ণনদ্ধংব্যধাদ্যো
বিধ্যন্নস্থে ক্ষণ শিতশরৈর্ব্বাঢ়মেকাগ্রচিত্তঃ।

কিম্বা মুখ চন্দ্রোপরি কেশস্থানীয়ঘনতমসঃ গ্রাসকো যঃ রক্তোষ্ণীষস্থানীয়োদ্যদ্-দ্যুরত্নঃ উদয়কালীন সূর্য্যস্তস্য দ্যোতে প্রকাশে চপলা চঞ্চলা বিদ্যুল্লসতি। কথম্ভূতা ভাবল্যা মুক্তাস্থানীয়নক্ষত্রশ্রেণ্যা প্রোতং মূলং যস্যাঃ সা ॥ ২৯ ॥

কুণ্ডলদ্বয়-চাঞ্চল্যং বর্ণয়তি শ্লোকাভ্যাং। ব্রজসুন্দরীণাং ধর্ম্মরূপান্ধকার ভিন্দতী চঞ্চল কুণ্ডলেন ভবতঃ গণ্ডদ্বয়মনু গণ্ডদ্বয়ে। মুখচন্দ্রস্যাগ্রে স্থাতুং নেশং ন সমর্থং সূর্য্যযুগলং অস্য চন্দ্রস্য নটনৈঃ প্রীণনার্থং যদযস্মাৎ পার্শ্বদ্বন্দ্বং ভজতি তস্মাৎ কুণ্ডলে ন ভবত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥৩০॥

স্বস্য বাহনরূপং মকরযুগং কন্দর্পঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণনদ্ধং ব্যধ্যাৎ। কিমর্থঃ

উপরিস্থিত কুঞ্চিত অলকাবলি আচ্ছাদন করিয়া উষ্ণীষরাজ কেমন শোভা পাইতেছে। তাহার উপর মুক্তামণ্ডিত স্বর্ণসূত্রগুচ্ছ (তোর্‌রা) ঈষৎ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে? আহা! উহা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের উপরে নিবিড় তিমিরাপহারক উদীয়মান রবির রক্তরাগে তারকামালা-মণ্ডিতমূলা চপলার লীলাখেলা প্রকাশ পাইতেছে ॥২৯॥

আর ঐ অঘনাশনের গণ্ডদ্বয়শোভি-চঞ্চল কুণ্ডলযুগল কেমন স্ব-সৌন্দর্য্যবিকাশে ব্রজসুন্দরীগণের ধর্ম্ম-ধ্বান্ত বিনাশ করিতেছে দেখ! আমরি! দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, দুইটী তরুণ তপন বদন-বিধুবরের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া নৃত্যকলা বিকাশে প্রীতি-সম্পাদনার্থ ঐ বিধুবরের উভয় পার্শ্বে বিরাজ করিতেছে ॥৩০॥

ততোঽপ্যংসস্তবকলি ঘটাঝঙ্কৃতিত্রস্তমেত—
দ্যস্মান্মৌগ্ধ্যাদপহৃতিকৃতে হন্ত ! কিম্বা বিধত্তে ॥৩১॥
স্বচ্ছং স্নিগ্ধং নয়নযুগলং প্রাপয়ে হন্ত ! কান্তে
তে তারে সন্তৃতমদভরে চঞ্চলেন্দ্রাগমূতাং ।
তাভ্যাং যে বাজনিষত সুতাস্তে জনান্তঃ পুরেভ্যঃ
কৃষ্ট্বাকৃষ্ট্বা ধৃতিকুলবধূর্দূষয়ন্তে কটাক্ষাঃ ॥৩২॥
গর্ব্বাশোন্মত্তরাস দৃশি যদ্দস্তবোহনঙ্গনদ্যাং
হর্ষোৎসুকাধৃতিমদমুখাঃ সন্তি সঞ্চারিণোঽমী ।

লক্ষ্যং তথাহ । নোঽস্মান্ কৃষ্ণস্যেক্ষণরূপাশিতশরৈর্বিদ্ধন্ বেদ্ধং তথাং বেধনে স্বৈর্যৈকাগ্রচিত্তার্থং বাহনস্য বন্ধনমেবেয়ং ॥৩১॥

শ্রীকৃষ্ণস্য নয়নযুগলং যে তারা স্বরূপে দ্বেকান্তে প্রাপতে তারে সম্ভৃত মদভরে অতএব অধ্বলে অভূতাং তাভ্যাং তারাভ্যাং যে কটাক্ষাদ্যাশ্চঞ্চলাঃ সুতা অজানিষত তে জনান্তঃপুরেভ্যা ধৃতিকুলবধূঃ কৃষ্ট্বা দূষয়ন্তে ॥৩২॥

পুনশ্চ কৃষ্ণস্য দৃশঃ কন্দর্পনদীত্বেন বর্ণয়তি । কন্দর্পস্য নদীরূপায়াং দৃশি । হর্যাদ্যাঃ সঞ্চারিভাবরূপা দস্যবো বসন্তি । পক্ষে সর্ব্বত্র সঞ্চারিণঃ । দৃশি-

হায় ! সখি ! অথবা মনে হইতেছে যেন, কন্দর্প অধিকতর একাগ্রচিত্তে নাগরবরের কটাক্ষরূপ নিশিত শরদ্বারা আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করিবার নিমিত্তই স্বীয়বাহনরূপ মকরকুণ্ডল যুগলকে উহার কর্ণ-সংলগ্ন করিয়া বদ্ধ করিয়াছেন কিম্বা চূড়া-শোভি-কুসুমস্তবকে গুঞ্জন-শীল অলি-ঘটার ঝঙ্কারে ভীত হইয়া নিজের এই মুগ্ধতা দূর করিবার জন্যই কি মকর-বাহন যুগলকে বন্ধন করিয়াছেন ? ॥৩১॥

আহা ! সখি ! দেখ দেখ ! ব্রজপুরেন্দুর ঐ স্বচ্ছ স্নিগ্ধ নয়ন-যুগল তারা স্বরূপা যে দুইটা কান্তা লাভ করিয়াছে তাহারা বিপুল মদভরে সর্ব্বদাই চঞ্চলা । এই চপল-স্বভাব নয়ন-তারা হইতে কটাক্ষনামক যে পুত্রগণ জন্মিতেছে, তাহারাও নিতান্ত চঞ্চল-স্বভাব হইয়া রমণী-জনের অন্তঃপুর হইতে ধৃতিরূপা কুলবধূদিগকে আকর্ষণ করিয়া করিয়া দূষিত করিতেছে ॥৩২॥

তারানাম্নীং হরিমণিময়ীং নাবমাশ্রিত্য লোলাং
ভ্রাম্যমাণাং নয়নবণিজাং লুণ্ঠনায়েতি বিদ্মঃ ॥৩৩॥
নৈতন্মন্দস্মিতমুদয়তে শোণবিম্বাধরোষ্ঠাৎ
বন্ধুকাভ্যাং জগদলিকৃতে চ্যোততে নো মরন্দঃ।
লক্ষীভূতে মম সখি! দৃশৌ বৈদ্রুমস্মার-যন্ত্রো-
ন্মুক্তং পশ্য প্রবিশতি বলাৎ কিন্তু কার্পূরনীরং ॥৩৪॥
নির্ব্বর্ণয়েব প্রিয়মুখ-বিধুং তাং হ্রিয়েবোর্ম্মি-মধ্যে
হর্ষাম্ভোধেঃ সপদি বিশতীং চেতয়ন্তী বিশাখা।

কণভুতায়াং সর্ব্বাসু আশাসু উদ্দাম তরোবেগো যস্যাং। তস্মাৎ তারানাম্নীং নাবং আশ্রিত ব্রজসুন্দরীণাং নয়নরূপবণিজাং লুণ্ঠনায় বিদ্মঃ ॥৩৩॥

জগদ্রূপ ভ্রমরনিমিত্তে বন্ধুকাভ্যাং মকরন্দো ন চ্যোততে। কিন্তু বিদ্রুম-নির্ম্মিত কন্দর্পযন্ত্রাৎ মুক্তং কর্পূরসম্বন্ধিজলং লক্ষীভূতে মম দৃশৌ বলাৎ-প্রবিশতি॥ ৩৪ ॥

হর্ষসমুদ্রস্য উর্ম্মিমধ্যে সখীনামগ্রে স্পৃহাব্যঞ্জককান্তমুখ বর্ণনজাতয়া লজ্জয়া

আরো ভাল করিয়া দেখ সখি! ঐ ব্রজ-নাগরের দৃষ্টি যেন অনঙ্গ-সরিৎ-স্বরূপা, সকলদিকেই উহার উদ্দামপ্রবাহ প্রবাহিত; হর্ষ, ঔৎসুক্য, ধৈর্য্য, মদ ও সুখাদি সঞ্চারিভাব দস্যুগণ উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। উহারা তারানাম্নী নীলমণিময়ী তরণী আশ্রয় করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের চঞ্চল নয়নরূপ বণিকবৃন্দের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে ॥৩৩॥

ঐ দেখ প্রিয়সখি! প্রাণবল্লভের অরুণ বিম্ব-বিড়ম্বি অধরোষ্ঠ হইতে মৃদুহাস্যপ্রভা বিভাসিত হইতেছে না—যেন বোধ হইতেছে, জগৎরূপ-ভ্রমরের নিমিত্ত বন্ধুকপুষ্প দুইটী হইতে মকরন্দ ক্ষরিত হইতেছে না। কিন্তু সখি! বিদ্রুম-নির্ম্মিত কন্দর্প-যন্ত্র হইতে উন্মুক্ত কর্পূররস, লক্ষীভূত আমার নয়নযুগলে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতেছে ॥৩৪॥

সখীদের অগ্রে এইরূপে স্পৃহাব্যঞ্জক প্রিয়তমের বদন-বিধুর সুষমা

প্রোচে পশ্য প্রিয়সখি। হরের্দোহলীলাং যদর্থং
সায়ং শ্বশ্রূ গিরমতিকটুং বেৎসি পিযূষকল্পাং ॥৩৫॥
উৎকর্ণনাং ধরলি। শবলীত্যেব যাহূয়তে যা
সা গৌর্হস্বেত্যুদিতাবিদিতোল্লঙ্ঘ্য সর্ব্বাঃ সমীপং।
আয়াতাশ্রুস্তিমিতনয়না পাণিনা মৃষ্টপৃষ্ঠা
কণ্ডূয়াদ্যৈরগিরিভৃতা প্রীণিতাদৌ বভূব ॥৩৬॥

ইব বিশতীং তাং শ্রীরাধাং বিশাখা চেতয়ন্তি প্রোচে। পীযূষকল্পমিতি অনুরাগস্থায়ি কাথাং ॥৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণোক্তি শ্রবণার্থং উৎকর্ণানাং গবাং মধ্যে শবলি ধবলীত্যেবং কৃষ্ণেন যা আহূতাহম্বেতি শব্দেনজ্ঞাতা সাগৌর্দর কণ্ডূয়াদিভিরাদৌ শ্রীকৃষ্ণেন প্রীণিতা বভূব। ঈষদর্থে দরাব্যয়মিত্যমরঃ ॥৩৬॥

বর্ণন করিতে করিতে শ্রীরাধা ব্রীড়াবশতঃ যেমন আনন্দ-জলধির তরঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ হর্ষাভিভূতা হইলেন অমনই বিশাখা তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়সখি! এখন আনন্দ-সাগরে প্রবেশের সময় নয়, তুমি যাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত এই সায়ংকালে শাশুড়ার অতি কটুবাক্যকেও অমৃততুল্য মনে করিয়াছিলে, এখন শ্রীকৃষ্ণের সেই দোহন-লীলাই দর্শন কর ॥৩৫॥

ঐ দেখ সখি! শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান শব্দ শ্রবণের নিমিত্ত উৎকর্ণ ধেনু সকলের মধ্যে "ধবলী শামলী" প্রভৃতি নাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে যাহাকে আহ্বান করিতেছেন সেই সেই ধেনুই বিদিত হইয়া "হম্বা হম্বা" ধ্বনি করিতে করিতে অপর ধেনুগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইতেছে। গিরিধারী স্বীয় কর-কমল দ্বারা অশ্রুস্তিমিত-নয়না ঐ সকল ধেনুর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া ও ঈষৎ ঈষৎ কণ্ডুয়ন দ্বারা তাহাদের কেমন প্রীতি বিধান করিতেছে দেখ! ॥৩৬॥

গোতুন্দস্পৃগ্দর-শিথিলিতোষ্ণীষ নির্যন্মদালি-
শ্রেণীজিষ্ণুদ্যুতিমদলকস্ত্যক্তলাস্যেক্ষণাব্জঃ ॥৩৭॥
ইষ্ট্বা ক্ষৌণীং প্রথম পয়সো ধারয়া তাভিরেব
দ্বিত্রাভিঃ স্বাঙ্গুলিকুলমধোধোহঞ্চলীং চোন্দয়িত্বা।
তাং তেনৈবোন্নমদবনমৎপাণিপদ্মং দধানো
দোহন্যন্তঃ শনশনশনদঘম্মঘম্মেতি ঘোষৈঃ ॥৩৮॥

পাদাগ্রযুগলেনালম্বিতা পৃথ্বী যেন। অধিজানু জানুপরিস্তস্তে মণিময়ে অমত্রে পাত্রে প্রতিবিম্বিতো মুখচন্দ্রো যস্য। গোতুন্দরস্পর্শেন দর শিথিলিতো য উষ্ণীষস্তস্মান্নির্গন্তো মত্তভ্রমরশ্রেণীজিষ্ণবো দ্যুতিমদলকা যস্য ॥৩৭॥

প্রথময়া ধারয়া ক্ষৌণীং ইষ্টাপশ্চাৎ দ্বিত্রাভির্ধারাভিঃ স্বস্যাঙ্গুলিকুলং এবং উধোঞ্চলীং উন্দয়িত্বা ক্লেদয়িত্বা তেনাঙ্গুলিকুলেন উন্নমদবনমৎ পাণিপদ্মং যথা স্যাত্তথা তাং উধোঞ্চলীং দধানঃ। উধস্তু ক্লীব মাপীনমিত্যমরঃ। তদনন্তরং দোহনী মধ্যে শনশনৎ শব্দঃ পশ্চাদ্দোহনী পূর্ত্তি সময়ে ঘম্মঘম্মেতি ঘোষৈঃ ॥৩৮॥

আমরি! ঐ দেখ সখি! কি চমৎকার লীলা-দৃশ্য! শ্রীকৃষ্ণ পদের অগ্রভাগযুগল ভূমিতে অবলম্বিত করিয়া মণিময় দোহন-ভাণ্ড জানুদ্বয় মধ্যে স্থাপন করিয়া গোদোহন করিতেছেন! দেখ দেখ, ঐ মণিময় দোহনভাণ্ডে উঁহার শ্রীমুখ-চন্দ্র কেমন সুন্দর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ধেনুর উদর স্পর্শে উষ্ণীষ ঈষৎ শিথিল হওয়ায় নির্গলিত অলকাবলি ভ্রমরাবলির কান্ত কান্তিকেও ধিক্কার দিতেছে, এসময় উঁহার নয়ন-কমলও নৃত্য-কলা ত্যাগ করিয়াছে ॥৩৭॥

প্রথম দুগ্ধ ধারায় ধরণীর পূজা করিয়া পরে দুই তিন দুগ্ধ ধারায় স্বীয় অঙ্গুলিচয়কে এবং ধেনুর উধোঞ্চলীকে ক্লিন্ন করিয়া লইতেছেন। অনন্তর সেই করাঙ্গুলি দ্বারা উধোঞ্চলী (গাভীর স্তন বা বাঁট) ধারণ করিয়া করপদ্ম উন্নমিত ও অবনমিত করিতেছেন—তাহাতে ক্ষরিত দুগ্ধধারা দোহনীর মধ্যে পড়িয়া "শন শন ও ঘম্ম ঘম্ম" শব্দ * ঘোষণা করিতেছে ॥৩৮॥

* দোহনী মধ্যে প্রথম পতিত দুগ্ধধারার শব্দ 'শন্ শন্', দোহানী পূর্ণ সময়ে "ঘম ঘম" শব্দ উত্থিত হয়।

উচ্চৎকর্ণাঃ শশিমুখি! পরাস্তত্র সোৎকণ্ঠয়ন্ গাঃ
সদ্য প্রোচ্ছদমলকণৈশ্চিত্রিতশ্বোরুজঙ্ঘঃ।
গ্রীবাভঙ্গোদিতরুচি গবাতর্ণকেনাপি সাস্রৈ
র্নেত্রৈঃ পীতদ্যুতি নবসুধো দোগ্ধি দুগ্ধং প্রিয়স্তে ॥৩৯॥
মুঞ্চোপেহি ত্বরয় নয় মে দেহি যাহীতি গাবো
নানাবর্ণাঃ পরমবিষদা দুহ্যমানাশ্চ গাবঃ।
তত্রত্যা যা গিরিধরতনোঃ শ্যামলা যাশ্চ গাব-
স্তা দুষ্পারা ইহ পরিমিতাঃ কিং কবের্স্মাস্তি গাবঃ ॥৪০॥

তস্যা দোহন-সমাপ্তিসময়জ্ঞানাৎ অন্যা গাঃ উৎকণ্ঠয়ন্ মম দোহন সময়ো জাত ইত্যুৎকণ্ঠাং কারয়ন্। দোহন সময়ে গবাবৎসেনাপি গ্রীবাভঙ্গোদিতরুচি যথাস্যাত্তথা সাস্রৈর্নেত্রৈঃ পীতা কান্তিরূপা নবসুধা যস্য তথাভূতস্তে প্রিয় দুগ্ধং দোগ্ধি ॥৩৯॥

মুঞ্চেত্যাদি গোপিনাং গাবো বাচঃ নানাবর্ণাঃ নানাক্ষরাঃ পরমবিষদা নির্মলাঃ তথা জনৈর্দুহ্যমানাঃ পূর্য্যমানাঃ এবং গাবোঽপি শুক্লপীতাদি নানাবর্ণাঃ বিষদাঃ নির্মলা দুহ্যমানাশ্চ এবং তত্রস্থিতায়া গিরিধরতনোঃ শ্যামলা যা গাবঃ কিরণাযাশ্চ গাবস্তাঃ সর্ব্বা দুষ্পারা অপরিমিতাঃ। অতএব ইহ এতাসাং বর্ণনে পরিমিতাঃ কবেগাবঃ বাচঃ কিং মাস্তি ॥৪০॥

হে শশিমুখি! ঐ দেখ, অন্য ধেনু সকল উক্ত দোহন শব্দ শ্রবণে উৎকণ্ঠায় অর্থাৎ উহার দোহন-সময় শেষ হইয়াছে জানিয়া এক্ষণে "আমার দোহন সময় উপস্থিত" এই উৎকণ্ঠায় উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আর ঐ দেখ, সখি। সদ্য উৎক্ষিপ্ত অমল দুগ্ধকণা দ্বারা শ্যামসুন্দরের উরু ও জঙ্ঘাদেশ কেমন চিত্রিত হইয়াছে! গো ও গোবৎসগণ অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা সুশোভিত হইয়া সজলনেত্রে তোমার প্রিয়তমের পীত কান্তি রূপ নবসুধা পান করিতেছে আর তোমার প্রিয়তম কেমন স্থির চিত্তে গো-দোহন করিতেছেন দেখ ॥৩৯॥

তখন "ছাড়িয়া দাও, নিকটে এস, শীঘ্র কর, লইয়া যাও, আমায় দাও, চলিয়া যাও" ইত্যাদি গোপগণের নানাবর্ণের গো সকল অর্থাৎ

দুগ্ধা কৃষ্ণঃ প্রিয়সখদৃশা সূচ্যমানাং কদাচি-
ত্রাধাংযাতি প্রণয়ভরতঃ কর্হিচিৎ স্বালয়ায়।
গ্রীষ্মে সায়ং সরসি রসিকস্তাপশান্ত্যৈ কদাপী-
ত্যেবং লীলামৃতজলনিধৌ তস্য মজ্জন্তি ধন্যাঃ॥৪১॥
কিরণ হরি সহস্রং সর্ব্বতো ব্যাপ্নুবানং
ব্যথিত দিবসভর্ত্তুঃ খণ্ডশো যান্ বিদীর্ণান্।

গোদোহানন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ প্রণয়ভরতঃ কদাচিৎ রাধিকাং যাতি কদাচিৎ স্বগৃহে যাতি। কদাপি গ্রীষ্ম সময়ে স্নানার্থং পাবন সরোবরে যাতি॥৪১॥

দিবসভর্ত্তুঃ সূর্য্যস্য সর্ব্বতো ব্যাপ্নুবানং কিরণরূপসিংহসহস্রং বিয়তি আকাশে যান্ তিমিরহস্তিনঃ বিদার্ণান্ ব্যথিত। যস্মিন্ সূর্য্যে অস্তং বিয়তি

বিবিধ অক্ষর-বিশিষ্ট বাক্যসমূহ, শুক্ল পীতাদি নানাবর্ণের সুনির্ম্মল দুহ্যমান গো অর্থাৎ ধেনু সকল, এবং সেই স্থানস্থিত গিরিধরের বর-তনুর যে সুনির্ম্মল শ্যামল গো অর্থাৎ কিরণ সমূহ, তৎসমস্ত গো-ই অপরিমিত, সুতরাং এস্থলে এই দুষ্পার গো সমূহের বর্ণনে কবিগণের পরিমিত গো অর্থাৎ ছন্দোবন্ধ-বাক্য কি পরিমাণ করিতে সমর্থ হয়? ॥৪০॥

গোদোহনান্তর কোন প্রিয়সখা নয়নেঙ্গিতে শ্রীরাধার অবস্থান সূচিত করিলে শ্রীকৃষ্ণ কোন দিন প্রণয়ভরে উদ্যান-বলভী শিখরস্থিতা শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন, কোনদিন নিজালয়ে গমন করেন। আর গ্রীষ্মকালে এই সময়ে কোনদিন বা পাবন-সরসীরে তাপ প্রশমনের নিমিত্ত অবগাহন করিতে গমন করেন। ধন্য। রসিকভক্তগণই এই রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লীলামৃত-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন॥৪১॥

দিবাপতির সর্ব্বতঃ প্রসারি কিরণরূপ সিংহ-সহস্র আকাশে যে তিমির-রূপ বারিদকুলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ায় সেই কিরণ-সিংহ-সহস্রই পুনরায় তিমির-

বিয়তি বিয়তি তস্মিন্নস্তমেতৎ পুনস্তৈ-
স্তিমিরকরিভিরেব গ্রস্যমানং নিলিল্যে ॥৪২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে সায়ন্তন-লীলাস্বাদনো
নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥১৭॥

গচ্ছতি সতি এতৎ কিরণরূপসিংহসহস্রং করিভিরেব গ্রস্যমানং সৎ নিলিল্যে। তথা চ শ্রীকৃষ্ণস্য গোদোহনাদি লীলানন্তরং রাত্রির্বভূবেবতি ভাবঃ ॥৪২॥

সমাপ্তোঽয়ং সপ্তদশঃ সর্গঃ।

করিগণ কর্তৃক গ্রাসিত হইয়া বিলীন হইল। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন লীলাবসানের পর রাত্রি উপস্থিত হইল।৪২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের মর্মানুবাদে সায়াহ্নলীলা-
স্বাদন নাম সপ্তদশ সর্গ ॥১৭॥

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

প্রদোষ লীলা।

অধিধরমধিপস্যানন্দ-সিন্ধোরঘারে-
র্মুখরুচি-কণমেকং গোপুরাগ্রে স্থিতস্য।
খমনুমুকুরমচ্ছং বিম্বিতং বীক্ষ্য লোকা
বিধুরয়মুদগাদিত্যুচ্যুর্ব্বর্ণয়ন্তঃ ॥১॥
তদবকলনজাতাপত্রপাং পদ্মিনীনাং
ততিমথ বলভীস্থাং বীক্ষ্য বস্ত্রাবৃতাস্যাং।

ইদানীং রাত্রৌ উদিতং চন্দ্রং শ্রীকৃষ্ণ-মুখকান্তিকণত্বেন উৎপ্রেক্ষতে। অধিধরমিতি। অঘারেরেকং মুখরুচিকণং নির্ম্মলং মুকুরতুল্যং মুখমন্নলক্ষ্যীকৃত্য বিম্বিতং বীক্ষ্য এতাদৃশ বিশেষানুসন্ধানং বিনা মুগ্ধা লোকা বিধুরয় মুদগাদিতি হেতোঃ অধিধরং ধরায়াং বর্ণয়ন্তঃ বর্ণয়িতুং উদ্যয়ুঃ উদ্যমং চক্রুঃ। কথম্ভূতস্য আনন্দসিন্ধোরধিপস্য আনন্দ-সমুদ্ররাজস্য ॥১॥

তস্মিন্নেব সময়ে চন্দ্রোদয়ং বীক্ষ্যজাতং কমলানাং মুদ্রণং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকদর্শনাধীন লজ্জয়োৎপন্নগোপী মুখাচ্ছাদনদর্শন হেতুকত্বেন উৎপ্রেক্ষতে। তদবকল-

---

শুক্লপক্ষীয়া রজনী,—গগনমণ্ডলে সুনির্ম্মল শশধর সমুদিত। ইহা যেন গোপুরের পুরোবর্ত্তী আনন্দ-সিন্ধুর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের একটী কান্তিকণ স্বচ্ছ গগন-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; মুগ্ধ লোক ইহার বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়াই, উহা দেখিয়া "ঐ চন্দ্রদেব উদিত হইয়াছেন" বলিয়া এই ধরাধামে বর্ণন করিতে উদ্যম করিতে লাগিল ॥১॥

চন্দ্রোদয়দর্শনে কমলিনীকুল স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, তাহাতে মনে হইল এই সময়ে প্রাসাদ-শিখরস্থিতা ব্রজ-ললনাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন করিতে সেই ব্রজরামাগণ ব্রীড়াবনতা হইয়া স্ব স্ব বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বদন আবৃত করিলেন। অহো! তাহা

সঙ্কুচদহহ। স্বৈঃ পদ্মিনীত্বাভিমানৈঃ
সরসি চ জলজালী তর্হি মূঢ়েতি শঙ্কে ॥২॥
মুদিতবতি চকোর স্তোমএকত্র শস্তে-
রুদিতবতি পরত্রামঙ্গলৈশ্চক্র-সঙ্ঘে।
ধৃত মুদিকুমুদান্ত মূর্চ্যমানেঽলিবৃন্দে
মলিন নলিন মধ্যে বধ্যমানে চ তস্মিন্ ॥৩॥

নেতি। তদবলোকনেন অঘারিকর্ত্তৃকাবলোকনেন জাতাপত্রপাং বলভীস্থাং পদ্মিনীনাং ততিং বস্ত্রাবৃতমুখাং বীক্ষ্য অহহ খেদে সরসি চ জলজালী কমলশ্রেণী। স্নেহেন জড়োৎপন্নশ্রেণীয়মপি পদ্মিন্য ইতি স্বীয়ৈঃ পদ্মিনীত্বাভিমানৈঃ সঙ্কুচৎ ইতি হেতোর্জলজালী মূঢ়া ইতি অহং শঙ্কে যতো ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ তাসাং বৃথৈব স্পর্দ্ধেতি ভাবঃ ॥২॥

প্রদোষ সময়ে দিনরাত্রি কালয়োঃ রাজ্ঞোরধিকারনিশ্চয়েন জাতং প্রজানাং সুখং দুঃখং চ বর্ণয়তি ত্রিভিঃ। একত্র প্রদেশে শস্তৈশ্চন্দ্রোদয়রূপ মঙ্গলৈঃ চকোরস্তোমে মুদিতবতি সতি। এবমপরত্রপ্রদেশে চন্দ্রোদয়রূপৈব মঙ্গলৈঃ চক্রবাক্ সমূহেরুদিতবতি সতি। রুদির অশ্রুবিমোচনে। এবং কুমুদান্তঃ সকাশাৎ মুচ্যমানে অলিবৃন্দে ধৃতমুদি জাতানন্দে সতি। তস্মিন্নেবালীবৃন্দে মুদিতকমলমধ্যে বধ্যমানে চ সতি তেষাং দুঃখং ॥৩॥

দেখিয়াই বুঝি সরসীস্থিতা ঐ কমলশ্রেণী "ব্রজ-পদ্মিনীগণ যখন বদন আবৃত করিলেন তখন আমরাও ত পদ্মিনী, আমাদেরও বদন আবৃত করা কর্ত্তব্য," এইরূপ নিজেদের পদ্মিনীত্ব অভিমান করিয়াই সঙ্কুচিত হইয়া মুখ মুদ্রিত করিল। ইহাতে কমলিনীকুলের মূঢ়তা প্রকাশই হইয়াছে; যেহেতু উহারা জড়োৎপন্না হইয়া শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সহিত বৃথা স্পর্দ্ধা করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥২॥

পরে প্রদোষ সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে দিবা ও রাত্রিরূপ কালনৃপতিদ্বয়ের মধ্যে কাহার অধিকার নিশ্চয় না হওয়ায় কোন কোন প্রজার সুখ ও কোন কোন প্রজার দুঃখ হইতে লাগিল। একদিকে চকোর নিচয় চন্দ্রোদয়রূপ মঙ্গল দর্শনে আনন্দলাভ করিতে

তমসি বিপিনমাপ্তে সাদনে দীপদূনে
বিশতি সদনরাজীং বৈপিনে পুষ্পগন্ধে।
বরতনুহৃদাগারে ধৈর্য্যলজ্জে প্রবিশ্য
দ্যতি সমুদিত দর্পে দর্প্যকে সর্পকেলৌ ॥৪॥

সাদনে সদন-সম্বন্ধিনি তমসি অন্ধকারে বনং বিশতি সতি কথনম্ভূতে দীপালোকেন দূনে। গৃহেস্থিতস্য দুর্জ্জনদত্ত দুঃখেনৈব বৈরাগ্যবশাৎ বনবাসো জায়ত ইতিরীতিঃ। এবং বৈপিনে বিপিন সম্বন্ধিনি রাত্রি বিকাশিনঃ পুষ্পস্য গন্ধে সদনরাজীং গৃহশ্রেণীং প্রবিশতি সতি। তথা চ তেষাং বৈরাগ্য-লোপাৎ বনবাসং বিহায় গৃহবাসো জাতেতি ভাবঃ। রাত্রি সময়ে সমুদিতো দর্পো যস্য অতএব সর্পকেলৌ দর্পকে কন্দর্পে গোপীনাং হৃদয়াগারে প্রবিশ্য ধৈর্য্যলজ্জে দ্যতি খণ্ডয়তি সতি ॥৪॥

লাগিল। অপরদিকে চক্রবাক্‌সমূহ চন্দ্রোদয়রূপ অমঙ্গল দর্শনে বিচ্ছেদাশঙ্কায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। কতক অলিকুল, চন্দ্রোদয় দর্শনে প্রফুল্ল কুমুদের অন্তঃ সকাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল, অন্যদিকে কতক অলিকুল চন্দ্রোদয় দর্শনে মলিন নলিন মধ্যে আবদ্ধ হইয়া দুঃখানুভব করিতে লাগিল ॥৩॥

গৃহস্থ ব্যক্তি যেরূপ দুর্জ্জন-দত্ত দুঃখ হেতু বৈরাগ্যবশে বনে গিয়া বাস করে, সেইরূপ গৃহস্থিত অন্ধকার দীপ দেখিয়া দুঃখে বনে প্রবেশ করিল, এবং বৈরাগ্য লোপ পাইলে সেই বনবাসিগণ যেরূপ পুনরায় গৃহবাসী হইয়া থাকে, সেইরূপ নৈশবিকাশি-বনজ পুষ্প সৌরভ গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। আবার কন্দর্প ও সর্প উভয়েই সমান ক্রীড়াশীল, রাত্রিকালেই উহাদের দর্প সমুদিত হয়। সর্প যাহাকে দংশন করে, সারা নিশি তাহাকে বিষের জ্বালায় দগ্ধ হইতে হয়, সেইরূপ কন্দর্পও যাহাকে দংশন করে, বিরহ-বিষে সারানিশি তাহারও প্রাণমন দগ্ধীভূত হয়। সম্প্রতি সময় বুঝিয়া সেই কন্দর্পসর্প বরাঙ্গী ললনাগণের হৃদয়াগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ধৈর্য্য ও লজ্জা খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল ॥৪॥

ইতিবত দিন রাত্র্যোর্নিশ্চিতে নাধিকারে
বিগলিত কুলজাতিজ্ঞানধর্ম্মে তদা যঃ ।
ব্রজভুবি বলিতোভূৎ স প্রদোষো বরংসীৎ
কিমু ভবতি চিরস্থা তামসী কাপি সম্পৎ ॥৫॥

(বিশেষকং)

অপি গুরুপুরমধ্যে দৃক্‌কবাটাবরুদ্ধ
স্বতন্মুকনক বেশ্মাভ্যন্তর স্বান্তভল্পে ।

ইতি দিনরাত্র্যোরধিকার নিশ্চয়াভাবেন কুলজাতিজ্ঞানধর্ম্মে বিগলতি সতি পক্ষে কুলজানাং অতিজ্ঞানে ধর্ম্মে চ বিগলতি সতি তদা ব্রজভূবি যঃ প্রদোষো বলিতোঽভূৎ স বলিতপ্রদোষো ব্যরংসীৎ বিরতোভূৎ। প্রদোষস্য বলিতত্বরূপোৎকর্ষস্য নাশরূপাংশে অর্থান্তরন্যাসমাহ। তামসী তমোগুণজন্যা পক্ষে তমঃ সম্বন্ধিনী ॥৫॥

ইদানীং শ্রীকৃষ্ণস্য গোষ্ঠাগমন সময়ে পথি প্রিয়তমং দৃষ্ট্বা আনন্দ মূর্চ্ছাদশা-মধ্যে এব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ রমমানাং শ্রীরাধাং প্রতি তত্রাগত্য ইন্দুপ্রভা

এইরূপে দিবা ও রাত্রির অধিকার নিশ্চয় না হওয়ায় কুল, জাতি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিগলিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে "কুলজাতি জ্ঞান" বাক্যে শ্লিষ্টার্থে (কুলজা + অতিজ্ঞান) কুলাঙ্গনাগণের অতিজ্ঞান ধর্ম্মও এই প্রদোষ কালে শ্রীকৃষ্ণাভিসারের নিমিত্ত বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রজভূমিতে যে প্রদোষের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই বলিত প্রদোষ ক্রমশঃ বিরতিপ্রাপ্ত হইল; ইহা বিচিত্র নহে, কাহারও তামসী অর্থাৎ তমোগুণজন্যা সম্পৎ (পক্ষে তমঃ সম্বন্ধিনী) চিরস্থায়িনী হয় কি ? কখনই হয় না ॥৫॥

গোষ্ঠাগমন সময়ে পথিমধ্যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা যে আনন্দ-মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদবস্থায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা অপূর্ব্বভাবে রমমানা হইতেছিলেন—প্রেম-বিহ্বলা শ্রীরাধা গুরুপুর মধ্যে মুদ্রিত-নয়নে দৃষ্টি-কবাট অবরুদ্ধ স্বীয় তনুরূপ কনক-ভবনাভ্যন্তরে মনরূপ কুসুম-শয়নে নিজ প্রিয়তমকে

প্রিয়তম মধিবেশ্যারীরমদ্ যাতদাতাং
সুখয়িতু মথ রাধা মাগতেন্দু প্রভোচে ॥৬॥
বিধুর রুচিরসি ত্বং যং বিনা হন্ত রাধে !
বিধুররুচিরভূৎ স ত্বামৃতেঽন্যাস্বথাপি।
ভবতি হৃদয়হারী স ত্রিলোক্যা স্তবাহো !
ভবতি হৃদয়হারী ভূততাং লব্ধুমুৎকঃ ॥৭॥
রচয় সখি ! তদস্তোদস্ত পীযূষবৃষ্টা-
রিতি রহসী বিশাখা প্রার্থ্যমানা তদা সা।

আহ। গুরুপুর মধ্যেঽপি মুদিত নেত্রদ্বেন দৃক্কবাটাবরুদ্ধ স্বতন্ত্ররূপকনক-গৃহস্যাভ্যন্তরে স্বান্তঃকরণরূপতল্পে যা প্রিয়তমং অধিবেশ্য অরীরমৎ তাং রাধাং। আগতা ইন্দুপ্রভা উচে ॥৬॥

হে রাধে ! যং বিনা ত্বং বিধুররুচিঃ খণ্ডিত-কান্তিরভূৎ স বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ত্বাং বিনা অন্যাসু অরুচিরভূৎ। অত্র শব্দবিরোধো ব্যঞ্জকঃ। যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ত্রিলোক্যা হৃদয়ং হর্তুং শীলং যস্য তথাভূতো ভবতি। হে ভবতি ! ভো রাধে ! সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তব হৃদয়স্য হারতুল্যোভাবং লব্ধুং মুৎকঃ। অত্রাপি শব্দমাত্র বিরোধো ব্যঙ্গ্যঃ ॥৭॥

হে সখি ! ইন্দুপ্রভে ! তত্তস্মাদস্য শ্রীকৃষ্ণস্তদ্ বার্ত্তারূপ পীযূষবৃষ্টি রচয়

শায়িত করিয়া অপার আনন্দানুভব করিতেছিলেন। ইত্যবসরে ইন্দুপ্রভা নাম্নী এক সখী ব্রজরাজ-ভবন হইতে আগমন করিয়া শ্রীরাধাকে বলিতে লাগিলেন ॥৬॥

"হায় ! রাধে ! বলিব কি ! তুমি যাঁহার সঙ্গ বিনা এমন বিধুর-রুচি অর্থাৎ খণ্ডিতকান্তি-বিশিষ্টা হইয়াছ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও আবার তোমার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া অপর রমণীগণের প্রতি রুচিহীন হইয়াছেন। অহো ! যে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের হৃদয়হরণ করিয়া থাকেন হে শ্রীরাধে ! সেই তোমার হৃদয়-বল্লভ তোমার হৃদয়ের হারতুল্য ভাব লাভ করিতে সম্প্রতি উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ॥৭॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীবিশাখা কহিলেন—"হে সখি ! ইন্দুপ্রভে !

যদবদদিদমালী সংহতে রংহসারাৎ
পপুরজরতৃষস্তাঃ কর্ণপালী চকোর্য্যঃ ॥৮
গিরিধরবলদেবালঙ্কৃতাত্ম দ্বিপার্শ্বো
ব্রজধরণী বরেণ্যো ভোজনায়োপবিষ্টঃ ।
ধনপতিরিব শোভামাপ নন্দীশ্বরান্তঃ
পুরসদসি নিধিভ্যাং পদ্মশঙ্খাভিধাভ্যাং ॥৯॥
শ্রুতিরজনী নিমন্ত্র্যানীয়মানৈঃ সপুত্রৈ-
হরিবদনচকোরৈঃ সাদরৈরাবৃতোঽসৌ ।

ইতি বিশাখা প্রার্থ্যমানা সা যদবদৎ ইদং আরাৎ নিকটে আলী সংহতেঃ কর্ণপালী চকোর্য্যঃ রংহসা বেগাৎ পপুঃ । কথম্ভূতা অজরা তরুণী তৃট যাসাং তাঃ ॥৮॥

তদ্বৃত্তান্তং ইন্দুপ্রভা আহ । শ্রীকৃষ্ণবলদেবালঙ্কৃতাত্ম দ্বিপার্শ্বঃ ব্রজধরণী বরেণ্যো নন্দঃ । ধনপতিঃ কুবেরঃ নীলপদ্মশঙ্খনিধিভ্যাং যথা শোভাং আপ । নন্দীশ্বরগ্রামমধ্যান্তঃ পুরসদসি । কুবেরপক্ষে নন্দীশ্বরস্য মহাদেবস্য ॥৯॥

ব্রজরাজস্য উপনন্দাদীন্ ভ্রাতৄন্ প্রতি রজন্যেব স্বস্ব গৃহে কৃষ্ণং ভোজয়িতুং মুদ্যতান্ বাক্য ব্রজরাজস্তানেব শ্রীকৃষ্ণং ভোজয়িতুং উপনন্দাদিভিঃ কৃতা যা যা

অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তারূপ অমৃতবৃষ্টি আরম্ভ কর।” বিশাখার এই অনুরোধ বাক্য শুনিয়া ইন্দুপ্রভা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিকটস্থিতা সখীগণের কর্ণপালীরূপ চকোরীসমূহ অভিনব তৃষ্ণার সহিত অতিবেগভরে পান করিতে লাগিল ॥৮॥

ইন্দুপ্রভা শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—“হে সখি ! বরেণ্য ব্রজরাজ নন্দীশ্বরের অন্তঃপুর মধ্যে স্বীয় বাম পার্শ্বে গিরিধরকে ও দক্ষিণ পার্শ্বে হলধরকে উপবেশন করাইয়া যখন ভোজনার্থ উপবিষ্ট হইলেন, তখন সেই অপরূপ শোভা-মাধুরী দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন নন্দীশ্বর মহাদেবের অন্তঃপুর-ভবনে ধনপতি কুবের নীলপদ্ম ও শঙ্খনিধি উভয় পার্শ্বে রাখিয়া শোভা পাইতেছেন ॥৯॥

উপনন্দাদি ভ্রাতৃগণকে প্রতি রজনীতে স্ব স্ব গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইতে উদ্যত দেখিয়া ব্রজরাজই সেই উপনন্দাদি ভ্রাতৃগণ

পরিত উপবিশদ্ভিঃ প্রেমভূভৃদ্ভিরুচ্চৈ-

স্তুহিন-গিরিরিবাভান্মূর্ত্ত আনন্দ-পুঞ্জঃ ॥১০॥

(যুগ্মকং)

বহুবিধ মধুরান্নঃ ব্যঞ্জনাদীনি তেভ্যো

লঘু লঘু পরিবেশ্য দ্বিস্ত্রিরেকৈকশঃ সা।

সখি! বলজননীত্থং নির্বৃতিং প্রাপ কাঞ্চিৎ

স্বকরকলিতপাক-শ্লাঘয়া তন্মুখেভ্যঃ ॥১১॥

সামগ্ৰী তৎসহিতান্ কৃত্বা স্বগৃহে নিমন্ত্র্যানীয় শ্রীকৃষ্ণেন সহ ভোজয়ামাস স্বয়ং চ বুভুজে ইত্যাহ। পরিত ইতি। পুত্র সহিতৈঃ ব্রজরাজস্য সোদরৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বদনচন্দ্রস্য চকোরৈঃ অতএব তস্য দর্শনং বিনা জীবিতুমসমর্থৈঃ যতঃ প্রেম-পর্ব্বতৈস্তৈঃ সহ তুহিনগিরিহিমালয় ইব ব্রজরাজ উপবিষ্টঃ ॥১০॥

বলজননী রোহিণী তেভ্যো নন্দাদিভ্যঃ একৈকশঃ একস্মৈ একস্মৈ লঘু লঘু দ্বিঃ ত্রিঃ দ্বাভ্যাং দ্বিবারং ত্রিবারং পরিবেশ্য তেষাং মুখেভ্যঃ স্বকরকলিত পাকশ্লাঘয়া কাঞ্চিৎ নির্বৃতিং প্রাপ ॥১১॥

ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক, শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের নিমিত্ত তাঁহারা যে যে সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছেন সেই সেই সামগ্রীর সহিত নিজভবনে আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সকলকে ভোজন করান এবং নিজেও ভোজন করেন। সপুত্র ব্রজরাজের সহোদরগণ সাদরে ব্রজরাজকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের দিকে এমন সতৃষ্ণভাবে অবলোকন করিতে লাগিলেন যেন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন বিনা তাঁহারা ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ, সুতরাং তৎকালে তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রের চকোর সদৃশ অনুমিত হইতে লাগিল এবং সেই প্রেম-ভূধর স্বরূপ সপুত্র ভ্রাতৃগণ পরি-বেষ্টিত মূর্ত্তিমান আনন্দপুঞ্জ তুল্য ব্রজরাজকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন বহুতর গিরিবর মণ্ডিত তুঙ্গহিমগিরি শোভা পাইতেছেন ॥১০॥

হে সখি! বলদেব-জননী শ্রীরোহিণী সেই শ্রীনন্দাদিকে বহুবিধ

তনয় ! জনয়তীদং পুষ্টি মোজশ্চভুঙ্ক্ষে-
ত্যনুপদমপি তৈস্তৈঃ স্নেহবিক্লিন্নচিত্তৈঃ।
অপি নিজনিজপাত্রাদ্দীয়মানং তদাদ
প্রণিহিতরুচি কৃষ্ণো ধেনুকারিশ্চকামং ॥১২॥
ত্বময়ি ! কিয়দশানেত্যক্ষি-ভঙ্গ্যৈব মাত্রা
সদসি পিতৃ-পিতৃব্যোঃ শশ্বদুক্তোগিরাপি।
স জদসি যদভুঙ্‌ক্ত্বা পূরিতৈনৈব তৃপ্তি-
নিশি নিশিতদিহৈষাং সঙ্ঘিরাচারমাত্রং ॥১৩॥

হে তনয়! ইদং বস্তু পুষ্টিং ওজো বলং চ জনয়তি অতো ভুঙ্‌ক্ষ ইত্যুক্ত্বা। অনুপদং প্রতিক্ষণমপি তৈর্নিজমাত্রাদপি দীয়মানং তদ্বস্তু কৃষ্ণোবলদেবশ্চ প্রণিহিতরুচি যথাস্যাত্তথা আদ বুভুজে ॥১২॥

অয়ি হে কৃষ্ণ! গুরুজন সমক্ষে স্পষ্টবক্তুমসমর্থয়া মাত্রা যশোদয়া অক্ষি-ভঙ্গ্যৈব পিত্রাদিভির্গিরা স্পষ্ট মুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সপদি তৎক্ষণে যৎ অভুঙ্‌ক্ত তেনৈব শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকভোজনেনৈব এষাং নন্দাদীনাং তৃপ্তিরপূরিপূর্ণা বভূব। সঙ্ঘিঃ সংভোজনং তু তেষাং লোকাচার মাত্রং তৃপ্তিস্তু শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকভোজনেনৈব নতু স্ব স্ব ভোজনেনেতি জ্ঞেয়ঃ ॥১৩॥

মধুর অন্নব্যঞ্জনাদি এক একটা দুই তিনবার করিয়া ধীরে ধীরে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভোজন করিতে করিতে তৎকর-কৃত পাকের বহুপ্রশংসা করিতে থাকিলে তিনি অনির্ব্বচনীয় সন্তোষলাভ করিলেন ॥১১॥

শ্রীনন্দ ও উপানন্দাদি ভোজনকালে যাহা সুস্বাদ ও ভাল বোধ করিতেছেন সেই দ্রব্য স্ব স্ব পাত্র হইতে গ্রহণ করিয়া স্নেহ বিগলিত চিত্তে, "পুত্র! এই বস্তু পুষ্টি ওজ ও বলপ্রদ, অতএব ভোজন কর" বলিয়া প্রতিক্ষণই শ্রীরামকৃষ্ণের পাত্রে প্রদান করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ও ধেনুকারি বলদেব অতীব রুচির সহিত সেই সেই দ্রব্য ভোজন করিতে লাগিলেন ॥১২॥

"হে শ্রীকৃষ্ণ। তুমি আরও কিছু ভোজন কর" এই কথা গুরুজন

হরিমুখ মকরন্দৈ দৃর্গ্‌ভিরাদিয়মানৈঃ
কলিতনবসপীতি প্রীতিমদ্‌বন্ধুবৃন্দং ॥
অথ নির নিজদাস্তাগ্যাত্তাম্বূলবীটি
প্রতিনিজভবনান্তঃ সংবিবেশ প্রবিশ্য ॥১৪॥
অধিবলভি-বলক্ষে সক্ষণং পুষ্পতল্পে
রহসি সহসিতাস্তৈরাবৃতঃ স্বৈর্বয়স্তৈঃ।

প্রীতিমদ্‌বন্ধুবৃন্দং স্ব স্ব দৃষ্টিরূপ পরিচারকৈরাদীয়মানৈঃ শ্রীকৃষ্ণ-মুখকমলস্য মাধুর্য্যরূপ মকরন্দৈঃ করণৈঃ কলিতা কৃতা নবাসপীতিঃ সহপানং যেন তথাভূতং অথ ভোজনানন্তরং মুখানি নিরনিজং জলেন শোধয়ামাস। তদনন্তরং আত্তা গৃহিতা তাম্বূলবীটীর্যেন তথাভূতং সৎ নিজনিজভবনান্তঃ প্রবিশ্য সংবিবেশ সুষ্বাপ ॥১৪॥

হে রাধে! অধিবলভিঃ বলভ্যাং বলক্ষেধবলে পুষ্পতল্পে সক্ষণং সোৎসবং

সমক্ষে স্পষ্টভাবে বলিতে অসমর্থা হইয়া জননী শ্রীযশোদা নয়নভঙ্গী দ্বারা পুনঃপুন সেই কথা জানাইতে লাগিলেন; আর পিতা ও পিতৃব্যগণ প্রকাশ্যরূপে "বৎস! আরও কিছু ভোজন কর" বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সাদর অনুরোধে আরও কিছু ভোজন করিলে শ্রীনন্দাদির তৃপ্তি পূর্ণ হইল। স্ব স্ব ভোজনেই যে তাঁহাদের তৃপ্তি হয়, তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণের ভোজনেই তাঁহাদের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিরাত্রিতেই শ্রীকৃষ্ণসহ ভোজন তাঁহাদের লোকাচার মাত্র ॥১৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময় বন্ধুবর্গ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিলে দৃষ্টিরূপা পরিচারিকাগণ শ্রীকৃষ্ণমুখ-কমলের মাধুর্য্য-মকরন্দ আনিয়া পরিবেশন করিল, তাহাতে তাঁহারা সহপান 'মধুরেণ' সমাপন করিয়া জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলেন। তদনন্তর তাম্বূলবীটিকা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভবনে গিয়া সুখ-শয্যায় শয়ন করিলেন ॥১৪॥

অতঃপর হে রাধে! সেই শ্যামসুন্দর প্রাসাদশিখরস্থ নিভৃত গৃহ

যদবদদবসাদপ্রস্তুতো তে স্তবানো।
মধুরিমগরিমাণং শ্রূয়তাং তচ্চ রাধে! ॥১৫॥
সরস সমুগবীনস্যাপরাহ্ণে ভবদ্ভিঃ
সমমসমমহিম্নোঽপ্যঞ্জসা গচ্ছতো যাঃ।
মম ধৃতিততিমস্তমস্থ গোষ্ঠপ্রদেশে
কথয় সুবল! তা মাং মোহয়িত্র্যো রুচঃ কাঃ ॥১৬॥
অহহ! মধুরিমাব্ধেঃ কিং সুধা-মথ্যমানাৎ
কিমিতিকলিতবিদ্যুদ্বাচয়ো বক্ত্রপূতাঃ।
কিমুপরিমলনীবৃন্মুক্তি সাম্রাজ্যলক্ষ্যঃ
কিমুতসুরভিশাখানাং রসায়শ্চাম্পেয়ানাং ॥১৭॥

যৎ স্বপ্নং তথা রাত্রৌ মুকুন্দমুখৈর্বয়স্যৈরাবৃতঃ সন্ তে তব বিরহজন্যাবসাদ প্রস্তুতে যৎ অবোচৎ তৎ শ্রূয়তাং। কথম্ভূতঃ তবমাধুর্য্যস্য গরিমানং স্তুবানঃ ॥১৫॥

অপরাহ্ণে ভবদ্ভিঃ সহ অনুগবীনস্য গবাং পশ্চাদ্বর্ত্তমানস্য অসমমহিম্নোঽপি মম ধৃতিততিং যাঃ রুচঃ অঞ্জসা অস্তান্ খণ্ডিতবত্যঃ। হে সুবল! মাং মোহয়িত্র্যো রুচঃ কাঃ কুত্র তাঃ ॥১৬॥

তাঃ রুচঃ কিংমথ্যমানাৎ মাধুর্য্যসমুদ্রাদুৎপন্নাঃ সুধাক্রমাঃ? বক্ত্রেণপূতাশ্চ

মধ্যে সুশুভ্র কুসুমশয্যায় সোৎসবে হাস্যপ্রফুল্লাস্য বয়স্যবৃন্দ পরিবৃত হইয়া শয়ন করিয়া তোমার বিরহ-জনিত অবসাদে তোমারই মধুরিমা গরিমার স্তুতি গান করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥১৫॥

তোমার প্রিয়তম, প্রথমতঃ সুবলকে বিনয়নম্র বাক্যে কহিলেন—"ভাই সুবল! তোমাকে বলিতেই হইবে, অদ্য অপরাহ্ণে তোমাদের সহিত গোচারণ করিয়া আসিবার সময় ধেনু সমূহের পশ্চাদ্বর্ত্তি আমি অসম মহিমাশালী যে মনোহর সুষমারাশি আমার ধৈর্য্য খণ্ডন করিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই মোহদায়িনী-সুষমারাশি গোষ্ঠপ্রদেশে কোথা হইতে আসিল ॥১৬॥

অহো! সেই শোভারাশি কি মাধুর্য্য-সমুদ্র-মথিত সুধাস্বরূপা,

তদুপরি ঘুসৃণাক্তং কিং সরোজং প্রফুল্লং
শুচিজলধিজানির্ব্বা ক্ষোভনঃ কশ্চনেন্দুঃ।
মণিময়মদিরাভ্যাং তস্য চাঙ্কে নটদ্ভ্যাং
মম দৃগুপসরন্ত্যেবার্দ্দিতা পুচ্ছঘাতৈঃ ॥১৮॥
কিমিদমহহ! বস্ত্বিত্যাঢ় সম্ভ্রান্তি মূঢ়ে
তদনুভবলবস্যাপ্যংশমারব্ধ কামে।

ছানিতা ইতি লোকে প্রসিদ্ধাঃ অতএবাতিললিতবিদ্যুদ্বীচয়ঃ। কিংবা পরিমল-স্থানীয়ং দেশরূপাঃ মূর্ত্তিমত্যাঃ সাম্রাজ্য শোভাঃ ॥১৭॥

তস্যাঃ কুচঃ উপরি মুখরূপাং কুঙ্কুমাক্তং কিং সরোজং প্রফুল্লং। কিম্বা শুচিঃ শৃঙ্গাররসঃ স এব জলধিস্তদুৎপন্নশ্চন্দ্র এব কন্দর্পজন্য ক্ষোভজনকঃ। তস্য চন্দ্রস্য অঙ্কে নটদ্ভ্যাং মণিমদিরাভ্যাং খঞ্জনাভ্যাং স্বস্যকটাক্ষরূপপুচ্ছাঘাতৈঃ তন্নিকটে উপসরন্তি মম দৃক্ অর্দ্দিতা ॥১৮॥

ইদং অদ্ভুতং বস্তুকিমিতিপ্রাপ্ত ভ্রান্ত্যা মূঢ়ে ময়ি তাদৃশবস্তুনোঽনুভবলবস্যা-পোষং আরব্ধকামে সতি সত্ত্বস্তৎক্ষণ এব অতিশয়োক্ত্যা নীলশাটীস্থানীয় যা

অথবা বস্ত্রপুত-ললিত-বিদ্যুৎ-তরঙ্গ, কিম্বা পরিমল প্রদেশের মূর্ত্তিমতী সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী, বা চম্পক-কুসুম-নির্ম্মিত কন্দর্প-শররাশি? ॥১৭॥

আমরি! সেই অপূর্ব্ব কান্তিরাশির উপরে কি কুঙ্কুমাক্ত কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কিম্বা উজ্জ্বল রস-জলধি-সম্ভূত কন্দর্পজনিত চিত্ত-ক্ষোভজনক কোন এক অনির্ব্বচনীয় রমণীয় পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছিল? বলিতে কি প্রিয় সখে! আমি সেই অপূর্ব্ব বস্তুর নিকট আমার দৃষ্টিকে উপস্থিত করিবামাত্র সেই চন্দ্রের অঙ্কে নৃত্যশীল মণিময় খঞ্জন-যুগল স্বীয় (কটাক্ষরূপ) পুচ্ছাঘাতে আমার সেই দৃষ্টিকে প্রপীড়িত করিয়াছে ॥১৮॥ *

প্রিয়সখে! এই অদ্ভুত বস্তুটী কি? এইরূপ সম্ভ্রান্তি লাভে আমি যেমন সেই বস্তুর অনুভবের লবাংশমাত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ

* এস্থলে কান্তিরাশির উপর কুঙ্কুমাক্ত কমলই বদন-কমল স্থানীয় এবং মুখচন্দ্রের অঙ্কে খঞ্জনদ্বয়ই নয়নযুগল ও তাহার পুচ্ছাঘাতই কটাক্ষ।

ময়ি ঘনজলদাল্যোবাবৃতং সত্ত্বএব
ব্রততি ততিষু লীনং প্রাভবংতন্নলেঢ়ুং ॥১৯॥
সপদি নয়ন-যুগ্মো দ্দিষ্টবর্ত্মা তদাগা
ন্মম হৃদয়তটস্তন্মার্গনার্থং সমর্থঃ।
ন পুনরয়মিদানীং যৎপরাবর্ত্ততে ত-
দ্বনভুবী কুসুমেষোর্ব্বন্ধমাপেতি বুদ্ধে ॥২০॥
অঘহর ভবতা যালোক্যত শ্লাঘ্যরূপা
তদবধিধৃতধৈর্য্যা সাপি রাধাধিধারা।

নিবিড় মেঘশ্রেণ্যা ইবাবৃতং বল্লীশ্রেণীমুলীনং তদ্বস্তলেঢুং আস্বাদয়িতুং অহং ন প্রাভবং॥ ১৯॥

মম নয়নযুগ্মেন উদ্দিষ্ট বর্ত্মা মম হৃদয়রূপতটস্তদ্বস্তমার্গাণার্থমগাৎ। যস্মাৎ পুনরিদানীমপি ন পরাবর্ত্ততে তত্তস্মাৎ মম হৃদয়তটঃবনভুবি কন্দর্পস্য বন্ধং আপ ইতি অহং বুদ্ধে ॥২০॥

তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সুবল আহ! হে অঘহর। ভবতা শ্লাঘ্যরূপা যা রাধা

করিয়াছি অমনই সেই বস্তুটী (নীল শাটীরূপ) নিবিড় জলদজালে তৎক্ষণাৎ আবৃত হইয়া শ্যামল ব্রততি-বিতানে বিলীন হইল; হায়! বলিব কি সুবল! আমার ভাগ্যে আর সে বস্তুর আস্বাদ ঘটিয়া উঠিল না ॥১৯॥

আহা! প্রাণের সুবল! সেই অপূর্ব্ব বস্তুর অন্বেষণে আমার সুপটু হৃদয়-তট গমন করিয়াছে এবং আমার নয়ন-যুগল হৃদয়তটের পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রগামী হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় বুঝিতেছি আমার হৃদয়-তট বনমধ্যে কন্দর্পদস্যু কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥২০॥

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমাবেগপূর্ণ কাতর বাক্য শুনিয়া প্রিয়সখা সুবল প্রীতি-মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"হে অঘহর! তুমি যে অপূর্ব্ব বস্তু অবলোকন করিয়াছ, তিনি ত্রিলোকের শ্লাঘ্যরূপা শ্রীরাধা; তোমার দর্শনাবধি তিনি ধৈর্য্যহারা হইয়া মনোবেদনার ধারা স্বরূপা

বিবিধ দবথুপাত্রী স্বাঃ সখি রোদয়িত্রী
বিলুঠতি গলদক্ষোর্ধারয়া ধৌতগাত্রী ॥২১॥
অয়ময়ময়তে স্বাং তন্বি ! ধিন্বন্ মুকুন্দো
রসনিধিরথ স ক্ব ক্বেতি সংলাপশেষে।
প্রথমরজনিজাতং ধ্বান্তমালক্ষয়ন্তী
শময়তি রুজমস্থা ব্রীড়য়াথাবৃতাঙ্গাঃ ॥২২॥

অলোক্যত তদবধি অধিধারা আধেমনঃ পীড়ায়া ধারারূপা সা রাধা বিবিধ পীড়াপাত্রী সতী বিলুঠতি ॥২১॥

তস্যা বৈক্লব্যমালক্ষ্য সখীনাং যৎ সান্ত্বনবাক্যং তৎ সুবল আহ। অয়ং অয়ং শ্রীকৃষ্ণং ধিন্বন্ সুখয়িতুং স্বাং অয়তে প্রাপ্নোতি। অথ সখীবাক্যানন্তরং স শ্রীকৃষ্ণং ক্ব ক্ব ইতি রাধায়াঃ সংলাপস্য শেষে অন্তে সতি প্রথমরজন্যুৎপন্নমন্ধকারং শ্রীকৃষ্ণত্বেন দর্শয়ন্তি সখি শ্রীকৃষ্ণাগমন সম্ভাবনয়া জাতায়া লজ্জা তয়া সম্বৃতাঙ্গ্যা অস্যা রুজাং পীড়াং শময়তি ॥২২॥

হইয়াছেন; এবং বিবিধ তাপপাত্রী হইয়া স্বীয় সখীগণকে কাঁদাইয়া ও গলিত নয়নধারায় ধৌতগাত্রী হইয়া ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন ॥২১॥

শ্রীরাধার সেই বিকলতা দর্শনে সখীগণ সজলনয়নে মধুর বাক্যে এইরূপ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন,—"হে তন্বি! শ্রীরাধে! এই দেখ, রসনিধি মুকুন্দ তোমাকে সুখী করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছেন।" সখীগণের এই অলীক সান্ত্বনা বাক্যেও শ্রীরাধা চেতনা লাভ করিয়া "কই সখি! কই কোথায় সে প্রাণবন্ধু" বলিয়া পুনঃপুন আকুল কণ্ঠে সংলাপ করিতে থাকিলে সখীগণ সান্দ্রস্তিমিত নয়নে প্রথম রজনীজাত অন্ধকারকেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। সখি-বচন-ভ্রান্তা শ্রীরাধা সেই অন্ধকারকেই তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) আগমন করিয়াছ মনে করিয়া লজ্জাবশতঃ বসনাঞ্চলে নিজাঙ্গ বিশেষরূপে সম্বৃত করিলেন এবং এইরূপেই তখন তাঁহার বিরহ ব্যথার শান্তি হইল ॥২২॥

৯০

ইতি সুবলবচোভিঃ কৃষ্ণনেত্রাম্বুজাভ্যাং
প্রণয়িনি ! পৃষতা প্রাগানুপূর্ব্বা নিপেতুঃ।
হিমকরকররাজি ভ্রান্তিতো ভুক্তপূর্ব্বাং
ববমতুরিব মুক্তাং মঞ্জুচঞ্চু চকোরৌ ॥২৩॥

(বিশেষকং)

পরিচরণপরাং মাং তত্সুষীং তত্র দৃষ্ট্বা
ত্ব্যসিশদয়মমন্দোৎকণ্ঠয়া কুণ্ঠিশাস্তঃ।
উপস্থরতরু রাধাভানুপুত্র্যাস্তটে মা-
মভিসরতু রসেনেত্যাশু তা ব্রুহি গত্বা ॥২৪॥

হে প্রণয়িনী রাধে ! কৃষ্ণ নেত্রাম্বুজাভ্যাং সকাসাৎ পৃষতাবিন্দবঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। হিমকরশ্চন্দ্রস্তস্য কিরণরাজি ভ্রান্ত্যা চকরৌ ভুক্তপূর্ব্বাং মুক্তাং ববমতুরিব ॥২৩॥

পুনরিন্দুপ্রভা আহ ! ব্রজরাজস্য দাসীত্বেন পরিচরণপরাং অতএব তত্র শ্রীকৃষ্ণনিকটে তত্সুষাং মাং দৃষ্টা অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ ত্ব্যদিশৎ আজ্ঞাং চকার আজ্ঞামেবাহ ভানুপুত্র্যা যমুনায়াস্তটে উপস্থরতরু স্বরতরোঃ কল্পবৃক্ষস্য নিকটে রসেন সাহজিকানুরাগেনাভিসরতু ইতি তাং রাধাং ব্রুহি ॥২৪॥

ইন্দুপ্রভা এই বলিয়া পুনরায় শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"অয়ি প্রণয়িনী রাধে ! সুবলের মুখে তোমার এইরূপ বিরহ-বেদনার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়ন-কমল হইতে অশ্রু-বিন্দুসকল একটার পর একটা পতিত হইতে লাগিল ; আহা ! তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন মঞ্জু-চঞ্চু চকোর-যুগল সুধাংশুর কিরণ ভ্রমে ইতঃপূর্ব্বে যে সকল মুক্তাফল ভোজন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহাই যেন একটার পর একটী করিয়া বমন করিতেছে ॥২৩॥

পুনরায় ইন্দুপ্রভা অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—শুন, বিনোদিনি ! আমি ব্রজরাজভবনের পরিচারিকা তোমার নাগরবর শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তৎসমীপে উপস্থিত ছিলাম, আমাকে দেখিয়া তিনি প্রবল উৎকণ্ঠাজনিত কুণ্ঠিত বদনে আজ্ঞা করিলেন—"তপন-তনয়ার

শ্রুতমুরজনিনাদঃ স্বং দিদৃক্ষূন্ সসভ্যান্
বহিরুপবিশতোঽগাৎসাম্প্রতং নাট্যরঙ্গং।
ক্ষণমথকৃততৃষ্ণাপূর্ত্তির্বলভ্যাং
শয়িতুময়মুপৈষ্যত্যম্বয়া লাল্যমানঃ॥২৫॥
অতুলচতুরিমানং তং জনালক্ষমানং
গতমিব নিজকান্তং বিদ্ধিসৌধ্যাস্তটান্তং।

মন্তবনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণো যৎ করিষ্যতি তদপি শৃণু। স্ব স্বগুণং দর্শয়িতু-কামানাং বহিঃ স্থিতানাং গায়কাদীনাং শ্রুতো মৃদঙ্গস্য শব্দো যেন স শ্রীকৃষ্ণঃ নাট্যরঙ্গং উপবিশতস্তান্ সাম্প্রতং অগাৎ প্রাপ। অথ ক্ষণং তেষাং গানাদি শ্রবণেন তৃষ্ণাপূর্ত্তিং কৃত্বা শয়িতুং বলভ্যাং অট্টালিকায়াং উপৈষ্যতি গমিষ্যতি। যতঃ পুত্রস্য বন ভ্রমণ-শ্রমজ্ঞানেন ব্যাকুলয়া অম্বয়া লাল্যমানঃ॥২৫॥

হে রাধে! নিজকান্তং যমুনায়াস্তটান্তং গতমিব বিদ্ধি॥২৬॥

তটবর্ত্তী কল্পতরু নিকটে শ্রীরাধা স্বাভাবিক অনুরাগ ভরে শীঘ্র আমার উদ্দেশে অভিসার করুন"—তুমি অবিলম্বে গিয়া এই কথা শ্রীরাধাকে বল॥২৪॥

আমি সেই ভবন হইতে চলিয়া আসিলে পর নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিবেন তাহাও বলিতেছি শুন। বহির্বাটীতে সভাগৃহে স্ব স্ব গুণ প্রদর্শনের অভিলাষে যে সকল গায়কাদি সভ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিতেছেন, সেই গায়কাদির মুরজধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ সেই নাট্যরঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর কিছুক্ষণ গানাদি শ্রবণে তাহাদের তৃষ্ণাপূর্ত্তি করিয়া স্বীয় অট্টালিকায় শয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিবেন এবং পুত্র বন ভ্রমণ করিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছেন এই ভাবিয়া ব্যাকুল-চিত্তা জননী কর্ত্তৃক কিছুক্ষণ তথায় লালিত হইতে থাকিবেন॥২৫॥

অয়ি রাধে! অতুলনায় চতুর চূড়ামণি তোমার প্রাণকান্ত এক্ষণে অন্যের অলক্ষিতভাবে যমুনাতটবর্ত্তি সঙ্কেত স্থানে গমন করিয়াছেন জানিবে। অতএব তুমিও কিছু ভোজন করিয়া ও স্বীয় গুরুজন-

ত্বময়ি ! কিয়দশিত্বা স্বান্ গুরূন্ বঞ্চয়িত্বা
দ্রুতমভিসর রাগাদি হ্যুদিত্বৈব সাগাৎ ॥২৬॥
সপদি জটিলয়া সা ভোজনায়াহ্বয়ন্ত্যা
সবিধমনুসৃতোচে সঙ্কুচস্যত্র চেত্ত্বং।
প্রিয়মপি নিজভক্তং তদ্গৃহীত্বা ব্রজেতো
রহসি সহসখীভিঃ সাধ্বি ! সাধূপভুঙ্ক্ষ ॥২৭॥
স্মিতমধুর দৃগব্জং লেহয়ন্তী তদালীং
বিনয়নয়মহিম্না ধিম্বতী তাং চ রাধা।

সপদি তৎক্ষণ এব ভোজনায়াহ্বয়ন্ত্যা জটিলয়া সবিধং নিকটং অনুসৃতা প্রাপ্তা রাধা উচে। হে রাধে ! সন্নিকটে ভোক্তুং সঙ্কচসি চেৎ প্রিয়ং নিজভক্তং স্বীয়মোদনং গৃহিত্বা ইতি ব্রজ। সরস্বতী পক্ষে নিজভক্তং স্বাধীনং প্রিয়ং ব্রজ ॥২৭॥

সরস্বত্যা কৃতো যোহর্থস্তস্য স্মরণেন স্মিতমধুরদৃগব্জং আলীং সখিং পক্ষে

বর্গকে বঞ্চনা করিয়া অনুরাগভরে শীঘ্র তথায় অভিসার কর—এই বলিয়া ইন্দুপ্রভা চলিয়া গেলেন ॥২৬॥

অনন্তর জটিলা শ্রীরাধাকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলে শ্রীরাধা তাঁহার নিকট গমন করিলেন। শ্রীরাধার লজ্জা-সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া জটিলা কহিলেন—"রাধে ! আমার সন্নিকটে ভোজন করিতে যদি সঙ্কুচিত হও, তাহা হইলে হে সাধ্বি ! তোমার যাহা "প্রিয় নিজভক্ত" অর্থাৎ যাহা যাহা তোমার প্রিয় ভক্ষ্যদ্রব্য সেই সেই ভোজ্য সামগ্রী স্বেচ্ছামত এখান হইতে লইয়া যাও এবং নিভৃত কক্ষে সখীগণের সহিত মিলিয়া উত্তমরূপে ভোজন কর। পক্ষান্তরে সরস্বতী জটিলার মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন—"রাধে ! তুমি নিজভক্ত অর্থাৎ তোমার প্রিয়তমের নিকট গমন কর।" ॥২৭॥

বিদগ্ধামণি শ্রীরাধা জটিলার বাক্যের এইরূপ অর্থোপলব্ধি করিয়া স্মিত-মধুর নয়ন-কমল স্বীয় সখী-ভ্রমরীগণে আস্বাদন করাইলেন অর্থাৎ জটিলা যে নিজ প্রিয়ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন

বদসি যদিদমার্য্যে। কুর্ব্ব ইত্যেবমুক্ত্বা
শয়নগৃহ মগাত্তদ্দত্তমন্নাদি নীত্বা ॥২৮॥
প্রিয়মুখ-মকরন্দামোদধামৌদনাদৌ
কৃতমিলনতয়া তৎস্বাদ্যতামাপ তাসাং।
সুরসরিতি গতং চেদ্‌যত্র তত্রত্যমম্ভো
জগদঘমপি ভিন্দদ্‌বন্দ্যতাং যাতি লোকে ॥২৯॥

অলিং ভ্রমরং তদাস্বাদয়ন্তী রাধাবিনয়নয় মহিম্না তাং চ জটীলাং ধিন্বতী সতি শয়নগৃহমগাৎ ॥২৮॥

ইদানীং চাতুর্য্যেণ সখ্যানীতেন শ্রীকৃষ্ণভুক্ত্বাবশিষ্টান্নেন সহমেলয়িত্বা রাধা তদন্নং ভুক্তবতীত্যাহ। প্রিয়মুখাধরামৃতস্যামোদধাম্নি কৃষ্ণভুক্তাবশিষ্টান্নাদৌ জটিলয়া দত্তান্নেন সহ কৃতমিলনতয়াতৎ অন্নাদি স্বাদ্যতামাপ। নমুকথং তন্মিলনেন সর্ব্বেষামন্নানাং স্বাদু সুগন্ধত্বং স্যাত্তত্র দৃষ্টান্তদর্শনেনাহ। গঙ্গায়াং যত্র তত্রত্য জলং গতং চেৎ জগতাং অঘংভিন্দৎ সৎ লোকে বন্দ্যতাং যাতি ॥২৯॥

করিতে বলিলেন”—এই কথা ঈষৎ হাস্য প্রফুল্ল মুখে সখীগণকে নয়নেঙ্গিতে জানাইলেন এবং বিনয়-নীতির মহিমা প্রকাশ পূর্ব্বক জটিলাকে সুখী করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন—“আর্য্যে! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, আমি তাহাই করিতেছি”—এই বলিয়া জটিলার প্রদত্ত অন্নাদি লইয়া স্বীয় শয়ন গৃহে গমন করিলেন ॥২৮॥

অতঃপর সখিগণ চাতুর্য্য সহকারে সম্প্রতি যে শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন আনয়ন করিয়াছিলেন শ্রীরাধা স্বীয় শয়ন মন্দিরে গিয়া সেই প্রিয়-মুখমকরন্দে সুরভিত ভুক্তাবশেষের সহিত জটিলা-দত্ত ব্যঞ্জনাদি মিলিত করায় সেই সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি তখন তাঁহাদের আস্বাদ্য হইল। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদের মিলনে কিরূপে সকল অন্নেরই স্বাদুতা ও সৌগন্ধ্য উৎপন্ন হইতে পারে? তদুত্তরে এই দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে যে, সুরধুনীতে যত্র তত্রস্থিত জল মিলিত হইলেও সেই জল জগতের নিখিল পাপ ধ্বংস করিয়া থাকে এবং সকল লোকেরই বন্দনীয় হয় ॥২৯॥

শৃণু সখি ! গুরবোঽন্তঃশেরতে সাম্প্রতং তে
সদনমনুগবাং সোঽপ্যস্তি দূরেঽভিমন্যুঃ ।
স্মৃতিমতি ধৃতিলজ্জাঃ শায়য়িত্বা স্বতল্পে
তদভিসর রসেন স্ব-প্রিয়ং কেলিকুঞ্জে ॥৩০॥
অনুপদ বলবান প্রেম সন্দর্শিতাধ্বা
কুসুমশরভটৈর্নৈবাভিতঃ পাল্যমানা ।
হৃদিপুরব্রূপ গূঢ়োৎকণ্ঠয়াল্যা চলন্তী
শ্রমলবমপি রাধে ! নাধ্বনো জ্ঞাস্যসি ত্বং ॥৩১॥
যদি জনতাতি-নেত্র শ্রোত্র-দংশাস্তিভেষি
ব্রজ ধবলনিচোলেনাবৃতীকৃত্য গাত্রং ।

গুরবোঽন্তঃপুরে শেরতে সাম্প্রতং । অভিমন্যুস্তদূরে গবাং সদন মনু সদনে অস্তি ; অতঃস্মৃত্যাদিলজ্জাদিকং বিহায়াভিসরেত্যর্থঃ ॥৩০॥

উৎকণ্ঠয়া চ আল্যা হৃদি আলিঙ্গিতাং সতী চলন্তী ত্বমধ্বনঃ শ্রমলবমপি ন জ্ঞাস্যতি ॥৩১॥

জনতানাং নেত্রশ্রোত্রে এব দংশৌ ডাঁস ইতি প্রসিদ্ধৌ তাভ্যাং বিভেষি-

শ্রীরাধা ও সখীগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে ললিতা হাস্য-প্রফুল্ল-মুখে কহিলেন—"হে রাধে ! প্রিয়সখি ! বলি শুন, এখন গুরুজন অন্তঃপুরে নিদ্রিত হইয়াছেন, আর তোমার পতি অভিমন্যু সেও ত এখন দূরবর্ত্তী গোষ্ঠ-সদনে রহিয়াছে । অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া স্মৃতি, মতি, ধৃতি, লজ্জাকে তোমার এই শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিয়া অর্থাৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেলিকুঞ্জে তোমার প্রিয়তমের নিকট প্রেমানুরাগরসের সহিত অভিসার কর ॥৩০॥

হে রাধে ! তোমার ভয় কি ? বলবান প্রেম পদে পদে তোমার পথ-প্রদর্শক হইয়া যাইতেছে, তুমি কন্দর্প-ভট কর্ত্তৃক চারিদিকেই রক্ষিতা হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ তুমি যখন উৎকণ্ঠা-রূপিণী সখী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত-হৃদয় হইয়া অভিসার করিতেছ, তখন তুমি পথ-শ্রমের লেশ মাত্র জানিতে পারিবে না ॥৩১॥

মুখরজনাদিব স্বং নূপুরং চানপেক্ষা

শ্রিতবিচকিলমাল্যা তারহারা স্মিতাস্যে! ॥৩২॥

তব চরণনখেন্দোশ্চন্দ্রিকৈকাপি সর্ব্বং

জগদিদমবদাতং সম্যগকর্ত্তুমিষ্টে।

বিধুর বিধুরয়ং তৎ পৌনরুক্ত্যং জগামে-

ত্যকৃত বিধিরশুদ্ধং মসীরেখয়ামুং ॥৩৩॥

চেৎ শুক্লাভিসারোচিত শ্বেতনিচোলেন স্বগাত্র মাবৃতীকৃত্য ব্রজ। এতেন নেত্রদংশাৎ আবরণং কৃতং। শ্রোত্ররূপ দংশাৎ আবরণ মাহ। স্বং নিজতাং মুখরজনানাং উপেক্ষা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। বিচকিলং রায়বেল ইতি প্রসিদ্ধেশ্চত পুষ্পং ॥৩২॥

অলং অতিশয়েনাবদাতং শ্বেতকর্ত্তুং ইষ্টে। তত্তস্মাৎ অয়ং বিধুর বিধুঃ মলিনচন্দ্রঃ পৌনরুক্ত্যং জগাম। ইতি হেতোর্বিধাতাপি অমুং চন্দ্রং কলঙ্ক-স্থানীয়য়া মসীরেখয়া কিং অশুদ্ধং অকৃত ॥৩৩॥

হে মৃদুহাস্যমুখি! পাছে লোকে দেখিতে পায় বা গমন শব্দ শুনিতে পায়, এইরূপে জনগণের নয়ন শ্রবণরূপ দংশের (ডাঁসের) যদি ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুক্লাভিসারোচিত শুভ্র বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া গমন কর। ইহাতে নেত্র-দংশের আর ভয় থাকিবে না। "রায়বেল" নামক প্রসিদ্ধ প্রফুল্ল শ্বেতপুষ্পের মালা ও মুক্তাহার ধারণ কর। আর যদি শ্রবণ দংশের ভয় পাইয়া থাক, তবে মুখরজনের ন্যায় তোমার চরণের মুখর নূপুরকে উপেক্ষা কর, অর্থাৎ উহা চরণে এখন পরিধান করিও না ॥৩২॥

হে প্রিয়সখি! তোমার চরণ-নখেন্দুর কিঞ্চিন্মাত্র চন্দ্রিকা এই নিখিল জগৎকে শুভ্র রজত-প্রভায় অতিমাত্র উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং ঐ গগন-শোভি মলিন বিধু পৌনরুক্ত্য প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ পুনরায় ঐ গগন চন্দ্রোদয়ের প্রয়োজন বোধ হয় নাই; এই কারণেই যেন বিধাতা ঐ গগনচন্দ্রকে কলঙ্ক-মসীরেখা দ্বারা কাটিয়া অশুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ॥৩৩॥

ইতি নিজ সহচর্য্যা দীপিতস্মারচর্য্যা
নিরুপমগুণধুর্য্যা নির্যতা গোষ্ঠপুর্য্যাঃ।
অগণিতগুরুবাধা কাননং প্রাপ রাধা
প্রণয়সরিদিবারাদূঢ় মাধুর্য্যধারা ॥৩৪॥
(কুলকং)

পরিজন নিকরস্তৈরাত্ত কিঞ্চিদ্বিলম্বৈ-
রধিগতগুরুবার্ত্তৈঃ স্ব-স্ব সেবার্থমার্ত্তৈঃ।
ত্বরিতমনুসরদ্ভির্দাক্ষ্যচাতুর্য্যবদ্ভি—
র্বিপিনভুবি নিজেশালম্ভি সা মুগ্ধবেশা ॥৩৫॥
যদি পুনরবরোধেঽস্থিষ্যতে সা বিরোধে
গুরুভিরুদিতরোষৈঃ কর্হিচিদ্দৃষ্টদোষৈঃ।

নিরুপমানাং গুণানাং ধুর্য্যাভারবাহিকা। গোষ্ঠপুর্য্যাঃ সকাশাৎ নির্যতী নির্গচ্ছন্তী সতী রাধা আরাৎ দূরে স্থিতং কাননং প্রাপ। কথংভূতা প্রণয়সরিদিব। ধৃং ঊঢ়া মাধুর্য্যানাং ধারা যয়া তথাভূতা ॥৩৪॥

পরিজনানিকরৈস্তৈর্দাসীসমূহৈঃ আত্তো গৃহীতঃ কিঞ্চিদ্বিলম্বো যৈঃ। নম্রু-কথং বিলম্বঃ কৃতস্তত্রাহ। অধিগতা গুরূণাং বার্ত্তাযৈস্তথাভূতৈ দাসীবর্গৈঃ সা নিজেশা রাধা অলম্ভি প্রাপ্তা মুগ্ধ সুন্দরঃ ॥৩৫॥

গ্রন্থকর্ত্তা এব কামস্যানুপপত্তিমাশঙ্ক্য সমাদধাতি। যদীতি। অবরোধে

এইরূপে নিজ সহচরী কর্ত্তৃক কন্দর্পচর্য্যা উদ্দীপিত হওয়ায় নিরুপম গুণভার-বাহিকা শ্রীরাধা গোষ্ঠান্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মাধুর্য্য-ধারা বিশিষ্টা প্রেম-তরঙ্গিণীর ন্যায় শত শত গুরুতর বাধাকেও গণ্য না করিয়া দূরবর্ত্তি বৃন্দাবনে গিয়া উপনীত হইলেন ॥৩৪॥

অনন্তর শ্রীরাধার সুদক্ষ ও সুচতুরা পরিজনবর্গ অর্থাৎ প্রিয় সহচরীবৃন্দ গুরুজনের বার্ত্তা অবগত হইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলেন, পরে স্ব স্ব সেবার নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়া সত্বর শ্রীরাধার অনুসরণ করিলেন, এবং অবশেষে তাঁহারা বনভূমি মধ্যে এই মনোহর-বেশা নিজেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৫॥

ব্রজপতি-সুত-লীলাপর্ব্বনির্ব্বাহশীলা
বিরচিত তদুপায়া স্যাত্তদা যোগমায়া ॥৩৬॥
নিখিলমপি নিনাদং বংশিকাবাদ্যমেব
প্রিয়কমপি পুরস্থং স্বপ্রিয়ং ভাবয়ন্তী।
পরিমলমপি সর্ব্বং তৎপ্রতীকোত্থমেবে-
ত্যমুমভিমনুতে স্ম প্রাপ্তমেবাধ্বনীয়ং ॥৩৭॥
কলয়সি ললিতে! কিং কৌতুকং স্বদ্ভুজঙ্গো
ভুজগমিতিবলাদ্যো বেষ্টয়ন্ কণ্ঠমেনঃ।

অন্তঃপুরে সা রাধিকা যদি গুরুভিঃ অন্বিষ্যতে। অথবা গুরুভিঃ কর্ত্তৃভিস্তয়া সহ বিরোধে সতি শ্রীকৃষ্ণস্য লীলোৎসবনির্ব্বাহশীলা যোগমায়া এব বিরচিত তদুপায়া স্যাৎ ॥৩৬।

নিখিল শব্দমেব বংশিকাবাদ্যমেব ভাবয়ন্তী প্রিয়কং কদম্বং। তস্য প্রতীকোত্থং শরীরোত্থং। ইয়ং রাধিকা অধ্বনি অমুং শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তমেব মনুতে ।৩৭॥

পৃষ্ঠস্থিতাং বেণীং অকস্মাৎ স্কন্ধগতামালক্ষ্য তামেব শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তমেন নিশ্চিত্য ললিতাং প্রতি সপ্রণয়কোপ মাহ। ত্বদ্ভুজঙ্গঃ ত্বয়ি বিষয়ে কামুকঃ এব

এস্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে, যদি সহচরীগণের গমনের পরে গুরুজনগণ পূর্ব্বে কোন সময়ে দোষ দেখিয়া রোষের উদয় হেতু অথবা শ্রীরাধার সহিত তাহাদের কোন বিষয়ে বিরোধ বশতঃ অন্তঃপুর মধ্যে শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে? ইহার সমাধান এই যে, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের লীলোৎসব-নির্ব্বাহে শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবীই তাহার উপায় বিধান করিয়া থাকেন ॥৩৬॥

প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধা যাইতে যাইতে যে কোন শব্দ শ্রবণ করেন, তাহাই বংশীধ্বনি অনুভব করিতে লাগিলেন, পুরোবর্ত্তি কদম্ব তরুকে স্বীয় প্রিয়তম জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং পরিমল মাত্রকেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করিয়া পথি মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম, এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

ইতি চপল মুদঞ্চচ্চিল্লিচাপা চকম্পে
বরতনুরবলোক্যৈবাংসগাং স্বীয়বেণীং ॥৩৮॥
প্রিয়সখি ! পরমার্থী মাধবঃ স্যাদুদারা-
ত্বমপি ভবসি তস্মৈ চিত্তবিত্তাদিদত্তা ।
কথমহমিহ মধ্যে বারয়িত্রীদ্বয়োঃ স্যাং
স্মৃতিভব বহুধর্ম্মা ধর্ম্ম বিজ্ঞাপি ভূত্বা ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণঃ মে কণ্ঠং বেষ্টয়ন্ বলাৎ মে ভুজং অধিত দধার। ইতি চপলং যথাস্যাৎ তথা উদঞ্চৎ উদয়ং প্রাপ্নুবন্ ভ্রূচাপো যস্যাস্তথাভূতা ॥৩৮॥

ললিতা আহ। হে রাধে! মাধবঃ পরমার্থী পরমযাচকঃ। ত্বমপি তস্মৈ কৃষ্ণায় চিত্তবিত্তাদিদত্তা উদারা ভবসি। অতঃ কথং দ্বয়োর্মধ্যে অহং বারয়িত্রী স্যাং। তত্রাপি স্মৃতিশাস্ত্রঃ ভব উৎপত্তি যয়োস্তথাভূতয়োর্বহুধর্ম্মাধর্ম্মযোর্বিজ্ঞাপি ভূত্বা। পক্ষে স্মৃতিভবঃ কন্দর্পঃ তস্মাদুৎপন্নবহু ধর্ম্মাধর্ম্মবিরোধয়োর্বিজ্ঞা ভূত্বা ॥৩৯॥

দ্রুত গমন জন্য পৃষ্ঠস্থিত বেণী সহসা শ্রীরাধার স্কন্ধদেশে পতিত হওয়ায় প্রবল অনুরাগে চিত্তের বিভ্রান্তি বশতঃ তাহা শ্রীকৃষ্ণের বাহু-লতা নিশ্চয় করিয়া বরতনু শ্রীরাধা ললিতাকে প্রণয়-কোপের সহিত বলিতে লাগিলেন—"ললিতে ! ললিতে ! তুমি কৌতুক দেখিতেছ ? তোমার বিষয়ে কামুক—তোমার এই ভুজঙ্গ আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলপূর্ব্বক আমার ভুজ ধারণ করিল ?"—এই বলিয়া চঞ্চল ভ্রূ-ধনু উত্তোলিত করিয়া কম্পিত করিতে লাগিলেন অর্থাৎ চপল ভ্রূকুটী কটাক্ষ করিলেন ॥৩৮॥

শ্রীরাধার এই প্রেম-বিভ্রম দর্শনে ললিতা মৃদু হাস্য করিয়া পরিহাস বাক্যে কহিলেন—"প্রিয়সখি ! মাধবও পরমার্থী অর্থাৎ পরম যাচক এবং তুমিও তাহাকে চিত্ত-বিত্তাদি দান করিয়া পরম উদার-স্বভাবা হইয়াছ। অতএব আমি স্মৃতিভব বহু ধর্ম্মাধর্ম্ম বিজ্ঞা অর্থাৎ স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচক্ষণা হইয়া (পক্ষে কন্দর্পজাত বহু ধর্ম্মাধর্ম্ম বিরোধ অবগত হইয়া) তোমাদের উভয়ের মধ্যে বারয়িত্রী

ভুবি ভবতি স একঃ কর্ণ এবাত্রদাতা
ত্বমমলমুখি ! কর্ণৌ দ্বৌ চ দত্তাবকার্ষীঃ।
বলিমপি কিমজৈষীর্ন ত্রিবল্যর্পণৈষা-
ণ্যতনুশতবিরাজদ্বিক্রমেঽস্মিন্নঘারৌ ॥৪০॥
নয়নযুগলমেতদ্রূপসাৎ কৃত্য নাশে
অপি পরিমল সিন্ধো প্রক্ষিপন্ত্যাশ্বয়াস্য।

পুনঃ পরিহাসান্তরমাহ। পৃথিব্যাং একঃ কর্ণ এব দাতা প্রসিদ্ধঃ ত্বং তাদৃশ-দাতারৌ দ্বৌ কর্ণৌ কৃষ্ণায় দত্তৌ অকার্ষীঃ। এবং বলিমপি দাতারং কিং নাজৈষীঃ অপি তু অজৈষীঃ। যত এক এব বলিস্ত্রিবিক্রমে দাতা অভূৎ। ত্বন্তু অতনবঃ মহান্তঃ শতপরিমিতা বিরাজন্তো বিক্রমা যস্য তস্মিন্ অঘারৌ পাপ-নাশকেঽস্মিন্ ত্রীন্ বলীনেব অর্পয়িতুং দাতুমিচ্ছসীত্যর্থঃ। পক্ষে কন্দর্প-শততোঽপি বিরাজদ্বিক্রমো যস্য তস্মিন্ ॥৪০॥

ইদানীং পরিহাসং কৃত্বা ভ্রমদূরীকরণার্থং যথার্থবৃত্তান্তমপি পরিহাস-মুদ্রয়ৈ-বাহ। নয়নেতি। এতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপসাৎকৃত্য কৃপায় নয়নযুগলং দত্ত্বা ত্বয়া

কিরূপে হইবে ?—গ্রাহী ও দাত্রী এই উভয়ের মধ্যে কাহাকেও নিবারণ করা কর্ত্তব্য নহে।৩৯।

হে অমল-মুখি ! এই ধরাতলে এক কর্ণই দাতা বলিয়া বিখ্যাত, তুমি তাদৃশ দাতা দুই কর্ণকে শ্রীকৃষ্ণে দান করিয়াছ। আর এক দাতা বলি নামে প্রসিদ্ধ, তুমি তাহাকেও জয় কর নাই কি ? যেহেতু সেই বলি, ত্রিবিক্রমে দান করিয়াছিলেন ; কিন্তু তুমি যাহাতে অতমুর অক্ষীণ শত বিক্রম বিরাজমান সেই অঘারি অর্থাৎ পাপনাশককে ত্রিবলি দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ললিতা এই বাক্যে শ্লেষে প্রকাশ করিলেন যে অতনু অর্থাৎ কন্দর্প-শত অপেক্ষাও বিক্রমশালী এই অঘারি শ্রীকৃষ্ণকে তুমি সুরতোৎসবে উদরের ত্রিবলী অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়া মহাদানশীলা হইতে চাহিতেছ ॥৪০॥

অনন্তর ললিতা শ্রীরাধার ভ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত যথার্থ বৃত্তান্ত পুনরায় পরিহাস ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন "প্রিয় সখি ! তুমি নয়ন

ব্যরচি সখি ! বিতীর্ণা যা তয়ৈবৈষা বেণ্যা
হরিরপি নিজবাহুভূতয়া ত্বাং সিনোতি ॥৪১॥
ইতি পথি হসিতাস্থা তত্রপে তত্র সখ্যা
প্রসভমুদয়মানৈস্তৃষ্ণ-লক্ষৈরজস্রং।
বিগলিতমপি ধৈর্য্যং ধর্ত্তুমভ্যস্যমানা
বকুলবনমুপাগান্মন্দমন্দং চলন্তী ॥৪২॥
(কলাপকং)
কিমিদমহহ ! তস্যাঃ শিঞ্জিতং ভূষণানাং
ভ্রম মগ মমহং বা চাটকৌরেব রাবৈঃ।

যা বেণী বিতীর্ণা ব্যরচি যস্মৈ দত্তা কৃতা এষ হরিঃ তাং বেণীং স্বীয়াং মত্বা নিজ বাহুভূতয়া ত্বাং সিনোতি বধ্নাতি ॥৪১॥

ইতি সখ্যা হসিতা সা তত্রপে হঠাৎ অজস্র উদয়মানৈস্তৃষ্ণালক্ষৈবিগলিতমপি ধৈর্য্যং ধর্ত্তুমভ্যস্যমানা সতী উপাগাৎ। সোপসর্গা দস্ততের্ব্বিকল্পে আত্মনেপদং ॥৪২॥

অহহ আশ্চর্য্যে তস্যা রাধিকায়াঃ কিং ভূষণানাং শিঞ্জিতং কিম্বা চটকসম্বন্ধিশব্দৈরেবাসৌ রাধিকায়া ভূষণ শব্দ ইতি ভ্রমঃ অহং অগমং প্রেমোন্মাদেন

যুগকে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাগরে উৎসর্গ করিয়াছ, নাসিকাকে কৃষ্ণাঙ্গ পরিমল-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ এবং তোমার যে বেণী শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলে, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ সেই বেণীকে নিজস্ব মনে করিয়া নিজ বাহু স্বরূপে তোমার কণ্ঠ বন্ধন করিয়াছে ॥৪১॥

ললিতার এই পরিহাস বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জা-বিনম্র মুখে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সহসা অজস্র সমুদিত লক্ষ লক্ষ তৃষ্ণার সাহায্যে বিগলিত-ধৈর্য্য ধারণের অভ্যাস করিয়া মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে বকুল-কুঞ্জে উপনীত হইলেন ॥৪২॥

এদিকে সেই বকুল কাননে নব নীপ তরু গাত্রে পৃষ্ঠ-সংলগ্ন পূর্ব্বক নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী শ্রীরাধার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,

শ্রুতিপথগতমেবা ক্ষোভয়ন্মাং যদেত-
ত্তদজনি ফলিতো বা মামকো ভাগ্যশাখী ॥৪৩॥
ইতি তরুণ-তমাল-শ্লিষ্টপৃষ্ঠং মুকুন্দং
মুহুরপি বিমৃশন্তং কাচিদাদৌ বিলোক্য।
প্রমদিতমতিরাশু ব্যাজহারাম্বুজাক্ষিং
কলয় সুমুখি! রাধে! মাধবং তস্থিবাসং ॥৪৪॥
অহমিহ কতিশো বারৈরবমালোক্য ত-
ন্ন মম রমণ এষ স্যাদিতি স্বান্তমধ্যে।

রাত্রাবপি চটকশব্দস্য সম্ভাবনা জাতেতি ভাবঃ। যদ্যস্মাদেতৎ শিঞ্জিতং শ্রুতিপথ-গত মাত্র মেব মাং অক্ষোভয়ৎ। অতএব তস্যা ভূষণ-শব্দ এব তস্মাৎ মদীয়ো ভাগ্যরূপবৃক্ষ এব বা ফলিতোঽভূৎ ॥৪৩॥

ইতি রাধিকায়া আগমনং মৃশন্তং তরুন-তমালশ্লিষ্টপৃষ্ঠং শ্রীকৃষ্ণং বিলোক্য কাচিৎ সখী রাধিকাং ব্যাজহার। তস্থিবাংসং স্থিতবন্তং ॥৪৪॥

এমন সময়ে সহসা শ্রীরাধার ভূষণ-শিঞ্জন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-মুগ্ধ-ভাবে স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন—"অহো! ইহা কিসের শব্দ! ইহা কি শ্রীরাধার ভূষণ শিঞ্জিত, কিম্বা চটকের রবকেই শ্রীরাধার ভূষণ শব্দের ভ্রম করিতেছি? * না, না, ইহাত ভ্রম নহে, এই সুমধুর শব্দ আমার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিয়া আমার যখন চিত্ত-ক্ষোভ জন্মাইল, তখন ইহা অন্য ধ্বনি নহে—নিশ্চয়ই শ্রীরাধার ভূষণ শিঞ্জন; অতএব আমার ভাগ্যতরু ফলিত হইল ॥৪৩॥

এইরূপে শ্রীরাধাই আসিতেছেন নিশ্চয় করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন—তখন বিশাখা সেই তরুণ তমাল গাত্রে লগ্ন-পৃষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রথমে অবলোকন করিয়া প্রমোদিত চিত্তে শীঘ্র কমলনয়না শ্রীরাধাকে কহিলেন—"রাধে! সুমুখি! ঐ দেখ, মাধব রহিয়াছেন। ॥৪৪॥

---

* শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোন্মাদনা বশতঃই রাত্রিতেও চটক শব্দের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে।

নিরচিনুত কৃশাঙ্গী তং পুরোবীক্ষ্য রাধা
দ্রুতহৃদতনুঘূর্ণাকীর্ণধীরপ্যধীরা ॥৪৫॥
মম দৃষমপি মুগ্ধাং যদ্দৃশং ত্বং বিশাখে।
ভ্রময়সি তদিদং তে হাস্যমাস্তাং বিদূরে।
ভ্রময়সি ন চ যদ্বা মাধবোঽয়ং তমালঃ
স্থিরইতি তব সত্যৈবা ভবদ্ভির্বিবক্ষদগ্ধে ॥৪৬॥

শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ। পুরস্থিতং তমালমেব কৃষ্ণত্বেন অহং কতিবারান্নেবালোক্যাং তস্মান্ন এষ মম রমণ ইতি স্বীয়ান্তঃকরণ মধ্যে নিরচিনুত নিশ্চয়ং কৃতবতী সা কৃষ্ণং বীক্ষ্য দ্রুত হৃদপি কন্দর্প-ঘূর্ণাকীর্ণধীরপি ॥৪৫॥

হে বিশাখে! যদ্যস্মাৎ মুগ্ধাং মূঢামপি মম দৃশং বারং বারং ভ্রময়সি তস্তস্মাদিদং তে হাস্যং দূরে আস্তাং। কিম্বা মাং ন ভ্রময়সি কিন্তু যথার্থমেব বদসি-যতঃ স্থিরতমাল এব মাধব শব্দেনোক্তঃ মধৌ-বসন্তে উৎপন্ন ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥৪৬॥

বিশাখার কথা শুনিয়া কৃশাঙ্গী শ্রীরাধা সম্মুখস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অধীরা হইয়াও এবং তাঁহার তনু মন দ্রবীভূত ও বুদ্ধি কন্দর্প ঘূর্ণায় আকীর্ণ হইলেও তিনি মনোমধ্যে এইরূপ নিশ্চয় করিলেন—যে, "এইরূপ পুরঃস্থিত তমাল তরুকে কৃষ্ণরূপে আমি আসিবার সময় কতবার দেখিয়াছি, সুতরাং এ আমার প্রাণকান্ত নহে নিশ্চয় তমাল তরুই হইবে!" ॥৪৫॥

পরে প্রকাশ্যে বিনয়-নম্র বাক্যে কহিলেন—"বিশাখে! তুমি আমার যে নয়নকে বার বার ভ্রান্ত করিতেছ, প্রিয়তমের দর্শন-তৃষ্ণায় সে নয়ন ত পূর্ব্ব হইতেই মুগ্ধ হইয়াছে, তাহাকে আর পরিহাস বাক্যে ভ্রান্ত করা কি তোমার উচিত? অতএব তোমার পরিহাস এখন দূরে রাখ। কিম্বা হে বিদগ্ধে! তুমি আমাকে ভ্রান্ত কর নাই, তুমি এই স্থির তমালকে যে মাধব বলিয়াছ এ কথা তোমার যথার্থই বটে, যেহেতু এই তমাল তরু মধু ঋতুতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে তমালকে "মাধব" বলা তোমার ভুল হয় নাই ॥৪৬॥

ন হসিতময়ি ! কিন্তু ত্বৎসমশ্বাসনার্থং
গদিতমিদমিহানালোকয়ন্ত্যা ময়া তৎ।
ত্বমতি চতুরিমাব্ধির্নাভ্রমস্তত্র রাধে !
ভবতু তদপি তুষ্ট্যৈ রোচিরস্য ক্ষণং তে ॥৪৭॥
ইতিসরসিজমুখ্যো র্বাচমাচম্য সখ্যো
হরিরথ সমুদঞ্চদ্দোঃ করোপাত্তশাখঃ।
পিহিতমণি-বিভূষঃ কৌতুকী তত্র সাক্ষা-
ত্তরুবর ইবতস্থৌ ত্যক্তপীতোত্তরীয়ঃ ॥৪৮॥

বিশাখা আহ। অয়ি রাধে! ইদং হাস্যং ন ভবতি কিন্তু তং শ্রীকৃষ্ণং অনালোকয়ন্ত্যা ময়া তব আশ্বাসনার্থং ইদং গদিতং উক্তং। তথাপি ত্বন্তু অতিচতুরিমাব্ধিরতো ন অভ্রমঃ ন ভ্রমযুক্তা ভবসি। তদপি অস্য তমালবৃক্ষস্য রোচি কান্তিরেব তে তব ক্ষণং তুষ্ট্যৈ ভবতু ॥৪৭॥

ইতি সখ্যোর্বিশাখা রাধয়োর্বাচমাচম্য আসাদ্য সম্যক্ উদঞ্চৎ হস্তৌ যেন তথাভূতো হরিঃ করাভ্যাং গৃহীতশাখঃ। আচ্ছাদিত-মণিময়ভূষণঃ সন্ সাক্ষাত্তরুরিব তস্থৌ ॥৪৮॥

বিশাখা সহাস্যে কহিলেন—অয়ি রাধে! ইহা পরিহাস নয়, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন জন্য তোমার ব্যাকুলতা দেখিয়া তোমাকে আশ্বাসিতা করিবার নিমিত্তই তমাল তরুকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দেখাইয়াছিলাম। কিন্তু তুমি চতুরতার সাগর স্বরূপা, তাই আমার এই মিথ্যা পরিহাস বাক্যেও তোমার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় নাই; অতএব এই তমাল-তরুর কমনীয় কান্তিই এক্ষণে তোমার ক্ষণকাল তুষ্টিবিধান করুক ॥৪৭॥

কমলমুখী শ্রীরাধা ও বিশাখার পরস্পর মধুর বাক্যালাপ রূপ অমৃত আস্বাদ করিয়া পরম কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় পীতবর্ণের উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক উভয়করে শাখা ধারণ করিলেন এবং মণিময় ভূষণাচ্ছাদিত হইয়া সাক্ষাৎ নব নীপতরুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

(বিশেষকং)

সুরতরুতলতস্তং কৃষ্ণমন্বিষ্য দূরা-
দিহ বকুল-নিকুঞ্জে যাবদেবানয়ামঃ।
নলিনমুখি! তমালস্কন্ধবিন্যস্তহস্তা
ধৃতিলবমপি ধৃত্বা তাবদত্রাস্ব রাধে ॥৪৯॥
ইতি সললিতমালীবৃন্দমুক্ত্বা প্রয়াতং
বরতনুরবলোক্যামন্দ কন্দর্প-চিন্তা।
লঘু লঘু সবিধেঽস্যাগত্য সা বিস্ময়াব্ধৌ
ন্যপতদথ চ হর্ষ-ক্ষ্মাধরং চারুরোহ ॥৫০॥

সখ্যঃ পরিহসন্ত্যঃ শ্রীকৃষ্ণমেব তমালত্বেনোপদিশ্য তেন সহৈকান্তে মিলনার্থং যুক্তিং মুখাপয়ন্তি। সুরতরুিতি। সুরতরুতলাৎ যাবৎ কৃষ্ণং অন্বিষ্য বয়ং অত্রানয়ামঃ তাবৎ তমালস্য স্কন্ধে হস্তং ন্যস্য অত্র ক্ষণং আস্ব তিষ্ঠ ॥৪৯॥

সখীবৃন্দং ততোঽন্যত্র প্রয়াতং। তদনন্তরং সা বরতনুরপি অমন্দ-কন্দর্প-চিন্তা-যুক্তা সতী তস্য তমালত্বেন নিশ্চিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিকটে আগত্য অহো! তমালোঽয়ং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব ইতি বিস্ময় সমুদ্রে ন্যপতৎ। এবং বস্তু স্বভাবেন তদ্দর্শনজনোঽতত্ত্ব মহান্ হর্ষরূপো যঃ পর্ব্বতস্তং চারুরোহ। একস্মিন্নেব কালে সমুদ্র পতনপর্ব্বতারোহণয়া শব্দবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥৫০॥

তদ্দর্শনে মিলনোপায়াভিজ্ঞা বিশাখা মৃদু হাস্য করিতে করিতে কহিলেন—"হে নলিনমুখি! রাধে! এখান হইতে বহুদূরে কল্প-তরুতলে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, আমরা যাবৎ তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া তথা হইতে এই বকুলকুঞ্জে লইয়া না আসি, তদবধি তুমি এই তমালতরুর স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া এস্থলে অবস্থান কর ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার একান্তে মিলনের এই এক অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ কথা বলিয়া ললিতার সহিত সখীবৃন্দ তথা হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বরাঙ্গী শ্রীরাধা, তদবস্থা-ন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অমন্দ কন্দর্প-চিন্তাবিষ্টা হইয়া এবং তাঁহাকে

যুগ্মকং।

কতিন কতি তমালালোকিতাঃ সন্ত্বয়ং তু
ব্রজপতি-সুতকান্তীর্ধত্তে! তা এব ধত্তে।
মধুরিম ভবমেবং স্থাবরেষ্বপ্যপারং
যদসৃজদত একং নৌমি ধাতারমেব ॥৫১।
ভবতু নিকট মেত্য স্বেক্ষণে তর্পয়ামা-
ত্যমিতমুদুপগম্যৌ বাশ্রুপূর্ণেদমূচে।
নিরুপম রুচিজাল! ত্বাং স্তবে কিং তমাল
ত্বময়ি! ন হি নগঃ শ্রীকৃষ্ণ এবাসি সাক্ষাৎ।৫২॥

ময়া আলোকিতাঃ কতি তমালা সন্তি অয়ন্তু তমালঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য তা এব কান্তীর্ধত্তে। তস্মাৎ য এব বিধাতা এবং মাধুর্য্যাতিশয়ং স্থাবরেষ্বপ্যসৃজৎ। তং একং বিধাতারমেবাহং নৌমি ॥৫১॥

অপরিমিতা মুৎ হর্ষো যস্যাস্তথাভূতা সতী উচে। হে নিরুপমরুচি সমূহো যস্য তথাভূৎ ॥৫২॥

তমালতরু রূপে নিশ্চয় করিয়া তাঁহার নিকটে ধীরে ধীরে আগমন করিলেন। অনন্তর তিনি—"অহো! ইহা কি তমাল না সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ!" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিস্ময়-সাগরে পতিত হইলেন, কিন্তু বস্তু স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন জন্য তৎক্ষণাৎ মহান্ হর্ষরূপ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিলেন ॥৫০॥

তারপর মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হায়! আমি কত তমাল কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব তমাল আমি কখন দেখি নাই ত! ইহা যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনের রমণীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে? অতএব স্থাবরের মধ্যে যিনি এই অপার মাধুর্য্যভর তরুকে সৃজন করিয়াছেন, সেই এক মহান্ বিধাতাকে নমস্কার করি ॥৫১॥

"এক্ষণে উহার নিকট গিয়া আমার নয়নযুগলের তৃপ্তি সাধন করি" এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীরাধা অসীম আনন্দ সহকারে তাঁহার সমীপস্থা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন—"হে নিরুপম-রুচিজাল!

তদপি মদনবধূ শীর্ণাং মামীহাশ্লিষ্য বাঢ়ং
নিজমধুরমরন্দৈঃ সিঞ্চ ভূমীরুহেন্দ্র!
সুখজলধি-তরঙ্গৈঃ সাধু তৈরেবেত্থাবৎ
ক্ষণমতনুদবার্ত্তং প্লাবয়ামি স্বচেতঃ ॥৫৩॥
ইতি সপদি নিভাল্যাপস্য গাত্রাণি মৌগ্ধ্যা-
ন্নচ পরিচিনুতে স্ম প্রৌঢ়শুদ্ধানুরাগা।
পরিহিতমপি পীতং তস্য বাসো মৃগাক্ষী
নিজতনুরুচিপুঞ্জং বিম্বিতং মন্যতে স্ম ॥৫৪॥

যস্মাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব ত্বং তস্মাৎ কন্দর্প-পীড়য়া শীর্ণাং মাং বাঢ়ং অতিশয়েনাশ্লিষ্য নিজ মধুর মকরন্দরূপৈরধর অমৃতৈঃ সিঞ্চ। কন্দর্পদবার্ত্তং চেতঃ অহং প্লাবয়ামি ॥৫৩॥

প্রৌঢ়শুদ্ধানুরাগা ইতি। অনুরাগস্য স্বভাবোহয়ং যৎ প্রতিক্ষণং কান্তস্যা-প্রাপ্তিং সম্ভাবয়তি ইতি ভাবঃ ॥৫৪॥

হে তমাল! আমি তোমাকে কি আর স্তুতি করিব, তুমি ত তরু নহ,—তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ! ॥৫২॥

হে মহীরুহেন্দ্র!—হে তরুবর! তুমি যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন অতিশয় তাপ-শীর্ণা আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া নিজ মধুর মকরন্দরূপ অধরামৃতে অভিষিক্ত কর। তাহা হইলে আমার এই কন্দর্প-দগ্ধ চিত্তকে তৎক্ষণ সুখ-জলধি-তরঙ্গে ভালরূপেই প্লাবিত করিয়া রাখি" ॥৫৩॥

প্রৌঢ় শুদ্ধানুরাগবতী শ্রীরাধা, তমালাকারে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ সমূহ উত্তমরূপে পুনঃপুন নিরীক্ষণ করিয়াও মুগ্ধতাবশতঃ চিনিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ পীত বসন পরিধান করিয়া আছেন, তথাপি মৃগ-নয়না শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণে তমালভ্রম দূর হইল না। তিনি তদ্দর্শনে মনে করিতে লাগিলেন—"উহা পীতবাস নয়, নিজ বরাঙ্গের কনককান্তি-পুঞ্জই তমালগাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।" অনুরাগের স্বভাবই এই যে, প্রতিক্ষণই প্রাণকান্তের অপ্রাপ্তি সম্ভাবনা ঘটাইয়া থাকে ॥৫৪॥

সচকিত মবলোক্যোবাভিতঃ সা যদোত্থ-
ন্নিজভুজলতিকাভ্যাং তং বলাদালিলিঙ্গং।
স্মরমদঘনঘূর্ণঃ সোঽপি দোর্ভ্যাং প্রগাঢ়ং
প্রতি পরিরভতে স্ম প্রেমরত্নাকরস্তাং ।।৫৫।।
তনুযুগমনঙ্গঃ কীলিতীকৃত্য বাণৈ-
রতিরুচিরমমুষ্মাচ্চিত্তরত্নং প্রযত্নৈঃ।
তদৃত ইব তমালো মাধবোঽভূদ্ধিরং সা-
প্যজনি কনকবল্লী স্বং বলাদ্বেষ্টয়ন্তী ।।৫৬।।

সখীনামাগমন-শঙ্কয়া অভিতঃ সচকিত মালোক্য সা যা শ্রীকৃষ্ণমালিলিঙ্গং। স্মরমদঘনঘূর্ণঃ স কৃষ্ণোঽপি তা প্রতি পরিরভতে স্ম ।৫।।

যস্মাৎ অতনু কন্দর্পঃ রাধাকৃষ্ণযোস্তনুযুগং বাণৈর্বিদ্ধা কীলিতীকৃত্য একত্রী কৃত্বা তু রুচিরং চিত্তরত্নং অমুষ্মাৎ অচোরয়ৎ। চোরো হি রাজ্ঞি ধূৎকারা-শঙ্কয়া তং বাণৈর্বিদ্ধ্বৈব তস্য দ্রব্যং গৃহ্লাতীতি রীতিঃ। তস্মাৎ প্রেমাবেশেন জাড্যোদয়াৎ শ্রীকৃষ্ণঃ সত্য এব তমাল ইবাভূৎ সাপি জাড্যেন কনকবল্লী অজনি ।৫৬।

অনন্তর শ্রীরাধা সখীগণের আগমন আশঙ্কায় চারিদিকে চকিত নয়নে অবলোকন পূর্ব্বক স্বীয় ভুজ-লতিকাদ্বয় উত্তোলন করিয়া যখন বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন তখন সেই প্রেমরত্নাকর শ্রীকৃষ্ণও কন্দর্পমদের ঘন ঘূর্ণাযুক্ত হইয়া বাহুযুগল দ্বারা শ্রীরাধাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিলেন ।।৫৫।।

তখন বোধ হইল, যেন কন্দর্প শ্রীরাধা-কৃষ্ণের তনু দুটীকে বাণ-বিদ্ধ পূর্ব্বক একত্র মিলিত করিয়া উভয়ের রুচির চিত্তরত্ন যত্নপূর্ব্বক অপহরণ করিল অর্থাৎ চোর যেমন চীৎকারের আশঙ্কায় যাহার দ্রব্য হরণ করিবে তাহাকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ করে, সেইরূপ কন্দর্পও এস্থলে যেন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের তনুযুগকে বাণ বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের চিত্তরত্ন চুরি করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন আরও তখন বোধ হইতে লাগিল, প্রেমাবেশে জাড্যোদয় হেতু শ্রীকৃষ্ণ

অথ কথমপি কান্তা প্রত্যভিজ্ঞাতকান্তা
ধৃতরতিরণ-রঙ্গাপ্যুচ্চলল্লজ্জাতরঙ্গা।
স্ব মতুল সরলত্বং তস্য চাতুর্য্যবত্বং
মুহুরপি রসয়ন্তী সিস্মিয়ে কুন্দদন্তী ॥৫৭॥
পৌষ্পং তল্পমুপেত্য পুষ্পধনুষঃ সাম্রাজ্য সংসিদ্ধয়ে
যদ্‌যৎ প্রারভত প্রিয়দ্বয়মিদং সাক্ষাৎ সরস্বত্যপি।

নায়ং তমালঃ কিন্তু মম কান্ত এব ইতি প্রত্যভিজ্ঞাতঃ কান্তো যয়া তথা-ভূতা কান্তা রাধা অনন্তরং ধৃতো রতিরণরঙ্গঃ সম্ভোগো যয়া তথাভূতাপি স্বধর্ম্ম-বাম্যমকৃত্বা প্রত্যুত স্ব কর্ত্তৃকালিঙ্গনেন উচ্চঃ প্রাপ্তো লজ্জা তরঙ্গো যয়া তথাভূতা কিন্তু স্বীয়মতুলসারল্যং শ্রীকৃষ্ণস্য চ চাতুর্য্যবত্বং মুহুরাস্বাদয়ন্তী সতী সিস্মিয়ে স্মিতং চকার ॥৫৭॥

রাধাকৃষ্ণরূপপ্রিয়ং দ্বয়ং পুষ্পশয্যাং প্রাপ্য কন্দর্পস্য সাম্রাজ্য সিদ্ধয়ে যদ্‌যৎ প্রারভত সাক্ষাৎ সরস্বত্যপি সখীনাং নয়নেভ্য এব সকাশাৎ ইদং চিরমেবাধীত্য

সত্যই তমাল তরু এবং শ্রীরাধা দিব্য কনকলতা—বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-তমালতরুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥৫৬॥

এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইলে ধৃতরতি-রণ-রঙ্গা শ্রীরাধা "ইহা তমাল নহে—ইনি আমার প্রাণকান্ত" এ রূপ অবগত হইয়া এবং নিজ স্বধর্ম্ম বাম্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজেই কান্তকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া প্রবল লজ্জা-তরঙ্গে পতিত হইলেন; কিন্তু নিজের অতুল সরলতা ও শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্য্যবত্তা পুনঃপুন আস্বাদন করিতে করিতে বিস্ময়াবেশে কুন্দদন্তী শ্রীরাধা মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন ॥৫৭॥

অনন্তর শ্রীরাধা-কৃষ্ণ এই প্রিয়যুগল পুষ্প-শয্যায় গমন করিয়া পুষ্পধনুর (কন্দর্পের) সাম্রাজ্য-সংসিদ্ধির নিমিত্ত যাহা যাহা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা যদি স্বয়ং সরস্বতীও সখীবৃন্দের নয়ন সকাশে দীর্ঘকাল যাবৎ অধ্যয়ন করিয়া বর্ণন করেন, তাহা হইলেও তিনি যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিবেন—সে বর্ণনা সমাপ্ত করিতে পারিবেন না।

আলীনাং নয়নেভ্য এব চিরমেবাধীত্য চেদ্বর্ণয়ে
যৎকিঞ্চিন্নসমাপয়েত্তদপি সা স্তম্ভাশ্রুবৈস্বর্য্যভাক্ ॥৫৮॥

—:o:—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে প্রদোষিক-
বিলাসাস্বাদনো নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥১৮॥

যৎ কিঞ্চিৎ বর্ণয়েৎ চেৎ তদপি বর্ণনং ন সমাপয়েৎ ন সমাপ্তং বভূব যতো বর্ণনারম্ভাত এবানন্দেন স্তম্ভাশ্রুগদ্‌গদ স্বরভাক্ সা ভবতি ॥৫৮॥

সমাপ্তোয়ং অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।১৮।

যেহেতু বর্ণনারম্ভেই পরমানন্দ উদয় হেতু তাঁহার স্তম্ভ, অশ্রু, ও গদ্‌গদ বাক্যাদি স্বরের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইতে থাকিবে ।৫৮॥

—:o:—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের মর্ম্মানুবাদে প্রদোষ-
লীলাস্বাদন নাম অষ্টাদশ সর্গ ॥১৮॥

উনবিংশঃ সর্গঃ।

—:*:—

প্রসূনচাপঃ স মহাপরাধী
প্রাপাধিকারং তব কাননেঽস্মিন্।
ত্বাং মার্গয়ন্তীঃ সুকুমারগাত্রী-
র্হা! মার্গণৈর্ভেৎস্যতি মৎসখীস্তাঃ ॥১॥

ত্বমেব ত্রাতুমিতোঽহসি প্রিয়তমেত্যুক্তোঽচ্যুতো রাধয়া
তাং প্রত্যাহ সমাশ্বসি হ্যনুপমস্নেহামৃত-স্নাপিতে।
যো মাং মৃগ্যতি মাত্রমত্র তমহং মৃগ্যন্ হৃদৈবাদধা-
ভোতন্মে ব্রতমব্রণং তদিহ তাঃ শস্ত্রৈঃ করিষ্যেঽক্ষতাঃ ॥২॥

প্রেম্ণা সখীনামপি শ্রীকৃষ্ণেন সহ সম্ভোগার্থং শ্রীরাধিকা যুক্তি মুত্থাপয়তি। মহাপরাধি-কন্দর্পস্তব বৃন্দাবনে অধিকারং প্রাপ। অতস্ত্বামন্বেষয়ন্তীর্মম সখীর্বাণৈ ভেৎস্যতি বিদ্ধাঃ করিষ্যতি ॥১॥

ইতি রাধয়া উক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাং প্রত্যাহ। হে সখি! প্রতি অনুপম স্নেহামৃত-স্নাপিতে! রাধে! এতদ্ ব্রতং অব্রণং অচ্ছিদ্রং তস্মাৎ তাঃ সখীঃ শস্ত্রৈরক্ষতৈররক্ষিতাঃ করিষ্যে ॥২॥

রহঃলীলাবসানে মহাভাবিনী শ্রীরাধা প্রেমানন্দভরে নিজ সখীগণকেও রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ-লীলানন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য এক যুক্তি উত্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন— "প্রিয়তম! তোমার এই কাননে মহাপরাধী পুষ্পধনু (কন্দর্প) অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে; হায়! আমার যে সুকুমারাঙ্গী সখীগণ তোমার অন্বেষণ করিতে গিয়াছে, কন্দর্প, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই বাণ-বিদ্ধ করিতেছে ॥১॥

অতএব হে প্রাণকান্ত! এক্ষণে তুমিই তাহাদের একমাত্র ত্রাণ কর্ত্তা।" বিদগ্ধামণি শ্রীরাধার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—

(যুগ্মকং)

ইত্যন্যত্র গতে হরৌ পরিজনৈঃ কৈশ্চিন্নিদিষ্টৈরসা-
ন্নেপথ্যানি পুরেব সাধুরচিতান্যঙ্গেষু তস্যাস্তথা।
নৃত্বং তল্পমকারি পৌষ্পমপি তাঃ কৃষ্ণোপভুক্তা যথা
পশ্যেয়ুর্ললিতাদয়ো বিধুমুখীং তাং বাসসজ্জামিব ॥৩॥

অথাগতাস্তাঃ কুটিলভ্রুবঃ সখী
রাধাভিনীয়ৈব বিষাদ মব্রবীৎ।

অন্যত্র সখীনাং নিকটে গতে সতি রাধয়া নিদিষ্টৈঃ কৈশ্চিৎ পরিজনৈঃ দাসীভিঃ রসাৎ রাগাৎ তস্যা অঙ্গেষু নেপথ্যানি রচিতানি তথা বাসকসজ্জা সম্পাদনার্থং পুষ্পসম্বন্ধি-তল্পমপি নৃত্বং তথা অকারি যথা কৃষ্ণোপভুক্তা ললিতাদয় স্তাং রাধাং বাসকসজ্জামিব পশ্যেয়ুঃ ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং যদ্ বিড়ম্বনং তস্য হেতুভূতাং রাধিকাং প্রতি কুটিলভ্রুবঃ

"হে অনুপম-স্নেহামৃত-স্নাপিতে! ইহার জন্য চিন্তা করিও না, আশ্বস্তা হও। এই বৃন্দাবনে যে কেবল আমাকে অন্বেষণ করে, আমিও তাহাকে অন্বেষণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করি, হে রাধে! ইহাই আমার অচ্ছিদ্র ব্রত। অতএব তোমার সেই সখীগণকে আমি এখনই মঙ্গল-চিহ্ন সমূহ দ্বারা অঙ্কিতা করিব ॥২॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র সখীগণের নিকট গমন করিলে শ্রীরাধার আদেশ অনুসারে কতিপয় সেবাপরা সহচরী আসিয়া অনুরাগ ভরে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে এমন নিপুণতার সহিত বেশ-বিন্যাস করিয়া দিলেন যে, তাহা ঠিক পূর্বের ন্যায় সুবিন্যস্ত দেখাইতে লাগিল এবং বাসক সজ্জা সম্পাদনার্থ এমন ভাবে পুষ্প-শয্যা রচনা করিলেন, যাহাতে সেই কৃষ্ণোপভুক্তা ললিতাদি সখীগণ আসিয়া বিধুমুখী শ্রীরাধাকে বাসকসজ্জা রমণীর ন্যায় দর্শন করেন ॥৩॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিড়ম্বনা-প্রাপ্তা সখীগণ তথায় আগমন করিয়া শ্রীরাধাকেই তাঁহাদের বিড়ম্বনার হেতুভূতা জানিয়া তাঁহার প্রতি ভ্রূকুটিল করিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা তখন বিষাদের অভিনয় করিয়া

প্রেয়ান্ স নায়াশ্মম কিং ততোঽস্তি-
স্তন্বাথবা ভূষিতয়া কিমেতয়া ॥৪॥
উপালিপ্সূরালীঃ পুনরুপসৃতা বীক্ষ্য পিহিত-
স্মিতা চিল্লীবল্লী দর চটুলয়ন্ত্যাহ সুতনুঃ।
অহো কষ্টং কিং বঃ ক্ষতমজনি বিম্বাধরকুচে
ভুজঙ্গং মৃগয়ন্ত্যঃ কমবিশত বা গহ্বরবরং ॥৫॥
ভুজঙ্গং স্বাধীনং সুমুখি! জনতাং দংশয়সি য-
স্তদাস্যাং তে খ্যাতং ব্রজভুবি যশো মা হস পুনঃ।

সখীঃ রাধা বিষাদমাভনীয়াব্রবীৎ। প্রেয়ান্ স শ্রীকৃষ্ণঃ যদি ন আয়াৎ ততো মম প্রাণৈঃ কিং অথবা বাসকসজ্জোচিত ভূষণঃ বিশিষ্টয়া তন্বা কিং? ॥৪॥

উপসৃতা নিকটং প্রাপ্তা আলিঃ উপালিপ্সূঃ উপালম্ভনেচ্ছূর্বীক্ষ্য ভ্রূবল্লীঃ ঈষচ্চঞ্চলয়ন্তী রাধা আহ। অহো! বো যুষ্মাকং কষ্টং যতো বিম্বাধরকুচে ক্ষতমজনি। অথবা ভুজঙ্গং সর্পং পক্ষে কামুকং কৃষ্ণং মৃগয়ন্ত্যঃ কমপি গহ্বরং অবিশত। তত্রস্থকণ্টকৈরেব বা কিং বিদ্ধা বভূবুরিতি ভাবঃ ॥৫॥

বলিতে লাগিলেন "সখি! যদি সেই প্রিয়তমই না আসিলেন, তবে আমার এই জীবন ধারণেই বা প্রয়োজন কি? অথবা এই বাসকসজ্জোচিত ভূষণ-বিশিষ্ট দেহেরই বা কি প্রয়োজন? ॥৪॥

অনন্তর ললিতাদি সখীগণকে আরও নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার এই কপটতা অবলম্বন জন্য মৃদু তিরস্কার করিতে অভিলাষিণী দেখিয়া বিদগ্ধামণি শ্রীরাধা তাঁহাদের সম্ভোগ-চিহ্নাঙ্কিত অঙ্গ-শোভা দর্শনে সমুদিত মৃদুহাস্য লহরী অধর-পুটে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভ্রূ-লতা ঈষৎ চঞ্চল করিয়া সরল বাক্যে বলিতে লাগিলেন—"অহো! বরাঙ্গিণীগণ! বড়ই দুঃখের বিষয়, তোমাদের বিম্বাধরে ও পয়োধরে ক্ষত হইল কেন? তোমরা ভুজঙ্গ অন্বেষণ করিতে কি কোন গিরিগহ্বরবরে প্রবেশ করিয়াছিলে? তাই তত্রস্থ কণ্টকনিকর দ্বারাই এরূপ বিদ্ধ হইয়াছে? ॥৫॥

অহং চেদ্ব্যাখ্যাস্যে কিমপি চরিতং তৎ সপদি তে
গিরং তাং হ্রীর্দেবী বিরময়িতুমাবির্ন ভবিতা ॥৬॥
ইত্যেব যাবল্ললিতা বভাসে
মধ্যে সভং তাবদুপেত্য কৃষ্ণঃ।
প্রাহালয়ো ! বচ্মি চরিত্রমস্যা-
শ্চিত্রং যদেবাদ্যতনং সুরম্যং ॥৭॥
(যুগ্মকং)
আগত্যৈব প্রকট মনয়া যাচ্যতে প্রেষ্ঠ ! মহ্যং
দেহ্যাশ্লেষং মদধর-সুধাং নির্ব্বিবাদং গৃহীত্বা।

যদ্‌যস্মাৎ ভুজঙ্গদ্বারা জনতাং দংশয়তি তৎ তস্মাৎ ব্রজভুবি তব খ্যাতং যশ আস্তামেব পুনর্মা হস হাস্যং মা চকার। সপদি তৎক্ষণ এব লজ্জা-দেবী তব বাক্যং বিরময়িতুং স্থায়িতুং কিং ন আবির্ভবিতা ॥৬॥

মধ্যে সভং সভামধ্যে ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। অনয়া রাধয়া প্রকটং অযাচ্যত। যাজ্ঞামেবাহ। হে প্রেষ্ঠ!

ললিতা শ্রীরাধার পরিহাস বাক্য শুনিয়া ঈষৎ কোপব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—'সুমুখি! এ ভুজঙ্গ ত তোমারই অধীন, তুমিই এই ভুজঙ্গ দ্বারা অন্যজনকে দংশিত করাইয়া থাক, ব্রজভুমিতে তোমার এ খ্যাতি বেশ আছে; অতএব আর হাসিও না! আমি যদি তোমার এই অনির্ব্বচনীয় চরিত এখন ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে লজ্জাদেবী তোমার এই বৃথা পরিহাস বাক্য স্থগিত করিতে আবির্ভূতা হইবেন না। কি? অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার লজ্জার উদয় হইবে ॥৬॥

ললিতা যখন এই কথা বলিলেন, তখন রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণ সেই সখী সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"হে সখীবৃন্দ! শুন শুন, শ্রীরাধার অদ্যকার রমণীয় বিচিত্র চরিত্রের কথা বলিতেছি শুন" ॥৭॥

আজ শ্রীরাধা আমার নিকট আসিয়া প্রকাশ্যভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে প্রেতয়ম!' আমার অধর-সুধা নির্বিঘ্নে গ্রহণ করিয়া

কামাগ্নির্মে জ্বলতি হৃদি তং সাধু নির্ব্বাপয়েতি
শ্রুত্বৈবাহং ন্যপত মধিকং বিস্ময়াম্ভোধি মধ্যে ।৮॥
তাবদ্ধৈর্য্যং হ্রিয়মপি বলাদ্যামুনে সান্দ্রপঙ্কে
মগ্নীকৃত্য স্বয় মতিমুদালিঙ্গ্য তল্পে নিবেশ্য।
নির্জ্জিত্যাহং বিতন্নুযুধি নির্ধাতিতোহস্মান্নিকুঞ্জাদ্
যুষ্মানেবাশ্রয়মথ মুখং সাবৃণোদঞ্চলেন ॥৯॥
ব্রূষে মৃষা বা ললিতে! রবেস্তৎ
পৃচ্ছাত্রদত্ত্বা শপথং সখীং স্বাং।

মদধর-সুধাং গৃহীত্বা মহ্যং আশ্লেষং দেহি। স্বধর্ম্মং বাম্যং বিহায় স্বমুখেন অস্যাঃ সম্ভোগ প্রার্থনাং শ্রুত্বা বিস্ময়-সমুদ্র মধ্যে অহং ন্যপতং ॥৮॥

ধৈর্য্য লজ্জাঞ্চ যমুনা পঙ্কে মগ্নীকৃত্য স্বয়ং মাং বলাৎ আলিঙ্গ্য শয্যায়াং নিবেশ্য অনন্তরং কন্দর্পযুদ্ধে নিজিত্য কুঞ্জাৎ নিবাসিতো নিষ্কাষিতোহহং যুষ্মানেব আশ্রয়ং। অথানন্তরং সা লজ্জয়া অঞ্চলেন মুখং আবৃণোৎ ॥৯॥

ললিতা আহ। হে কৃষ্ণ! ত্বং মৃষা ব্রূষে। কৃষ্ণ আহ। হে ললিতে! সূর্য্যস্য শপথং দত্ত্বা স্বাং সখীং রাধিকাং পৃচ্ছ। তথা তেনৈব প্রকারেণ ললিতয়া

আমাকে আলিঙ্গন দান কর” এবং আমার হৃদয়ে যে মদনানল জ্বলিতেছে, তাহা উত্তমরূপে নির্ব্বাপন কর।” আমি বামা-স্বভাবা শ্রীরাধার নিজমুখে এইরূপ সম্ভোগ-প্রার্থনা-ব্যঞ্জক দাক্ষিণ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলাম। ॥৮॥

তখন তোমাদের এই প্রিয়সখী শ্রীরাধা ধৈর্য্য ও লজ্জাকে যমুনার সান্দ্রপঙ্কে ডুবাইয়া দিয়া নিজেই আমাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া শয্যায় নিবিষ্ট করিলেন; অনন্তর কন্দর্পরণে আমাকে পরাজিত করিয়া কুঞ্জ হইতে নিষ্কাসিত করিলেন এবং সেইজন্যই আমি তোমাদের আশ্রয় লইয়াছিলাম।” বিদগ্ধরাজের এই প্রগল্‌ভ বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা স্বীয় বসনাঞ্চলে মুখ আবৃত করিলেন ॥৯॥

ললিতা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—‘হে কৃষ্ণ! তুমি মিথ্যা বলিতেছ।” শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“ললিতে! সূর্য্যদেবের দিব্য দিয়া তুমি তোমার

তথাদৃতা সাহ ন বেদ্মি মোহা-
ত্তমাল মুদ্দিশ্য যদপ্যবোচং ॥১০॥
হাস্যপ্লুতাস্য নলিনাসু সখীষু কৃষ্ণঃ
প্রাবোচদর্থন মিদং নিভৃতং ন চিত্রং।
"সিঞ্চাঙ্গ! নস্তবধরামৃত পূরকেনে-"
ত্যস্যা গিরং সদসি তাং নহি বিস্মরাম ॥১১॥
বংশীং লভেয় যদি তামিহ বাদয়েয়-
মুন্মাদয়েয় মভিকৃষ্য সমানয়েয়ং।

হে সখি! যথার্থং বদেতি আদৃতা সা রাধা আহ। মোহাৎ অজ্ঞানাৎ তমাল মুদ্দিশ্য যদপ্যবোচং তত্তু ন বেদ্মি বিস্মৃতঃ বভুবেত্যর্থঃ ॥১০॥

হাস্যপ্লুত-মুখ-কমলাসু সখীষু সতীষু কৃষ্ণঃ প্রাবোচৎ। শ্রীরাধিকায়া একান্তে ইদং সম্ভোগ প্রার্থনং ন চিত্রং কিন্তু মহারাসে ব্রজ-সুন্দরীণাং সভামধ্যে অস্যাঃ "সিঞ্চাঙ্গনেতি" বাক্যং নহি বিস্মরাম ॥১১॥

বংশীহেতুক এব স স্বভাববিপর্য্যয়ঃ অতএব বংশ্যা এব দোষো ন তু মম ইতি প্রতিপাদয়িতুং রাধিকা আহ। অহং যদি বংশীং লভেয়। এবং তা বংশীং

সখীকে জিজ্ঞাসা কর।" ললিতা তাহাই করিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন, "সখি! ইহা যথার্থ কি না বল?" শ্রীরাধা ঈষৎ বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"আমি মোহবশতঃ তমালকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণই নাই" ॥১০॥

এই কথা শুনিয়া সখীগণের বদন-কমল হাস্য-চন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণও সহাস্যে কহিলেন—'একান্তে শ্রীরাধার এইরূপ সম্ভোগ-প্রার্থনা বিচিত্র নহে।' সেই শারদীয়া মহারাসের সময় ব্রজসুন্দরীগণের সভামধ্যে "হে কৃষ্ণ! তোমার অধরামৃত-পূরক দ্বারা আমাদিগকে অভিষিক্ত কর"—শ্রীরাধার এই প্রার্থনা বাক্য আমি কখনই ভুলিতে পারিব না ॥১১॥

শ্রীরাধা আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ কহিলেন—'চতুরচূড়ামণে! তাহাতে আমার দোষ কি? তৎকালে স্বভাব বিপর্য্যয়ের হেতুই ত তোমার

স্ব স্ব প্রকৃত্যনন্মুরূপ চরিত্ররূপ
বাচস্তদাহ মপি বো রচয়েয়মগ্রে ॥১২॥
ইত্যুক্তবত্যৈ নিজবল্লভায়ৈ
কৃষ্ণস্তদৈবোমিতি বংশিকাং স্বাং ।
দত্বা ততোঽগাদপরত্র তাভিঃ
সার্দ্ধং সখীভিঃ কুতুকং বিধিৎসুঃ ॥১৩॥
অথ জগাবধরার্পিত বংশিকা
বিধুমুখী মধুরং হরিবেশভাক্ ।

যদি বাদয়েয়ং । তেনৈব বাদনেন যদি উন্মাদয়েয়ং । তেন উন্মাদনেন যুষ্মানভিকৃষ্য যদি সমানয়েয়ং । তদা স্ব স্ব প্রকৃত্যনন্মুরূপাণি চরিত্ররূপ বচাংসি যাসাং তথাভূতাঃ রচয়েয়ং করোমীত্যর্থঃ ॥১২॥

ওমিতি স্বীকৃত্য রাধিকায়ৈ স্বীয়াং বংশীং দত্বা কৌতুকং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সখীভিঃ সার্দ্ধং ততঃ সকাশাৎ অন্যত্রাগাৎ ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণং বিনা অন্যস্য বংশ্যাপি আকর্ষকত্বং নাস্তীতি নিশ্চিত্য হরিবেশভাক্ সা অধরার্পিত-বংশিকা সতী মধুরং যথাস্যাৎ তথা জগৌ শ্রীকৃষ্ণোঽপি

বংশী । আমিও যদি বংশী পাই, তাহা হইলে বংশী বাজাইয়া আমিও সকলকে উন্মাদিত করিতে পারি এবং তাহাতে তোমাকে এবং ললিতাদি সখীগণকে উন্মাদিত করিয়া এই বনমধ্যে আকর্ষণ পূর্ব্বক তোমাদের স্ব স্ব প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া তদনুরূপাই চরিত্র, রূপ ও বাক্য যাহাতে হয়, তাহা করিতে পারি ॥১২॥

শ্রীরাধা নিজ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া শ্রীরাধাকে স্বীয় বংশী প্রদান করিলেন এবং কৌতুকাভিনয় করিবার অভিলাষী হইয়া সখীগণের সহিত তথা হইতে অন্যত্র গমন করিলেন ॥১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অপরের বংশী দ্বারা কাহাকেও আকর্ষণ করিবার শক্তি নাই", এই নিশ্চয় করিয়া বিধুমুখী শ্রীরাধা মৃগমদপঙ্ক দ্বারা অঙ্গ লেপন করিয়া, শিরে চূড়া ও কটিদেশে পীতবাস পরিধান করিয়া

হরিরগাৎ প্রমদাৎ প্রমদাকৃতিঃ
পরিবৃতো ললিতাদিভি রালিভিঃ ॥১৪॥
কুলভুবো ভুবন-প্রথিতার্চ্চিষঃ
কথয়তাত্র কথং দ্রুতমাগতাঃ।
নিশি দিশি প্রদিশি ভ্রমথাদরা-
দয়ি! দরাপি দরং কুরুতাবলাঃ ॥ ৫॥

প্রমদাৎ ইথাৎ প্রমদায়া রাধায়া ইব কুঙ্কমলেপনেনাকৃতির্যস্য তথাভূতঃ সন্ সখীভিঃ সহ অগাৎ অভিরুষ্ট সমানয়েয়ামিতি পুর্ব্বোক্ত্যা তস্যা নিকট মিত্যাক্ষেপলব্ধং ॥১৪॥

মহারাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণো যথা রজন্যেষাধীররূপেত্যাদিকং উবাচ তথৈব শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী রাধিকাপ্যাহ। ত্রিভুবনে খ্যাতা যশোরূপা কান্তির্যাসাং তথাভূতাঃ কুলাঙ্গনা ভূত্বা কথমত্র বনে যূয়মাগতা ইতি কথয়ত। কথং বা নিশি রাত্রৌ ভ্রমথ আদরাৎ কস্যাপি পুরুষস্যাদরং প্রাপ্য। অয়ি অবলা! দরাপি ঈষদপি দরং ভয়ং কুরুত ॥১৫॥

মনোহর শ্রীকৃষ্ণবেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর অধরে বংশী আরোপিত করিয়া মধুরস্বরে বাজাইতে লাগিলেন। আমরি! মদনমোহন বেশে ভুবনমোহন-মোহিনীর বংশীগান শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণও হর্ষভরে শ্রীরাধার ন্যায় প্রমদাকৃতি ও প্রমদা স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঙ্কুমপঙ্ক দ্বারা নিজ শ্যামাঙ্গ গৌরবর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া শ্রীরাধার ন্যায় বেশ, ভূষা ও তিলক ধারণপূর্ব্বক ললিতাদি সখীমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া শ্রীরাধা যথায় বংশীবাদন করিতেছেন তথায় আকৃষ্ট হইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৪॥

শারদীয় মহারাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ যেমন "এই রজনী ঘোররূপা" ইত্যাদি বলিয়া গোপিকাগণকে কপট উপদেশ দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধাও উঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন —"হে কুলাঙ্গনাগণ! তোমাদের যশোদীপ্তি ভুবন-প্রসিদ্ধা, তোমরা এরূপ কুল-ললনা হইয়া এই বনমধ্যে কেন দ্রুত আগমন করিতেছ,

তদ্‌যাত গোষ্ঠং ন হি তিষ্ঠতাত্র বঃ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মঃ পতি-সেবনং যতঃ।
কিম্বা ভজধ্বে হৃদি পুষ্পমার্গণ-
স্পৃহামিয়ং নিষ্কুট এব সেৎস্যতি ॥১৬॥
ইতি তদুদিত মাত্রাদাস্থ বৈরস্যভাজো
নখমণি লিখিতক্ষ্মা উচিরে সাশ্রুকাস্তাঃ।

কিম্বা পুষ্পস্যান্বেষণ স্পৃহাং হৃদি ভজধ্বে চেত্তর্হি ইয়ং স্পৃহা নিষ্কুটে "গৃহারামাস্তু নিষ্কুটে ইত্যভিধানাৎ তত্রৈব স্ব-স্ব গৃহোদ্যানে সেৎস্যতি সিদ্ধা ভবিষ্যতি নতু অত্র। পুষ্পমার্গণঃ কামঃ নিষ্কুটোবৃন্দাবনং। কিঞ্চ কৃষ্ণ মুদ্দিশ্য স্বরাত্য মানস্যাপি সপরিহাসমাহ। নিষ্কুট এব নিজ নন্দীশ্বর গৃহোদ্যান এব স্বগৃহদাসীভিরেব তাং স্পৃহাং সাধয় নতু ময়েতি ॥১৬॥

মহারাসে মৈবং বিভো! অর্হসি ভবা নীতিবৎ রাধিকাবেশধারী কৃষ্ণ প্রভৃতি ললিতাদয়োঽপ্যাহুঃ। তস্যাং কৃষ্ণবেশধারিণ্যা রাধায়া উদিত মাত্রা-

বল? কেনই বা এই রাত্রিকালে দিগ্বিদিকে ভ্রমণ করিতেছ? কোন পুরুষের আদর পাইবার জন্যই কি তোমাদের এই ভ্রমণ?—হে অবলাগণ! ঈষৎ পরিমাণেও তোমাদের ভয়করা উচিত ॥১৫॥

অতএব তোমরা ব্রজে গমন কর, এখানে ক্ষণমাত্র থাকাও তোমাদের কর্ত্তব্য নয়। যেহেতু পতি-সেবাই রমণীগণের একমাত্র স্বধর্ম্ম। যদি হৃদয়ে পুষ্পান্বেষণ-স্পৃহা থাকার কারণই এখানে আসিয়া থাক, তাহা হইলে স্ব স্ব গৃহ-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানেই সে বাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারে।" শ্রীকৃষ্ণ-বেশিনী শ্রীরাধা এই শ্লেষব্যঞ্জক পরীহাস বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, নিজ নন্দীশ্বর-গৃহোদ্যানে স্বীয় গৃহদাসীগণের দ্বারাই পুষ্প-মার্গণ-স্পৃহা অর্থাৎ কন্দর্প-স্পৃহা সিদ্ধ কর, আমার দ্বারা নহে, ইহাই তাৎপর্য্য ॥১৬॥

মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বাক্য শ্রবণে গোপীগণ যেরূপ "হে বিভো! তুমি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলার যোগ্য নহ" বলিয়াছিলেন, সেইরূপ রাধিকাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণও ললিতাদি সখীগণ বিরস বদনে

প্রিয়তম ! রসমূর্ত্তে ! নৈব বক্তুং ত্বমেবং

ত্বদনুস্মৃতিভৃতোঽস্মানর্হসি প্রেমসিন্ধো ॥১৭॥

(বিশেষকং)

মদনদহন-দূনাঃ স্বাত্তনুস্ত্বন্মুখেন্দো-

রমৃত-রস-নিষেকৈঃ কুর্ম্মহে শৈত্যভাজঃ।

ইতি চির জনিতাং নশ্ছিন্ধি মাশাং স্ববেণু-

ধ্বনিভিরপি নিষেচ্যোবানয়া তীক্ষ্ণবাচা ॥১৮॥

অথাননাব্জে স্মিত-মাধুরীং সা

প্রকাশ্য বৈধুর্য্য মপাস্য সদ্যঃ।

দেব মুখে বৈরস্যভাজস্তা অশ্রুযুক্তাঃকান্তা ঊচিরে। পক্ষে কান্তঃ কৃষ্ণশ্চকান্তা ললিতাদয়স্তেত্যেকশেষঃ। তাসাং বচনমেবাহ। হে প্রিয়তম ! হে রসমূর্ত্তে ! পক্ষে প্রিয়তমা রসমূর্ত্তির্যস্যা হে তাদৃশে ! রাধে ! ত্বদনুগমনধারিণিঃ অস্মান্ এবং কঠোরং বক্তুং নার্হসি যতঃ হে প্রেমসিন্ধো ! ॥১৭॥

কন্দর্পাগ্নিনা দূনাঃ স্বাত্তনুস্তবাধরামৃতৈঃ বয়ং শৈত্যভাজঃ কুর্ম্মহে। ইতি চিরকালং ব্যাপ্য উৎপন্নামাশালতাং বেণুধ্বনিভির্নিষিচ্যানয়া তীক্ষ্ণয়া বাচা মা ছিন্ধি ॥১৮॥

সাশ্রুনেত্রে নখমণি দ্বারা ধরাতল লিখিতে লিখিতে শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধাকে কহিতে লাগিলেন—"হে প্রিয়তম ! হে রসমূর্ত্তে ! হে প্রেমসিন্ধো ! তোমার অনুস্মরণ-কারিণী আমাদের প্রতি এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ তোমার পক্ষে উচিত হয় না।—যেহেতু তুমি যে প্রেমের সাগর স্বরূপ। পক্ষান্তরে প্রকাশ করিলেন—"হে প্রিয়তমা রসমূর্ত্তি-ধারিণী শ্রীরাধে ! তোমার অনুগামিনী আমাদের প্রতি তোমার এরূপ কঠোরোক্তি সমীচীন হয় না ॥১৭॥

আমরা মদনানলে দগ্ধীভূত হইয়া তোমার শ্রীমুখচন্দ্রের অমৃতরস-নিষেকের দ্বারা প্রাণমন সুশীতল করিব, আমাদের চিরকালজনিতা এই আশালতাকে স্বীয় বেণু-নাদামৃতে পরিসিক্ত করিয়া এক্ষণে এরূপ তীক্ষ্ণ বাক্যাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিও না ॥১৮॥

স্ববেষভাষেক্ষণ-ভাবভাজা

কান্তেন রেমে শ্রিততন্নিসর্গা ॥১৯॥

সম্প্লুতা কৌতুকাব্ধৌ সরভসমসকৃদ্বীক্ষ্যবীক্ষ্যৈব সখ্যা

কৃষ্ণ শ্রীরাধয়োর্যা স্মর-সমরকলা বাম্য চাপল্য ভাজোঃ।

স্বা অপ্যাশ্লিষ্যমাণা ব্যধিষত ন তন্যুঃ কিং তয়া শ্রেষ্ঠ সখ্যা

বৃন্দাদূরস্থিতৈব স্বমমনুত জনুর্ধন্য মশ্রুপ্লুতাক্ষী ॥২০॥

অথ কঠোরবচনান্তরং প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপি ইতি বৎ সা রাধিকা-মুখ-কমলে স্মিত মাধুরীং প্রকাশ্য তেন হাস্যেনৈব তাসাং রাধাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ-ললিতাদীনাং বৈধুর্যং বিরহ দুঃখং অপাস্য দূরীকৃত্য শ্রীরাধিকায়া বেষর-চনেক্ষণ ভাববিশিষ্টেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ আশ্রিতস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিসর্গঃ স্বভাবো যয়া সা রাধা রেমে ॥১৯॥

যথাসংখ্যেন বাম্যচাপল্যভাজোঃ কৃষ্ণ-রাধয়োঃ স্মর-সমরকলা বারং বারং বীক্ষ্য বীক্ষ্য তাঃ সখ্যঃ আনন্দসমুদ্রেসম্প্লুতাঃ স্নানং চক্রুঃ। যাঃ সখ্যঃ স্বাস্তনূঃ তয়া শ্রেষ্ঠসখ্যা ন কিং আলিঙ্গিতা ব্যধিষত অকার্ষুঃ? অপি তু অকার্যুরেব ॥২০॥

অতঃপূর্ব্বে মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ কঠোর বাক্য প্রয়োগের পর গোপী-দের কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া সদয় হাস্যপূর্ব্বক আত্মারাম হইয়াও যেরূপ তাঁহাদের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধা স্বীয় মুখ-কমলে মৃদুহাস্য-মাধুরী প্রকটন পূর্ব্বক রাধাবেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণ-ললিতাদির বিরহ-দুঃখ বিদূরিত করিয়া নিজ বেষ-ভাষা-দৃষ্টি-ভাবধারী প্রাণকান্তের সহিত সম্পূর্ণ কান্ত-স্বভাবাশ্রিত হইয়া রমণ করিলেন ॥১৯॥

বামা-স্বভাবা শ্রীরাধার বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের এবং চপল-স্বভাব শ্রীকৃষ্ণের বেশধারিণী শ্রীরাধার কন্দর্প-সমরকলা বারংবার দেখিয়া দেখিয়া সেই সখীগণ হর্ষভরে কৌতুক-সাগরে অবগাহন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণবেশিনী প্রিয়সখী শ্রীরাধাও তখন শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবে সেই সখী-গণের তনু লতাকে মুহুর্মুহু আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। বৃন্দা-দেবী দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া অশ্রুপ্লুত-নয়নে আপনার জন্মকে ধন্য মনে করিলেন ॥২০॥

পশ্যন্তীনাং সখীনামপি নিভৃততসো কান্তমাদায় তস্মা-
দন্তর্ধায়ৈব দেশাৎক্বচন রহসি তং ক্রীড়য়ন্তী যদাভাৎ।
তা অপ্যশ্বত্থনীপ প্রভৃতিতরুততী স্তৌ বিষাদেন পৃষ্ট্বা
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বাপি জালার্পিত-নয়নযুগাঃ খেদমেবাভিনিন্যুঃ ॥২১॥
বনাদ্বনং যান্ত্যথ মণ্ডয়ন্তী
বিচিত্রমাল্যাভরণৈঃ প্রিয়ং সা।

রাসে শ্রীকৃষ্ণো যথা অন্তর্ধানং চকার তথা সাপি চকার ইত্যাহ। পশ্যন্তী-নামিতি। দৃষ্টৌ বঃ কচ্চিদশ্বত্থ ইতিবৎ তা ললিতাদয়োহপি পৃষ্ট্বা অনন্তরং কুঞ্জ মন্দিরে তয়োঃ সম্ভোগং গবাক্ষার্পিত-নয়নাঃ সত্যং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা আনন্দমগ্না অপি মহারাসে কেশপ্রসাধনং তত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতমিতে বদন্তীনাং বিপক্ষাণাং খেদোত্থবচন মনুস্মৃত্য তস্যানুকরণার্থং খেদমেবাভিনিন্যুঃ ॥২১॥

মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অন্তর্ধান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবেশ-ধারিণী শ্রীরাধিকাও সেইরূপ করিলেন। সখীগণ নিভৃত স্থান হইতে দেখিতে থাকিলেও তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধাবেশী প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণবেশিনী শ্রীরাধা সেইস্থান হইতে অন্তর্হিতা হইয়া কোন এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া যখন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদর্শনে কাতর হইয়া বিষাদিত চিত্তে অশ্বত্থ বদম্ব প্রভৃতি তরুকুলকে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অবশেষে নিকুঞ্জ-মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং গবাক্ষরন্ধ্রে নয়নার্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্ভোগ-লীলাবিলাস দেখিতে দেখিতে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেও মহারাসে যেরূপ গোপী গণ "অহো! কামী শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে কামিনীমণির কেশপ্রসাধন করিয়াছিলেন" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই খেদোত্থ বচন অনুসরণ করিয়া তখন সখীগণও তাহার অনুকরণে খেদ অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥২১॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-বেশধারিণী শ্রীরাধা নিজবেশধারী কান্তকে লইয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বিচিত্র মাল্য ও আভরণ

ন পারয়েঽহং চলিতুং ক চেতি
গিরা বিহায়ৈব তমাশু লিল্যে ॥২২॥
ভুবমশ্রুভিরার্দ্রয়ন্মুহুঃ
কৃত হাহা স্বন এব মাধবঃ।
ললিতাদিভিরাবৃতঃ পুন-
র্বিললাপোচ্চতরং স্বরং সৃজন্ ॥২৩॥
দয়িতে। হ সমাগমেন নো
ধিনু যত্তচ্চরণাম্বুজং হৃদি।
মৃদুল কঠিনে শনৈঃ শনৈ-
র্নিদধে তদ্দ্রুমাতৃণাঙ্কুরৈঃ ॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী রাধা স্ববেশধারিণঃ প্রিয়স্য "ন পারয়েঽহং চলিতুমিতি বচনং শ্রুত্বা তং বিহায়ৈব সা লিল্যে অন্তর্ধানং চকার ॥২২॥২৩॥

জয়তি তেঽধিকং জন্মনেতিবৎ শ্রীকৃষ্ণললিতাদয়োঽপ্যাহুঃ। হে দয়িত! শ্রীকৃষ্ণ! ইহ সমাগমেন নোঽস্মান্ ধিনু সুখয়। পক্ষে হেদয়িতে! রাধে! হ স্পষ্টং। যথা মা হস পরিহাসং মা কুরু। আগমেনা আগমনেন। যচ্চরণ-কমল মৰ্ম্মাকং কঠিনে হৃদি ব্যথাশঙ্কয়া শনৈর্নিদধে তচ্চরণং তৃণাঙ্কুরৈর্মা দুনু মা দুঃখয় ॥২৪॥

দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিলেন। অতঃপর রাধাবেশধারিণী শ্রীকৃষ্ণ "আমি আর চলিতে পারিতেছি না" এই কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণবেশিনী শ্রীরাধা তাঁহাকে তথায় পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন ॥২২॥

অনন্তর শ্রীরাধাবেশধারী মাধব উদ্গত অশ্রুধারায় ধরাতল অভি-ষিক্ত করিয়া মুহুর্মুহু "হায় হায়" শব্দ করিতে লাগিলেন এবং ললিতাদি সখীগণ পরিবৃত হইয়া উচ্চতর স্বরে পুনঃ পুন বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

মহারাসে গোপীগণ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে বিলাপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ললিতাদিও বলিতে লাগিলেন—"হে দয়িত! এই স্থানে সমাগত হইয়া আমাদিগকে সুখী কর, তোমার যে মৃদুল চরণ-কমল আমাদের কঠিন হৃদয়ে ব্যথা পাইবার আশঙ্কায় ধীরে

সাথস্মিতাস্যাগমদাশু বিদ্যুৎ
পীতাম্বরা নীরদনীলরোচিঃ।
স্ব স্বার্চ্চিরন্যোন্য সমর্পণাৎ কিং
তদঙ্গবস্ত্রে দধতুঃ সুসখ্যং ॥২৫॥
কাচিৎ পাণিং কাচন পাদাম্বুজমস্যা-
শুদ্ধোবৈকা বাহুমধাদুৎপুলকেংহশে।

তাসামাবিরভূৎ শৌরি রিতিবৎ সাপি তত্রাবিরভূবেত্যাহ। শ্রীকৃষ্ণ ইব বিদ্যুত্তুল্য পীতাম্বরা মেঘতুল্য রোচিঃ সা অগম। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গং স্বকান্তিং রাধাঙ্গায় দত্বা তস্যা অঙ্গকান্তিং স্বয়ং উগ্রাহ এবং তয়োর্বস্ত্রয়োরপি পরস্পর কান্তি সমর্পণাৎ কিং রাধাকৃষ্ণয়োর্দ্ধে অঙ্গং বস্ত্রে সুসখ্য দধতুঃ ॥২৫॥

কাচিৎ করাম্বুজং গৌরোরাশিদধাৎঃ। মহারাসে শ্রীরাধিকা যথা কাচিৎ ভ্রুকুটিমাবদ্যোত পদ্যোক্তভাবং চকার। তথাচাপি রাধাভাবভাবিতঃ

ধীরে ধারণ করি, আহা! সেই চরণ-কমলকে তৃণাঙ্কুর দ্বারা ব্যথিত করিও না।” পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“হে দয়িতে! হে রাধে! তুমি প্রকটভাবে এখানে আগমন করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, পরিহাস করিও না॥২৪॥

এই বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধা মৃদু হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। আ মরি! তাঁহার নবজলধরের ন্যায় নীল অঙ্গ কান্তি, পরিধানে বিদ্যুৎ-বিড়ম্বি-পীতাম্বর—দেখিয়া বোধ হইল, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ নিজ নীরদকান্তি শ্রীরাধাকে দান করিয়া শ্রীরাধাঙ্গের কনককান্তি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বর স্বীয় পীতকান্তি শ্রীরাধার অম্বরে সমর্পণ করিয়া তাহার নীলকান্তি গ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ স্ব স্ব কান্তি বিনিময়ে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অঙ্গ ও বস্ত্র পরস্পর যেন সখ্যবিধান করিয়াছে॥২৫॥

তার পর মহারাসের ন্যায় কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণবেশিনী শ্রীরাধার করকমল ধারণ করিলেন, কোন গোপী পদাম্বুজ ধারণ করিলেন, কেহ

কাপ্তাশ্চিল্লী চালন ভঙ্গীং যদতানীৎ
তামাস্বাদ্যৈবাজনি রাধা বিততাক্ষী ॥২৬॥
বৃন্দাবাদীত্তাবদুপেত্যাম্বুজনেত্রৌ
রাধে! হজষীস্ত্বং নিজকান্তং ভ্রময়ন্তী।
কৃষ্ণ! প্রোদ্যদ্দুর্গমভাবো যদভূস্ত্বং
তেনাশ্লিষ্টস্ত্বং চ মহত্যা জয়লক্ষ্ম্যা ॥২৭॥
তামর্থয়িত্বা মুরলীং ততঃ সা
মুকুন্দপাণৌ নিদধে যদৈব।

শ্রীকৃষ্ণোঽপি ভ্রূচালনভঙ্গীং যদতানোৎ বিস্তারয়ামাস। তাং ভঙ্গিমাস্বাদ্যৈব শ্রীকৃষ্ণভাবভাবিতা রাধা বিস্ময়েন বিস্তৃতাক্ষী অজনি ॥২৬॥

অম্বুজনেত্রৌ রাধাকৃষ্ণৌ বৃন্দা আহ। হে রাধে! স্বকান্তং বিভ্রমবন্তী সতী অশেষীঃ জয়যুক্তা অভূঃ। হে কৃষ্ণ! প্রকর্ষেণ উদ্যন্ রাধায়া দুর্গমভাবো যত্র তথাভূতস্ত্বং অভূস্তেন হেতুনা ত্বমপি মহতা জয় শোভয়া আশ্লিষ্টঃ তথা চ তবাপি জয়োঽভূদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

বা তাঁহার পুলকাঞ্চিত স্কন্ধদেশে ভুজলতা অর্পণ করিলেন। তখন রাধাবেশী শ্রীকৃষ্ণ যে ভ্রূ-চালন ভঙ্গী বিস্তার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাবভাবিতা শ্রীরাধা তাহা আস্বাদন করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়না হইলেন ॥২৬॥

এমন সময়ে শ্রীবৃন্দাদেবী কমল-নয়ন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিকটে আগমন করিয়া, তাঁহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে রাধে! তুমি নিজ প্রাণকান্তকে ভ্রমযুক্ত করিয়া জয়যুক্তা হইয়াছ এবং হে কৃষ্ণ! তুমিও উদ্দাম দুর্গম রাধা-ভাববিশিষ্ট হইয়া মহতী জয়-শ্রী দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়াছ অর্থাৎ তোমারও জয় লাভ হইয়াছে ॥২৭॥

"অতএব হে রাধে! এখন মুরলীটী আমার হাতে দাও"—বৃন্দাদেবীকে এই বলিয়া সেই সতীকুল গর্ব্বনাশা মুরলীটী শ্রীরাধার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যেমন শ্রীরাধা বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ

তদৈব কৃষ্ণোঽহমহো। ন রাধে-
ত্যাশ্চর্য্যমেব ভিনিনায় রঙ্গীং ॥২৮॥
বিদ্যুন্মেঘৌ যৌ মিথোবর্ণভাব-
ব্যত্যাসেনা বর্ষতাং হর্ষধারাঃ।
তাবাসীনৌ স্বীকৃত স্ব স্ব রূপৌ
দেব্যাটব্যাঃ সেব্যমানৌ ব্যভাতাং ॥২৯॥
অপ্রাণাপি প্রাণিনো মোহয়ন্তী
লব্ধপ্রাণা স্যান্নবদ্বারদেহা।

সা বৃন্দা। পূর্ব্বোক্তবৃন্দাবাক্যেনৈব নাহং রাধা অপি তু কৃষ্ণ এব ইতি জ্ঞানং জাতং এব অধুনা অভিনয় মাত্রং চকারেতি ভাবঃ ॥২৮॥

রাধাকৃষ্ণরূপৌ যৌ বিদ্যুন্মেঘৌ পরস্পরবর্ণভাবব্যত্যাসেন হর্ষধারা অবর্ষতাং। স্বীকৃত স্ব স্ব রূপৌ তৌ একত্র আসীনৌ বসন্তৌ সন্তৌ বৃন্দয়া ফলপুষ্প মালাদিভিঃ সেব্যমানৌ বিশেষেণ অভাতাং ॥২৯॥

ভঙ্গ্যোঽন্যভঙ্গ্যন্তোক ইতিবৎ প্রহেলিকা সংলাপং রাসাঙ্গমাহ। প্রাণ-রহিতাপি প্রাণ সহিতান্ মোহয়ন্তী সন্তী স্বয়ং লব্ধপ্রাণা নবদ্বার দেহা চ স্যাৎ।

করিলেন, অমনই সেই রঙ্গীয়া নটবর—"অহো! আমি ত রাধা নহি, আমি যে কৃষ্ণ"—এই আশ্চর্য্য ভাবের অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

যে রাধাকৃষ্ণরূপ বিদ্যুৎ-মেঘ পরস্পর বর্ণ ও ভাব ব্যত্যয় করিয়া হর্ষধারা বর্ষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা স্ব স্ব বর্ণ ও বেশ ধারণ করিয়া রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বন-দেবী বৃন্দা বসন্ত কালোচিত ফল-পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

অনন্তর এই বিশ্রামাবসরে শ্রীরাধা-শ্যাম পরস্পর রাসের অঙ্গ স্বরূপ প্রহেলিকা সংলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"সখি রাধে! আমার এই প্রহেলীর অর্থ কি বল দেখি?—কে অপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ রহিত হইয়াও কোনরূপে প্রাণ

মধ্যেযামং আশ্বশীভূয় সারং
ধত্তে প্রেম্না মোদয়ন্তী ত্রিলোকীং ॥৩০॥
তামালী। জানীহি মম প্রহেলী-
মিত্যুচ্যমানা হরিণাহ রাধা।
উৎকোচমেবাধরশীধু যস্যৈ
দদাসি বংশী তব কুট্টিনীয়ং ॥৩১॥
(যুগ্মকং)
গায়ন্তী তত মনুরাগিণী যশস্তে
যা মূর্চ্ছাং ভজতি রসদ্গুণাবলিশ্রীঃ।

এবং মধ্যে যামং যামস্য প্রহরস্য মধ্যে শীঘ্রং বশীভূয় প্রেম্না ত্রিলোকীং মোদয়ন্তী সতী সারং ধত্তে। বংশী পক্ষে মধ্যেযামানীতি যা বংশী মধ্যে মং মকারং ধত্তে। ততশ্চ বংশী সতী কীদৃশী ভূয়সী প্রেম্না অরং শীঘ্রং ত্রিলোকীং মোদয়ন্তী ॥৩০॥

হে রাধে। মম এতাদৃশ প্রহেলীং জানীহি ইতি হরিণা উচ্যমানা রাধা আহ। যস্যৈ দূতীরূপায়ৈ বংশ্যৈ অধরামৃত রূপোৎকোচং দদাসি ॥৩১॥

অধুনা শ্রীরাধিকা প্রহেলী মাহ। যা অনুরাগিণী সতী ততং বিস্তৃতং তব যশঃ গায়ন্তী মূর্চ্ছাং ভজতি। কথম্ভূতা সদ্গুণাবলীনাং শ্রীঃ শোভা যত্র। সা গ্রামস্থা গ্রাম্যাণি অতন্তরসেষু প্রবীণা। বীণাপক্ষে ততং বীণাসম্বন্ধী বাদ্যং গায়ন্তী কুর্ব্বতীত্যর্থঃ। বাচমবোচৎ ইতিবৎ সর্ব্বেঽপি ধাতবঃ করোত্যর্থা

লাভ করিলে নিখিল প্রাণীকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকে, তাহার দেহ নবদ্বার-বিশিষ্ট এবং সে প্রহরের মধ্যে শীঘ্র বশীভূতপূর্ব্বক প্রেম দ্বারা ত্রিলোক প্রমোদিত করিবার বল ধারণ করে ॥৩০॥

নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ দেহপক্ষে এই প্রহেলী উত্থাপন করিলে বিদগ্ধা-মণি শ্রীরাধা উহার বংশী পক্ষে অর্থগ্রহণ করিয়া পরম কৌতুকভরে উত্তর করিলেন—"[illegible] চতুরেন্দ্র! তোমার প্রহেলীর অর্থ এই যে, তুমি যাহাকে অধর-সীধু উৎকোচ দিয়া থাক,—সেই কুট্টিনী বংশীর কথাই তুমি বলিতেছ।" এই কথা শুনিয়া সখী মণ্ডলী মধ্যে উচ্চ হাস্যের এক লহরী খেলিয়া গেল ॥৩১॥

গ্রাম্যস্থাপ্যতনুরসেষু যা প্রবীনা
তাং ব্রুহি প্রণয়-নিধে! প্রহেলিকাং নঃ ॥৩২॥
ঈর্ষন্তী মম মুরলীং কলাবলীভিঃ
জেত্রী মাং সুখয়তি মাধুরীং দধানা।
সা রাধে! ত্বমিব সুবৃত্তপীনতুম্বী
স্তনাত্র স্ফুরতি রসেন বল্লকীয়ং ॥৩৩॥

এব। অনুরাগিণী অনুকূলবসন্তাদি রাগবতী। মূর্চ্ছাং মূর্চ্ছনাং। রসন্ত্যা শব্দায়ন্ত্যা গুণানাং তন্ত্রীণাং শ্রেণ্যাঃ শোভা যস্যাঃ। সপ্তস্বরাশ্রয়ো গ্রামা ইতি গান শাস্ত্রোক্তাস্তয়োঃ গ্রামাস্তত্রস্থা যা প্রকৃষ্টা বীণা শ্রেষ্ঠ রসেষু বিষয়ে ভবতি শ্রেষ্ঠরস প্রতিপাদিকা ইত্যর্থঃ। অর্থে বেদাঃ প্রমাণমিতিবৎ বিষয় সপ্তমী। তাং কথাভূতাং প্রহেলিকাং শ্লাঘিতাং হেতু শ্লাঘায়াং ॥৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। কলো মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ কলাশ্চতুঃষষ্টিশ্চেত্যেকশেষঃ তস্যাঃ শ্রেণী-ভির্মুরলীং জেত্রী ইয়ং তব বল্লকী বীণা মাং রসেন রাগেন সুখয়তি। হে রাধে! ত্বংযথা সুবর্তুলপুষ্টতুম্বাবিব স্তনৌ যস্যাঃ তথাভূতাঃ ॥৩৩॥

শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণকে এক প্রহেলী জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে অনুরাগিণী হইয়া দিগন্ত-বিসারী তোমার যশঃ গাহিতে গাহিতে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যাহাতে গুণাবলীর শোভা উদ্ভাসিত এবং যে গ্রামস্থ হইয়াও অতনুরসে প্রবীণা হে প্রেমনিধে! আমাদের এই প্রহেলিকার অর্থ বল ॥" ৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"প্রিয়তমে! যে ঈর্ষা পরায়ণা হইয়া কলাবলী অর্থাৎ মধুরাস্ফুটধ্বনি দ্বারা আমার মুরলীকে জয় করে এবং স্বীয় মাধুর্য্যে আমাকে সুখী করিয়া থাকে। হে রাধে! তুমি যেরূপ সুবর্ত্তুল পুষ্ট-তুম্বীর ন্যায় পয়োধর-বিশিষ্টা সেইরূপ তোমার এই বীণাই এস্থলে রসভরে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তোমার এই বীণাই তত বাদ্য গান করিয়া থাকে; ইহা অনুরাগিণী অর্থাৎ অনুকূল বসন্তাদি রাগবতী। অনুরাগিণী রমণীগণ যেরূপ প্রিয়তমের যশোগান করিতে করিতে মূর্চ্ছা বা মোহ প্রাপ্ত হয়, তোমার বীণাও মূর্চ্ছনা

অথোচিরে শ্রীললিতা বিশাখা
চিত্রাদয়োঽপীহিত মৈত্রভাবাঃ।
তমর্থয়িত্বন্ স্বসখীং পটিম্নো
ভঙ্গ্যৈব যাঃ সংসদি বর্ণয়ন্ত্যঃ ॥৩৪॥

বালা অপ্যতিবৃদ্ধা যে বন্ধং মোক্ষং চ বিভ্রতি।
শুদ্ধানপি তমো ধাম্নো বদ তান্ কুটিলানপি ॥৩৫॥

মৈত্রময়মিতি তস্যেদমিত্যাদিনা জেয়া যো ভাবস্তথা চ ঈহিতং বাঞ্ছিতং অয়িন্ত্রঃ যাঃ তৎস্বখাভূতা ললিতাদয়োঽপ্যুচিরে। যা ললিতাদয়ঃ পাটবস্য চাতুর্য্যস্য ভঙ্গ্যৈব স্বসখীং রাধিকাং বর্ণয়ন্ত্যস্তং শ্রীকৃষ্ণং অর্থয়ন্ সুখয়ামাসুঃ ॥৩৪॥

বিরোধ-মুদ্রয়ৈব প্রহেলীং ললিতা আহ। বালকা অতিবৃদ্ধাঃ যে বন্ধং বিভ্রতি তএব মোক্ষং চ বিভ্রতি। শুদ্ধানপি তমোগুণাশ্রয়ান্ কুটিলান্ বদ। কেশপক্ষে অত্যন্ত বৃদ্ধিং প্রাপ্তা বালাঃ কেশাঃ সংস্কার সময়ে বন্ধং বিভ্রতি পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃতং মোক্ষং চ বিভ্রতি। ধূলি প্রভৃতি মালিন্য রহিতত্বেন শুদ্ধানপি তমোস্থানীয় শ্যামরূপস্য ধারয়মান্ কুটিল কেশান্ ॥৩৫॥

(স্বরভেদ বিশেষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাণাতেই রসস্ত * অর্থাৎ শব্দায়মান গুণশ্রেণী অর্থাৎ তন্ত্র সমূহ সুশোভিত। সঙ্গীত শাস্ত্রে সপ্তস্বর ও তিনটী গ্রাম (স্বরের গতি) আছে এই গ্রামে অবস্থিত হইয়া বীণা অত্যুচ্চরসে অর্থাৎ অক্ষীণ বা শ্রেষ্ঠ রসবিষয়ে প্রবীণা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রস প্রতিপাদিকা ॥৩৩॥

অনন্তর জয়াভিলাষিণী শ্রীললিতা-বিশাখা-চিত্রাদি সখীগণ যে প্রহেলিকা বলিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহারা বাক্-চাতুর্য্যের ভঙ্গী দ্বারা শ্রীরাধাকে বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

ললিতা বিরোধ-মুদ্রা-ব্যঞ্জক প্রহেলী কহিলেন—"বল দেখি বিদগ্ধবর। কাহারা বালা হইয়াও অতিবৃদ্ধা, সময়ে বদ্ধ হইয়াও মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, শুদ্ধ হইয়াও তমোস্থানীয় সেই কুটিলদিগের নাম

---

* "রলয়োঃ রভেদত্বাৎ"—"লসৎ" স্থলে 'রসৎ' শব্দ গৃহীত।

প্রতিকর্ম্ম নিবদ্ধানামপি কৃষ্ণোঽস্মি মোক্ষদঃ।
যেষাং রত্যুদ্‌গমে কেশান্ বিভক্তাংস্তানিমান্ ভজে ॥৩৬॥
ধৃত্বা বিভূতিং ভ্রমতীহ সর্ব্বথা-
ধ্বন্যর্থ-তত্ত্ব প্রশনেঽতিপণ্ডিতা।

শ্রীকৃষ্ণ আহ। তান্ বিশিষ্ট ভক্তান্ অহং ভজে যেষাং ভক্তানাং প্রতিকর্ম্ম কর্ম্মণি কর্ম্মণি নিবদ্ধানাং রত্যুদ্‌গমে প্রেমোপক্রমে কৃষ্ণোঽহং সংসারাৎ মোক্ষদোঽস্মি। কথম্ভূতান্ ভক্তান্ কেশান্ কে সুখে ঈশতে ঐশ্বর্য্যং কুর্ব্বন্তি অস্য শ্লোকস্যার্থান্তরেণ প্রহেলিকায়া অপি উত্তরমাহ পরস্পর বিভক্তান্ কেশান্ ভজে। যেষাং কেশানং প্রতিকর্ম্ম আকল্পবেশৈ নেপথ্যং প্রতিকর্ম্ম প্রসাধন মিত্যমরাৎ কেশসংস্কার সময়ে নিবদ্ধানামপি কৃষ্ণোঽহং রত্যুদ্‌গমে সম্ভোগারম্ভে মোক্ষদোঽস্মি ॥৩৬॥

বিশাখা প্রহেলীমাহ। যা যোগিনী বিভূতিং ধৃত্বা অধ্বনি পথি সর্ব্বথা ভ্রমতি কথম্ভূতা অর্থানাং বস্তুভূতানাং তত্ত্বানাং মহদাদিনা তত্ত্ববিস্তারে পণ্ডিতা। পুনঃ কথংভূতা সংভূতং ধৃতং বিশ্বেষামপি ভাবদৃক্‌ভাবজ্ঞানং যয়া। হে

কি ?” এই প্রহেলার কেশপক্ষে অর্থ এই যে, অতিশয় বৃদ্ধি-প্রাপ্তা বালা অর্থাৎ কেশ সমূহ সংস্কার সময়ে বন্ধন দশা প্রাপ্ত হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুক্ত হয়, শুদ্ধ অর্থাৎ ধূলি প্রভৃতি মালিন্য-রহিত হইয়াও তমোস্থানীয় অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল ॥৩৫॥

নাগরবর শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন—“যাহারা প্রতিকর্ম্মে নিবদ্ধ হয় অর্থাৎ কর্ম্মবদ্ধ ব্যক্তিগণের রত্যুদ্‌গম অর্থাৎ প্রেমের উপক্রম হইলে আমি কৃষ্ণ তাহাদের মোক্ষদ হই অর্থাৎ আমি তাহাদের সংসারের কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রদান করি, সেই বিভক্ত কেশ অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য্যকারা বিশিষ্ট ভক্তগণকে ভজনা করি।

প্রহেলিকার উত্তর স্বরূপ কেশ পক্ষে উত্তর এই যে, যাহারা প্রসাধনের সময়ে বদ্ধ হইয়াও আমি কৃষ্ণ রত্যুদ্‌গমের সময়ে সম্ভোগারম্ভে যাহাদের মোক্ষদ হই, সেই শ্রীরাধার বিভক্ত কেশপাশকে আমি ভজনা করি ॥৩৬॥

যা যোগিনী সংভৃতবিশ্বভাবদৃ—
ধন্যোঽসি তাং চেৎ প্রিয়! বোদ্ধুমীশিষে ॥৩৭॥
অনঙ্গ-সৌখ্যা সিদ্ধয়ে যদুজ্জ্বলাত্ম-বেদনং
কৃপাদ্রয়া যয়া মুহুস্তদেব পাতিতোঽভবং।

প্রিয়! তাং বোদ্ধুং সমর্থোঽসি চেৎ তদা ত্বং ধন্যোঽসি রাধিকায়া দৃক্ পক্ষে বিভূতিং কজ্জলং ধৃত্বা চাঞ্চল্যবশাৎ সর্ব্বথা ভ্রমতি। কথম্ভূতা অর্থ্যা বাজামানান বস্তূন তেষাং তত্ত্ব প্রথনে পণ্ডিতা। যোগঃ কৃষ্ণাঙ্গেন সহ সম্বন্ধস্তদ্বতী। সম্ভৃতা সম্পূর্ণা বিশ্বে সর্ব্বে অপি ভাবা ঔৎসুক্যাদয়ো যস্যাং সা চাসৌ দৃক্ চেতি ॥৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। অঙ্গস্যাভাবোঽনঙ্গং দেহরাহিত্যরূপং যৎ সুখং মুক্তিরিত্যর্থঃ তস্য সিদ্ধয়ে উজ্জ্বলঃ শুদ্ধো যো আত্মা তদনুভবো ভবতি। তৎ আত্মবেদনং কৃপাদ্রয়া যয়া যোগিন্যা অহং মুহুঃ পাঠিতোঽভবং। যস্যা যোগিন্যা আজ্ঞায়া

অনন্তর বিশাখা এক প্রহেলী জিজ্ঞাসা করিলেন—"অর্থতত্ত্ব বিস্তারে পণ্ডিতা বিশ্বভাবদর্শিনী যে যোগিনী বিভূতি ধারণ করিয়া এই বৃন্দাবনের পথে সর্ব্বথা ভ্রমণ করেন, প্রিয়তম! তুমি যদি তাহাকে জানিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে ধন্য মানিব।

যোগিনী পক্ষে অর্থ—যে যোগিনী অর্থ-তত্ত্ব-বিস্তারে পণ্ডিতা অর্থাৎ মহদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিচারে বিচক্ষণা ও বিশ্বজনের ভাবাভিজ্ঞা এবং বিভূতি ধারণ করিয়া এই যোগপথে সর্ব্বথা বিচরণ করেন, হে প্রিয়! তাহাকে জানিতে পারিলে ধন্য হইবে।

শ্রীরাধার নয়ন পক্ষে অর্থ এই যে,—শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সহ যাহার সম্বন্ধ, ঔৎসুক্যাদি সকল ভাবই যাহাতে বিদ্যমান, যাহা মনোগত ভাব বিস্তারে পণ্ডিত, যাহা বিভূতি অর্থাৎ কজ্জল ধারণ করিয়া চাঞ্চল্য বশতঃ সর্ব্বথা ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥৩৭॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষব্যঞ্জক বাক্যে হাসিতে হাসিতে কহিলেন—অনঙ্গ-সুখ-সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ দেহ-রাহিত্যরূপ মুক্তি-সুখ লাভের নিমিত্ত আমি যে কৃপাদ্রা যোগিনীর দ্বারা উজ্জ্বলাত্মবেদন অর্থাৎ শুদ্ধ

বিরজ্য সর্ব্বকর্ম্মতো যদাজ্ঞয়া বনং গতো
লভেয় নির্বৃতিং গুরুং প্রিয়াদৃশং-স্তবীমি তাং ॥৩৮॥
সদাপবর্গসাধনো নিতান্তদান্ত বিগ্রহঃ
শুচি প্রিয়ো রুচিপ্রদোঽনুরাগিতাধুরাধরঃ।

সর্ব্বকর্ম্মতো বিরজ্য বনং গতঃ সন্ অহং নির্বৃতিং লভেয়। তাং গুরুং যোগিনীং স্তবীমি। কীদৃশীং প্রিয়ং আ সম্যক্ দৃক্ জ্ঞানং যতস্তাং। দৃক্পক্ষে কন্দর্পং সৌখ্যসিদ্ধয়ে যৎ উজ্জ্বলাত্মনঃ শৃঙ্গার রস স্বরূপস্য বেদনং জ্ঞানং ভবতি তদেব জ্ঞানং যয়া দৃশা অহং লব্ধিতঃ। তস্যাদৃশঃ কটাক্ষরূপায়া আজ্ঞয়া সর্ব্বতো বিরজ্য বনং গতঃ সন্ নির্বৃতিং লভেয়। তাং রাধায়া দৃশং স্তবীমি ॥৩৮॥

চিত্রা প্রহেলীমাহ। সদা অপবর্গার্থং সাধনং যস্য নিতান্তদান্তঃ অতিশয়েনান্তবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো যস্য স চাসৌ বিগ্রহশ্চেতি সঃ। শুচি শুদ্ধং বস্তুপ্রিয়ং যস্য। অনুরাগিতায়া অনুরাগস্য ধুরাং অতিশয়ং ধরতি এবংভূতো যঃ

জীবাত্মার অনুভব বারংবার করিয়াছি এবং যাহার আজ্ঞাক্রমে সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনমধ্যে গিয়া নির্বৃতি লাভ করিয়া থাকি, এবং যিনি প্রিয়াদৃক্ অর্থাৎ যাহা হইতে সম্যক্‌রূপে প্রিয়জ্ঞান লাভ হয় সেই গুরু যোগিনীকে স্তব করিতেছি।

শ্রীরাধার নয়ন পক্ষে অর্থ এই যে, অনঙ্গ-সুখ অর্থাৎ কন্দর্প-সুখ সিদ্ধির নিমিত্ত যে উজ্জ্বলাত্মবেদন অর্থাৎ শৃঙ্গার রস স্বরূপের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান যাহার কৃপায় আমার লাভ হইয়াছে এবং যাহার কটাক্ষরূপ আজ্ঞায় সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়া নির্বৃতি লাভ করি, সেই শ্রীরাধার নয়নদ্বয়কে স্তুতি করিতেছি ॥৩৮॥

অনন্তর চিত্রা প্রহেলী বলিতে লাগিলেন—"যে দ্রব্য সদাপবর্গ সাধন অর্থাৎ সর্ব্বদা মোক্ষের সাধন, নিতান্ত দান্ত-বিগ্রহ, অতিশয় অন্তর্বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহকারী এবং শুচিপ্রিয় অর্থাৎ শুদ্ধ বস্তু প্রিয় ও অনুরাগভরে অতিশয় সৌভাগ্য ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে, হে অচ্যুত! সেই রুচিপ্রদ দ্রব্য কি তাহা স্বীয় রসজ্ঞা রসনায় বর্ণনা করিয়া বা রসনা দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া নিজ রসনাকে ধন্য কর।"

স এব ভাতি সৌভগেস্তমত্র বর্ণয়ন্নপি
স্বয়া রসাজ্ঞয়ৈব তাং নয়াচ্যুতাশু ধন্যতাং ॥৩৯॥
কিং বর্ণয়িত্বৈব বিরম্যতামহো।
রসজ্ঞয়াপ্যস্য বিনোপগূহনং।
তদালয়োঽস্য যতা মুমুৎসুকং
প্রিয়াধরং সন্তত মুৎকয়ানয়া ॥৪০॥

সৌভাগ্যেভাতি তং স্বকীয় জিহ্বয়া বর্ণয়ন্নপি কিং পুনস্তয়া জিহ্বয়া আলিঙ্গনেন তাং জিহ্বাং ধন্যতাং নয়। অধরপক্ষে সদাপবর্গং সাধয়তি। প ফ ব ভ মকার-রূপ পবর্গাণাং ওষ্ঠাধরেণোচ্চরণাৎ। অতিশয়েন দাস্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দন্তসম্বন্ধী বিগ্রহো যুদ্ধং যস্য তথাভূতঃ। শুচিঃ শৃঙ্গাররসঃ প্রিয়ো যস্য। অনুরাগিতা লালিমা তস্যা অতিশয়ো যস্য তথাভূতশ্চাসৌ অধরশ্চেতি ॥৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। অহো! রসজ্ঞয়া আলিঙ্গনং বিনৈব কিং বর্ণয়িত্বৈব-বিরম্যতাং। রসজ্ঞা বিরতা ভবেদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ হে আলয়ঃ! মম জিহ্বয়া সহ সংযোগে উৎসুকং রাধিকায়া অমুং অধরং সন্ততমুৎকণ্ঠিতয়া অনয়া মম রসজ্ঞয়া সহ যুযং যোজয়ত ॥৪০॥

চিত্রা শ্লোকে শ্রীরাধার অধরের বর্ণনা করিলেন। অধর পক্ষে অর্থ এই যে, যাহা সদা প-বর্গের সাধন অর্থাৎ 'প'বর্গের উচ্চারণ স্থান (ওষ্ঠাধর) অতিশয় দাস্ত-বিগ্রহ অর্থাৎ যাহার শ্রীকৃষ্ণের দন্তের সহিত যুদ্ধ হয়, শুচি অর্থাৎ শৃঙ্গার রসই যাহার প্রিয়, যাহা অতিশয় লালিমা বিশিষ্ট এবং যাহা রুচিপ্রদ অর্থাৎ শোভাপ্রদ, সেই ওষ্ঠাধরকে স্বীয় রসনা দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ধন্য কর ॥৩৯॥

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিভরে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন—"অহো! সখি চিত্রে! তোমার প্রহেলীর উত্তরে যাহা বুঝায়, তাহা আমার রসজ্ঞা রসনার দ্বারা আলিঙ্গন না করিয়া কেবল বর্ণন করিয়াই কি বিরত হইতে পারি? অতএব হে সখীগণ! তোমরা আমার রসনার সহিত সংযোগ-সমুৎসুক শ্রীরাধার ঐ অধরে সর্বদা উৎকণ্ঠিতা এই আমার রসনার সংযোগ বিধান কর ॥৪০॥

তনুতাতমু লম্পটতাং কুটিলাঃ।
স্ববিটস্ফুটকীর্ত্তিত কীর্ত্তিভরাঃ।
ইতি ভীষণ ভঙ্গুর চিল্লিকটু—
ক্রকচৈঃ স্ব সখীঃ সমতর্জ্জদিয়ং ॥৪১॥
নরুষা পরুষা ভব সাধ্বি! ভৃশং
রচয়াম্যথ নির্ব্বচনাং ভবতীং।
স্বকলামভিরক্ষ্য বিলক্ষণধীঃ
প্রতিবক্ষ্যসি চেদয়ি! জেষ্যসি মাং ॥৪২॥

শ্রীরাধা সখিঃ প্রতি প্রণয়কোপবতী আহ। হে কুটিলাঃ সখ্যঃ যূয়ং লম্পটেন সহ কন্দর্পলাম্পট্যং তনুত বিস্তারয়তঃ। অহং তু ইতো যামি ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। যূয়ং কথম্ভূতাঃ স্ববিটেন স্বীয়কামুকেন স্ফুটং যথাস্যাত্তথা কীর্ত্তিতাঃ খ্যাতাঃ কীর্ত্ত্যাতিশয়া যাসাং তাঃ। ইতি প্রকাশ্য ভীষণা ভয়োৎপাদিকাশ্চ তা ভঙ্গুরাঃ কুটিলীকৃতা যাশ্চিল্লয়ো ভ্রূবস্তাং এব করাত ইতি তীক্ষ্ণক্রকচরূপাস্তৈঃ স্ব সখীঃ সমতর্জ্জৎ ॥৪১॥

শ্রীকৃষ্ণঃ রুষাচ্ছলেন যান্তিং শ্রীরাধাং বারয়ন্নাহ। হে সাধ্বি! রুষা কঠোরা মা ভব। অহং ভবতিং প্রহেলিকয়া নির্ব্বচনাং করোমি। ত্বন্তু স্বীয়া কলাং বৈদগ্ধীং সংরক্ষ্য প্রতিবক্ষ্যসি প্রত্যুত্তরং দাস্যসি চেৎ তদা বিলক্ষণ ধীঃ অতিসুধীস্ত্বং মাং জেষ্যসি ॥৪২॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা সখীগণের প্রতি প্রণয়কোপের সহিত কহিলেন—"ওগো কুটিলা সখীগণ! তোমরা এই রমণী-লম্পটের সহিত লাম্পট্য বিস্তার কর, আমি এখান হইতে চলিলাম, তোমাদের এই বিট * তোমাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করুক।" এই বলিয়া ভীষণ কুটীল ভ্রূভঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ ক্রকচ (করাত) সঞ্চালন করিয়া স্বীয় সখীগণকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

এবং ক্রোধভরে তথা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কহিলেন—হে সাধ্বি! রোষ-

একেন শোভামপি যোঽভিধত্তে
দ্বাভ্যাং দিবিষ্ঠাং স্ত্রিভিরেব বর্ণৈঃ।
তথাপ্যভীষ্টং দ্যুনগং চতুর্ভিঃ
শ্রোত্রাভিরস্যং সখি! পঞ্চভির্যঃ ॥৪৩॥

রাধয়া জ্ঞাতার্থামপি লজ্জয়া বক্তুমশক্যামেবংভূতাং প্রশ্নহীং প্রহেলীং শ্রীকৃষ্ণ আহ। একেনেতি। যো বর্ণঃ একেন স্বাত্মকং বর্ণেন শোভাং অভিধত্তে বদতি। এবং যঃ পদাত্মকঃ শব্দঃ স্বাবয়বাভ্যাং দ্বাভ্যাং দিবিষ্ঠান্ দেবান্ বদতি। ত্রিভিবর্ণৈরভীষ্ট বদতি। চতুর্ভিঃ বর্ণৈঃ দ্যুনগং কল্পবৃক্ষং বদতি। প্রহেলিকায়া অর্থো যথা। একেন শোভামপীতি প্রশ্নেন শোভাবাচকঃ সুবর্ণঃ উক্তঃ। তৃতীয় প্রশ্নেন ত্রাণাং অভীষ্টস্য সুরতস্য বাচকঃ অক্ষর-ত্রয়াত্মকঃ সুরতশব্দ উক্তঃ। চতুর্থ প্রশ্নেন কল্পবৃক্ষবাচকঃ চতুরক্ষরাত্মক সুরতরু শব্দ উক্তঃ। পঞ্চম প্রশ্নেন শ্রাণাং শ্রোত্রাভিলষণীয়স্য সুরতরু তস্যবাচকঃ সুরতরু শব্দ উক্তঃ। সম্ভোগোত্থধ্বনি বিশেষবাচকঃ সুরতরুত শব্দঃ ॥৪৩॥

ভয়ে কঠোরা হইও না। আমি এখনই প্রহেলিকা দ্বারা তোমাকে নিরুত্তরা করিতেছি। তবে যদি তুমি স্বীয় বৈদগ্ধ্য সংরক্ষণ করিয়া আমার প্রহেলীর প্রত্যুত্তর দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধি-সম্পন্না বলিয়া জানিব এবং হে রাধে! তাহা হইলে তুমি আমাকেও জয় করিবে ॥৪২॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তমাচক্ষ্ব শব্দং স্বামিত্যুচ্যমানা
প্রায়েণ প্রিয়া নম্র বক্ত্রারবিন্দা।
অনীশাপি রোদ্ধুং স্মিতং ভঙ্গুরভ্রূ—
রমুং সূক্ষ্মধীর্ব্যাজতো ব্যাজহার ॥৪৪॥
বদৈকেন চারূত্তরেণৈব তাবৎ
ক্রমাল্লক্ষবর্ণেন মৎ প্রশ্নবীথীং।
তমাদৌ ততঃ শেষিতং শব্দমেতং
হ্রিয়াং বাচয়ন্ যাহি পদ্মাং সখীং স্বাং ॥৪৫॥

হে রাধে! তং শব্দং ত্বং আচক্ষ্য ইতি শ্রীকৃষ্ণেন উচ্যমানা প্রিয়া লজ্জয়া নম্রবক্ত্রপদ্মা স্মিতং রোদ্ধুং অসমর্থাপি প্রণয়কোপেন ভঙ্গুরভ্রূঃ সতী ব্যাজচ্ছলতঃ অমুং শ্রীকৃষ্ণং উবাচ। যতঃ সূক্ষ্ম বুদ্ধিঃ ॥৪৪॥

হে লক্ষবর্ণেন বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ! লক্ষবর্ণো বিচক্ষণ ইত্যমরঃ। ইনঃ সূর্য্যপ্রভাবিত্যমরঃ। একেন উত্তরেণ মৎ প্রশ্নবীথীং প্রশ্নস্য শ্রেণীং ক্রমাত্ত্বং আদৌ বদ। পশ্চাৎ স্বস্য শেষিতং স্বং প্রশ্নবিষয়ীভূতং এতং শব্দং পদ্মা সখীং চন্দ্রাবলীং বাচয়ন্ বাচয়িতুং তস্যা নিকটে যাহি। পক্ষে লক্ষবর্ণেনেতি পদং উত্তরেণেত্যস্য বিশেষণং। অর্থো যথা। সুরতরুত শব্দত্বেন একেন উত্তরেণ অক্ষোন তবারেণ সহ ক্রমাৎ এতৈকেন পুষ্পপুন্নাগলক্ষবর্ণেন মম প্রশ্নবীথীং বদ ॥৪৫॥

অক্ষরাত্মক কল্পবৃক্ষ বাচক "সুরতরু" এবং সখীগণের শ্রবণ-সুখকর পঞ্চাক্ষরাত্মক "সুরতকৃত" অর্থাৎ সম্ভোগসম্পাদিনি বিশেষ ॥৪৫॥

শ্রীকৃষ্ণ [illegible]

[illegible]

গৃহী কমিচ্ছেত্তরুণে হিতং কিং
কিং চারু বাদ্যং কিমু কর্ণবেদ্যং ।
সখ্যঃ কিমাকর্ণয়িতুং নিলীনা—
স্তিষ্ঠন্তি তত্ত্বং বদ নির্ব্বিবাদং ॥৪৬॥

তাং প্রশ্নবীথী মাহ। গৃহস্থং কমিচ্ছেদিতি প্রশ্নে সুরতরুতপদস্যান্তত কারেণ সহ আদ্যবর্ণ সু শব্দস্য যোগে সতি সুতমিচ্ছেদিতি প্রশ্নস্যার্থঃ। তরুণস্য কিং ঈহিতং বাঞ্ছিতমিতি প্রশ্নে অন্ত্যতকারেণ সহ দ্বিতীয়বর্ণস্য রেফস্য যোগে সতি রতং রমণমিচ্ছেদিতি প্রশ্নার্থঃ। চারুবাদ্যং কিমিতি প্রশ্নে অন্ত্যতকারেণ সহ তৃতীয় বর্ণস্য তকারস্য যোগে সতি ততং বীণাদিবাদ্যমিতি প্রশ্নার্থঃ কর্ণবেদ্যং কিমিতি প্রশ্নে অন্ত্যতকারেণ সহ চতুর্থবর্ণস্য রু কারস্য যোগে সতি রুতং শব্দমিতি প্রশ্নার্থঃ। সখ্যঃ কিং শ্রোতুং নিলীনাঃ সত্যস্তিষ্ঠন্তীতি সুরতরুতমিতি প্রশ্নার্থঃ ॥৪৬॥

ফলতঃ তোমার (ত-কার) প্রহেলিকার উত্তর-লব্ধ (সুরত-রুত) যথাক্রমে বর্ণের শেষে তাহার অন্ত্যাক্ষর সংযোগ করিয়া আমার প্রশ্ন-বীথীর উত্তর দাও ॥৪৫॥

এক্ষণে আমার সেই প্রহেলী ভাল করিয়া শুন—গৃহী কি ইচ্ছা করে? যুবার বাঞ্ছিত কি? চারু বাদ্য কি? কর্ণ-বেদ্য কি? এবং সখীগণ কি শুনিবার জন্য লতাজালে নিলীনা হইয়া থাকে, তাহা নির্ব্বিবাদে বল। প্রশ্নার্থ যথা—গৃহী কি ইচ্ছা করে?—এই প্রশ্নে "সুরত রুত" পদের অন্তস্থিত ত-কারের সহিত আদ্য বর্ণ 'সু' যোগে "সুত" ইচ্ছা করে। যুবার বাঞ্ছিত কি? এই প্রশ্নে অন্তস্থিত ত কারের সহিত দ্বিতীয় বর্ণ "র" কার যোগে "রত" অর্থাৎ রমণই বাঞ্ছিত। চারুবাদ্য কি? প্রশ্নে অন্তের ত কারের সহিত তৃতীয় বর্ণ ত কার সংযোগে "তত" বীণাদি বাদ্য বুঝায়। কর্ণ বেদ্য কি? প্রশ্নে অন্তস্থ তকারের সহিত চতুর্থ বর্ণ "রু" সংযোগে "রুত" অর্থাৎ শব্দ। এবং সখীগণ কি শুনিবার জন্য লুকাইয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে ॥৪৬॥

স্মরতরুপূর্ব্বং তমিতি মুকুন্দে
বদতি তদতি পটিমামৃতবিন্দে।
সপদি সখীভিরনেধিতমানা
যুবতিমণি র্মুমুদে স্ময়মানা ॥৪৭॥
শব্দ মহো। তমবাচয়দত্রে-
বাশ্মিমমেব ভবত্যপি চিত্রৈঃ।
প্রশ্নবরৈর্শ্মিষতস্তদজেয়া
কৃষ্ণধিয়াপ্যসি বাঢ় মমেয়া ॥৪৮॥

স্মরতরুপূর্ব্বং তমিতি স্মরত-রুতমিত্যর্থঃ। তং শ্রীকৃষ্ণে বদতি সতি। কথম্ভূতে তস্যা রাধায়া অতিপটিমামৃতং অতিশয় বুদ্ধিকৌশলরূপামৃতং বিন্দে প্রাপ্নুবতি বিদ্‌লাভে। শঃ প্রত্যয়ঃ। তাদৃশামৃতস্যাস্বাদনং কুর্ব্বতীত্যর্থঃ। সপদি তৎক্ষণে সখীভিরনেধিতঃ বর্দ্ধিতঃ মানঃ আদরো যস্যাঃ সা যুবতিমণিঃ রাধিকা মুমুদে। পজ্‌ঝটিকাচ্ছন্দঃ ॥৪৭॥

বৃন্দা আহ। দ্বাভ্যাং। অহো আশ্চর্য্যং শ্রীকৃষ্ণঃ যং শব্দংত্বাং বাচয়িষ্যতি তমেব শব্দং অমুং শ্রীকৃষ্ণং ভবতী মিষতঃ ছলেন চিত্রৈঃ প্রশ্নবরৈরবাচয়ৎ। তৎ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রকারেণ ভবতী অজেয়া। শ্রীকৃষ্ণস্য ধিয়াপি বাঢ়ং অতিশয়েন অমেয়া পরিমাতুমশক্যা ত্বমসি ॥৪৮॥

শ্রীকৃষ্ণ যেমন "স্মরত রুত" বলিয়া প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন, অমনই সখীগণ শ্রীরাধার অতিশয় বুদ্ধি কৌশলরূপ অমৃতের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধিত করিলেন। এইরূপে গর্ব্বান্বিতা হইয়া যুবতীমণি শ্রীরাধাও প্রমোদিতা হইলেন ॥৪৭॥

শ্রীরাধার এই বিচিত্র বাগ্‌বৈদগ্ধী শ্রবণপূর্ব্বক বৃন্দা বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিলেন—"রাধে! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণ যে লজ্জাকর শব্দ তোমার মুখ দিয়া বলাইবার জন্য প্রহেলী কহিয়াছিলেন, তুমি কৌশলে প্রতি প্রহেলী দ্বারা সেই বিচিত্র শব্দ শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া বাহির করাইলে। অতএব হে চতুরে! সর্ব্ব

ইত্যেব মুক্ত্বা বহুমাল্য-গন্ধ-
তাম্বূল-দিব্যাভরণেন বৃন্দা।
নিষেব্য কৃষ্ণং ধৃত-রাসতৃষ্ণং
বিজ্ঞায় বিজ্ঞা প্রণুনাব কিঞ্চিৎ ॥৪৯॥
(যুগ্মকং)

রসিক! সিকতা-তুলাবল্যা তথাতুল শিল্পিভি—
র্ব্যরচি রুচিরং চিত্রং মিত্রাত্মজা পুলিনেঽনিলৈঃ।
তনুতর তরঙ্গাল্যস্তুল্যা জলস্থলয়োর্যথা
স্মরসিত সিতে কান্ত্যা ভ্রান্তির্জনস্য তদস্যতঃ ॥৫০॥

বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণস্য রাসে তৃষ্ণাং বিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ প্রণুনাব প্রস্তাব মকরোৎ। প্র স্তৌ। প্রপূর্ব্বশ্চেত্তদা প্রস্তাবে বর্ত্ততে ॥৪৯॥

হে রসিক! সিকতা বালুকা এব রুই ইতি প্রসিদ্ধাস্তুলাস্তেষা মাবল্যাশ্রেণ্যা এবমনিলৈরপি অতুল শিল্পিভিঃ যমুনা-পুলিনে রুচিরং চিত্রং ব্যরচি উচ্চনীচ ভাবেন তরঙ্গাকার চিত্রং অকারি ইত্যর্থঃ। তথা যমুনাস্থ সূক্ষ্ম তরঙ্গ-শ্রেণ্যা-ঽপি চিত্ররূপা এব ভবন্তি। অতএব জলস্থলয়ো স্তুল্যাকারা এব যথা স্যুঃ। উত্তরবাক্যস্থ যৎ পদস্য তৎপদাপেক্ষাভাবাপন্ন দোষঃ। তস্মাৎ পুলিন-যমুনয়ো রাসভাসতে শুক্লত্বাদ্যেকান্তি এব জনস্যৈক্য-ভ্রান্তিঃ অস্মৎঃ দূরীকুরুত ॥৫০॥

প্রকারে তুমিই অজেয়া এবং তোমার ঐ [illegible] বুদ্ধিমত্তার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিও হার মানিয়া যায় ॥৪ ॥

এই কথা বলিয়া বৃন্দা বহুবিধ মাল্য, গন্ধ, তাম্বূল ও দিব্যাভরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তৎকালোচিত সেবা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে রাস-লীলা-বিলাসে সতৃষ্ণ অবগত হইয়া কালাভিজ্ঞা বৃন্দা এইরূপ প্রস্তাব করিলেন ॥৪৯ ॥

"হে রাসকেন্দ্র! ঐ দেখ, যমুনাপুলিনে অতুল শিল্পী পবন, বালুকা রূপ তুলানিচয় দ্বারা উচ্চ-নীচভাবে তরঙ্গাকারে কেমন সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে! আর ঐ যমুনা-সলিলে সূক্ষ্মতর তরঙ্গাবলীও অবলোকন কর,—আহা! জলস্থল কেমন অপূর্ব্বভাবে তুল্যাকার

কিমতি বিততা কার্পূরীয়ং সরিন্নিজ মধ্যতো
মৃগমদ রসাময়ন্যাং কশ্চিদ্ধুনীং দধতীক্ষ্যতে।
কিমমিত-যশঃ সৌর্য্যাস্তৌর্য্যত্রিকৈঃ স্বগতৈরিদং
ত্রিজগদপি সংস্তাব্যৈবৈনাং সমাশ্লিষদাদরাৎ। ৫১।
এহ্যেহি কান্তে! বিলসাম হন্তে-
ত্যুপাত্তৎ পাণিদলঃ কলাবান্।

যমুনায়া উত্তরদক্ষিণ কূলদ্বয়স্থিতং পুলিনং অতিশয় শ্বেতত্বেন কর্পূর-সম্বন্ধী নদীত্বেন উৎপ্রেক্ষ্য যমুনাং মৃগমদরসময় নদীত্বেনোৎপ্রেক্ষতে কিমিতি। অতি বিস্তৃতা কর্পূরসম্বন্ধিনী ইয়ং সরীৎ স্বস্য মধ্যে কস্তূরী রসময়ীং অন্যাং ধুনীং যমুনা স্বরূপাং নদীং দধাতি কিং জনৈরীক্ষ্যতে। তথা চ তাদৃশ পুলিনরূপাং নদী জনাঃ পশ্যন্তীত্যর্থঃ। কিম্বা ইয়ং পুলিনং সৌর্য্যাঃ সূর্য্যপুত্রী যমুনায়া অপরিমিত-যশ এব স্বগতঃ তৌর্য্যত্রিকং রাস-সম্বন্ধী নৃত্যগীতবাদ্যাদিকমেব তৈঃ করণৈঃ ত্রিজগৎ ইমাং যমুনাং সংস্তাব্য স্তবং কারয়িত্বা সমাশ্লিষৎ আলিঙ্গন মকরোৎ চ তথাচ যমুনায়াঃ পুলিনরূপযশ এব আদরাৎ যমুনা মালিঙ্গ্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥৫১॥

বৃন্দা বচনেন স্বত্যারুচং রাসং চিকীর্ষুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধা মাহ। হন্ত হর্ষে। উপাত্তং গৃহীতং তস্যা রাধায়াঃ পাণিদলং যেন সঃ। মধ্যে পুলিনং পুলিনস্য

ধারণ করিয়াছে। কেবল পুলিনের শুভ্রকান্তি ও জলের শ্যামকান্তিই লোকের ঐক্য-ভ্রান্তি নিরাকৃত করিতেছে। ফলতঃ যদি তটের ও জলের এইরূপ বর্ণভেদ না থাকিত তাহা হইলে লোকে যমুনার পুলিনে ও জলে একই বিচিত্র তরঙ্গাকার লক্ষ্য করিত।৫০॥

আমরি! ঐ দেখ, যমুনার উত্তর দক্ষিণ কূলদ্বয়স্থিত পুলিন কেমন শুভ্রবর্ণের আতিশয্যে উদ্ভাসিত—যেন অতি বিস্তৃতা এই কর্পূরময়ী নদী স্বীয় হৃদয় মধ্যে অপর মৃগমদরসময়ী নদী ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। লোকে ইহাই কি দেখিতেছে না? অথবা সূর্য্যপুত্রী যমুনার অপরিমিত শুভ্র যশোরাশিই যেন পুলিনরূপে রাস-সম্বন্ধীয় নৃত্যগীতবাদ্যাদি দ্বারা ত্রিজগৎকে যমুনার স্তব করাইয়া অতীব আদরের সহিত স্বয়ং যমুনাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে।৫১॥

নৃত্যমধ্যে পুলিনং বিতেনে
হল্লীষকোল্লাস মুদার লীলঃ।৫২॥
কলয়ত কলধৌত নীরধৌতং
ব্যধিত ক এতদহো! মহোজ্জ্বলং নঃ।
স্থল মলসদৃশো। ভৃশোৎসুকানা-
মিহ বহুরাসবিলাস-সাধুসিদ্ধ্যৈঃ॥৫৩॥
মধুরিম সরসং বিধায় শুক্লং
গুণমখিলং বিধিরেব বস্ত্রপূতং।

মধ্যে। হল্লীষকস্য উল্লাসং বিতেনে বিস্তারয়ামাস। নারীণাং মণ্ডলী-নৃত্যং বুধা হল্লীসকং বিদুরিতি তল্লক্ষণং॥৫২॥

হে অলস-দৃশো গোপ্যঃ! বিলাসে উৎসুকানাং নোঽস্মাকং রাসবিলাসসিদ্ধ্যর্থং কোঽপি জনঃ কলধৌতনীরৈঃ রূপ্যঘর্ষণৈকসম্পন্নজলৈঃ উজ্জ্বলং ইদং পুলিনরূপ-স্থলং ধৌতং ব্যধীত অকার্ষীৎ ইতি যূয়ং কলয়ত পশ্যত। কলধৌতো রূপ্য হেম্নোরিত্যমরঃ॥৫৩॥

উৎপ্রেক্ষান্তরমাহ। বিধাতা অখিল জগদ্বর্ত্তি শুক্লগুণং চূর্ণং কৃত্বা মাধুর্য্য-রূপ জলেন সরসং বিধায় চ পশ্চাৎ বস্ত্রেণ পূতং ছানিতং চ কৃত্বা তেন শুক্ল-

বৃন্দার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপথে রাস-বিলাস-বাসনা জাগরিত হইল। কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রাস-বিলাসে অভিলাষী হইয়া কান্তামণি শ্রীরাধার পাণিদল গ্রহণ করিয়া কহিলেন "এস এস প্রিয়তমে! এক্ষণে আমরা রাসবিলাস আরম্ভ করি।" এই বলিয়া পুলিন মধ্যে আগমন পূর্ব্বক "হল্লীষক" নামক মহা উল্লাসজনক নৃত্য লীলা আরম্ভ করিলেন।৫২॥

অনন্তর গোপিকাগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে অলস-নয়না গোপাঙ্গনাগণ! আহা! ঐ দেখ দেখি, আমাদিগকে রাস-বিলাসে সমুৎসুক দেখিয়াই যেন কোন ব্যক্তি আমাদের রাস-বিলাস সংসিদ্ধির নিমিত্ত রৌপ্য ঘর্ষণোৎপন্ন জল দ্বারা এই উজ্জ্বল পুলিনস্থল ধৌত করিয়াছে॥৫৩॥

পুলিন মিদমথাশু তেন সিক্ত্বা
জগতি কলাং প্রথয়াঞ্চকার কিং স্বাং ।।৫৪।।
সান্দ্রস্তু উচ্ছানিত শিষ্টভাগঃ
সাক্ষেপনিঃক্ষেপবসাদিতঃ কিং।
স্বেহভূৎ শশাঙ্কঃ কণিকাসমূহো
নক্ষত্র লক্ষ ত্বমবাপ রাধে। ।।৫৫।।
ইতি বর্ণয়ন্তমনুরাগিণীগণাঃ
সময়া বিধায় নিজকান্ত মগ্রতঃ।

গুণেন পুলিনমিদং সিক্ত্বা সেচনং কৃত্বা কিং স্বীয়াং কলাং বৈদগ্ধীং প্রথয়াঞ্চকার ।।৫৪।।

তস্য ছানিতগুণস্য সান্দ্রো নিবিড়ো যো হেয়রূপাবশিষ্টভাগঃ স এব পুলিনস্য মালিন্যাশঙ্কয়া ঊর্দ্ধপ্রদেশে এব অত্র স্থলে হেয় ভাগং মা ত্যজ। পুলিনং মলিনং ভবিষ্যতীত্যাক্ষেপসহিত নিক্ষেপবশাৎ আকাশে চন্দ্রোহভূৎ অবশিষ্ট ভাগস্থ মলিনাংশঃ কলঙ্কোহভূৎ নিঃক্ষেপসময়ে তস্মান্নিঃসৃতো যঃ কণিকাসমূহঃ সতু করাণাং লক্ষত্বং লক্ষসংখ্যাবিশিষ্টত্ব অবাপ ।।৫৫।।

অথবা বিধাতা স্বয়ং অখিল জগদ্বর্ত্তি শুক্লগুণকে চূর্ণ পূর্ব্বক সংসর্গ্য সলিলে সরস করিয়া এবং পরে বস্ত্রপূত করিয়া যেন সেই শুক্লগুণ দ্বারা এই পুলিনদেশকে সিক্ত পূর্ব্বক স্বীয় কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন ।।৫৪।।

তারপর সেই ছানিত শুক্লগুণের যে গাঢ় হেয় রূপ অবশিষ্টভাগ, তাহা এস্থলে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়, এই বোধে অর্থাৎ পুলিন প্রদেশের মালিন্য আশঙ্কায় আক্ষেপের সহিত ঊর্দ্ধদেশে নিক্ষেপ করায় আকাশে চন্দ্ররূপে শোভা পাইতেছে এবং সেই অবশিষ্ট-ভাগের মলিনাংশই চন্দ্রের কলঙ্ক হইয়াছে। তারপর হে রাধে! সেই নিক্ষেপ সময়ে তাহা হইতে যে কণিকাসমূহ নিঃসৃত হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ঐ দেখ, সেইগুলিই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্ররূপে গগন-মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিয়াছে ।।৫৫।।

ইতরেতরাত্ত ভুজবল্লী-মণ্ডলী-
রচনাতিশোভ মবতস্থিরে ক্ষণং ।।৫৬।।
(কলাপকং)
কিমনঙ্গ-কীর্ত্তি-রস-পূরিতে সর-
স্যুদিতং মহদ্বিকচমেক মদ্ভুতং ।
কনকাম্বুজং মধুর নীলকর্ণিকং
বিবুধাঙ্গনাক্ষি-মধুপাবলি-স্তুতং ।।৫৭।।
কিম্বা ধরণৈব ধৃতং নিজালিকে
মহোৎসবে চন্দন-চন্দ্র-চর্চ্চিতে ।

ইতি বর্ণয়ন্তং নিজ কান্তং গোপীগণাঃ গময়া বিনায় মধ্যে কৃত্বা ইতরেতরং আত্তা গৃহীতা ভুজবল্লী যত্র তদ্ যথা স্যাৎ এবং মণ্ডলী রচনয়া শোভা যত্র তদ্ যথা স্যাৎ তথা ক্ষণং অবতস্থিরে ।৫৬॥

ইদানীং পুলিনং কন্দর্পস্য যশোরূপজল-পূর্ণ সরোবরত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য গোপী মণ্ডলীঃ চ তাদৃশ সরোবরোৎপন্ন স্বর্ণক মলত্বেন শ্রীকৃষ্ণং চ তাদৃশ কমলস্থ নীল কর্ণিকারত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে । কন্দর্পস্য কীর্ত্তিরূপ জলপুরিতে সরসি মহৎ অনন্তদল বিশিষ্টং বিকাশিতং এবং স্বর্ণকমলং উদিতং কথম্ভূতং শ্রীকৃষ্ণরূপনীল কর্ণিকা যত্র । পুনঃ কথম্ভূতং দেবাঙ্গনানাং নেত্রান্যেব ভ্রমরশ্রেণয়ঃ তৈঃ স্তুতং ॥৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বর্ণনা করিলে অনুরাগিণী গোপসুন্দরীগণ তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া পরস্পর ভুজবল্লীধারণপূর্ব্বক মণ্ডল রচনা করিয়া অতিশয় শোভার সহিত ক্ষণকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন ।৫৬।

আমরি ! মরি ! সে অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া বোধ হইল যেন, কন্দর্পের আশারূপ জলপূর্ণ এই পুলিনরূপ স্বচ্ছ সরোবরে সেই গোপী মণ্ডলীরূপ এক অনন্ত দলবিশিষ্ট অদ্ভুত কনক কমল বিকসিত হইয়াছে, মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই যেন তাহার নীল কর্ণিকা, তদ্দর্শনে দেবাঙ্গনা-গণের নয়ন-মধুপনিচয় স্তুতি করিতেছে ।।৫৭।।

কস্তূরিকা-চারু-তমাল-পত্রকং
কাশ্মীর-চিত্রাবলি-বেষ্টিতং বভৌ ॥৫৮॥
কাণক্যোভূরম্ভাঃ শম্ভাঃ কার্পূরেঽস্মিন্ নব্যে ভব্যে।
বপ্রে সপ্রেমৈবাবব্রুঃ কিং তাপিচ্ছং পিচ্ছোত্তংসং ॥৫৯॥

অধুনা তু পুলিনং পৃথিব্যাশ্চন্দনযুক্ত ললাটত্বেন উৎপ্রেক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণং চ তাদৃশ ললাটস্থ মণ্ডলস্থ কস্তুরিকাতিলকত্বেন গোপী মণ্ডলীং চ তাদৃশ তিলকস্থ চতুর্দ্দিক্ষু কেশরনির্ম্মিত চিত্রত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে। কস্মিংশ্চিন্মহোৎসবে পৃথিব্য স্ত্রিয়া চন্দন কর্পূরচর্চ্চিতে পুলিনরূপ নিজ ললাটে ধৃতং কস্তুরিকাশ্চারু তমাল-পত্রকং তিলকং কিং বভৌ? কথংভূতং গোপীরূপ কেসর চিত্রাবলিভি-বেষ্টিতম্। ৫৮।

পুনঃ পুলিনং কর্পূর-কেদারত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য গোপী মণ্ডলীং চ তাদৃশ কেদা-রোৎপন্ন কদলীত্বেন কৃষ্ণং চ তাদৃশ কদলীমণ্ডল মধ্যস্থিত তমালবৃক্ষত্বেনোৎ-প্রেক্ষতে। অস্মিন্ কর্পূরময়ে বপ্রে কেয়ারীতি প্রসিদ্ধ কেদারে কথম্ভূতে নব্যে স্তব্যে। পুনশ্চ কথম্ভূতে ভব্যে মঙ্গলরূপে। তস্মিন্ উৎপন্না অমূঃ গোপ্য এব কানক্যো রম্ভাঃ কনকময্যঃ কদল্যঃ কথম্ভূতাঃ মঙ্গলযুক্তা অস্ত্যর্থে ত প্রত্যয় তথভুতাঃ কদল্যঃ কিং সপ্রেম যথাস্যাৎ তথা শ্রীকৃষ্ণরূপাতিপিঞ্ছং তমাল মাবব্রুঃ ॥৫৯॥

পুনশ্চ পুলিনং হিমকণা ময়ত্বেন শ্রীকৃষ্ণং মেঘত্বেন গোপীমণ্ডলীং চ বিদ্যুন্মা-লাত্বেন চোৎপ্রেক্ষতে। শারদ্যা শরৎকালোৎপন্নয়া সূর্য্যসম্বন্ধী কিরণশ্রেণ্যা

অথবা ধরণীদেবী কি কোন এক মহোৎসব উপলক্ষে চন্দন কর্পূর-চর্চ্চিত পুলিনরূপ নিজ ললাটদেশে কস্তুরী নির্ম্মিত চারু তমাল পত্র তিলক ধারণ করিয়াছেন? আর সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ তিলকই গোপীগণ-রূপ কাশ্মীর-চিত্রাবলী বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে ॥৫৮॥

কিম্বা এই পুলিনরূপ সন্মসংস্তুত মঙ্গলময় কর্পূরক্ষেত্রে গোপী-মণ্ডলী যেন মঙ্গলময়ী কনক-কদলীশ্রেণীরূপে শোভা পাইতেছেন এবং এই কদলীগণ যেন মণ্ডলী মধ্যস্থিত শিখিপুঞ্জ-বিভূষণ শ্রীকৃষ্ণরূপ তমাল তরুকে প্রেমভরে আবৃত করিয়াছেন ॥৫৯॥

শারদ্যা কিং সৌরজ্বালাবল্যাশ্লিষ্টং ত্যক্ত্বাকাশং।
হৈমে দেশে স্নিগ্ধাম্ভোদো বিদ্যুন্মালা মধ্যে রেজে।৬০॥
ষড়্জ স্বরেণাথ চতুঃশ্রুতি-স্পৃশা-
রোহাবরোহৌ গমকৈর্বিভূষয়ন্।।
কেদার-রাগং রসিকেন্দ্র-শেখর—
স্তেনেতি তেনেতি যদা ললাপ সঃ॥৬১॥
তদমিত-মাধুরী সুরসতীঃ স্বপতীরপি স্বে
ব্যথিত বিমানগা বিবশয়ন্ত্য তনুজ্বরিতাঃ।

যুক্ত অতএব তপ্তমাকাশংত্যক্ত। পুলিনরূপহৈমং হিমসম্বন্ধিনি দেশে কিং স্নিগ্ধ-মেঘো বিদ্যুন্মালা মধ্যে রেজে॥৬০॥

রসিকেন্দ্র-শেখরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অষ্টাদশ শ্রুতিনাং মধ্যে চতুঃশ্রুতিঃ পৃশতীতি চতুঃশ্রুতিস্পৃক্ তেন ষড়্জস্বরেণ তেন তেন ইতি অনুকরণ শব্দেন যদা কেদার রাগ মাললাপ কিং কুর্ব্বন্ স্বরস্য রোহাবরোহৌ গমকৈঃ করণৈ র্ভূষয়ন্॥৬১॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপারিমিত মাধুরী কর্ত্রী সপতীঃ পত্যা সহ বর্ত্তমানা বিমান-গতাঃ সুরসতী দেবাঙ্গনাঃ বিবশয়ন্তী কন্দর্পজ্বরবিশিষ্টা ব্যথিত অকার্ষীৎ।

অথবা শরৎকালীন সূর্য্যের প্রখর কিরণমালার তাপে সন্তপ্ত হইয়াই কি স্নিগ্ধ জলধর আকাশ মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া এই হিমময় দেশে বিদ্যুন্মালার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন? এস্থলে হিমময় দেশ যমুনা পুলিন স্বরূপে, বিদ্যুন্মালা গোপীমণ্ডলীরূপে এবং স্নিগ্ধ জলধর শ্রীকৃষ্ণরূপে উৎপ্রেক্ষিত।।৬০।

অনন্তর রসিকেন্দ্র-শেখর শ্রীকৃষ্ণ, অষ্টাদশ শ্রুতির মধ্যে চতুঃশ্রুতিস্পর্শে ষড়্জ স্বরের সাহায্যে স্বরের আরোহ, অবরোহ ও গমক দ্বারা বিভূষিত করিয়া "তে—না—তে—না" ইত্যাদি অনুকরণ শব্দে তখন কেদার রাগ আলাপ করিতে লাগিলেন।৬১॥

অহো! সেই রাগালাপের অসীম মাধুরী, পতিগণের সহিত বিমানচারিণী সুর-সতীগণকেও বিবশ বিহ্বলা করিয়া কন্দর্পজ্বরে পীড়িতা করিল এবং রতিসহ বিদ্যমান প্রাকৃত কন্দর্পও সেই অপ্রাকৃত

অভজত দর্পকঃ সললনোঽপি তদীয় মহ॥
মদনশর-প্রহার-বিধুরো বহুমোহ মহো ॥৬২॥
অথ ললিতাদি কণ্ঠ-মিলনাৎ কিল গান-ধুরাং
নটনমপি প্রতি প্রিয়তমা-দ্বয়-মধ্যগতঃ।
বিনিহিত তত্তদংসভুজ এব জবেন যদা—
রভত বিধাতু মদ্ভুত বিলাস-কলা-জলধিঃ ॥৬৩॥
বাদিত্র রাগস্বর মূর্চ্ছনাশ্রুতি-
গ্রাম-ক্রিয়াহস্তকতাল-দেবতাঃ।
স্ব স্ব ক্রিয়াশ্চক্রু রুদিত্য সম্ভ্রমা-
ন্মূর্ত্তাঃ প্রতীতা ইব তর্হি সংহতাঃ ॥৬৪॥

ললনয়া রত্যাসং বর্ত্তমানাঃ কন্দর্পঃ প্রাকৃতকন্দর্পঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রাকৃতমহাকন্দর্পস্য শর প্রহারেণ বিধুরো দুঃখিত সন্ মহামোহং অভজত ॥৬২॥

অথানন্তরং প্রতিপ্রিয়তমেতি দ্বি দ্বি প্রিয়তমযোর্মধ্যগতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বিনিহিতা অর্পিতা তাসাং তাসাং স্কন্ধদেশে ভুজা যেন তথাভূতঃ সন্ ললিতাদি কণ্ঠস্বর মিলনাদ্ধেতো গানাতিশয়ং এবং নৃত্যমপি বিধাতুং কর্তুং যদারভত তর্হি তদৈব বাদ্যাদ্যধিষ্ঠাত্রী দেবতাঃ স্ব স্ব ক্রিয়াশ্চক্রুরিতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥৬৩॥

ক্রিয়া গান শাস্ত্রে প্রসিদ্ধা বাদ্যাদীনামবান্তর ক্রিয়া। তেষমধিষ্ঠাতৃ দেবতাঃ অলক্ষিতাঃ সত্যঃ উদিত্য উদয়ং কৃত্বা স্ব স্ব বাদ্যাদি ক্রিয়াশ্চক্রুঃ ॥৬৪॥

মহাকন্দর্প শ্রীকৃষ্ণের শর-প্রহারে ব্যথিত হইয়া মহামোহ প্রাপ্ত হইল ॥৬২॥

অনন্তর এই অদ্ভুত বিলাস-বৈদগ্ধ্য-সাগর শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলীবদ্ধা প্রত্যেক প্রিয়তমাদ্বয়ের মধ্যগত হইয়া তাঁহাদের স্কন্ধদেশে ভুজদণ্ড অর্পণপূর্ব্বক যৎকালে ললিতাদি সখীগণের কণ্ঠস্বর মিলনে অত্যুচ্চ গান ও সবেগে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬৩॥

সেই সময়ে বাদ্য, রাগ, স্বর, মূর্চ্ছনা, শ্রুতি, গ্রাম, ক্রিয়া, হস্তক, তালাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল, অলক্ষিতভাবে তথায় উদিত হইয়া সম্ভ্রমের সহিত স্ব স্ব ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা যেন মূর্ত্তিমতীরূপে সংমিলিত, এইরূপ প্রতীত হইতে লাগিল ॥৬৪॥

(যুগ্মকং)

কচ্ছপিকাভিস্তত্র মৃদঙ্গে-
ষ্বনুপদমুদয়তি নব নব নিনদে।
নৃত্যগতীঃ ক্বাপ্যশ্রুতদৃষ্টা
বিদধতি সহযুবতিভিরঘ-মথনে।
থৈ তথ থৈয়া তা তথ থৈয়া
দৃমিকি দৃমিকি তৃকি তৃকি তৃকি তৃকিথা।
ইত্থমুদীয়ুস্তালতরঙ্গা-
মধুর বদন-সরসিজ-কুল-কলিতাঃ ॥৬৫॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণ্যাদ্যলিবাদ্যৈ
র্ঝণদিতি ঝণদিতি মধুরিমলহরীং।

কচ্ছপিকাভির্বীণাভিঃ সহ মৃদঙ্গেষু অনুপদং প্রতিক্ষণং নব নব শব্দে উদয়তি সতি অঘ-মথনে শ্রীকৃষ্ণে অশ্রুতদৃষ্টা নৃত্যগতিঃ যুবতিভিঃ সহ বিদধতি কুর্ব্বতি সতি। থৈ তথথৈয়া ইত্যাদি তাল-তরঙ্গাঃ তালবোধকোদ্ঘটন শব্দাঃ মধুর বদন-কমল সমূহৈঃ কলিতাঃ উৎপন্নাঃ উদীয়ুঃ উদয়ং প্রাপুঃ ॥৬৫॥

ইদানীং গোপীশ্রেণীং পুষ্পবল্লীত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য তাসাং কঙ্কণ-কিঙ্কিণ্যাদি ধ্বনিং ভ্রমরঝঙ্কারত্বেন মনসি চ পুষ্পত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। গোপীরূপাঃ কাঞ্চন-বল্ল্যঃ কঙ্কণ কিঙ্কিণ্যাদিরূপা অলয় এব বাদ্যাঃ বাদ্যশ্রয়োঽপি বাদ্যপদেনোচ্যতে।

বীণাসমূহের সহিত মৃদঙ্গসকলের প্রতিক্ষণে নব নব মধুর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল সেই সঙ্গে সঙ্গে অঘমথন শ্রীকৃষ্ণও ব্রজযুবতীগণের সহিত অশ্রুত অদৃষ্টপূর্ব্ব নৃত্যগতি আরম্ভ করিলেন। তখন "থৈ তথ থৈয়া তা তথ থৈয়া দৃমিকি দৃমিকি ত্রিকি ত্রিকি ত্রিকি ত্রিকিথা"—এই প্রকার তালতরঙ্গ অর্থাৎ তালবোধক শব্দতরঙ্গ তাঁহাদের মধুর বদন-কমল সমূহ হইতে সমুত্থিত হইতে লাগিল ॥৬৫॥

নৃত্যকালে সেই গোপীগণের কঙ্কণ-কিঙ্কিণী প্রভৃতি ভূষণ সমূহ "ঝনাৎ ঝনাৎ" শব্দে এক অপূর্ব্ব মধুরিমার লহরী তুলিয়া শব্দিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা সকলেই তৎকালোৎপন্ন শুচিরসে

কাঞ্চণভেজুঃ কাঞ্চনবল্ল্যঃ
কিমুদিত শুচিরস মৃদুলসুমনসঃ ॥৬৬॥
কিং সুষমাজেরেত্য বিরেজুঃ
স্মরকৃত-মথনরভসভরজনিতাঃ।
লক্ষ্ম্য ইমাঃ স্বাং কীৰ্ত্তিমচৈষু
র্বিবিধিজগদবিদিত নটন পটিমভিঃ ॥৬৭॥
ন বিদ্যুদভ্রৈঃ কনকেন্দ্ররত্নৈ
র্ব্বা ন বা চম্পকনীলপঙ্কজৈঃ।

চতুর্ব্বিধমিদং বাদ্যমিত্যমরোক্তেঃ। তথা চ তাদৃশালিবাদ্যৈর্জাতা ঝণদিতি ঝণদিতি কাঞ্চন-মধুরিমলহরীং কিং ভেজুঃ। কথম্ভূতাঃ তৎকালোৎপন্ন শৃঙ্গার-রসরূপ জলেন মৃদুলানি শোভন মনাংস্যেব সুমনাংসি পুষ্পাণি যস্যাং তাং ॥৬৬॥

উৎপ্রেক্ষ্যান্তরমাহ। শোভাসমুদ্রস্য কন্দর্পকৃত মথনবেগাতিশয়েন জনিতাঃ ইমা গোপীরূপা লক্ষ্ম্যঃ অত্রাগত্য কিং বিরেজুঃ? বিধিনির্ম্মিতঃ জগদ্বর্ত্তিজনৈ-রজ্ঞাতনৃত্যচাতুর্য্যৈঃ করণৈঃ স্বাংকীৰ্ত্তিং অচৈষুঃ চয়নং কৃতবত্যঃ ॥৬৭॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণঘটিত গোপীশ্রেণীং কেশর মৃগমদলিপ্তরসময় গোলিকা নির্ম্মিত জপমালাত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। সা গোপী শ্রেণী রূপা মালা বিদ্যুন্মেঘৈর্নির্ম্মিতা

সুমনা অর্থাৎ শোভন মনবিশিষ্ট হইলেন। ফলতঃ তখন বোধ হইল যেন গোপীগণরূপ কনক-লতায় শৃঙ্গার রসময় সুমন অর্থাৎ পুষ্পরাজি বিকশিত হইয়াছে আর তাহাতে কাঞ্চনাদির শব্দ ভ্রমর-ঝঙ্কাররূপে শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥৬৬॥

কিম্বা কন্দর্প কর্ত্তৃক শোভাসমুদ্র অতি বেগে বিমথিত হওয়ায় তাহাতে এই গোপীরূপা লক্ষ্মীগণ উদ্ভূত হইয়াই যেন এই রাস-মণ্ডলে আগমন করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং বিধাতা-নির্ম্মিত জগজ্জনের অজ্ঞাত নৃত্যচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া স্বীয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে-ছেন ॥৬৭॥

আহা। এই যে উহারা মণ্ডলাকারে মালার ন্যায় শোভা পাইতে-ছেন,—ইহারাই কি কন্দর্পের জপমালা স্বরূপ। ইহা ত বিদ্যুৎ ও

রসৈস্তু কাশ্মীর মদাঞ্চিতৈঃ সা
মালৈব রেজে স্মরজপ্যমালা ॥৬৮॥
হস্তকশস্ত পদার্থ বিভেদ
খ্যাপন তালগতিক্রম নাট্যাৎ।
যে পরিরম্ভ কুচগ্রহ চুম্বা-
স্তেন ততঃ পৃথগাসত রাসাৎ ॥৬৯॥
ত্বদ্‌বদনং সদনং লবনিম্নাং
তত্র চ হন্ত ! দৃগন্ত বিলাসাঃ।

ন ভবতি। নবা স্বর্ণেন্দ্রনীলরত্ন-নির্ম্মিতা ভবতি। ন বা চম্পকনীলকমলৈ নির্ম্মিতা কন্দর্পস্য জপ্যমালা সতি রেজে ॥৬৮॥

রাসাঙ্গৈরপি সম্ভোগাঙ্গান্যপি সিদ্ধন্তীত্যাহ। যে আলিঙ্গন কুচগ্রহণ চুম্বাস্তে রাসাৎ পৃথক্ ন আসত। রাসাৎ কথম্ভূতাৎ হস্তকেনাভিনয়বিষয়ীকৃতা যে প্রশস্ত চন্দ্রকমলাদি পদার্থ প্রভেদাস্তেষাং খ্যাপনং এবং তালগতীনাং ক্রমেণ নাট্যং চ যত্র তস্মাৎ ॥৬৯॥

শ্রীকৃষ্ণঃ আহ। হে সুন্দরি! ত্বদ্ বদনং লাবণ্য গৃহং তত্র বদনে কটাক্ষ বিলাসাঃ সন্তি। হন্ত হর্ষে। তেষু দৃগন্তবিলাসেষু তাঃ সকলাঃ কামকলা অনুপমাং শোভামুপজগ্মুঃ প্রাপুঃ ॥৭০॥

মেঘ দ্বারা নির্ম্মিত নহে, বা স্বর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিতা বলিয়া ত বোধ হয় না, কিম্বা চম্পক ও নীলাম্বুজ-দ্বারাও নির্ম্মিত নহে, সুতরাং এই জপমালা কুঙ্কুম ও মৃগমদ-লিপ্ত উজ্জ্বল রসের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে ॥৬৮॥

এই রাসাঙ্গের দ্বারা তাঁহাদের তখন সম্ভোগাঙ্গও সিদ্ধ হইতে লাগিল। যে রাসে অভিনয়ের বিষয়ীভূত প্রশস্ত চন্দ্র-কমলাদি পদার্থের প্রভেদ খ্যাপন এবং তালগতিক্রমে নাট্যরঙ্গ আছে সেই রাসবিলাস হইতে আলিঙ্গন, বক্ষোজ-গ্রহণ ও চুম্বনাদি সম্ভোগাঙ্গ সকল পৃথক পৃথক হইল না ॥৬৯॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বদনমাধুরী বর্ণনা করিয়া গান করিতে

তেহসমাং * সুষমামুপজগ্মুঃ
সুন্দরি! কামকলাঃ সকলাস্তাঃ ॥৭০॥
কান্তে! ত্বদাস্যোদয় দত্তমিন্দু
মৃগচ্ছলাদ্দুর্যশ এব ধত্তে।
জনোপহাসাসহনোঽথ বা কিং
দ্বিজোঽপি মূঢ়ো গরলং জঘাস ॥৭১॥

হে কান্তে! ত্বন্মুখোদয়েন দত্তং দুর্যশ এব চন্দ্রঃ মৃগচ্ছলাৎ ধত্তে। কুষ্ঠী জনো যথা স্বগাত্রস্থং শ্বিত্রং ক্ষতাদিচিহ্নখ্যাপনেন আচ্ছাদয়তি তথা চন্দ্রোঽপি স্বস্থিতং দুর্যশঃ মৃগচিহ্নখ্যাপনেনাচ্ছাদয়তীত্যর্থঃ। অথবা জনানামুপহাসেনাসহনোঽসহিষ্ণুঃ সন্ মরণাকাঙ্ক্ষয়া দ্বিজশ্চন্দ্রঃ পক্ষে ব্রাহ্মণোঽপি ভূত্বা গরলং জঘাস বুভুজে। ব্রাহ্মণস্য বিষভক্ষণমত্যন্ত নিষিদ্ধং তদপিকৃতং অমৃতময়ত্বেন মরণং চ ন ভবিষ্যত্যেতাদৃশজ্ঞানাভাবাৎ মূঢ়ঃ ॥৭১॥

লাগিলেন—"সুন্দরি। তোমার ঐ বদনখানি নিখিল লাবণ্যের আবাস স্বরূপ, আ মরি। উহাতেই কটাক্ষ সমূহ বিলসিত রহিয়াছে,—এবং সেই দৃগন্ত বিলাসেই কামকলা অনুপমা সুষমা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৭০॥

হে কান্তে। তোমার ঐ অকলঙ্ক বদন-চাঁদের উদয় দেখিয়া ঐ দেখ, গগণ-চাঁদ স্বীয় দুর্যশ ঢাকিবার ছলে মৃগলাঞ্ছন ধারণ করিয়াছে। কুষ্ঠীজন যেরূপ স্বীয় গাত্রস্থ শ্বিত্রকে (শ্বেত কুষ্ঠকে) ক্ষত চিহ্ন বলিয়া আচ্ছাদন করে সেইরূপ ঐ চন্দ্রও স্বীয় দুর্যশকে মৃগচিহ্ন ধারণ ছলে আচ্ছাদন করিয়াছে। অথবা লোকের উপহাস সহনে অসহিষ্ণু হইয়া আত্মহত্যা করিবার অভিলাষে ঐ মূঢ় দ্বিজ (চন্দ্র পক্ষে ব্রাহ্মণ) হইয়াও যেন গরল পান করিয়াছে। কিন্তু জানে না নিজে অমৃতময়, বিষপানেও মরণ হইবে না, এই জ্ঞানাভাবের কারণই উহাকে মূঢ় বলিতেছি। ব্রাহ্মণ পক্ষে—আত্মহত্যা উদ্দেশ্যে বিষপান অতি গর্হিত ।৭১॥

* অসমামিত্যত্র 'অনুপমামিতি পাঠস্তু টীকাকৃতাং সম্মতঃ।

ইত্যঘ দমনোঽগায়ৎ কান্তাং তাং সরিগমপৈ-
সাপ্যতি চতুরা গীতাস্তৈস্তৈস্তং কিমু ন জগৌ।
তত্র তু যদভূৎ সম্বুদ্ধ্যন্ত তৎপদ মনয়া
গীয়ত রভসাদন্ত ন্যস্তাদ্যস্বর সুরসং ॥৭২॥
মণ্ডল-রচনাং তাসামস্যন্নাহ স কুতুকী
নৃত্যৎ মহিলা একৈকশ্যেনাদ্ভুত মধুনা।

ইতি অনেন প্রকারেণ কৃষ্ণঃকান্তামগায়ৎ। সাপি কান্তাপি সরিগমপৈঃ ষড়্‌জঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চমৈঃ স্বরৈঃ কান্তেন গীতৈস্তৈস্তৈঃ পদৈশ্চ তং কান্তং কান্তমেব কিং ন জগৌ অপিতু জগাবেবেতি চতুরা। চাতুর্য্যমেবাহ। "সুন্দরি" ইতি "কান্তে" ইতি যৎ সম্বুদ্ধ্যন্তঃ পদং শ্রীকৃষ্ণেন গীতং তদেবান্তে ন্যস্তেনাদ্য স্বরেণ। কারেণ সুরসং সৎ অনয়া রভসাৎ বেগাৎ অগীয়ত। "সুন্দরি" ইত্যত্র "সুন্দর" "কান্তে" ইত্যত্র "কান্ত" ইতি। পক্ষে সম্যক্ বুদ্ধেরন্তঃ অবধির্যত্র তৎপদং। অন্তে ন্যস্তেনাদ্যস্বরেণ ষড়্‌জেন স্বরেণ সুরসং কৃত্বা অগীয়ত ॥৭২॥

স কুতুকী কৃষ্ণঃ তাসাং মণ্ডলরচনাং অস্যন্ দূরীকুর্ব্বন্ সন্ আহ। হে মহিলাঃ সুন্দর্য্যঃ স্ত্রিয়ঃ অধুনা একৈকশো ভাবঃ একৈকশ্যং একৈকত্বেনেতি

এই প্রকারে অঘদমন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধার বদন-মাধুরী গান করিলে অতি চতুরা শ্রীরাধাও "সা রি গা মা প" অর্থাৎ ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার মধ্যম ও পঞ্চম স্বরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গীত পদাবলীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া সেই সেই পদগুলির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বদন মহিমা গান করিলেন। পূর্ব্বোক্ত গীতদ্বয়ের মধ্যে "সুন্দরি! ও কান্তে!" এই দুইটি সম্বোধনান্ত পদের অন্তস্থিত বর্ণকে এ কারের পরিবর্ত্তে আদ্যস্বর অকার সংযোগে সুরসা করিয়া অথবা পক্ষান্তরে যাহাতে সম্যক্ বুদ্ধির অবধি বিদ্যমান সেই পদকে আদ্যস্বর অর্থাৎ ষড়্‌জ স্বরে সুরস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বদন মাধুরী অতি উচ্চে গান করিলেন ॥৭২।

অতঃপর কুতুকী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণের মণ্ডলী-বন্ধন বিদূরিত করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন—"হে সুন্দরীগণ! তোমরা এক্ষণে

ওমিতি ললিতা তাস্বাদৌ স, ব্যঞ্জিতপটিমা
থিক্কৌ দ্রাদ্রাদ্রাং কুটু তৃকি থেত্থ্যুদ্ভটমনটৎ ॥৭৩॥
ইত্থং বিশাখাদিসখী ততঃ ক্রমাৎ
পৃথক্ পৃথঙ্ নাট্যকলা বিদগ্ধতাং।
আস্বাদয়ন্ মূর্দ্ধ-বিধুননৈর্মুহুঃ
কান্তঃ সকান্তঃ সফলী চকার তাং ॥৭৪॥
তাঃ সভ্যত্বং দধুরথ নিখিলাঃ
সখ্যঃ কাশ্চিজ্জগুরতি মধুরং।

যাবৎ। তথা চ একৈকশ সমধ্যায় বিশিষ্টা যূয়ং নৃত্যত। বিশেষণে তৃতীয়া। তাসু মধ্যে আদৌ ললিতা ওমিতি স্বীকৃত্য ব্যঞ্জিতং ব্যক্তী কৃতং নৃত্যে চাতুর্য্যং যয়া তথাভূতা সতী থিক্কাত্যাদি তাল-বোধকানুকরণ শব্দং প্রকাশ্য উদ্ভটং যথা স্যাত্তথা অনটৎ ॥৭৩॥

ইত্থং অনেন প্রকারেণ বিশাখাদি সখীশ্রেণ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ নাট্য-কলা-বৈদগ্ধীং কান্তয়া সহ বর্ত্তমানঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মস্তকবিধুননৈঃ করণৈ মুহুরাস্বাদয়ন্ তাং বৈদগ্ধীং সফলীচকার ॥৭৪॥

অথ সখীনাং নৃত্যানন্তরং মৃদঙ্গধ্বনিনা ধৃতো রভসো বেগো যাভ্যাং তথাভূতৌ

একে একে অদ্ভুত নৃত্য কর, এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে শ্রীললিতাই প্রথমতঃ তাহাতে স্বীকৃতা হইয়া নৃত্য কলা প্রকটন করিতে করিতে—"থিক্ থিক্ দ্রাং দ্রাং দ্রাং কুটু ত্রিকি থা" এই তালবোধক অনুকরণ শব্দ প্রকাশ করিয়া উদ্ভট নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৭৩॥

এই প্রকারে বিশাখাদি সখীগণ পৃথক্ পৃথক্ যে নাট্যকলা-বৈদগ্ধী প্রকাশ করিলেন তাহা প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ মুহুর্মুহু মস্তক সঞ্চালনে অনুমোদন পূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া সেই বৈদগ্ধী সফলীকৃত করিলেন ॥৭৪॥

অনন্তর সমস্ত সখীবৃন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৃত্যাস্বাদনকারিণী সভ্য হইলেন; তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় সখী অতি মধুর গান করিতে

তত্রানদ্ধধ্বনি ধৃতরভসৌ
রাধাকৃষ্ণৌ ননৃততুরতুলং ॥৭৫॥
ততথা ধি দ্ধী ততি কট ঘ্নঘিত-
ততথাধিদ্ধী ততিকট ঘ্নঘিতং ।
ইত্যস্যাম্বুজযুগমনটন্
বর্ণাঃ কর্ণামৃত সম মধুরাঃ ॥৭৬॥
পরস্পরোপাত্ত করাব্জয়োস্তয়ো
ভুজোদ্ধতিদ্যোতিত রত্ন-ভূষয়োঃ ।
তাটঙ্কতারল্যধুরোরীকৃতা
জ্যোৎস্না মুখেন্দু স্নপয়স্ত্য আবভুঃ ॥৭৭॥

রাধাকৃষ্ণৌ অতুলং যথাস্যাৎ ননৃতুঃ । তাঃ সখ্যস্তু সভ্যত্বং নৃত্যাস্বাদনকর্ত্রীত্বং দধুঃ । তাসাং মধ্যে কাশ্চিৎ সখ্যো জগুঃ ॥৭৫॥

ততথা ধিদ্ধীত্যাদি তালবোধক বর্ণাঃ অন্যাস্যাম্বুজযুগং আস্যকমলযুগে আনটন্ কথম্ভূতাঃ কর্ণানামমৃতসম মধুরাঃ ॥৭৬॥

পরস্পরং গৃহীতং করাব্জং যাভ্যাং তথাভূতয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ কথম্ভূতয়োঃ ভুজকম্পনেন দ্যোতিতানি কান্ত্যুচ্ছলনেন প্রকাশিতানি হস্তস্থরত্নভূষণানি যয়োস্তয়োঃ মুখচন্দ্রৌ কম্পনৃত্যসময়ে তাটঙ্কানাং কুণ্ডলানাং চাঞ্চল্যাতিশয়েন উররীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ জ্যোৎস্নাঃ কর্ত্র্যঃ স্নপয়ন্ত্যঃ সত্যঃ আবভুঃ ॥৭৭॥

লাগিলেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ মৃদঙ্গ ধ্বনির সহিত সবেগে অতুলনীয়-রূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

এবং "তৎতা ধিৎধী, ততি কট ঘ্নঘিত, তংতা ধিৎধী ততি কট ঘ্নঘিতং" এই তালবোধক কর্ণামৃত তুল্য সুমধুর বর্ণ সমূহও তাঁহাদের বদনাম্বুজ যুগলে নৃত্য করিতে লাগিল অর্থাৎ তাঁহারা মুখেও ঐরূপ তালবোধক বর্ণসমূহ পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৭৬॥

তারপর শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের করাম্বুজ ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে ভুজ-কম্পনের দ্বারা হস্তস্থিত রত্নভূষণের কান্তি উচ্ছলিত হইয়া প্রকাশিত হইল এবং কর্ণশোভি কুণ্ডল যুগলের অতি

মিথো হস্তালম্বার্পিত তনুভরো তৌ তথা বেগমুগ্নৌ
জুঘূর্ণাতে যেন স্মরঘটকৃতো রত্নচক্রৈকরূপং।
তদাগাতাং বেণীদ্বয়মপি তয়োঃ পৃষ্ঠসঙ্গং বিহায়
ভ্রমন্নীল শ্রীমৎ পরিধিবরতাং তদ্বহিঃ প্রাপ্য রেজে ॥৭৮॥
ততস্তালোপান্তং সময়মনু তাবঙ্গুলিগ্রন্থি মুক্তৌ
পৃথঙ্নানাভেদ সমমনটতাং দুর্গমার্গাধিরোহং।

অধুনা পরস্পরং হস্তাবলম্বং কৃত্বা ভ্রমণ-কৌশলেন তয়োশ্চক্রাকৃতি নৃত্যমাহ। পরস্পর হস্তাবলম্বে অর্পিতভরো যাভ্যাং তথাভূতৌ রাধাকৃষ্ণৌ বেগেন মুগ্নৌ প্রেরিতৌ সন্তৌ তথা জুঘূর্ণাতে ভ্রমণং চক্রতুঃ। যেন ভ্রমণেন কন্দর্পরূপ ঘটকৃতঃ কুম্ভকারস্য পীতনীল রত্নময় চক্রৈকরূপং অগাভাং প্রাপতুঃ। তদা তাদৃশ ভ্রমণ সময়ে তয়োর্বেণীদ্বয়মপি ভ্রমৎ সৎ পৃষ্ঠসঙ্গং বিহায় নীলশোভাযুক্ত-পরিধিবরতাং মণ্ডল-শ্রেষ্ঠতাং বহিঃ প্রাপ্য রেজে ॥৭৮॥

তদনন্তরং চক্রভ্রমি নৃত্যজনকোদ্ভূত তালস্যোপান্তং তাল সমাপ্ত্যব্যবহিত পূর্ব্বসমীপসময়মনুলক্ষীকৃত্য তৌ রাধাকৃষ্ণৌ অঙ্গুলিগ্রন্থিতো মুক্তৌ সন্তৌ পৃথক্ নৃত্যানাং নানাভেদং যথাস্যাৎ সমং একদৈব দুর্গমার্গস্যাধিরোহো যত্র যথাস্যাত্তথা

চাঞ্চল্য বশতঃ যে কান্তি-কৌমুদী স্ফুরিত হইতে লাগিল তাহাতে তাঁহাদের শ্রীমুখ-চন্দ্রযুগল অভিষিক্ত হইল ॥৭৭॥

পরে পরস্পরের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক দেহভার অর্পণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ অতি বেগে চক্রাকারে ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন কন্দর্পরূপ কুম্ভকারের পীত-নীল-রত্নময় চক্রদুটী এক হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছে এবং সেই ভ্রমণ সময়ে উভয়ের বেণীদ্বয় পৃষ্ঠ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ বহির্ভাগে নীল শোভাযুক্ত পরিধিবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৭৮॥

তদনন্তর চক্র-ভ্রমি নৃত্যোচিত তাল-সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্ব সময় উপস্থিত হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের অঙ্গুলি-গ্রন্থি মুক্ত করিয়া এককালে পৃথক্ নৃত্যের নানাভেদ ও দুর্গ-মার্গাধিরোহ রূপ দুর্গম নৃত্য পারিপাট্য সূচিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাল সমাপ্ত

সমাপ্তো তু শ্রেষ্ঠোরসি হরিরধাদ্দক্ষিণং পাণিপদ্মং
স্বরামেনৈতেন স্পৃশদিব কুচং বারিতং তস্তয়াপি ।।৭৯।।
কাচিত্তদা বিজয়তি স্ম ভূষা-
ব্যত্যাসমস্তত্যপবা লিলেপ।
শ্রীখণ্ড কর্পূররসৈ স্তদঙ্গা-
ন্যোকাস্তয়োরর্পয়তি স্ম বীটীঃ ।।৮০।।
লিহস্ত্যর্ব্বাচানা নিজরসনয়া রাসং কথং তং হঠা-
ন্নগাযত্রেশানা সফলিতদৃশাং তাৎকালিকানা মপি।

অনটতাং। তালসমাপ্তি সময়ে তু শ্রীরাধিকায়া উরসি বক্ষ-স্থলে দক্ষিণং পাণি পদ্মং অধাৎ দধার। তস্মিন্ সময়ে তয়া রাধয়াপি বামেন এতেন পাণিপদ্মেন স্বকুচং স্পৃশদিব তৎ কৃষ্ণস্য পাণি-পদ্মং বারিতং। তথা চ পরস্পরং সম্মুখতয়া নৃত্য সময়ে যদা শ্রীকৃষ্ণঃ তালসমাপ্তিমিষেণ দক্ষিণ-হস্তেন কুচং স্পৃশতি তদেব তয়াপি তালসমাপ্তিমিষেণ পাণিপদ্মং বারিত মিত্যর্থঃ ॥৭৭॥

তদা নৃত্য সমাপ্তানন্তরং কাচিৎ সখী তৌ বীজবতিস্ম। কাচিৎ অঙ্গদহারাদি ভূষাণাং ব্যত্যাং অস্যতো দূরীকুর্ব্বতো চন্দন কর্পূররসৈস্তয়োরঙ্গানি লিলেপ। একা তয়োরাস্যয়োর্বীটীঃ অর্পয়তিস্ম ॥৮০॥

অধুনা প্রেমভক্তিং বিনা রাসবর্ণনং ন সম্ভবেদিত্যাহ। অর্ব্বাচীনা আধু-

---

সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে দক্ষিণ কর-কমল অর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনই শ্রীরাধিকাও তাল সমাপ্তির ছলে বাম কর-কমল দ্বারা স্বীয় পয়োধর স্পর্শোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের সেই দক্ষিণ কর-পদ্ম ধারণপূর্ব্বক নিবারিত করিলেন ।।৭৯।।

এইরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নৃত্যলীলা সমাপনান্তর উপবেশন করিলে, কোন সখী তাঁহাদিগকে ব্যজন করিতে লাগিলেন, কোন সখী নৃত্য-কালে বিপর্য্যস্ত অঙ্গদ হারাদি ভূষণ-নিচয়ের সুবিন্যাস করিয়া তাঁহাদের তনুযুগলে চন্দন কর্পূরাদি-রস লেপন করিতে লাগিলেন। কোন সখী তাঁহাদের বদন-কমলে তাম্বূল বীটী অর্পণ করিলেন ।।৮০।।

প্রভুস্তং প্রেমা চেৎকমপি চতুরং স্বাধারমাখ্যাপয়েৎ
তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরপহৃতধিয়া তেনাপি বর্ণ্যো নসঃ ॥৮১॥
কিন্তুশক্তিরতুলা কৃপা তয়োঃ
সা স্বয়ং শুকমুখেন্দুনা জগৎ।

নিকা জনাঃ স্ব-রসনয়া তং রাসং কথং হঠাৎ লিহন্তু বর্ণয়ন্তিতি যাবৎ। তাৎকালিকানাং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটলীলোৎপন্নানাং অতএব তাদৃশলীলাদর্শনেন সফলিত দৃশাং গীর্ব্বচনং যত্র রাসবর্ণনেন ঈশানা ন সমর্থা। প্রেমা যদি কৃপয়া প্রভুর্ভবতি তদা স্বাশ্রয়ীভূতং কমপি চতুরং জনং তং রাসং আখ্যাপয়েৎ ব্যাখ্যাতুং যজুং প্রেরয়েৎ। তথাচ প্রেমভক্তিং বিনা রাসবর্ণনং ন ভবেদিতি ভাবঃ। তদীয়ৈঃ রাসসম্বন্ধিভির্ম্মাধুর্য্যৈঃ প্রেমবৈবশ্যেন অপহৃতা ধীর্যস্য তেন জাতপ্রেম্না জনেনাপি স রাসো বর্ণ্যো ন ভবতি ॥৮১॥

কিন্তু তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরতুলা কৃপাশক্তিঃ শুকদেবস্য মুখরূপ চন্দ্রেণ জগৎ অলং অতিশয়েন দ্যোতয়ন্তী সতী যদি দিশং এক দেশং প্রেক্ষয়ৎ দিগদর্শনং

প্রেম ভক্তি ব্যতীত রাসলীলা বর্ণন কদাচ সম্ভব হয় না, ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার ইহাই প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—অর্ব্বাচীনগণ অর্থাৎ আধুনিক জনগণ কিরূপেই বা স্বীয় রসনা দ্বারা এই রাসলীলা সহসা আস্বাদন বা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা কালে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া তাদৃশী লীলা দর্শন পূর্ব্বক নয়ন সফলীকৃত করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্যও রাসলীলা বর্ণনে সমর্থ নহে। এমন কি স্বয়ং প্রেমও যদি কৃপাপূর্ব্বক প্রভু হইয়া স্বীয় আশ্রিত কোন চতুর জনকে রাসলীলা ব্যাখ্যা করিতে প্রেরণ করেন, তাহা হইলেও রাসলীলা-মাধুর্য্যে প্রেম-বৈবশ্য বশতঃ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অপহৃত হওয়ায় সেই জাতপ্রেম ভক্তজনের দ্বারাও রাসলীলা বর্ণন সম্ভব হয় না। যেহেতু তাদৃশ প্রেমিক ভক্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়ায় তাঁহার বর্ণন করিবার শক্তি থাকে না ॥৮১॥

কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলা কৃপাশক্তি শুকদেবের মুখচন্দ্রের দ্যুতিতে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া যাহা দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন, সেই

স্তোত্রয়ন্ত্যলমবৈক্ষয়দ্দিশং
ধাম বিন্দতি তয়ৈব সেক্ষণঃ ।।৮২।।

—:•:—

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে রাস-বিলাসাস্বাদনো
নামৈকোনবিংশঃ সর্গঃ ॥

কারমামাসেত্যর্থঃ তদা তয়ৈব দিশা সেক্ষণঃ ঈক্ষণেন জ্ঞানেন সহ বর্ত্তমানো ধাম রাস স্বরূপং বিন্দতি প্রাপ্নোতি।

সমাপ্তোঽয়মেকোনবিংশঃ সর্গঃ।

দিগ্‌ দর্শন দ্বারা সুবিজ্ঞজন সেই রাসস্বরূপ অবশ্য বিদিত হইয়া থাকেন ।।৮২।।

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের মর্ম্মানুবাদে রাসলীলাস্বাদন
নাম উনবিংশ সর্গ ।।১৯।।

বিংশঃ সর্গঃ।

—:•:—

অথ প্রবন্ধানমুসৃত্য চিত্রং
তৌর্য্যত্রিকং সাধু বিধায় কান্তাঃ।
বিহৃত্য কৃষ্ণাবনয়োর্নয়োঢ়
স্বস্বাঙ্গবেশা বিবিশু নিকুঞ্জং ॥১॥

খর্জ্জুর-রম্ভা-পনসাম্র-জম্বু
প্রভৃত্যতি স্বাদু ফলানি বৃন্দা।
আহৃত্য তত্তৎ দ্যুতি সৌরভাভ্যা-
মস্তাবয়ত্তদ গানধীশৌ ॥২॥

অথানন্তরং কান্তশ্চ কান্তাশ্চ কান্তাঃ শ্রীকৃষ্ণ সহিত ব্রজসুন্দর্য্যঃ অনেকতাল মিলনাৎ জাতান্ প্রবন্ধান্ অনুসৃত্য আশ্চর্য্য তৌর্য্যাত্রিকং নৃত্যগীতবাদিত্রাদিকং সাধু বিধায় কৃত্বা পশ্চাৎ কৃষ্ণয়া যমুনায়া বনয়োঃ জলস্থলয়োঃ অর্থাৎ যমুনায়াজলে যমুনায়াঃ কূলস্থলে চ বিহৃত্য নয়েন স্বস্বোচিতনীত্যা ঊঢ়া স্বীকৃতাঃ স্বস্বাঙ্গবেশা যাভিস্তানি কুঞ্জং বিবিশুঃ ॥১॥

বৃন্দা ফলানি আহৃত্য তেষাং তেষাং ফলানাং কান্তিসৌরভাভ্যাং তান্ তান্ অগান্ বৃক্ষান্ অধীশৌ রাধাকৃষ্ণৌ অস্তাবয়ৎ স্তবং কারয়ামাস ॥২॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীগণ বহুবিধ তালমিলনজাত প্রবন্ধের অনুসরণ পূর্ব্বক বিচিত্র নৃত্য গীত বাদ্যাদির সুবিধান করিয়া যমুনার জলে স্থলে বিহার করিলেন এবং সকলেই স্ব স্ব যোগ্য বেশ ধারণ করিয়া কুঞ্জ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥১॥

তখন বৃন্দাদেবী খর্জ্জুর, রম্ভা, পনস, আম, জাম প্রভৃতি অতি স্বাদু ফল সকল তথায় আহরণ করিয়া আনিলেন। সেই সকল ফলের কান্তি ও সৌগন্ধে বিমোহিত হইয়া বৃন্দাবনের অধীশযুগল অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন ॥২॥

সখ্যঃ সমানৈষুরথাভিরম্যাঃ
কর্পূর কেল্যাদিতয়া প্রসিদ্ধাঃ।
পীযুষ পর্ব্বামৃত কেলীসীধু-
বিলাসকানঙ্গ-গুটীর্বটীস্তাঃ ॥৩॥
আস্বাদ্য তত্তৎ প্রিয়য়া সহাস্থঃ
সহাস্যমাস্যে দ্যুতিলব্ধলাস্যে।
দাস্যর্পিতাঃ স্বর্ণ-সুবর্ণ-পর্ণ-
বীটীর্দধে কুন্দরদো মুকুন্দঃ ॥৪॥
ধাত্রার্পিতো নীলনিধৌ নিধৌত
শ্চন্দ্রো নু মাধুর্য্যরসেন যোহসৌ।

সখ্যস্তু গৃহাদানীতাঃ কর্পূর-কেল্যাদি পঞ্চবটকাঃ রাধাকৃষ্ণয়োরগ্রে সমানৈষুঃ আনীতবত্যঃ। কথম্ভূতাঃ অভিরম্যাঃ অভি সর্ব্বতো ভাবেন রমনীয়াঃ ॥৩॥

প্রিয়য়া সহ আস্যা উপবেশো যস্য। স্যাদাস্যা ত্বাসনা স্থিতিরিতি অমরঃ। তথাভূতঃ কৃষ্ণঃ সহাস্যং যথাস্যাত্তথা তত্তৎ বটকাদিকং আস্বাদ্য কান্তিভিলব্ধং লাস্যং নৃত্যং যত্র তথাভূতে আস্যে মুখে দাসীভিরর্পিতাঃ স্বর্ণবৎ সুষ্ঠুবর্ণ পর্ণ নির্ম্মিতাঃ বিটীর্দধার ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণস্য মুখং বর্ণয়তি। বিধাত্রা শ্রীকৃষ্ণস্য স্কন্ধ পর্য্যন্তং শরীররূপ নীল-নিধৌ অর্পিতো যশ্চন্দ্রো মাধুর্য্যরসেন নিতরাং ধৌতঃহসৌ স্বাস্তধৃত দন্তরূপ নক্ষত্র

অতঃপর ললিতাদি সখীগণ গৃহ হইতে আনীত কর্পূর-কেলি পীযুষ গ্রন্থি, অমৃতকেলি, সীধুবিলাস ও অনঙ্গগুটী এই পঞ্চপ্রকারের প্রসিদ্ধ বটক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করিলেন ॥৩॥

প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত উপবিষ্ট কুন্দদন্ত শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে সেই সকল বটকাদি আস্বাদন করিলেন এবং দাসীগণ স্বর্ণ-সুবর্ণ তাম্বূল-বীটিকা তাঁহার সুন্দর কান্তিময় বদনাম্বুজে অর্পণ করিলেন, তিনি চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ॥৪॥

তাহাতে তাঁহার শ্রীমুখের এক অনুপম মাধুরী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরি! বিধাতা যদি নীলনিধির উপর মাধুর্য্যরসে ধৌত

স্বান্তধ্বতোড়ূপ্রচয়োঽনুরাগে
স্তিম্যং স্তুদীয়ানন তামগাৎ কিং ॥৫॥
ধৈর্য্যং তদাস্যাস্তিমিরী বভুব
ত্রপা স্ম ভেজে নলিনীবনীত্বং।
স্মারো বিকারঃ কুমুদায়িতোঽভূ-
দ্দৃগিন্দুকান্তেন দধার সাম্যং ॥৬॥

সমূহো যেন তথাভুতঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখরূপতাং কিং অগাৎ? কথংভুতঃ অনুরাগেঽস্মিন্ আর্দ্রোভবন্ ॥৫॥

যদা শ্রীকৃষ্ণস্য মুখরূপ চন্দ্রস্থ উদয়ো বভুব তদা অস্যা রাধায়া অপি ধৈর্য্যং বভুব। ধৈর্য্যরূপান্ধকারস্য চন্দ্রোদয়নাশ্যত্বাদিতি ভাবঃ। অস্যা লজ্জাতু নলিনীবনীত্বং কমলিন্যাঃ ক্ষুদ্র বনত্বং ভেজে। চন্দ্রোদয়ে কমলিন্যা অপি ম্লানত্বং প্রত্যক্ষসিদ্ধং। তদানীং কন্দর্প বিকারঃ কুমুদ ইবাচরিতোঽভূৎ। চন্দ্রোদয়ে কুমুদং প্রফুল্লোভব তীতিভাবং। তস্যা দৃক্ নেত্রং চন্দ্রকান্তমণিনাসহ সাম্যং দধার। চন্দ্রোদয়ে সতি চন্দ্রকান্ত মণেরপি ধারা নিঃসরতি। তথৈব শ্রীকৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রদর্শনাৎ শ্রীরাধিকায়া নেত্রাৎ আনন্দাশ্রুধারা নিঃসরতীতি ভাবঃ ॥৬॥

করিয়া চন্দ্র অর্পিত করেন আর সেই চন্দ্রের অভ্যন্তরে নক্ষত্রনিচয় অনুরাগের অরুণিমায় স্তিমিত হইয়া শোভা পায়, তাহা হইলে কি শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্বুল-রাগরঞ্জিত শ্রীমুখচন্দ্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে? তাহাও ত বোধ হয় না ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের উদয় হইলে শ্রীরাধার ধৈর্য্যরূপ অন্ধকার তিরোহিত হইল, লজ্জা ক্ষুদ্র নলিনীবনের ন্যায় ম্লান পরিদৃষ্ট হইল, মদন-বিকার, চন্দ্রোদয়ে কুমুদ যেরূপ প্রফুল্ল হয় সেইরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাঁহার নয়ন দুটী চন্দ্রকান্তমণির তুল্য বোধ হইল অর্থাৎ চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তমণি হইতে যেরূপ জলধারা নিঃসৃত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শনে শ্রীরাধিকার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু-ধারা বিগলিত হইতে লাগিল ॥৬॥

এষাং তরুণা মতি সূক্ষ্মপত্র
ছিদ্রচ্যুতান্ম্যারুত বেল্লিতানাং।
লোলেক্ষণে! লোকয় চন্দ্রিকানাং
কণান্ জনান্মানয়তো মনোজ্ঞং ॥৭॥
বৃন্দাবনস্যাপচিতিং বিধিৎসু-
র্যা যাঃ স্বভাসঃ প্রজিঘায় চন্দ্রঃ।
তাঃ কিং পলাশাবলি চালনীভিঃ
সংশোধ্য গৃহ্লাত্যনিলোঽস্মদাপ্তঃ ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণস্তদা প্রিয়ায়াঃ কন্দর্পভাবোদ্গমং অনুমায় তাদৃশভাবপোষকং উদ্দীপনং দর্শয়তি। হে কন্দর্পভাবোৎপন্নচাঞ্চল্য-বিশিষ্টেক্ষণে! রাধে! এষাং পবনেন বেল্লিতানাং সঘনবৃক্ষাণাং পত্রাণাং পরস্পরং নিবিড় সংযোগাৎ সূক্ষ্ম পত্রছিদ্রাত্তস্মাৎ চ্যুতান্ জ্যোৎস্নানাং কণান্ ত্বং অলোকয় পশ্য। কথংভূতান্ জনান্ মনোজ্ঞং কন্দর্পং মানয়তঃ জ্ঞাপয়তঃ অনুভাবয়ত ইতি যাবৎ ॥৭॥

পত্রছিদ্রদ্বারা নিঃসৃত জ্যোৎস্না-কণাৎ সচ্ছিদ্র পত্রসমূহরূপচালন্যা ছানিতত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। বৃন্দাবনস্যাপচিতিং পরিচর্য্যাং কর্ত্তুমিচ্ছুশ্চন্দ্রঃ যাঃ যাঃ স্বজ্যোৎস্নাঃ প্রজিঘায় প্রস্থাপয়ামাস। হি গতৌ। প্রপূর্ব্বহিধাতুঃ প্রস্থাপনার্থকঃ। তা এব জ্যোৎস্না অস্মাকমাপ্তঃ পবনঃ। কিং পত্রশ্রেণীরূপ চালনীভিঃ সংশোধ্য ছানিতাঃ কৃত্বা গৃহ্লাতি ॥৮॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীমণি শ্রীরাধার কন্দর্প-ভাবোদ্গম অনুমান করিয়া তাদৃশ ভাব পোষক উদ্দীপন প্রদর্শন করিয়া কহিলেন —"হে চঞ্চলাক্ষি! রাধে! পবন-কম্পিত ঘন বৃক্ষশ্রেণীর পত্রাবলির পরস্পর নিবিড় সংযোগে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে জ্যোৎস্না-কণা সকল কেমন ঝরিয়া পড়িতেছে দেখ! উহা দেখিলে জনগণের মনোমধ্যে সহসা মদনানুভূতি জাগিয়া উঠে ॥৭॥

আহা! ঐ পত্র-ছিদ্রপথে নিঃসৃত জ্যোৎস্না-কণা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, সুধাংশু এই বৃন্দাবনের পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত যে যে জ্যোৎস্নাধারা বর্ষণ করিতেছেন, সেই সকল জ্যোৎস্নাধারাকে

তৎ কৌসুমং তল্পমনল্প কৌশলং
কল্পদ্রু-কুঞ্জে ক্ষণ মাশ্রিতা বয়ং।
ভজাম বিশ্রামমিতি ব্রুবন্ ধৃত-
প্রিয়াকরঃ কেলিকলানিধির্ব্বভৌ ॥৯॥
(বিশেষকং)
স্ববাহুসন্ধানিতকণ্ঠয়া তয়া
সংবিশ্য-পর্য্যঙ্কবরে হরৌস্থিতে।
তৎপাদ সম্বাহন শর্ম্ম কর্ম্মণাং
তৎ কিঙ্করীণাং সমপূরি বাঞ্ছিতং ॥১১॥

তত্তস্মাৎ হে প্রিয়ে! কল্পবৃক্ষস্য কুঞ্জে কুসুমতল্পং আশ্রিতা বয়ং ক্ষণং বিশ্রামং ভজাম ইতি ব্রুবন্ শয়নার্থং ধৃতঃ প্রিয়ায়াঃ করো যেন তথাভূত সন্ বভৌ ॥৯॥

স্বস্য কৃষ্ণস্য বামবাহুনা সন্ধানিতো বদ্ধঃ কণ্ঠো যস্যাঃ তয়া প্রিয়য়া সহ পর্য্যঙ্কশ্রেষ্ঠে সংবিশ্য শায়িত্বা শ্রীকৃষ্ণে স্থিতে সতি তয়োঃ পাদসম্বাহনমেব সুখ রূপকর্ম্ম যাসাং তথাভূতানাং তস্যা রাধায়াঃ কিঙ্করীণাং কদা রাধা কৃষ্ণয়োঃ শয়নং ভবিষ্যতি কদা বা পাদসম্বাহনং প্রাপ্স্যাম ইতি বাঞ্ছিতং সমপূরি বভূব॥১০॥

আমাদের আপ্তজন পবন ঐ পলাশাবলিরূপ চালুনীতে ছানিয়া সংশোধন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন ॥৮॥

অতএব এস প্রাণাধিকে! আমরা এক্ষণে কল্পতরুকুঞ্জে প্রভূত কৌশলযুক্ত কুসুমতল্প আশ্রয় করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করি।" এই বলিয়া কেলি-কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা শ্রীরাধার কর ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন ॥৯॥

অনন্তর বাম বাহুদ্বারা প্রিয়তমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই কুসুমপর্য্যঙ্কবরের উপর শয়ন করিলে, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের পাদসম্বাহন করাই যাঁহাদের সুখজনক কর্ম্ম, সেই শ্রীরাধা-কিঙ্করীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল অর্থাৎ কখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ শয়ন করিবেন কখন্ আমরা পাদ-সম্বাহন করিয়া সুখী হইব" এই যে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের মনের অভিলাষ, তাহা এতক্ষণে পূর্ণ হইল ॥১০॥

উর্ব্বোঃ স্বয়োঃ কানকপীঠয়োঃ ক্রমা-
ন্নিধায় পাদাম্বুরুহে নিজেশয়োঃ।
দ্বে দাসিকে তৎ-শয়নান্ত সঙ্গতে
দৃধিন্দুভিঃ পাদ্যমিবোপজহ্রতুঃ ॥১১॥
উদ্ভিন্নরোমাঙ্কুর পালিরেব
প্রাপাঘ্যতাং কিন্তু তয়াপি শঙ্কাং।
তস্মাদিবালোচনয়া দধত্যৌ
পাণ্যম্বুজৈরার্চ্চয়তা নিবৈতে ॥১২॥

অধুনা কিঙ্করীণাং যে উরুদেশাস্তান্ স্বর্ণপীঠত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য সম্বাহনার্থং উরুদেশস্থিতানি তয়োঃ পাদকমলানি দেবতাত্বেন চরণস্পর্শ জন্যং তাসামষ্টসাত্বিকং ষোড়শোপচার পূজা-সামগ্রী ঘটকত্বেনচোৎপ্রেক্ষ্যতে। নিজেশয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ পাদকমলেস্বর্ণনির্ম্মিতপীঠ স্বরূপয়ো স্বায়োরুদেশয়োঃ ক্রমাৎ নিধায়দ্বে দাসিকে তয়োঃ শয়নস্থ শয্যায়া অন্তদেশং সঙ্গতে সম্বাহনার্থং প্রাপ্তে সত্যৌ আনন্দাশ্রুভিঃ করণৈঃ পাদ্যামিবোপজহ্রতুঃ ॥১১॥

উদ্ভিন্না উদ্গতা রোমাঙ্কুর-শ্রেণীরেবার্ঘ্যতাং প্রাপ। এতে কিঙ্কর্য্যৌ চরণযোস্মাদবালোচনয়া তয়াপি উরুদেশস্থ রোমাঙ্ক শ্রেণ্যাপি চরণয়োবাধা ভবিষ্যতি ইতি শঙ্কাং দধত্যৌ স্বপাণিকমলৈরেবার্চ্চয়তামিব। তথাচ বেদনাশঙ্কয়া তয়োশ্চরণকমলে স্বায়োরুদেশাং স্বপাণিকমলেষু দধতুরিত্যর্থঃ ॥১২॥

পূজক যেরূপ স্বায় অভীষ্ট দেবতাকে পীঠোপরি স্থাপন পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেবাপরা কিঙ্করীদ্বয়ও শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া নিজেশ্বরী ও নিজেশ্বর অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ-কমলযুগলরূপ অভীষ্ট দেবতাকে স্বায় উরুদেশরূপ সুবর্ণ পীঠে যথাক্রমে স্থাপন পূর্ব্বক প্রথমতঃ সাত্ত্বিকবিকারোত্থ আনন্দাশ্রুবিন্দু নিচয়কেই পাদ্যরূপে উপহার প্রদান করিলেন ॥১১॥

এবং উদ্ভিন্ন রোমাঙ্কুরশ্রেণীই তখন অর্ঘ্যরূপে প্রতিভাত হইল। কিন্তু তাহাতে কিঙ্করীদ্বয়ের মনোমধ্যে এক বিশেষ আশঙ্কার উদয় হইল; তাঁহারা শ্রীচরণ-কমলের মৃদুতা আলোচনা করিয়া স্বায় উরু-

গন্ধং তু কস্তূর্য্যমৃতাংশুপঙ্ক
র্বক্ষঃস্থলস্থৈরুপকল্প্য সত্তঃ।
নিশ্বাসধূপেন খরত্ন দীপৈ-
রালোকমাল্যৈর্ধিনুতঃ স্ম নীত্যা ॥১৩॥
নৈবেদ্যতায়াং করকাবুরোজৌ
সংস্পর্শনেনাভিমতৌ বিধায়।

অধুনা আনন্দবৈবশ্যেন স্ববক্ষঃস্থলধৃতাভ্যাং চরণ-কমলাভ্যাং গন্ধোপহারমাহ। বক্ষঃস্থলস্থৈঃ কস্তুরীকর্পূরপঙ্কৈর্গন্ধং উপকল্প্য তয়োরানন্দাধিক্যজন্য শ্বাসাতিশয়া এব ধূপাস্তৈঃ। এবং নখরত্নান্যেব দীপাস্তৈঃ। এবং আলোকোঽবলোকনং তদ্রূপৈর্মাল্যৈশ্চ ষোড়শোপচারপূজাবোধক শাস্ত্রনীত্যা ধিনুতঃস্ম সুখয়তঃ স্ম ॥১৩॥

কদাচিৎ আনন্দাতিশয়েন স্তনোপরিধৃতাভ্যাং চরণকমলাভ্যাং নৈবেদ্যোপহার মাহ। উরোজৌ তাসাং স্তনাবেব করকৌ দাড়িমৌ স্তনাভ্যাং সহ চরণ-কমলস্য স্পর্শেণ হেতুনা নৈবেদ্যতায়াং অভিমতৌ সম্মতৌ বিধায় কৃত্বা। তাসাং

দেশস্থ রোমাবলী দ্বারা শ্রীচরণের ব্যথা হইবে ভাবিয়া সেই শ্রীচরণ-কমলকে উরুদেশ হইতে উত্তোলিত করিয়া স্বকীয় করাম্বুজ দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥১২॥

পরে আনন্দ-বৈবশ্য নিবন্ধন সেই শ্রীচরণকমল যুগল স্বীয়বক্ষঃ স্থলে ধারণ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলস্থ কস্তুরী কর্পূর পঙ্ককে তখন গন্ধরূপে উপকল্পিত করিলেন। অর্চ্চা-বিধিতে অগ্রে গন্ধ, পরে পুষ্প প্রদানের নিয়ম, কিন্তু এস্থলে আনন্দ বৈবশ্যের কারণই উহার ব্যতিক্রম ঘটিল অর্থাৎ অগ্রে পুষ্প পরে গন্ধ অর্পিত হইল। তাঁহাদের আনন্দাধিক্য জন্য নিশ্বাসই ধূপরূপে, নখ-রত্ননিচয়ই দীপরূপে প্রকল্পিত হইল এবং অবলোকনরূপ পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া ষোড়শোপচার-বোধক শাস্ত্রনীতি অনুসারে সেই স্বাভীষ্ট শ্রীচরণ-দেবতার সুখ বিধান করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তদনন্তর আনন্দাতিশয্যবশতঃ পয়োধর যুগলের উপর শ্রীচরণকমল

প্রাণ-প্রদীপৈঃ স্মিত চন্দ্রমিশ্রৈ
নিম্মঞ্ছনং প্রেমভরাদ্ব্যধত্তাং ॥১৪॥
হিরণ্যরম্ভোপরি বর্ত্তিপল্লবে-
ষ্বাসজ্য রক্তোৎপলকোরকোত্তমাঃ।
ভৃঙ্গালিঝঙ্কার ভৃতোঽনটন্মহো!
তৎ পাদসম্বাহন দম্ভতোঽসকৃৎ ॥১৫॥
তৌ বিজয়ন্ত্যো বলয়ানি ঝঙ্কৃতি
স্তুতৈঃ প্রশূনব্যজনৈঃ পরা বভুঃ।

নাসাধারা নিঃসৃতাঃ পঞ্চপ্রাণা এব নিকটস্থ স্মিতকর্পূরমিশ্রিতাঃ সন্তঃ কর্পূরং বর্ত্তিকা বভূবুস্তৈরেব প্রেমভারাৎ নিম্মঞ্ছনং আরাত্রিকং ব্যধত্তাং অকুরুতাং ॥১৪॥

কিঙ্করীণাং উরুদেশো স্বর্ণকদলাস্তেনোৎপ্রেক্ষ্য তয়োঃ তত্রস্থিতপাদৌ পল্লবত্বেন পাদমর্দ্দনার্থং মুষ্টীকৃতহস্তং রক্তোৎপল কলিকাত্বেন মর্দ্দনার্থং উৎক্ষেপণা বক্ষেপণ ক্রিয়াঃ নৃত্যত্বেন চ উৎপ্রেক্ষতে। উরুদেশরূপ স্বর্ণরম্ভোপরি বর্ত্তমানা যে রাধাকৃষ্ণয়োঃ পাদপল্লবাস্তেষ্বাসজ্য আসক্তোভূয়ঃ মুষ্টীকৃত হস্তরূপ রক্তোৎপলকলিকাঃ উত্তমাঃ তয়োঃ পাদসম্বাহনচ্ছলতঃ অসকৃৎ অনটন্ নৃত্যং চক্রুঃ। কথম্ভূতাঃ মণিবন্ধস্থাঃ চূড়ী ইতি খ্যাতা বলয়াস্ত এব ভ্রমর-শ্রেণয়স্তাসা ঝঙ্কারভৃতঃ ॥১৫॥

ধারণ করায় মনে হইল, তাঁহারা স্বীয় উরোজরূপ দাড়িম্বদ্বয়ের সহিত চরণ কমলের স্পর্শ ঘটাইয়া ঐ স্তন-দাড়িম্বদ্বয়কে নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করিলেন এবং পঞ্চপ্রাণই যেন নাসিকা দ্বার দিয়া নিঃসৃত হইয়া মৃদু হাস্যরূপ কর্পূর-বর্ত্তিকা স্বরূপে শোভা পাইল, তাঁহারা তখন সেই প্রাণ প্রদীপ দ্বারা প্রেমভরে আরতি করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

কিঙ্করী-যুগলের উরুদেশরূপ কনক-কদলীতরুর উপর ন্যস্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ-পল্লবরাজি যেন পাদসম্বাহনার্থ মুষ্টীকৃত হস্তরূপ রক্তোৎপল-কলিকার সহিত মিলিত হইয়া মর্দ্দনার্থ উৎক্ষেপ অবক্ষেপ ক্রিয়ার ছলে পুনঃপুন নৃত্য করিতেছে এবং নৃত্যকালে মণিবন্ধস্থ রত্ন চুড়ি বা বলয়নিচয় ভ্রমর-শ্রেণীর ন্যায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল ॥১৫॥

মূর্ত্তৈর্যশোভিঃ কবিবৃন্দ-বর্ণিতৈঃ
কিং স্বৈরধিন্বন্নধিপৌ নটীকৃতৈঃ ॥১৬॥
সুবর্ণ বর্ণাঃ ক্রমুকেন্দুজাতি
লবঙ্গ চূর্ণাদ্যুচিতাংশভাজঃ ॥
তাম্বূলবীটীরপরে ন্যধত্তাং
তদাস্যয়োঃ পার্শ্বগতে করাভ্যাং ॥১৭॥
যৌ পূর্ণ চন্দ্রাবুদিতৌ নিরঙ্কৌ
তদংশুপীযূষ-রসাভিসিক্তে।

পরা কিঙ্কর্য্যঃ হস্তস্থবলয়রূপ ভ্রমর ঝঙ্কারেণ স্তবৈঃ পুষ্পময় ব্যজনৈস্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ বীজয়ন্ত্যঃ সত্যঃবভুঃ দীপ্তিং চক্রুঃ। পুনঃ শ্বেতপুষ্পময়ব্যজন-শ্রেণীং কিঙ্করীণাং যশোরূপত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য ব্যজনানাং চালনক্রিয়াশ্চ নৃত্যত্বেন কিং অধিপৌ রাধাকৃষ্ণৌ অধিন্বন্ অসুখয়ন্। কথম্ভূতৈঃ তাভিরেব নৃত্যার্থং নটীকৃতৈঃ ॥১৬॥

ক্রমুকঃ গুবাকঃ ইন্দুঃ কর্পূরঃ। তেষাং চূর্ণীকৃতানাং অধিকাংশনিবেশে বৈরস্যং স্যাদিতিহেতোঃ উচিতাং শং ভজন্তি যাস্তাস্তাম্বূলবীটীঃ অপরে কিঙ্কর্য্যৌ তয়োর্মুখমধ্যে নিধত্তাং। কথম্ভূতে বীটীপ্রার্থনার্থং তয়োঃ পার্শ্বঃ গতে ॥১৭॥

কিঙ্কর্য্যৌ স্বর্ণবর্ণীত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। রাধাকৃষ্ণয়োর্যৌ নিষ্কলঙ্কৌ পূর্ণমুখ-

সেবাপরা অপরা কিঙ্করীগণ হস্তস্থ বলয়রূপ ভ্রমর-ঝঙ্কার দ্বারা স্তুতি করিতে করিতে পুষ্পময় ব্যজনী দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্যজন করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। আহা! সেই শ্বেতপুষ্পময় ব্যজনী সঞ্চালন দেখিয়া বোধ হইল যেন কিঙ্করীগণের কবিগণ-বর্ণিত শুভ্র যশের মুর্ত্তিকে নটীরূপে নৃত্য করাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখবিধান করিতেছেন ॥১৬॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্শ্বদ্বয়ে অবস্থান করিয়া দুইটী কিঙ্করী যথাযোগ্য ভাগ মত গুবক-কর্পূর-জায়ফল ও লবঙ্গ চূর্ণাদি দ্বারা নির্ম্মিত সুবর্ণ তাম্বূল বাটিকা কর-পল্লবে লইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বদন-কমলে অর্পণ করিলেন ॥১৭॥

স্বপল্লবাভ্যাং কলিকে গৃহীত্বা
গাঙ্গেয়বল্লৌ মুখরাজতুঃ কিং ॥১৮॥
কান্তে! দিশৈতাঃ শয়নায় গন্তুং
ঘূর্ণদ্দৃশঃ সংপ্রতি খিন্ন-গাত্রীঃ।
শ্রান্তিঃ পদোস্তেন শমং যযৌ চে-
ত্তদর্থমেতাবহমেব ধাস্যে ॥১৯॥

চন্দ্রো উদিতৌ তয়োঃ কিরণামৃত রসাভিসিক্তে গাঙ্গেয় বল্লৌ কিঙ্করীরূপস্বর্ণ-বল্লী স্বায় হস্তরূপ পল্লবাভ্যাং বাটিকারূপে কলিকে গৃহীত্বা মুখচন্দ্রৌ কিং মুখরী-জতুঃ পূজয়াঞ্চক্রতুঃ ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধিকা মাহ। হে প্রিয়ে! এতাঃ কিঙ্করীঃ শয়নায় গন্তুং আজ্ঞাপয়। যতো নিদ্রয়া ঘূর্ণদ্দৃশঃ সম্প্রতি রাসবিহারেণ খিন্নগাত্রীশ্চ তন্বি খিন্না ইতি পাঠে তন্বীতি সম্বোধনং। হে তব পাদযোঃ শ্রান্তিঃ সমং শান্তিং উপশম-মিতি যাবৎ ন যযৌ নপ্রাপ। রাসবিহার জন্য পদশ্রমো যদি ন গত ইত্যর্থঃ। তদর্থং শ্রমদূরীকরণায় এতৌ তব পাদৌ অহমেব ধাস্যে ধরিষ্যামীতি পরিহাসো দ্যোতিতঃ ॥১৯॥

আমরি। তাহাতেও বোধ হইল শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক শ্রীমুখচন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহার কিরণামৃতরসে অভিষিক্ত দুইটি কনকলতা যেন স্ব স্ব কর-পল্লব দ্বারা বাটিকারূপ কলিকা গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্রীমুখচন্দ্র যুগলের পূজা করিতেছে ॥১৮॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কহিলেন "হে কান্তে। তোমার এই কিঙ্করীগণকে শয়ন করিতে যাইতে আজ্ঞা কর, ঐ দেখ, নিদ্রায় উহাদের নয়ন ঢুলু ঢুলু করিতেছে, হইবারই ত কথা, রাসে নৃত্যাদি করিয়া উহাদের দেহ-লতা বাস্তবিকই শ্রান্তি খিন্না হইয়াছে। তবে এখনও যদি তোমার পদ-শ্রান্তি দূর না হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্যই বা চিন্তা কি? তোমার পথ-শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আমি তোমার পাদ-সম্বাহন করিতেছি ॥১৯॥

ইত্যুক্তিমাত্রেণ সমীহিতস্যো-
বার্থস্য সিদ্ধিং কিলতা বিদুষ্যঃ।
সংপূজ্য দেবাবিব পূজয়িত্র্য-
স্তন্মন্দিরান্ লব্ধবরা নিরীয়ুঃ ॥২০॥
নিষ্ণাত এবতানু তীর্থসারে
রোমাঞ্চপূর্ণঃ স্ফুরিতোজ্জ্বলাঙ্গঃ।
স্মৃত্যুদ্ভবাশেষ বিশেষ ধর্ম্মা-
নুষ্ঠান দক্ষো রভসং স ভেজে ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যুক্তি মাত্রেণ তাঃ কিঙ্কর্য্যঃ বাঞ্ছিতার্থস্য সম্ভোগস্য সিদ্ধিং বিদুষ্যঃ জ্ঞানবত্যঃ সত্যঃ তৎস্থলাৎ নিরীয়ুঃ নির্জগ্মুঃ। তত্র দৃষ্টান্ত মাহ। পূজয়িত্র্যঃ পূজাকর্ত্র্যঃ স্ত্রিয়ো যথা দেবৌ সংপূজ্য লব্ধবরাঃ সত্যস্তন্মন্দিরান্নিরীয়ুঃ ॥২০॥

অধুনা শ্লেষেণ সম্ভোগং বর্ণয়তি। স শ্রীকৃষ্ণঃ অতনুতীর্থসারে মহাতীর্থ শ্রেষ্ঠে নিষ্ণাতঃ নিতরাং স্নাতঃ তদনন্তরং স্নানোত্থশীতেন রোমাঞ্চপূর্ণ অঙ্গমার্জনেন স্ফুরিতোজ্জ্বলাঙ্গশ্চ এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্ভবাশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে দক্ষঃ সন্ রভসং হর্ষং ভেজে। সম্ভোগপক্ষে কন্দর্পরূপ সরোবরস্য ঘাট ইতি প্রসিদ্ধে তীর্থশ্রেষ্ঠে নিষ্ণাতঃ পারঙ্গতঃ কন্দর্প ভাবোদয়েন রোমাঞ্চপূর্ণঃ। স্ফুরিতানি উজ্জ্বলরসস্থাঙ্গানি যস্য সঃ। স্মৃত্যুদ্ভবঃ কন্দর্পঃ তস্যাশেষ বিশেষ ধর্ম্মাস্তেষামনুষ্ঠানে স নিপুণঃ। রভসং সম্ভোগার্থং বেগং ভেজে ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সুচতুরা কিঙ্করীগণ "বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধির অর্থাৎ সম্ভোগরস সিদ্ধির সময় সমাগত জানিয়া দেব-পূজার পর পূজয়িত্রীগণ যেরূপ বর লাভান্তর সানন্দে দেবমন্দির হইতে বাহির হন, সেইরূপ কিঙ্করীগণও নিকুঞ্জ মন্দির হইতে নিঃসৃত হইলেন ॥২০॥

অনন্তর পূজার্থী যেরূপ 'অতনুতীর্থসারে' অর্থাৎ মহাতীর্থ-শ্রেষ্ঠে নিরন্তর স্নান করেন এবং স্নানার্থ শীতে রোমাঞ্চপূর্ণ হন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তখন অতনুতীর্থ সারে অর্থাৎ কন্দর্প-রূপসরোবরের ঘাটে স্নান করিয়া কন্দর্প-ভাবোদয় জন্য রোমাঞ্চপূর্ণ হইলেন। অঙ্গ-

প্রারম্ভ এবাধরমৃতমস্তদাস্যা
মৃতং ত্রিরাচম্য ত এব যাসীৎ।
শ্রদ্ধা তয়ৈবাশু বিধির্বভূবা-
নঙ্গোঽপি সাঙ্গো নিরপায়মিষ্টঃ ॥২২॥
নানোপচারান্ কলয়ন্ মুদাশা-
বন্ধং বিতত্যাপসার্য্য বিঘ্নান্।

কর্ম্মণঃ প্রারম্ভ এবামৃতং জলং ত্রিরাচম্য তং ত্রিরাচমনং কুর্ব্বতঃ অস্য অঘভিদঃ কৃষ্ণস্য কর্ম্মণি যা শ্রদ্ধা তয়ৈবাভীষ্টঃ বিধি বিধিবোধিতকর্ম্ম অনঙ্গোঽপি অঙ্গহীনোঽপি নিরপায়ং নির্ব্বিঘ্নং যথাস্যাৎ তথা সাঙ্গোবভূব। পক্ষে সম্ভোগারম্ভ এব তস্যা রাধায়া আস্যামৃতং অধরামৃতং ত্রিরাচম্যতঃ ত্রিঃ পানং কুর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সম্ভোগে যা শ্রদ্ধা আসীৎ তয়ৈবানঙ্গো বিধিঃ কন্দর্পবিধিঃ প্রিয়য়া বাম্যাদি বিঘ্ন সত্ত্বেঽপি কৃষ্ণ বলাধিক্যেন নিরপায়ং নির্ব্বিঘ্নং যথাস্যাত্তথা সাঙ্গো বভূব ॥২২॥

কর্ম্মারম্ভে প্রথমতো যজ্ঞেশ্বর-পূজামাহ। পূজায়াঃ পূর্ব্বং নানোপচারান্

মার্জ্জন দ্বারা যেরূপ অঙ্গে উজ্জ্বলতা স্ফুরিত হয়, সেইরূপ তাঁহাতে উজ্জ্বল রসের অঙ্গ সকল স্ফুরিত হইতে লাগিল। এবং স্মৃত্যুদ্ভব অর্থাৎ স্মৃতি-শাস্ত্র-বিহিত অশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুনিপুণ হইয়া যেরূপ রভস অর্থাৎ হর্ষভাজন হন সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্মৃত্যুদ্ভব অর্থাৎ কন্দর্পের অশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুদক্ষ হইয়া রভস অর্থাৎ সম্ভোগার্থ বেগকে ভজনা করিলেন ॥২১॥

অভীষ্ট কর্ম্মের প্রারম্ভে যেরূপ অমৃত (জল দ্বারা তিনবার আচমন করেন সেইরূপ অঘমথন শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার অধরামৃত তিনবার পান করিলেন। অনন্তর শ্রদ্ধা দ্বারা যেরূপ অভীষ্ট বিধি-বোধিত কর্ম্ম অনঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন হইয়াও নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গ হয়, সেইরূপ রসিকবর শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বিষয়ে যে শ্রদ্ধা ছিল তদ্দ্বারা স্বাভীষ্ট অনঙ্গবিধি অর্থাৎ কন্দর্পবিধি প্রিয়তমার বাম্যাদি বিঘ্ন সত্ত্বেও স্বীয় বলাধিক্য বশতঃ নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গ হইল ॥২২॥

স শাতকুম্ভ্যা তদুরত্ন কুম্ভে
কৃত্বা করন্যাস মুপাত্তকান্তৌ ॥২৩॥
সোমং লিখিত্বা ভজদেব দেবং
কৃতদ্বিজাচ্ছাদন-দান-মানঃ ।

কলয়ন্ সংগৃহ্নন্ আশাবন্ধং ছোটিকয়া দশদিগ্‌বন্ধং বিতন্বন্ বিস্তারয়ন্ তেন দিগ্বন্ধনেন বিঘ্নানপসার্য্য দূরীকৃত্য স্বর্ণঘটিতমহরত্নময়কুম্ভে করন্যাসং কৃত্বা দেব-মভজদিতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। কুম্ভে কীদৃশে উপাত্তা স্বীকৃতা কান্তির্যেন তথাভূতে। পক্ষে নানা উপ সমীপে চারয়ন্ বাৎস্যায়ন শাস্ত্রোক্ত হস্তাদিচালনান্ কলয়ন্ কুর্ব্বন্ প্রত্যাশাবন্ধং বিস্তারয়ন্ বিঘ্নান্ স্তনে হস্তদানসময়ে প্রিয়াকৃত-বারণান্ বলাদপসার্য্য দূরীকৃত্য অতিশয়োক্ত্যা কুম্ভস্থানীয়ে হারাদিরত্নবিশিষ্ট স্বর্ণবর্ণস্তনে হস্তার্পণং কৃত্বা ॥২৩॥

ঘটোপরি উময়া সহ দেবং মহাদেবং লিখিত্বা অভজদেব। কথম্ভূতং কৃ.তা দ্বিজেভ্যঃ আচ্ছাদনবস্ত্রদানৈর্ম্মানঃ আদরঃ যেন সঃ। মহাদেবভজনান্তরং আনন্দাতিশয়তরঙ্গৈঃ প্রিয়ায়া উমায়া অঙ্গেন সহ আত্মনো মহাদেবস্য

কর্ম্মারম্ভে প্রথমতঃ যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিতে হয়,তাই পূজার পূর্ব্বে যেরূপ নানা উপচার সংগ্রহ পূর্ব্বক ছোটিকা দ্বারা আশা-বন্ধ অর্থাৎ দশদিক বন্ধন করেন এবং সেই দিগ্বন্ধন দ্বারা বিঘ্নসমূহ অপসারণ করিয়া অতিশয় শোভাবিশিষ্ট স্বর্ণঘটিত মহারত্নময় কুম্ভে করন্যাস করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও বাৎস্যায়ন শাস্ত্রোক্ত বিবিধ হস্তাদিচালন করিয়া প্রত্যাশাবন্ধ বিস্তার করিলেন অর্থাৎ প্রিয়ায় অনঙ্গ ভাব উদ্দীপন হইয়াছে জানিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং পয়োধরে করার্পণ কালে প্রিয়া কর্ত্তৃক বারণরূপ বিঘ্ন অপসারণ পূর্ব্বক কুম্ভস্থানীয় হারাদি রত্নবিশিষ্ট স্বর্ণবর্ণ স্তন-কমলোপরি কর-কমল অর্পণ করিলেন ।।২৩।।

পরে স্বর্ণ-কুম্ভের উপর সোম অর্থাৎ উমার সহিত মহাদেব অঙ্কিত করিয়া ও সাদরে দ্বিজাচ্ছাদন দান করিয়া যেরূপ অর্চ্চনা করেন, সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণও সেই স্তনকুম্ভের উপর নখচিহ্নরূপ সোম অর্থাৎ শশিকলা

স্তিমাস্মিবানন্দ-ধুরা-তরঙ্গৈ-
রৈক্যং প্রিয়াঙ্গেন সহাত্মনোঽগাৎ ॥২৪॥
দিব্যন্তি তা মে কথমেব মালয়ং
প্রেম্নেতি রাধা স্বগতং যদাব্রবীৎ।
তদা প্রকাশান্ গমিতেন তাবত
স্তাদিচ্ছয়ামূরপি তেন রেমিরে ॥২৫॥

ঐক্যমগাৎ। পক্ষে স্তনঘটোপরি নখচিহ্নরূপং সোমং চন্দ্রং লিখিত্বা দেবং ক্রীড়ানভঞ্জদেব। দিবা ক্রীড়ায়াং। কথম্ভূতঃ কৃতং যদ্দন্তাচ্ছাদনস্যাধরস্য চুম্বনরূপদানং তেনৈব মান আদরো যস্য পশ্চাৎ সম্ভোগাতিশয়াৎ প্রিয়ায়া অঙ্গেন সহ আত্মন স্বস্য ঐক্যমগাৎ ॥২৪॥

শ্রীরাধিকা প্রিয়েণ সহ সম্ভোগসুখমনুভূয় প্রেম্না সখীরপি তাদৃশ সুখমনুভাবয়িতুং স্বগতমাহ! মম তাঃ সখ্যঃ কথং কৃষ্ণেন সহ দীব্যন্তি ক্রীড়ন্তি তদৈব রাধায়া অভিপ্রায় মনুমায় জাতো যা কৃষ্ণস্যেচ্ছা তয়ৈব যাবত্যঃ সখ্যস্তাবতঃ প্রকাশমন্ গমিতেন প্রাপিতেন তেন কান্তেন সহ অমূঃ সখ্যোঽপি রেমিরে ॥২৫॥

অঙ্কিত করিয়া এবং দ্বিজাচ্ছাদন দান অর্থাৎ সোহাগভরে কুন্দদন্তে অধরোষ্ঠ খণ্ডন করিয়া দেবার্চ্চন অর্থাৎ প্রেমক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তারপর মহাদেব ভজনা করিয়া যেরূপ আনন্দাতিশয় তরঙ্গে প্রিয়াঙ্গ সহ অর্থাৎ উমার অঙ্গের সহিত মহাদেবের ঐক্য ভাবনা করেন সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও সম্ভোগানন্দতরঙ্গের প্রবল আতিশয্যে প্রিয়ার অঙ্গের সহিত নিজের ঐক্য ভাবনা করিলেন ॥২৪॥

প্রেমময়ী শ্রীরাধা প্রিয়তমের সহিত সম্ভোগবিলাসের অমৃতপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া তাহাতে যে সুখানুভব করিলেন, প্রেমবশতঃ নিজ সখীগণেও সেই সুখ অনুভব করাইবার নিমিত্ত মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"আমার সখীগণ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিয়া এই প্রকার সুখানুভব করিবে?" শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া স্বীয় ইচ্ছাক্রমে যত সখী ততগুলি প্রকাশ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

যাস্তে তয়োঃ কেলিবিলোকনং বিনা
নৈব শ্বসন্ত্যাসু গবাক্ষ-সঞ্চয়ম্।
শ্রিতাসু কাচিন্নিজগাদ পশ্যত।
নয়োর্দ্দশা কেয়মভূদিহাদ্ভুতা ॥২৬॥
অন্যোন্যদোঃ সন্দিতবিগ্রহৌ ক্ষণং
নিষ্পন্দতামেত্য পুনঃ সবেপথু।

এতয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ কেলিবিলোকনং বিনা যাঃ নৈব শ্বসন্তি নৈব জীবন্তি তাসু কিঙ্করীষু সম্ভোগদর্শনার্থং ঝরোকা ইতি প্রসিদ্ধং গবাক্ষসমূহং শ্রিতাসু সতীষু কাচিৎ কিঙ্করী নিজগাদ, হে সখ্যঃ! অনয়োঃ কাপি অদ্ভুতা দশা অভূদিতি যূয়ং পশ্যত। অয়মভিপ্রায়ঃ। অনুরাগো যদা উৎকর্ষং প্রাপ্নোতি তদা প্রেমবৈচিত্ত্যদশা জায়তে, প্রেমবৈচিত্ত্যস্যায়ং স্বভাবো যৎ সন্নিকৃষ্টেঽপি অদর্শনমুৎপাদ্য মৎকান্তো মাং বিহায় কুত্রাপি গতঃ অহং কিং করোমীতি বিরহপীড়ামুৎপাদয়তি, তত্রৈব সম্ভোগ সময়ে আলিঙ্গনেন পরস্পরং দৃঢ়স্পর্শেঽপি তস্যাকান্তো মাং বিহায় কুত্র গতঃ, এব মৎকান্তা মাং বিহায় কুত্র গতা ইতি পরস্পরং দ্বয়োর্বিরহপীড়ামুৎপাদয়তি। এবং সতি কাচিৎ কিঙ্করী সম্ভোগেঽপি তয়োঃ প্রেমবৈচিত্ত্যজন্যবিরহপীড়াং দৃষ্ট্বা তৎকালোৎপন্নেন খেদেন সহসা তাদৃশ সিদ্ধান্তাস্ফূর্ত্ত্যা সন্দিহানা সতী পৃচ্ছতি হাতি ॥২৬॥

পরস্পরং দোর্ভ্যাং সন্দিতৌ বদ্ধৌ বিগ্রহৌ যয়োস্তৌ আলিঙ্গনজন্যানন্দাতিশয়েন ক্ষণং নিষ্পন্দতাং প্রাপ্য পুনর্বিরহপীড়য়া সবেপথু সকম্পৌ সন্তৌ বিরহ-

আবার যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি বিলোকন বিনা প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না সেই সেবাপ্রাণা কিঙ্করীগণ নিকুঞ্জের গবাক্ষপথে নয়ন রাখিয়া তাঁহাদের কেলিবিলাস দর্শন করিতে করিতে তাঁহাদের মধ্যে এক কিঙ্করী বলিলেন—"সখীগণ! ঐ দেখ, শ্রীরাধাশ্যামের কি "অদ্ভুত" ভাব উপস্থিত হইয়াছে ॥২৬॥

আহা! ঐ দুইটী প্রেমময় বিগ্রহ পরস্পর বাহু-পাশে নিবিড় আবদ্ধ হইয়াও—এই আলিঙ্গনজনিত আনন্দাতিশয্যে ক্ষণকাল নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করিয়া পুনরায় বিরহ-পীড়ায় উঁহাদের অঙ্গ-

হাহেতি বৈস্বর্য্য-ভরাস্ফুটোদিতা
বুষ্ণাশ্রুভির্হন্ত মিথোহভ্যসিঞ্চতাং ॥২৭॥
পরাহ হা স্বস্বকরাহতালিক
বাশ্লেষমুক্তৌ শ্রিতসম্মুখস্থিতৌ
অজস্রমস্রশ্রবণৈঃ পরস্পরং-
ন বীক্ষ্য দূনৌ কৃশিমানমীয়তুঃ ॥২৮॥

পীড়াবোধকহাহেতি শব্দোচ্চারণকালে বৈশ্বর্য্যভরেণ বিস্বরতাতিশয়েন অস্ফুটং গদ্গদং বচনং যয়োস্তৌ বিরহজন্য উষ্ণাশ্রুভির্মিথোহভ্যষিঞ্চতাং ॥২৭॥

পরাকিঙ্করী তয়োর্ব্বিরহপীড়াং দর্শয়ন্তী আহ। হা খেদে স্ব স্ব করেণ আহতৌ ললাটৌ যাভ্যাং তৌ পরস্পরান্বেষণার্থং আলিঙ্গনাৎ মুক্তৌ পশ্চাৎ আশ্রিতা সম্মুখস্থিতির্যাভ্যাং তৌ নিরন্তরাশ্রুশ্রবণৈঃ পরস্পরমদৃষ্ট্বা দূনৌ দুঃখিতৌ সন্তৌ কৃশিমানং বিরহজন্য কার্শ্যমীয়তুঃ ॥২৮॥

লতিকা কম্পিত হইতেছে এবং ঐ দেখ, বিরহ-পীড়া-বোধক হা হা শব্দ উচ্চারণকালে বৈস্বর্য্যভরে অস্ফুট গদ্গদ্ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বিরহের উষ্ণ অশ্রুধারায় পরস্পর পরস্পরকে অভিষিক্ত করিতেছেন ॥২৭॥

অপর এক কিঙ্করী কহিলেন—আহা! ঐ দেখ সখি! উহারা পরস্পর আলিঙ্গনপাশ-বিমুক্ত হইয়া যেন পরস্পর অন্বেষণার্থই সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন এবং স্ব স্ব করতল দ্বারা ললাটে আঘাত করিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছে ও পরস্পর পরস্পরকে না দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া বিরহজনিত কৃশতা প্রাপ্ত হইতেছেন ॥২৮॥ *

---

* শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই অবস্থার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। অনুরাগ পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই প্রেমবৈচিত্ত্যের আবির্ভাব হয়। ইহার স্বভাব এই যে, অতিসন্নিকর্ষে থাকা সত্ত্বেও কান্তের অদর্শন উৎপাদন করাইয়া "আমার কান্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন, আমি এখন কি করি? —এইরূপ বিরহপীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপে সম্ভোগ সময়ে

তৎপ্রেমবৈচিত্ত্য ভরাতিবীচয়ঃ
প্রত্যূহমানঙ্গরসেঽত্র তেনিরে।
ধিন্বন্তি তুন্বন্তি চ সম্পদো ন কিং
দ্রাগানুরাগ্যো রসচক্রিমোর্ম্মিভিঃ ॥২৯॥
ক্ষণাদথান্যাবদদালয়োঽধুনা
মাখিদ্যতালোকয় তানয়োর্মুদা।
অন্যোঽন্যমালিঙ্গিতয়োঃ পুনর্দৃশাং
তা এব ধারা দধিরেঽতি শীততাং ॥৩০॥

গ্রন্থকর্ত্তা কবিরাহ। তয়োঃ প্রেমবৈচিত্ত্যস্যাতিশয়তরঙ্গাঃ আনঙ্গরসে কন্দর্পসম্বন্ধিনি রসে প্রত্যূহং বিঘ্নং তেনিরে বিস্তারয়ামাসুঃ। যতঃ আনুরাগ্যঃ অনুরাগসম্বন্ধিনঃ সম্পদঃ রসস্য বক্রিমারূপতরঙ্গে দ্রাক্ শীঘ্রং ধিন্বন্তি সুখয়ন্তি অনন্তরং তুন্বন্তি দুঃখয়ন্তি চ ॥২৯॥

ক্ষণানন্তরং অন্যা কিঙ্করী অবদৎ। হে আলয়ঃ অধুনা যূয়ং মাখিদ্যত। মুদা অন্যোন্যমালিঙ্গিতয়োরনয়োঃ পুনর্দৃশাং তা এব অশ্রুধারাঃ সংযোগেন শীতলতাং দধিরে ॥৩০॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের তরঙ্গাতিশয্য কন্দর্পরস-বিলাসে এক মহান্ অন্তরায় বিস্তার করিল। যেহেতু অনুরাগ-সম্পদ-রসের কুটিল তরঙ্গ দ্বারা যেরূপ আশু সুখী করিয়া থাকে, সেইরূপ আবার পরে দুঃখদানও করিয়া থাকে ॥২৯॥

এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইলে অন্য এক কিঙ্করী কহিলেন—"হে সখীগণ!" তোমরা আর খেদ করিও না, ঐ দেখ—উহাঁরা

আলিঙ্গনপাশে পরস্পর দৃঢ়সংস্পর্শে আবদ্ধ থাকিয়াও "কান্ত আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন" এবং আমার কান্তও আমাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন এইরূপ উভয়ের পরস্পর বিরহপীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে কোন কিঙ্করী সম্ভোগেও উভয়ের প্রেমবৈচিত্ত্য জন্য বিরহপীড়া দেখিয়া দুঃখবশতঃ তাদৃশ সিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি না হওয়ার সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ক্বাসীঃ প্রিয়ে ! মানিনি ! হা ! বিহায় মাং
কিং পর্য্যহাসীঃ প্রিয় ! নিহ্নুতীভবন্
সংলাপমিত্থং রসয়ন্ত্য এতয়ো
রালোা নিতান্তোল্লসিতস্মিতা বভুঃ ॥৩১॥
একাহ তত্র বৈ কয়াপি পৃষ্টা
সিদ্ধান্তয়ন্তী রসবস্তু-তত্ত্বম্ ।
হার্দ্দং তয়োঃ সর্ব্বময়ং বিদগ্ধা
বেদৈব তদ্ভাব-বিভাবিতাত্মা ॥৩২।

মিলনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়ামাহ । হে প্রিয়ে ! মানিনি ! মাং বিহায় ত্বং কুত্র আসীঃ । তদনন্তরং শ্রীরাধাঃ প্রিয় মাহ । হে কান্ত ! নিহ্নুতীভবন্ সন্ কিং মাং পর্য্যহাসীঃ ? পরিহাসমকার্ষীঃ ॥৩১॥

একত্রস্থিতয়োস্তয়োঃ কথং বা বিরহো জাতঃ ? জাতে চেদ্বিরহে কয়াপি মিলনং ন কারিতং ? অকস্মাৎ কথং বা সংযোগো জাতঃ ? ইতি কয়াপি কিঙ্কর্যা পৃষ্টা একা কিঙ্করী রসবস্তু তত্ত্বং সিদ্ধান্তয়ন্তী সতী আহ । যতঃ ইয়ং বিদগ্ধা কিঙ্করী তয়োঃ সর্ব্বং হার্দ্দং বেদ । কথম্ভূতা, তয়োর্ভাবরূপপূর্ণেন ভাবিতো বাসিতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্যাঃ সা ॥৩২॥

পুনরায় পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া আনন্দভরে নয়নের স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত হইয়া শীতলতা লাভ করিতেছেন ।৩০॥

আর ঐ শুন, মিলনান্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে বলিতেছেন— "হে প্রিয়তম ! হে মানিনি ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় ছিলে ?" এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা কহিলেন—"প্রিয়তম ! তুমি এতক্ষণ লুকাইয়া থাকিয়া কি আমাকে পরিহাস করিতেছিলে ?" শ্রীরাধাকৃষ্ণের এইরূপ সংলাপ-সুধা আস্বাদন করিয়া সখীগণ উল্লাসভরে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন ।৩১।।

প্রেমবৈচিত্ত্যের পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন অবলোকন করিয়া একজন কিঙ্করী অপরাকে কহিলেন—"সখি ! একত্র অবস্থান করিয়াও ইহাদের বিরহ উপস্থিত হইল কেন ? এবং কেহ মিলন সংঘটন ও

বৈশ্লেষজধ্যান ধুরাধিরূঢ়য়োঃ
স্ফূর্ত্ত্যানয়োরাপ্ত মিথঃ প্রতীতয়োঃ।
শ্লেষার্থমুৎসরিত বাহুভির্মিথঃ
স্পর্শাননুভূত্যা বিরহঃ শমং যযৌ ॥৩॥

সিদ্ধান্তো যথা। প্রেমবৈচিত্ত্যাৎবিচ্ছেদো জায়তে বিচ্ছেদে চ সতি নিরন্তরং চিন্তয়া ধ্যানাতিশয়ো জায়তে তদনন্তরং ধ্যান-বিষয়স্য কান্তাদেঃ স্ফূর্ত্তৌ প্রাপ্তিঃ প্রাপ্তৌ চ সত্যামালিঙ্গনার্থ মুদ্যমঃ স্ফূর্ত্তিবিষয়স্য বস্তুনস্তদানীং তৎস্থলে সত্তায়া অভাবত্বেন ন আলিঙ্গন-সিদ্ধিস্তদা তু কান্তাদি প্রাপ্তিজ্ঞানস্য ভ্রমত্বং নিশ্চিত্য পুনর্বিরহপীড়া হাতি সর্ব্বত্র রীতিঃ। অত্র প্রেমবৈচিত্ত্যজন্য বিরহস্থলে তু স্ফূর্ত্তি বিষয়স্য তদানীং সত্তায়া যথার্থত্বেন আলিঙ্গনমপি যথার্থমেবাতো ন পুনর্বিরহপীড়েত্যাহ বৈশ্লেষধ্যানাতিশয়ে অধিরূঢ়য়োঃ অর্থাৎ তাদৃশধ্যানবিশিষ্টয়োরনয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্মিথঃ পরস্পরং স্ফূর্ত্ত্যা প্রতীতয়োরাপ্তয়োরালিঙ্গনার্থং প্রসারিত বাহুভিঃ পরস্পরং স্পর্শানুভবেন হেতুনা বিরহঃ শমং শান্তিং যযৌ ॥৩॥

করাইলনা, অথচ অকস্মাৎ উঁহাদের কিরূপে মিলন হইল? ইহার কারণ বল?" এইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া সেই সখী রসবস্তুকে সিদ্ধান্তিত করিয়া কহিতে লাগিলেন। যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাববিভাবিত-হৃদয়া এই বিদগ্ধা কিঙ্করী শ্রীরাধাকৃষ্ণের হৃদয়গত সকল ভাবই অবগত আছেন ॥২॥

এই রসজ্ঞা কিঙ্করীর সিদ্ধান্ত এই যে প্রেমবৈচিত্ত্যবশতঃ যে বিচ্ছেদ উৎপন্ন হয়, সেই বিচ্ছেদ অবস্থাতে নিরন্তর চিন্তা নিবন্ধন ধ্যানাতিশয় জন্মিয়া থাকে, তারপর ধ্যানের বিষয় কান্তা ও কান্তের স্ফূর্ত্তিতে প্রাপ্তি ঘটে এবং সেই প্রাপ্তিতে পরস্পর আলিঙ্গনার্থ উদ্যম হয়, কিন্তু তৎকালে সেই স্ফূর্ত্তির বিষয়ীভূত বস্তু কান্তা ও কান্তের সেইস্থানে বিদ্যমানতার অভাবে আলিঙ্গন সিদ্ধ হয় না, মিথ্যা হইয়া পড়ে, কাজেই তখন কান্তাদি প্রাপ্তি-জ্ঞান ভ্রমমাত্র নিশ্চয় করিয়া পুনরায় বিরহ পীড়ায় কাতর হইয়া পড়েন, ইহাই বিরহের সর্ব্বত্র

পশ্যেনয়োস্তৎ ফলমেতদার'-
দুৎকণ্ঠয়া কোটিগুণী ভবন্ত্যা।
পুনশ্চ সম্ভোগ-ধুরাতিদৈর্ঘ্যাৎ
সমৃদ্ধিমত্ত্বং রভসাদবাপ ॥৩৪॥
নিঃসারিতাচ্ছাদন মাত্মবল্লভৌ
বিয়োগভীত্যেব ভয়েতবেতর ।

ন চ বিরহজনকত্বেন প্রেমবৈচিত্ত্যং হেয়মিতি বাচ্যং যতো ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টি মশ্নুতে ইতি নিয়মেন প্রেমবৈচিত্ত্যস্যাপ্যুপাদেয়ত্ব মিত্যাহ। এতয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োস্তস্য প্রেমবৈচিত্ত্যজন্য বিরহস্য এতৎ ফলং পশ্য। ফলমেবাহ। বিরহেণ কোটিগুণী ভবন্ত্যা উৎকণ্ঠয়া পুনর্মিলনে সতি তয়োঃ সম্ভোগাতিশয়ঃ স্বস্যাতি দৈর্ঘ্যাৎ দীর্ঘকালং ব্যাপ্যস্থায়িত্বাৎ সমৃদ্ধিমত্ত্বং বেগাৎ অবাপ। তথা চ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগো জাত ইতি ভাব ॥৩৪॥

প্রেয়ৌ রাধাকৃষ্ণৌ তয়া পূর্ব্বোক্তয়া বিয়োগভীত্যা আত্মবল্লভো বল্লভা চ বল্লভশ্চ বল্লভৌ পরস্পরং ভুজেকন্ধা স্ব স্ব হৃদয়মধ্যে বলাৎ প্রবেশয়ন্তাবিব

রীতি। কিন্তু এস্থলে এই প্রেমবৈচিত্ত্য জন্য বিরহ স্থলে স্ফূর্ত্তির বিষয়ীভূত বস্তু কান্তা ও কান্ত বিদ্যমান থাকায় আলিঙ্গন যথার্থরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং আর পরস্পর বিরহপীড়া থাকে না। তাই উঁহাদের বিচ্ছেদে ধ্যানাতিশয় প্রযুক্ত পরস্পর পরস্পরকে স্ফূর্ত্তিতে প্রতীত করিয়া আলিঙ্গনার্থ যেমন বাহু প্রসারিত করিয়াছেন অমনি পরস্পরের স্পর্শানুভবে উভয়ের বিরহপীড়া প্রশমিত হইয়াছে ।।৩৩।

অতএব বিরহ উৎপাদন করে বলিয়া প্রেমবৈচিত্ত্যকে হেয় মনে করিও না; যেহেতু বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টিই হয় না। এই জন্য প্রেম বৈচিত্ত্যেরও উপাদেয়তা সূচিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণেরও প্রেমবৈচিত্ত্য জন্য বিরহের ফল অবলোকন কর। বিরহে উঁহাদের উৎকণ্ঠা কোটীগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় পুনর্মিলনে সম্ভোগাতিশয়ে দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব প্রযুক্ত এক্ষণে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ প্রাপ্ত হইল ।।৩৪।।

রুদ্ধাভুজৈঃ স্ব স্ব হৃদন্তরং বলাৎ
প্রবেশয়ন্তাবিব রাজতঃ প্রিয়ৌ ॥৩৫॥
দধাসি মাং যত্র সদা তদেতৎ
বিশামি মধ্যে হৃদয়ং বিহর্তুং।
ইত্যেব সংলপ্য কিমদ্য গাঢ়া-
শ্লেষৈরিমৌ তত্র বিধৌ যতেতে ॥৩৬॥
আত্মা চ চেতশ্চ যদেকমেতয়ো
দ্বিত্বেন তন্বা স্তুদসৎ বিলাসিনোঃ।

বর্ত্তমানৌ সম্ভোগসময়ে নিঃসারিতং দূরীকৃতং আচ্ছাদনং বস্ত্রং যত্র তথাভূতং যথাস্যাৎতথা রাজতঃ ॥৩৫॥

তাদৃশ দৃঢ়ালিঙ্গনমুৎপ্রেক্ষতে। যত্র চিত্তে সদা মাং ধরসি তদেতৎ মধ্যে হৃদয়ং হৃদয়স্য মধ্যে অহং বিহর্ত্তুং বিশামীতি সংলপ্য পরস্পরং সম্ভাষ্য ইমৌ রাধাকৃষ্ণৌ কিমদ্য গাঢ়াশ্লেষৈঃ করণৈঃ তত্র বিধৌ প্রবেশ বিধৌ যতেতে যত্নং কুরুতঃ ॥৩৬॥

তাদৃশ গাঢ়ালিঙ্গনং পুনরন্যথা উৎপ্রেক্ষতে। বিলাসিনোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ যৎ যস্মাৎ আত্মা চ চেতশ্চ একমেব তস্মাৎ অনয়োস্তয়োঃ শরীরয়োরপি দ্বিত্বেন

আমরি! ঐ দেখ সখি! প্রিয়-যুগল বিয়োগ-আশঙ্কায় যেন পরস্পরের পরিধেয় বসন দূর করিয়া স্ব স্ব বাহু-বল্লী দ্বারা নিজ বল্লভা নিজ বল্লভকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া স্ব স্ব হৃদয় মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইতেছেন ॥৩৫॥

আহা! ঐ প্রেমিক-প্রেমিকা-যুগলের দৃঢ় আশ্লেষাবেশ দর্শনে বোধ হইতেছে যেখানে আমাকে নিরন্তর ধারণ করিয়া থাক, সেই হৃদয় মধ্যে বিহার করিবার নিমিত্তই আমি প্রবেশ করিতেছি" এইরূপ পরস্পর আলাপ করিয়াই যেন উহাঁরা অদ্য গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া হৃদয় মধ্যে প্রবেশে যত্ন করিতেছেন ॥৩৬॥

অথবা হে সখি! এই বিলাসীযুগলের আত্মা ও মন এক, কেবল তনুমাত্র দুইটী পৃথক্ থাকা কদাচ সঙ্গত নহে, ইহাই যেন মনীষি

ইত্যাত্ম মেকীকুরুতেঽদ্য কিং জবা-
দনঙ্গ এবৈষ মনীষিণাং বরঃ ॥৩৭॥
এক জগত্যত্র ভবামি তুঙ্গং
কুম্ভাবিমৌ মামপি যজ্জিগীষূ ।
তদ্বামনৌ কুর্ব্বে ইতীব গর্ব্বা-
দ্বক্ষো হরে রর্দ্দয়তে কুচৌ কিং ॥৩৮॥
দৃষ্ট্বা স্মরঃ শীতকরারবিন্দয়োঃ
স্বমিত্রয়োঃ শাত্রব মজ্জয়োরপি ।

অনং ব্যথং ইত্থং অনেন প্রকারেণ এত বিচার্য্য মনীষিণাং বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠঃ কন্দর্প এব কিং বেগাৎ অদ্য একী কুরুতে ॥৩৭॥

গাঢ়ালিঙ্গন সময়ে বক্ষসা স্তনমর্দ্দনং উৎপ্রেক্ষতে। অত্র জগতি একং অহমেব তুঙ্গং ভবামি কুম্ভসদৃশৌ যৌ ইমৌ স্তনৌ তু মামপি যদ যস্মাজ্জিগীষূ ভবতঃ তত্তস্মাত্তৌ অহং বামনৌ কুর্ব্বে ইতি বিচার্য্যেব শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষঃস্থলং কিং কুচৌ অর্দ্দয়তে ? ॥৩৮॥

শ্রীকৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রত্বেন শ্রীরাধায়া মুখং কমলত্বেন চ বর্ণয়িত্বা তয়ো রধর পান-মুৎপ্রেক্ষতে। কন্দর্প উদ্দীপকত্বেন স্বমিত্রয়োঃ শীতকরারবিন্দয়োশ্চন্দ্র কমলয়োঃ অজ্ঞয়োজলাদুৎপন্নয়োঃ অতঃ সহোদরয়ো রপি সা এবং দৃষ্ট্বা তয়ো

প্রবর কন্দর্প বিচার করিয়া ঐ তনুযুগলকে আলিঙ্গন ছলে গাঢ় অতি বেগভরে একীভূত করিয়াছে ॥৩৭॥

আরও ঐ দেখ সখি ! আলিঙ্গনের গাঢ়তা প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের পীবর বক্ষঃস্থল দ্বারা শ্রীরাধিকার বক্ষোজ-কমল কিরূপ অপূর্ব্বভাবে বিদলিত হইয়াছে দেখ ! দর্পী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ গর্ব্বভরে বিচার করিল "এই জগতে একমাত্র আমিই তুঙ্গ, কিন্তু কনককুম্ভ সদৃশ শ্রীরাধিকার এই বক্ষোজযুগল স্বীয় তুঙ্গত্বে আমাকেও জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছে, অতএব আমি আজ ইহাদিগকে বামনীভূত করি" এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ শ্রীরাধার বক্ষোজদ্বয়কে বারংবার বিদলিত করিতেছে ॥৩৮॥

পরস্পরাশ্লেষ রসগ্রহৈ র্বলাৎ
স্বকারিতৈ মৈত্র্যামিদং সসর্জ কিং ॥৩৯॥
অত্রোজ্জ্বলাগাধ সরস্যদঞ্চতোঃ
কিম্বা মুখাশ্লেষণ মজ্জয়োরিদং।
কন্দর্পবাত্যা জনিতং যদন্তরে
শীৎকারভৃঙ্গ ধ্বনিরেব লক্ষ্যতে ॥৪০॥

মিলনার্থং স্বেনৈব বলাৎকারিতেঃ পরস্পরালিঙ্গনরূপ রসগ্রহণেঃ কিং তয়োর্মৈত্রং সসর্জ? ॥৩৯॥

পুনরধর-পান মন্যথা মুৎপ্রেক্ষ্যতে। কিম্বা রাধাকৃষ্ণয়োঃ শরীরসৈক্যেন তাদৃশ শরীররূপোজ্জ্বলাগাধ সরসি পক্ষে উজ্জ্বলরসস্যাগাধ-সরসি উদঞ্চতোঃ উদয়ং প্রাপ্নুবতো স্তয়ো মুখাব্জয়ো বধূরা ইতি প্রসিদ্ধা যা কন্দর্পরূপ বাত্যা তয়া জনিতং ইদং স্বাশ্লেষণং। নহু মুখয়োঃ কমলত্বে কিং প্রমাণং? তত্রানুমানালঙ্কার মাহ। যয়ো মুখয়োরন্তরে মধ্যে সম্ভোগসময়ে শীৎকার রূপ ভ্রমর-ধ্বনির্লক্ষ্যতে। তথা চ মধ্যস্থিত ভ্রমরধ্বনি হেতুনা মুখয়োঃ কমলত্বং সিদ্ধমিতি ভাবঃ ॥৪০॥

আমরি! দেখ দেখ সখি! শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র শ্রীরাধা-মুখ-পদ্মের মধুপানে কেমন বিভোর!! ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার! চন্দ্র ও কমল উদ্দীপকরূপে কন্দর্পের মিত্র বটে, কিন্তু চন্দ্র ও কমল একই জলোৎপন্ন হওয়ায় সহোদররূপে পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য না হইয়া উহাদের মধ্যে চিরশত্রুতা বিদ্যমান। অতএব ঐ শত্রুতা দেখিয়াই উহাদের পরস্পর মিলনার্থ যেন আজ কন্দর্প স্বয়ং বলপূর্ব্বক চন্দ্র ও কমলে পরস্পর আলিঙ্গন রূপ রস গ্রহণ করাইয়া উভয়ের মৈত্র্য-বিধান করিয়াছে ॥৩৯॥

অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণের তনুযুগলের পরৈক্য বিধানে যে উজ্জ্বল রসের অগাধ সরোবর প্রতিভাত হইতেছে, তাহাতে শ্রীমুখ-কমল দু'টী যেন কন্দর্প-পবনাবর্ত্তে সঞ্চালিত হইয়া একত্র মিলিত হইয়া গিয়াছে। যদি বল, ও দু'টী যে কমল, তাহার প্রমাণ কি? ঐ শুন, মুখ-কমল মধ্যে

যৌ স্মার স্রষ্টা বুদিতৌ বিধু সদা
পূর্ণৌ নিরঙ্কাবনয়োঃ পরস্পরং।
বিভাতি যুদ্ধং কিমিদং যতুর্বলঃ
প্রাগল্ভতে বালাতমশ্চ যেহভিতঃ ॥৪১॥

অধুনা মুখয়োশ্চন্দ্রত্বং নিরূপ্য পুনরপ্যধর পানমনাস্থা উৎপ্রেক্ষতে। ব্রহ্মণা সৃষ্টশ্চন্দ্র এক এব তথাপি সর্ব্বদা ন পূর্ণঃ সকলঙ্কশ্চাতএব ত বিবাদাবকাশঃ। কন্দর্পেণ তু যৌ দ্বৌ চন্দ্রৌ সৃষ্টৌ তত্রাপি সদা পূর্ণৌ কলঙ্করহিতৌ চাতঃ অনয়োঃ পরস্পরং মাৎসর্য্যেণ কিমিদং যুদ্ধং বিভাতি? অন্ধকারাণাং শত্রুঃ চন্দ্রো ভবতি অতোবিপক্ষয়োস্তয়োর্যুদ্ধ রূপ বিপত্তি দর্শনাৎ প্রবীণান্ধকারস্য কা বার্ত্তা বালতমঃ সমূহোঽপি অতি চঞ্চলঃ সন্ অভিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু আনন্দেন প্রাগল্ভতে। পক্ষে বালা অলকা এব তমঃ সমূহঃ। তথা চাধির পান সময়ে অলকা চঞ্চলা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥৪১॥

সম্ভোগোত্থ শীৎকার ধ্বনি, ভ্রমর ধ্বনিরূপে শ্রুত হইতেছে। ভ্রমর-ধ্বনির কারণেই ত অনুমান-প্রমাণে ঐ শ্রীমুখ দু'টির কমলত্ব সিদ্ধ হইয়া গেল সখি! ॥৪০॥

আবার ঐ অধর-সুধা পানকালে চঞ্চল অলকাবলি-মণ্ডিত শ্রীমুখ-চন্দ্র যুগলের কি অপূর্ব্ব-সুষমা বিকশিত হইয়াছে দেখ! আহা! বোধ হইতেছে—ব্রহ্মা একটী মাত্র চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাও সর্ব্বদা পূর্ণ নহে অথচ সকলঙ্ক, সুতরাং তাহার সহিত কোন বিবাদের অবকাশ নাই। কিন্তু কন্দর্প এই যে সদাপূর্ণ অকলঙ্ক দুইটি শ্রীমুখ-চন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহারা সমগুণবিশিষ্ট হওয়ায় যেন মাৎসর্য্য বশতঃ পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। অন্ধকারের শত্রু চন্দ্র। এইজন্য নিজ বিপক্ষ স্বরূপ চন্দ্র যুগলের যুদ্ধ রূপ বিপত্তি দর্শন করিয়া প্রবীণ অন্ধকার ত দূরের কথা বাল-তমঃ সমূহও অর্থাৎ অলকাবলিরূপ অন্ধকার সমূহ যেন চারিদিকে আনন্দভরে প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতেছে।৪১॥

কেনার্পিতা চন্দ্রবদত্র মঞ্জুলে
মসী সরোজেঽপ্যহহেতি বিহ্বলং।
তদঞ্জনং বিম্বযুগং প্রগৃহ্য কিং
স্বেনানুরাগেণ তদন্বরঞ্জয়ৎ ॥৪২॥
একত্র বন্ধুক চতুষ্টয়ং কথং
মরন্দ লুণ্ঠাকমিতো নিযুদ্ধ্যতে।

ইদানীং শ্রীকৃষ্ণস্যাধরে লগ্নং রাধিকায়াঃ নেত্রাঞ্জনং মসিত্বেন উৎপ্রেক্ষ্য রাধিকাকর্তৃকাধর পানসময়ে শ্রীকৃষ্ণস্যাধরে লগ্নং রাধিকায়া অধর সম্বন্ধি তাম্বূল রাগানুরাগত্বেন উৎপ্রেক্ষতে। চন্দ্রবৎ চন্দ্রে যথা কলঙ্করূপমসিবর্ত্ততে তথা অহহ খেদে শ্রীকৃষ্ণস্যাধররূপে মনোজ্ঞে কমলেঽপি কেনাপি মসী অর্পিতা ইতি হেতোর্বিহ্বলং রাধিকায়া ওষ্ঠাধররূপ বিম্বযুগং কর্ত্তৃ শ্রীকৃষ্ণস্যাধর লগ্নং তদঞ্জনং প্রগৃহ্য কিং স্বেন তাম্বূলরাগানুরাগেণ তৎ কমলং অনুরঞ্জয়ৎ॥ ৪২॥

অধুনা পরস্পরাধরে দন্তক্ষতং বর্ণয়তি। হে আলয়! একত্র দ্বয়োরোষ্ঠাধর চতুষ্টয়রূপ বন্ধুকচতুষ্টয়ং অধরামৃতরূপ মকরন্দ লুণ্ঠাকং ইত এব

সখি! দেখ, দেখ, নয়ন চুম্বন সময়ে শ্রীরাধিকার যে নেত্রাঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের অধরে সংলগ্ন হইয়াছিল, এক্ষণে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পানকালে সেই অঞ্জন চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া স্বীয় অধর-সম্বন্ধি তাম্বূলরাগ অনুরাগের চিহ্নরূপে শ্রীকৃষ্ণের অধরপুটে অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন। ইহাতে মনে হইতেছে না কি?—চন্দ্রে যেরূপ কলঙ্করূপা মসী আছে, অহো! সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোজ্ঞ অধর-কমলে কে মসীরেখা অর্পণ করিয়াছে? এই কারণে শ্রীরাধার ওষ্ঠাধর রূপ বিম্বযুগল বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অধর-সংলগ্ন মসী অর্থাৎ নেত্রাঞ্জন গ্রহণ করিয়া স্বীয় তাম্বূলরাগরূপ অনুরাগ দ্বারা সেই কমলকে অনুরঞ্জিত করিতেছে ॥৪২॥

আহা হা! ঐ যে সখি! উহারা পরস্পরের ওষ্ঠাধরে কেমন দন্তক্ষত দান করিলেন দেখ! যেন উভয়ের ওষ্ঠাধর চতুষ্টয়রূপ চারিটী বাঁধুলী ফুল একত্র অধরসুধারূপ মকরন্দ-লুণ্ঠাকরূপে পরস্পর যুদ্ধ

ইতীব রাজা মদনঃ সিতেষুভিঃ
কুন্দৈরিদং বিধ্যতি পশ্যতাং লয়ঃ ॥৪৩॥
শম্ভু স্মরঃ পল্লবনব্যপাশ-
দ্বয়েন বদ্ধা কিমিহার্দ্ধচন্দ্রৈঃ।
শরৈর্বিভেদেতি ভয়েন গঙ্গা-
পৃশৎ শতাভা পতিতা ভুবীতঃ ॥৪৪॥
বিদ্যুদ্ঘনাচক্রমিবাং যদোপরি
স্থাদাদ্দধানা ববলেহবলেপতঃ।

হেতোঃ কিং পরস্পরা যুদ্ধাতে ইতি অন্যায়ং বিজ্ঞায়েব রাজা মদনঃ সিতেষুভিঃ তীক্ষ্ণশরস্বরূপৈঃ দণ্ডরূপৈঃ কুন্দৈরিদং বন্ধুকচতুষ্টয়ং বিধ্যতি ॥৪৩॥

স্তনোপরি নখক্ষতং কন্দর্পস্যার্দ্ধচন্দ্রশরত্বেনোৎপ্রেক্ষ্য মর্দ্দনসময়ে স্তনোপরিস্থিতহারস্য ত্রোটনাৎ মুক্তানাং একৈক তয়া ভুবি পতনং গঙ্গায়া বিন্দুবিন্দুতয়া পতনত্বেনোৎপ্রেক্ষতে। কন্দর্পঃ স্ব শত্রু স্তনরূপৌ দ্বৌ শম্ভু শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তরূপ নব্যপাশদ্বয়েন বদ্ধা কিমিহ নখাঘাতরূপার্দ্ধচন্দ্র শরৈর বিভেদ ইতি ভয়েন স্তনদ্বয়রূপ মহাদেবস্য মস্তকস্থ মুক্তাহাররূপ গঙ্গা সঙ্কুচিতা ভূয় পৃশৎ শতৈর্বিন্দুশতৈরাভা কান্তির্যস্যা তথাভূতা সতী ভুবি পতিতা ॥৪৪॥

অধুনা সম্ভোগস্য বৈপরীত্যং বর্ণয়তি। বিদ্যুৎ স্বরূপানায়িকা মেঘস্বরূপ

করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইহা অন্যায় জানিয়া রাজা মদন তীক্ষ্ণ শরস্বরূপ দণ্ডরূপ কুন্দকলিদ্বারা ঐ বন্ধুক-চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন ॥৪৩॥

আর ঐ যে শ্রীরাধার পয়োধরে নখচিহ্ন, উহা কি কন্দর্পের অর্দ্ধ চন্দ্রশররূপে শোভা পাইতেছে না ? এবং মর্দ্দন সময়ে স্তনোপরিস্থিত মুক্তাহার ছিন্ন হওয়ায় এক একটা মুক্তা কেমন ভূতলে পতিত হইতেছে দেখ ! ইহাতে মনে হইতেছে—মদন নিজ শত্রু স্তনদ্বয়রূপ শম্ভু যুগলকে শ্রীকৃষ্ণের কর-পল্লবরূপ নব্যপাশদ্বয় দ্বারা বন্ধন করিয়া নখাঘাতরূপ অর্দ্ধচন্দ্র শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে। তদ্দর্শনে যেন স্তন শম্ভুর মস্তকস্থিত মুক্তাহাররূপ গঙ্গা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া শত শত বিন্দুর আকারে ভূতলে পতিত হইতেছেন ॥৪৪॥

তদা তু জালানি সখীদৃশাং বলা-
জ্জালাবলীং হর্ষজলৈঃ প্লুতাং ব্যধুঃ ॥৪৫॥
বহিস্থ যন্ত্রব্যজনেন দাস্য-
স্তৌ বীজয়াঞ্চক্রু রজস্রমস্রৈঃ।
প্লুতেক্ষণাশ্চ ক্রুধুরপ্রমেয়-
প্রেম্নে তদা স্বানবলোকদীনাঃ ॥৪৬॥

নায়কস্য অভিক্রমিষাং আক্রমণেচ্ছাং দধানা সতী স্মারাদবলেপতঃ কন্দর্প সম্বন্ধাহঙ্কারাৎ যদা মেঘোপরি ববলে বলং প্রকাশয়ামাস। তদা তু সখীদৃশাং জালানি সমূহাঃ জালাবলিং গবাক্ষশ্রেণীং হর্ষজলৈঃ প্লুতাং ব্যাপ্তাং চক্রুঃ ॥৪৫॥

বহিঃস্থিতা দাস্যঃ ডোরীবদ্ধ যন্ত্রব্যজনেন রাধাকৃষ্ণৌ বীজয়াঞ্চক্রুঃ। অজস্র মস্রৈঃ নিরন্তরানন্দাশ্রুধারাভির্ব্যাপ্তেক্ষণাস্তাদাস্যঃ তদাত্বে তৎকালে প্রেমাশ্রু ধারায়াঃ প্রতিবন্ধকত্বেন যোঽনবলোকঃ সম্ভোগদর্শনাভাব স্তেন দীনাঃ দুঃখিতা সত্যঃ অপরিমিত প্রেম্নে চক্রুধুঃ। অস্মাকং প্রেমা এবাস্মান্ দুঃখয়তি অতএব স তু মাস্তু ইতি প্রেমাণং প্রতি ক্রোধং চক্রুঃ ॥৪৬॥

আমরি! ঐ দেখ সখিগণ! বিলাসিযুগল এবার উদ্দাম অনুরাগ-ভরে বিপরীত সম্ভোগবিলাসে নিমগ্ন হইলেন। সৌদামিনীস্বরূপা নায়িকামণি নবজলধর স্বরূপ নায়ককে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়া কন্দর্পসম্বন্ধি অহঙ্কারের বশে ঐ নবজলধরের উপর বলপ্রকাশ করিতেছেন।" তদ্দর্শনে জালরন্ধ্রে নয়নার্পণকারিণী সখীগণ তখন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সেই গবাক্ষশ্রেণী পরিপ্লুতা করিলেন ॥৪৫॥

তৎকালে কুঞ্জের বহিঃস্থিতা দাসীগণ ডোরীবদ্ধ যন্ত্র-ব্যজনের দ্বারা অর্থাৎ 'টানা পাখা' দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নয়নাব্জ হইতে নিরন্তর আনন্দাশ্রুধারা নির্গলিত হওয়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই বিচিত্র বিলাস-মাধুরী দর্শনে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহারা অতীব দুঃখিতা হইয়া সেই অপরিমিত প্রেমের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে

প্রফুল্ল নীলাম্বুজশীধুচন্দ্রঃ
কামং পপাবিত্য সহিষ্ণু সন্তঃ।
তত্রত্যমিন্দিন্দিরয়োর্যুগং কিং
বলাত্তদীয়ামৃতমপ্যধাসীৎ ॥৪৭॥
অভ্রান্তরুচ্চঞ্চলসূর্য্যমণ্ডলে
ননর্ত্ত মুক্তাবলি রাত্ত সম্মদা।

শ্রীকৃষ্ণস্য মুখরূপ কমলস্যাধরামৃতরূপ সীধু মধু রাধিকায়া মুখচন্দ্রঃ বিপরীত সম্ভোগ সময়ে কামং যথেষ্টং পপৌ। মৎ পেয়ঃ বস্তু চন্দ্রেণ পীতমিত্যাসহিষ্ণু ইন্দিন্দিরয়োর্যুগং তত্রত্যং প্রফুল্লনীলাম্বুজস্থং শ্রীকৃষ্ণস্য নেত্ররূপভ্রমরদ্বয়ং তদীয়ামৃতং চন্দ্রসম্বন্ধামৃতমপি সন্ত শুংক্ষণ এব বলাৎ অধাসীৎ পানমকার্ষীৎ। ধেট পানে। তথাচ শ্রীরাধিকা কর্তৃকাধরপানসময়ে শ্রীকৃষ্ণেন বিস্ময়াত্তস্যা মুখাবলোকনং কৃতং অতস্তাদৃশাবলোকনমেবামৃতপানত্বেনোৎপ্রেক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥৪॥

অধুনা জ্ঞানসিদ্ধানাং সূর্য্যমণ্ডলদ্বারা অর্চ্চিরাদি মার্গং বর্ণয়ন্ তাদৃশ শব্দানাং শ্লেষেণ বিপরীতসম্ভোগমপ্যাহ। অভ্রান্তঃ মেঘস্য মধ্যে উচ্চঞ্চল সূর্য্যমণ্ডলং তত্র মুক্তশ্রেণী মোক্ষপ্রাপ্ত্যানন্দেন ননর্ত্ত। কথম্ভূতাঃ আত্তো গৃহীতঃ সম্মদো

লাগিলেন।" এই প্রেম আমাদিগকে এই মধুর লীলা-বিলাস দর্শনের সহায় না হইয়া বরং দুঃখই প্রদান করিতেছে, অতএব এই প্রেম এসময় না হউক "এই বলিয়া প্রেমের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

বিপরীত সম্ভোগবিলাসে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণাধরসুধা অবাধে যথেষ্ট পান করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণও তৎকালে বিস্ময়ের সহিত শ্রীরাধার বদনমাধুরী নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। আহা! তাহাতে মনে হইল যেন—চন্দ্র প্রফুল্ল নীলাম্বুজের সীধু যথেষ্ট পান করিতে থাকায়, তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া—আমার পেয় বস্তু চন্দ্র পান করিতেছে" এই ঈর্ষা বশতঃই শ্রীকৃষ্ণের বদনাম্বুজস্থ নয়ন-ভৃঙ্গযুগল বলপূর্ব্বক শ্রীরাধা মুখচন্দ্রের মাধুরী-সুধা পান করিতে লাগিল ॥৪৭॥

হংসাবধূতাঃ কনকাবলীং শ্রিতা
বাদ্যং বিচিত্রং রভসাদবীবদন্। ৪৮।
তত্রাগতো শ্রীমধুসূদনোত্থ-
দগানং শ্রুতিপ্রেষ্ঠমভূদপূর্ব্বং।

হর্ষোযথা সা। তত্রৈব পরমহংসা এবং অবধূতাশ্চ জ্ঞানিপ্রভেদাঃ তেষাং নর্ত্তনং দৃষ্ট্বা রভসাৎ হর্ষাৎ বিচিত্রং বাদ্যং অবীবদন বাদয়াঞ্চক্রুঃ। কথম্ভূতাঃ স্বযোগবল পরীক্ষার্থং কনকাবলীং বস্তমাত্রাগম্যাং পঞ্চমস্কন্ধোক্ত কাঞ্চনী ভূমিং শ্রিতাঃ তত্রৈব স্থিত্বা বাদ্যং চক্রুরিত্যর্থঃ। বিপরীত সম্ভোগ পক্ষে শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ষঃস্থলাভ্রস্য মধ্যে কৌস্তভরূপ সূর্য্যমণ্ডলে মুক্তাবলিঃ রাধিকায়া মুক্তাহারো ননর্ত্ত। তস্মিন্ সময়ে হংসাঃ রাধিকায়াঃ পাদকটকাঃ অবস্থাকারলোপাৎ বধুতাঃ কম্পিতাঃ সন্তঃ বিচিত্রং বাদ্যং অবীবদন্। কথম্ভূতাঃ কনকাবলীং রাধিকায়াশ্চরণরূপকনকস্থলীং আশ্রিতাঃ।৪৮॥

তত্র কাঞ্চনীভূমৌ অন্যেষাগমনাসম্ভবাদতএবাগতস্য ভগবতো মধুসূদনস্য কর্ণপ্রেষ্ঠমুদ্যদগানমভূৎ যেন গানেন শুকদেব নারদপ্রভৃতি রসিকানাং অক্ষবল্যোব

অনন্তর জ্ঞান-সিদ্ধগণের সূর্য্যমণ্ডলদ্বারা অর্চ্চিমার্গ বর্ণন করিয়া তাদৃশ শব্দাবলীর সাহায্যে শ্লেষে বিপরীত সম্ভোগ বর্ণন করিতেছেন। —মেঘের উদিত চঞ্চল সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে "মুক্তাবলী" অর্থাৎ মুক্তজন সমূহ যেরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলরূপ মেঘের উপর কৌস্তভরূপ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে মুক্তাবলী অর্থাৎ শ্রীরাধিকার মুক্তাহার নৃত্য করিতে লাগিল এবং স্বযোগবল পরীক্ষার্থ 'কনকাবলী' নামক এক দুরধিগম্যা কাঞ্চনী ভূমিতে অবস্থিত হংস (পরমহংস) ও অবধূতগণ উক্ত মুক্তগণের নৃত্য দর্শন করিয়া যেরূপ হর্ষভরে বিচিত্র বাদ্য করেন সেইরূপ ঐ সময়ে শ্রীরাধার চরণরূপ কনকস্থলী স্থিত হংস অর্থাৎ পাদকটক অবধূত অর্থাৎ কম্পিত হইয়া বিচিত্র বাদ্য করিতে লাগিল।৪৮।

সেই কাঞ্চনীভূমিতে অন্যের আগমন সম্ভাবনা না থাকায় তথায় ভগবান্ মধুসূদনের আগমনে যেরূপ কর্ণসুখকর সঙ্গীত হইতে থাকে

যেনৈব সভ্যা রসিকাঙ্গবল্লী
দ্রোত্যং দধে স্বেদমিষাৎ সবেপা ॥৪৯॥
বালাস্তু কৌটিল্য ভৃতোঽতিলৌল্যা-
দিতস্ততঃ সংসরণং ভজন্তঃ।
শ্রুতি প্রসক্তাঃ প্রতিকর্ম্মভাতা-
স্তস্থুর্মদাদৈন্দব মণ্ডলান্তঃ ॥৫০॥

সভ্যা সাত্ত্বিকবিকার বশাদ্ দ্রোত্যং দধে। সম্ভোগ পক্ষে তৎসময়ে দ্বয়োরঙ্গয়োঃ সুগন্ধাধিক্য প্রকাশনেন তত্রাগতা যে মধুসূদনা ভ্রমরা তেষাং কর্ণশ্রেষ্ঠং গানমভূৎ। যেন গানেন রসিকানাং কিঙ্করীণাং অঙ্গবল্ল্যেব সভ্যা ॥৪৯॥

জ্ঞানিনাং সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা অর্চ্চিরাদি মার্গ মুক্তা কর্ম্মিণাং চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা ধূমমার্গ মাহ। কৌটিল্যযুক্তা বালা অজ্ঞাস্তু বিষয় ভোগে অতি লৌল্যাৎ ইতস্ততঃ সংসারং ভজন্তঃ সন্তঃ মদাৎ অহঙ্কারাৎ ঐন্দবমণ্ডলান্তু! চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে এব তস্থুঃ। কথম্ভূতা! শ্রুতৌ শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মমার্গে প্রসক্তাঃ অতএব প্রতি কর্ম্মভাতাঃ কর্ম্মাণ কর্ম্মাণ খ্যাতাঃ কর্ম্মঠত্বেন প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ। বিপরীত সম্ভোগপক্ষে কৌটিল্যভৃতাঃ বালাঃ কুটিলালকাঃ অতি লৌল্যাৎ চাঞ্চল্যাৎ ইতস্ততো গমনং ভজন্তঃ সন্তঃ ঐন্দবমণ্ডলান্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখরূপ চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে তস্থুঃ। শ্রুতৌ কর্ণপর্য্যন্তস্থলে প্রসক্তাঃ। প্রতি কর্ম্ম প্রসাধনং কেশ সংস্কার ইতি যাবৎ তত্র ভাতাঃ প্রকাশিতাঃ ॥৫০॥

এবং সেই গান দ্বারা শুকদেব নারদ প্রভৃতি রসিকগণের অঙ্গ-লতা সাত্ত্বিকবিকারে দ্রবীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গ সম্বন্ধে সুগন্ধাধিক্য প্রকাশ পাওয়ায় মধুসূদন অর্থাৎ ভৃঙ্গনিচয় আসিয়া শ্রুতিমধুর গান করিতে লাগিল এবং তাহাতে শ্রীরূপ রতিমঞ্জরী প্রভৃতি রসিকা মঞ্জরীগণের অঙ্গ-লতা স্বেদপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে দ্রবীভূত হইয়া গেল ॥৪৯॥

এইরূপে জ্ঞানিগণের সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা অর্চ্চিমার্গ বর্ণন করিয়া এক্ষণে কর্ম্মিগণের চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা ধূমমার্গ বর্ণন ছলে শ্লেষে পুনরায় বিপরীত সম্ভোগবর্ণন করিতেছেন। কৌটিল্যযুক্ত বালগণ অর্থাৎ

অবার্য্যমাণামৃতপানদৃপ্তয়ো-
র্বিখণ্ডিতস্থাসক নব্যবর্ম্মণোঃ।
প্রযুক্ত চক্ষুর্ভুজ নাগপাশয়ো-
র্যূনোর্জিগীষা সমবর্দ্ধত্ঋদ্ধিভিঃ ॥৫১॥
তয়োর্মিথঃ পুষ্পশরাজি চাতুরী
ধুরীণ তাবেদনয়া বিবাদিনোঃ।

যূনোর্যুবদ্বয়োঃ কন্দর্পযুদ্ধে ঋদ্ধিভিঃ প্রতিক্ষণং নব নবায়মান সম্ভোগেচ্ছা সম্পত্তিভি জিগীষা সম্যগবর্দ্ধত। কথম্ভূতয়োঃ বাম্যাদ্যভাবেন অবার্য্যমাণং বারণ রহিতং অধররূপামৃতপানং তেন দৃপ্তয়োঃ অন্যোন্যোদ্ধারোহপি অমৃত পানেন নিঃশঙ্কাঃ সন্তঃ যুদ্ধং কুর্ব্বন্তীতি সর্ব্বত্র রীতিঃ। পুনঃ কথম্ভূতয়োঃ যুদ্ধ সম্মর্দ্দেন বিখণ্ডিতৌ চন্দনাদি-নির্ম্মিত খোর ইতি প্রসিদ্ধ স্থাসকরূপৌ কবচৌ যয়ো স্তয়োঃ ॥৫১॥

রাধাকৃষ্ণয়ো রাষ্টকালিক লীলা সমূহ এব জপমালা স্বরূপ স্তস্যাঃ মালায়াঃ

অজ্ঞগণ যেরূপ বিষয়ভোগে অতি লৌল্যবশতঃ ইতস্ততঃ সংসারকে ভজনা করিয়া থাকে এবং শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মমার্গে প্রসক্ত ও প্রতিকর্ম্মে কর্ম্মঠ হইয়া চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে অবস্থান করেন, সেইরূপ বালগণ অর্থাৎ কুটিল অলকাপার্শ অতি চাঞ্চল্য বশতঃ ইতস্ততঃ সংসৃত হইতে লাগিল এবং শ্রুতি অর্থাৎ কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত ও প্রতিকর্ম্ম অর্থাৎ প্রসাধনোপযোগী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বদনরূপ চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে শোভিত হইতে লাগিল ॥৫০॥

বাম্যাদির অভাবে সেই বিলাসীযুগল অধরামৃতপানে এমনই দৃপ্ত যে, কেহ কাহাকে নিবারণ করিতেছেন না, যেন তাঁহারা অমৃতপানে নিঃশঙ্ক হইয়া পরস্পর কন্দর্পযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই রণসম্মর্দ্দে চন্দনাদি-নির্ম্মিত স্থাসক (খোর) রূপ বর্ম্ম বিখণ্ডিত হইয়া গেল। এবং তাঁহারা পরস্পর ভুজ-নাগ-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়ায় প্রতিক্ষণেই নবনবায়মান সম্ভোগেচ্ছা-সম্পত্তি দ্বারা তাঁহাদের জিগীষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥৫১॥

শ্রান্তিঃ স্বয়ং কাপি নিমন্ত্র্য তৎক্ষণা-
ন্নিদ্রামুপানীয় সমাদধে কলিং ॥৫২॥
সনাতনং রূপমুদীয়ুষোঃ ক্ষিতৌ
শ্রদ্ধা দধানো ব্রজকাননেশয়োঃ ।
তৎকেলি কল্পাগম সঙ্গতীলিতাঃ
সদালি রাধী রনুরাগিনীর্ভজে ॥৫৩॥

প্রত্যেকলীলাঃ মণিযা ইতি প্রসিদ্ধাঃ প্রত্যেকমণয়ঃ। তথা চ যং মণিমাশ্রিত্য বর্ণনারম্ভঃ কৃতস্তস্মিন্নেব মণৌ সমাপ্তি মাহ। তয়োমিথ ইতি। অস্য শ্লোকস্য ব্যাখ্যা প্রথমতঃ এব কৃতা ॥৫২॥

এইরূপে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও রসিকমণি শ্রীরাধা পরস্পর কন্দর্পরণ-চাতুর্য্যের উৎকর্ষ জ্ঞাপনের নিমিত্ত অর্থাৎ কে কেমন কন্দর্প যুদ্ধে চাতুরী জানে তাহা পরস্পরকে জানাইবার জন্য মহাব্যগ্র হইলে শ্রান্তিরূপা সখী যেন নিদ্রাদেবীকে—''এস সখি! নিদ্রে! এই যুগল মাধুর্য্যের আস্বাদ গ্রহণ করিবে এস''—বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াই সেই প্রেমিক প্রেমিকার কন্দর্প-কেলিকলহের সমাধান করিলেন অর্থাৎ সম্ভোগ-বিলাসানন্দে অতিশয় শ্রান্তিবশতঃ উভয়েরই নিদ্রা উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে সখীগণ ও সেবাপরা কিঙ্করীগণও যথাস্থানে গিয়া নিদ্রিতা হইলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টযামিক লীলা সমূহ জপমালা স্বরূপ। সেই মালার প্রত্যেক লীলা এক একটী মণিতুল্য। জপমালার যেরূপ যে মণিতে জপ আরম্ভ করা হয়, সেই মণিতেই জপ সমাপ্তি করিতে হয়, সেইরূপ যে লীলা-মণি আশ্রয় করিয়া প্রথমতঃ বর্ণনারম্ভ করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতেই অর্থাৎ সেই লীলা-মণিতেই বর্ণনার সমাপ্তি করা হইল ॥৫২॥

জপমালার সুমেরুস্থানীয় গ্রন্থারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোকদ্বয় কথিত হইয়াছে এ স্থলে—এই অন্ত্যমঙ্গলেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই শুদ্ধ অনুরাগময় ভজনমার্গে বাহ্য সাধক

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ঘনং প্রপদ্যে
সপত্নপধ্বস্ত-তমঃ-প্রপঞ্চং।
পঞ্চেষু কোট্যর্ব্বুদ কান্তিধারা
পরম্পরাপ্যায়িত সর্ব্ববিশ্বং॥৫৪॥

দেহে অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন যে,—আমি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরের শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নামক পরিজনদ্বয়কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের পরিচর্য্যাবিধি জ্ঞাপক বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্র, ক্রমদীপিকা ও নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র-বিহিত অতি প্রশস্ত সাধুজনাশ্রিত শ্রীরাধা-শ্যামের লীলাবিলাসময় রাগানুগীয় ভজনমার্গের অনুসরণ করি।

পক্ষান্তরে শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই শ্লোকে সিদ্ধদেহে সখীর আনুগত্য অভিলাষ পরিব্যক্ত করিতেছেন—"আমি ধরাধামে প্রকট লীলায় উদিত শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সনাতন রূপ অর্থাৎ নিত্যরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে সাধকের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কেলিকল্পতরুর সান্নিধ্যে শ্রীরাধা কৃষ্ণের পরস্পর লীলা-বিলাস-সংঘটনে স্বয়ং শ্রীরাধাকৃষ্ণই যাঁহাদের স্তুতি করিয়া থাকেন, এবং যাঁহাদের অভাবে সে লীলাই সিদ্ধ হয় না, সেই অনুরাগিণী শ্রীললিতাদি সখীগণকে সর্ব্বদা ভজনা করি অর্থাৎ সিদ্ধ দেহে তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীরাধাশ্যামের সেবাচর্য্যা অনুসরণ করি॥৫৩॥

যিনি গৌড়াকাশে উদিত হইয়া জগতের অবিদ্যাতমঃ রাশি বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং কোটি অর্ব্বুদ-কন্দর্পের কান্তিধারা বর্ষণ করিয়া নিখিল বিশ্বকে আপ্যায়িত করিয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ অদ্ভুত মেঘের শরণ লইলাম।

পক্ষান্তরে যিনি কোটী অর্ব্বুদ কন্দর্পতুল্য রূপমাধুর্য্য ধারা বর্ষণ করিয়া অথবা অর্ব্বুদ শব্দের অর্থ ব্রণ, সুতরাং যিনি কোটি-কন্দর্পের হৃদয়-ব্রণকর রূপমাধুর্য্য ধারা-পরম্পরা দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন এবং যাঁহার শরণাগতি মাত্রেই অবিদ্যা রাশি ধ্বংস হইয়া

সোঽয়ং শ্রীলোকনাথঃ স্ফুরতু পুরুকৃপা
রশ্মিভিঃ স্বৈঃ সমুদ্য-
ন্মুদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য যো নঃ প্রচুরতমতমঃ
কূপতো দীপিতাভিঃ।
দৃগ্ ভিঃ স্বপ্রেমবীথ্যা দিশমদিশমহো
যাং শ্রিতা দিব্যলীলা
রত্নাঢ্যাং বিন্দমানা বয়মপি নিভৃতং
শ্রীলগোবর্দ্ধনং স্মঃ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে মহাকাব্যে নক্তন্তনলীলাস্বাদনো নাম
বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥২০॥

মালায়াঃ সুমেরু স্থানীয়ং প্রথমত এব মঙ্গলাচরণত্বেন কৃতং শ্লোকদ্বয়ং অন্ত্যমঙ্গলেঽপি তদেবাহ। সনাতনমিতি অন্যাপি ব্যাখ্যা কৃতা এব ॥৫৪।৫৫॥

ইতি টিকায়াং বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥২০॥

যায়, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক চৈতন্য-ঘন বস্তুর অর্থাৎ চিন্ময় বিগ্রহের শরণ গ্রহণ করিলাম।৫৪॥

যিনি প্রচুর করুণা-রজ্জু দ্বারা স্বয়ং উদ্যম সহকারে আমাদিগকে প্রচুরতম-অজ্ঞানতমঃ কূপ হইতে পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করিয়া দৃগ্ভঙ্গী দ্বারা স্বীয় প্রেম-মার্গের দিগ্দর্শন করাইলেন, আহা! সেই দিব্য লীলা-রত্নাঢ্য প্রেম-মার্গকে আশ্রয় করিয়া আমরাও সম্প্রতি এই নিভৃত শ্রীগোবর্দ্ধনে বাস করিতেছি, সেই প্রভু শ্রীলোকনাথ আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥৫৫॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্যে নক্তন্তন লীলাস্বাদন নাম
বিংশসর্গের মর্ম্মানুবাদ সমাপ্ত ॥২০॥

বিশ্বাকাশ-বিকার-সম্মিত শকে বারে গুরোঃ ফাল্গুনে
বিশ্বানন্দিনি-পূর্ণিমা-প্রতিপদোঃ সন্ধৌ সরস্যোস্তটে।
গান্ধর্ব্বা-গিরিধারিণোঃ সরভসং দোলাধিরূঢাঙ্গয়োঃ
শ্রীচৈতন্যদিনে তদেতদুদগাৎ কাব্যং তদৎ পূর্ণতাং ॥১॥
তস্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মধুনঃ কেন স্তবে প্রাভবং
যৎপীতং সহসৈব হন্ত মলিনং মচ্চিত্তমত্তালিনং।
সংসারোগ্রমতঙ্গজস্য মদিরাং বিস্মার্য্য বৃন্দাবনে
রাধামাধব-কেলিকল্প-লতিকাবাসে সদাবীবসৎ ॥২॥

সম্পূর্ণং শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতং কাব্যম্।

বিশ্বং একং। আকাশং শূন্যং। বিকারঃ ষোড়শঃ ১৬০১ শাকে। হোলিকোৎসবে দোলাধিরূঢাঙ্গয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সরস্যোঃ রাধাকৃষ্ণ কুণ্ডয়োস্তটে শ্রীচৈতন্যস্য জন্মদিনে কাব্যং পূর্ণতাং তদৎ সৎ উদগাৎ ॥১২॥

বিশ্ব এক (১), আকাশ—শূন্য (০) বিকার—ষোড়শ (১৬) অর্থাৎ ১৬০১ শকে ফাল্গুন মাসে বৃহস্পতিবারে বিশ্বানন্দা পূর্ণিমা ও প্রতিপদ সন্ধি সময়ে শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর দোলাধিরোহণাঙ্গ হোলিকোৎসবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ জন্ম দিনে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের তটবর্ত্তী স্থানে এই কাব্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উদিত হইলেন ॥১॥

হায়! আমি সেই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম মধুর বৈভবের কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? যে মধু সহসা পান করিবামাত্র আমার মলিন চিত্ত রূপ মত্তভৃঙ্গকে সংসার রূপ উগ্রমাতঙ্গ-মদিরাকে বিস্মৃত করাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধামাধবের কেলিকল্পলতাভবনে সর্ব্বদা বাস করাইতেছেন ॥২॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য সমাপ্ত।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।